ওঁ তৎসৎ

মহর্ষি-শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন-প্রণীতম্

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বিতীয়ঃস্কন্ধঃ

পূজ্যপাদ

শ্রীধরস্বামি-কৃতয়া ভাগবতভাবার্থদীপিকয়া টীকয়া

সমেতম্

শ্রীমদদ্বৈতবংশ্য-

প্রভুপাদ শ্রীল-রাধাবিনোদ-গোস্বামি

কৃতন্বয়ানুবাদৈঃ শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্য তাৎপর্য্যানুবাদৈশ্চ

সমলঙ্কৃতম্

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমৎকৃষ্ণচন্দ্রস্মৃতিতীর্থেন

সম্পাদিতম্।

হরিহর লাইব্রেরী

২৯নং বিধান সরণী

কলিকাতা—৬

শ্রীনেপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বি, এ
হরিহর লাইব্রেরী
২৯নং বিধান সরণী, কলিকাতা—৬

প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র : –
হরিহর লাইব্রেরী : ২৯, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
মহেশ লাইব্রেরী : ২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা-১২

[কেন্দ্রীয় সরকারের তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় আঞ্চলিক ভাষার প্রসারকল্পে প্রদত্ত
সরকারী অর্থানুকূল্যে সুলভ মূল্যে প্রচারিত]

সরকার নির্ধারিত মূল্য—
সাধারণ বাঁধাই টাকা
রেক্সিন বাঁধাই শোভন সংস্করণ টাকা

...নিক রোড, পরাণ প্রেস হইতে শ্রীপরাণচন্দ্র ঘোষ, ১৩৮।২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
...হইতে শ্রীপ্রভাসগোপাল গোস্বামী ও ২৯, কৈলাশ বোস ষ্ট্রীট, শ্রীকমলা প্রেস
হইতে শ্রীকান্তিকচন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত।

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ

শ্রীমদ্ভাগবতম্

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ০ঃ—

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

বরীয়ানেষ তে প্রশ্নঃ কৃতো লোকহিতং নৃপ।
আত্মবিৎসম্মতঃ পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু যঃ পরঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রীশুক উবাচ। (হে) নৃপ। (রাজন্।) পুংসাং (জীবানাং) শ্রোতব্যাদিষু (শ্রবণ-কীর্ত্তনস্মরণেষু মধ্যে) যঃ পরঃ (শ্রেষ্ঠঃ) আত্মবিৎসম্মতঃ (যুষ্মৎসভোপবিষ্টানাম্ আত্মবিদামনুমোদিতঃ) এষঃ বরীযান্ প্রশ্নঃ কৃতঃ (এতস্মাদেব) লোকহিতং (জীবানাং কল্যাণং ভবিষ্যতীতি শেষঃ)॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্। আপনি জীবের শ্রোতব্যাদি সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিযাছেন, তাহা অতি শ্রেষ্ঠ ও এই সভায আগত সমস্ত আত্মজ্ঞগণেরই অনুমোদিত, ইহাতেই জগতের পরম কল্যাণ সাধন হইবে॥ ১

শ্রীধরটীকা।—যন্নামকীর্ত্তনং দানং তপোযোগাদিসৎফলম্।
তং নিত্যং পরমানন্দং হরিং নরমহং ভজে॥
দ্বিতীযে তু দশাধ্যাযৈঃ শ্রীভাগবতমাদিতঃ।
উদ্দেশলক্ষণোক্তিভ্যাং সংক্ষেপেণোপবর্ণ্যতে॥
তত্র তু প্রথমাধ্যাযে কীর্ত্তনশ্রবণাদিভিঃ।
স্থবিষ্ঠে ভগবদ্রূপে মনসো ধারণোচ্যতে॥
(অথ দ্বিতীযস্কন্ধব্যাখ্যা)
উক্তঃ পূর্ব্বমুপোদ্ঘাতঃ সপ্রসঙ্গঃ শুকাগমঃ।
রাজ্ঞা পৃষ্টঃ নৃণাং কৃত্যমথাহ শুকসন্মুনিঃ॥

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাম্ ॥ ২ ॥
নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা ॥ ৩ ॥
দেহাপত্যকলত্রাদিষ্বাত্মসৈন্যেষ্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি ॥ ৪ ॥

রাজ্ঞঃ প্রশ্নমভিনন্দতি—বরীয়ানিতি। তে ত্বয়া পুংসাং শ্রোতব্যাদিষু মধ্যে যঃ পরঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রশ্নঃ কৃতঃ, এষ বরীয়ান্। যতো লোকহিতমেতৎ, মোক্ষহেতুত্বাৎ। আত্মবিদাং মুক্তানাঞ্চ সম্মতো যতঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—(হে) রাজেন্দ্র! (চক্রবর্ত্তিন্!) আত্মতত্ত্বং (স্বস্বরূপং ভগবৎস্বরূপঞ্চ) অপশ্যতাং (অজানতাং) গৃহেষু (কলত্রাদিষু) [আসক্তানাং] গৃহমেধিনাং (গৃহব্রতানাং) নৃণাং (জীবাণাং) শ্রোতব্যাদীনি সহস্রশঃ (বহূনি) সন্তি ॥ ২

মূলানুবাদ।—হে রাজেন্দ্র! আত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানহীন গৃহাদিতে রত জীবগণের জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—তত্র তাবৎ স্বাভাবিকক্রিয়াণামনর্থহেতুত্বং বদন্ "ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্" ইত্যস্যোত্তরমাহ—শ্রোতব্যাদীনীতি ত্রিভিঃ। গৃহেষু সক্তানাম্ অতএব গৃহমেধিনাং তদ্গতপঞ্চসূনা-পরাণাম্। মেধতিহিংসার্থঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—(হে) রাজন্! [যতঃ তেষাং] নক্তং বয়ঃ (রাত্রৌ যজ্জীবনং তৎ) নিদ্রয়া (স্বাপেন) ব্যবায়েন (স্ত্রীবিলাসেন চ) [হ্রিয়তে] দিবা (অহ্নি) যৎ বয়ঃ (জীবনং তৎ) অর্থেহয়া (অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টয়া) কুটুম্বভরণেন (স্ত্রীপুত্রাদিপালনপ্রযত্নেন) হ্রিয়তে ॥ ৩

মূলানুবাদ।—কিন্তু রাত্রিতে নিদ্রা ও স্ত্রীবিলাসে এবং দিবাভাগে ধনোপার্জ্জন ও স্ত্রীপুত্রাদি-পোষণের চেষ্টায় জীবের জীবন অতিবাহিত হয় ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—তেষাং বৃথৈবায়ুর্ব্যয়ো ভবতীত্যাহ—নিদ্রয়েতি। নক্তং রাত্রৌ যদ্বয়ঃ আয়ুঃ তন্নিদ্রয়া ব্যবায়েন রত্যা বা হ্রিয়তে, দিবা অহ্নি যদ্বয়ঃ তৎ অর্থেহয়া অর্থার্থমুদ্যমেন, সিদ্ধেঽপ্যর্থে কুটুম্ব-ভরণেন বা। চকারাবন্যতরসমুচ্চায়কৌ ॥ ৩

অন্বয়ঃ। আত্মসৈন্যেষু (আত্মনঃ সৈন্যবৎ পরিকরেষু) অসৎসু (অতিনশ্বরেষু অপি) দেহাপত্যকলত্রাদিষু (স্ত্রীপুত্রাদিষু) প্রমত্তঃ (প্রসক্তো জনঃ) তেষাং (আত্মনঃ) নিধনং (মরণং) পশ্যন্নপি (পিত্রাদিদৃষ্টান্তেন জানন্নপি) ন পশ্যতি (ন জানাতি) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—দেহ পুত্র ও স্ত্রী এই আত্মপরিকরগণ সকলেই নশ্বর, তাহাতে আসক্ত জীব [illegible] কবলিত হইতেছে, কিন্তু তাহা দেহ দেখিয়াও দেখে না ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—ননু নশ্বরদৃষ্টৈরর্থৈঃ কথমায়ুর্ব্যয়ঃ স্যাৎ? তত্রাহ—দেহাদিষু আত্মনঃ

তস্মাদ্ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্ ॥ ৫ ॥

সৈন্যেষু পরিকরেষু অসৎস্থ মিথ্যাভূতেম্বপি প্রমত্তঃ প্রসক্তঃ। তেষাং পিত্রাদিদৃষ্টান্তেন নাশং পশ্যন্নপি নানুসন্ধত্তে ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) ভারত! (ভরতবংশোদ্ভব!) তস্মাৎ (পূর্ব্বোক্তাৎ নিধনাৎ) অভয়ং (অপবাভয়ং) ইচ্ছতা (পুরুষেণ) সর্ব্বাত্মা (সর্ব্বময়ঃ) ভগবান্ (ষড়ৈশ্বর্য্যশালী) হরিঃ (সর্ব্বমনোহরঃ শ্রীগোবিন্দঃ) শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ স্মর্ত্তব্যশ্চ (শ্রীহরিবিষয়কমেব শ্রবণং কীর্ত্তনং স্মরণং চ কর্ত্তব্যমিত্যর্থঃ) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—অতএব হে ভারত! যাঁহারা এই মরণের হাত এড়াইতে চাহেন, তাঁহাদের সর্ব্বময় ভগবান্ শ্রীহরির কথাই শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করা উচিত ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—এবং বিপর্য্যয়প্রশ্নস্যোত্তরমুক্ত্বা শ্রোতব্যাদিপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—তস্মাদিতি। হে ভারত ভরতবংশ্য! সর্ব্বাত্মেতি শ্রে(প্রে)ষ্ঠত্বমাহ—ভগবানিতি। সৌন্দর্য্যম্, ঈশ্বর ইত্যাবশ্যকত্বং, হরিরিতি বন্ধহারিত্বম্। অভয়ং মোক্ষমিচ্ছতা ॥ ৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংস শিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে উপস্থিত হইলে তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—"অতঃ পৃচ্ছামি সংসিদ্ধিং যোগিনাং পরমং গুরুম্। পুরুষস্যেহ যৎকার্য্যং ম্রিয়মাণস্য সর্ব্বথা।" "আপনি সর্ব্বার্থ পরিপূর্ণ এবং যোগিশ্রেষ্ঠ, অতএব আপনার নিকট আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি, আসন্নমৃত্যু জীবের কর্ত্তব্য কি তাহাই আমাকে উপদেশ করুন।" মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন শুনিয়া শ্রীশুকদেব তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন, মহারাজ! বড় উত্তম প্রশ্ন করা হইয়াছে। এ প্রশ্নে কাহারও আপত্তির কারণ ত থাকিতেই পারে না, বরং সাধারণ বদ্ধ জীব হইতে আরম্ভ করিয়া মুক্ত আত্মারামগণ পর্য্যন্ত সকলেরই এই কথা চিন্তার বিষয়। মৃত্যু সকলেরই পশ্চাতে হস্ত প্রসারণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, সুতরাং জীব মাত্রেই ম্রিয়মাণ, তাহাদের বৃথা জীবনের অভিমান করিয়া সংসারকূপে মগ্ন না হইয়া মরণগ্রাসমুক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন এবং শ্রীশুকদেবের সাধুবাদ প্রদানের মধ্যে কিছু গূঢ় রহস্য আছে। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে দেখিয়া পরমানন্দে বলিয়াছিলেন যে পাণ্ডবনাথ শ্রীগোবিন্দই আপনাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, নচেৎ আমার এমন কি পুণ্যবল আছে—যাহার ফলে আপনার দর্শন লাভ হয়? তাহার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আসন্নমৃত্যু জীবের কর্ত্তব্য কি এবং তাহাদের কোন্ কথা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করা উচিত এবং কি ত্যাগ করা উচিত। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহারাজ পরীক্ষিৎ জগতের সমস্ত সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া জগন্নাথের সঙ্গে সম্বন্ধ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া শ্রীশুকদেবের নিকট তাহার উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। শ্রীশুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিতের ভাব বুঝিয়া বলিলেন "এষ তে প্রশ্নো বরীয়ান্" "তোমার প্রশ্ন শ্রেষ্ঠতর, অর্থাৎ তোমার পিতামহ অর্জ্জুন কুরুক্ষেত্র সমর প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইয়া কৃষ্ণকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষাও তোমার প্রশ্ন

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্ম্মপবিনিষ্ঠযা।
জন্মলাভঃ পবঃ পুংসামন্তে নাবাযণস্মৃতিঃ ॥ ৬ ॥
প্রায়েণ মুনয়ো বাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈর্গুণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ ॥ ৭ ॥

শ্রেষ্ঠ, কাবণ তিনি সমবক্ষেত্র দেখিযা মনে কবিযাছিলেন যে, এই যুদ্ধে সকলেবই প্রাণ যাইবে, আমি শূন্যবাজ্যেব অধীশ্বব হইব, তাহাতে আমাব কি ফললাভ হইবে। এই জন্যই তিনি বিষণ্ন হইযা শ্রীকৃষ্ণকে প্রশ্ন কবিযাছিলেন। আব তুমি জীবন-সমব-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হইযা মনে কবিতেছ, আমাব বেশী বিলম্ব নাই, এই বেলা পাবেব সম্বল কবিযা লইতে হইবে, এই জন্যই তুমি আমাব কাছে ভবভযহাবী শ্রীহবিব কথা শুনিবাব জন্য প্রশ্ন কবিযাছ, সুতবাং তোমাব প্রশ্নই শ্রেষ্ঠতব। এই প্রশ্নে জগৎ কৃতার্থ হইবে, কেননা, মৃত্যুব কবাল ছাযা না দেখিলে কাহাবও জগতেব আবেশ ছাডিযা জগন্নাথেব চবণে দৃষ্টি পডে না।

জগতেব সমস্ত জীবই গৃহান্ধকূপে পতিত, সুতবাং আমি কে এবং আমি কাহাব—এ প্রশ্ন মনে উঠে না, ইহা ছাডা আব কত কথাই মনে উঠে এবং সে জন্য কত প্রশ্ন, কত বিচাব, কত সিদ্ধান্ত হয। দুর্লভ মানবজীবনেব দিবা ও বাত্রি অর্থোপার্জ্জনেই অতিবাহিত হয। দেহ, গেহ, স্ত্রী, পুত্র, পবিজন, বিষয বৈভবাদিতে আসক্ত হইযা কাহাবও আসন্ন-মৃত্যুব দিকে দৃষ্টি পডে না। অতএব হে মহাবাজ! আত্মহিতাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিমাত্রেবই শ্রীগোবিন্দেব নাম, রূপ, গুণ ও লীলাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মবণাদি কবাই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ১—৫ ॥

অন্বয়ঃ।—স্বধর্ম্মপবিনিষ্ঠযা (স্বস্ববর্ণাশ্রমোচিতধর্ম্মানুষ্ঠানেন) সাংখ্যযোগাভ্যাং (আত্মানাত্মবিবেকঃ সাংখ্যং যোগো যমনিযমাদ্যষ্টাঙ্গকঃ তাভ্যাং) পুংসাং (জীবানাং এতৈঃ সাধনৈঃ) এতাবান্ (এব) জন্মলাভঃ (জন্মনঃ ফলং যৎ) অন্তে (দেহান্তসমযে) নাবাযণস্মৃতিঃ (ইত্যেষা) ॥ ৬ ॥

মূলানুবাদ।—দেহান্তসমযে শ্রীনাবাযণ-স্মৃতিই স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালন ও সাংখ্যযোগ, অষ্টাঙ্গ যোগ প্রভৃতি অনুশীলনেব শ্রেষ্ঠ ফল ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—অতঃ পবমন্যৎ শ্রেযো নাস্তীত্যাহ এতাবানিতি। জন্মনো লাভঃ ফলং, তমাহ—নাবাযণস্মৃতিবিতি। সাংখ্যাদিভিঃ সাধ্য ইতি তেষাং স্বাতন্ত্র্যেণ লাভত্বং বাবযতি। সাংখ্যম্ আত্মানাত্মবিবেকঃ। যোগোঽষ্টাঙ্গঃ। অন্তে তু স্মৃতিঃ পবমো লাভঃ, ন তন্মহিমা বক্তুং শক্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) রাজন্! বিধিসেধতঃ (বিধিনিষেধাভ্যাং) প্রায়েণ নিবৃত্তাঃ (নিত্যনৈমিত্তিকাতিবিক্তবিধিনিষেধবহির্ভূতাঃ) নৈর্গুণ্যস্থাঃ (ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ অপি) মুনযঃ (মননশীলা মহাত্মানঃ) হবেঃ (শ্রীভগবতঃ) গুণানুকথনে (গুণলীলাদিবর্ণনে) বমন্তে (আনন্দং লভন্তে) [স্মেতি প্রসিদ্ধৌ] ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! যে সমস্ত মুনিগণ একেবাবে বিধিনিষেধেব অতীত হইযা ব্রহ্মনিষ্ঠ হইযা গিযাছেন, তাঁহারাও শ্রীগোবিন্দগুণানুকীর্ত্তনেই পবমানন্দ অনুভব কবিযা থাকেন ॥ ৭ ॥

ইদং ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্।
অধীতবান্ দ্বাপরাদৌ পিতুর্দ্বৈপায়নাদহম্ ॥ ৮ ॥
পরিনিষ্ঠিতোঽপি নৈর্গুণ্যে উত্তমঃশ্লোকলীলয়া।
গৃহীতচেতা রাজর্ষে আখ্যানং যদধীতবান্ ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—প্রায়েণেতি। বিধিসেধতঃ বিধিনিষেধাভ্যাং নিবৃত্তঃ নৈর্গুণ্যে ব্রহ্মণি স্থিতা অপি, হরেগুণানুকথনে কীর্ত্তনে রমন্তে। স্ম প্রসিদ্ধম্ ॥ ৭ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—মহারাজ। শ্রীগোবিন্দ-কথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করাই জীবের একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেরই সকল সাধনার সিদ্ধিই এই। বৈরাগ্যাভ্যাস, যোগাভ্যাস এবং স্বধর্ম্ম-যাজন করিয়াও জীব কৃতার্থ হইতে পারে না, যদি না অন্তকালে শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দের স্মৃতি আসে। সনক, সনৎকুমার, নারদ প্রভৃতি জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ সর্ব্ববিধ বিধি-নিষেধের অতীত এবং নির্গুণ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াও শ্রীগোবিন্দগুণ বর্ণনে বিরত হইতে পারেন না, সেই জন্যই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মসাযুজ্য অপেক্ষাও শ্রীভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তনেই মাধুর্য্য অধিক, নচেৎ নারদাদি আত্মারামগণ নির্গুণ হইয়াও শ্রীগোবিন্দগুণে এত আসক্ত হইবেন কেন? অতএব হে মহারাজ। আসন্নমৃত্যু-জীবের আর কি কর্ত্তব্য থাকিতে পারে? সকল সাধনারই সিদ্ধিদশায় যে মহাসম্পদ্ লাভ হয়, সেই শ্রীগোবিন্দগুণ শ্রবণ-কীর্ত্তনে রত হওয়াই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ৬।৭ ॥

অন্বয়ঃ।—ইদং (বক্ষ্যমাণং) ভাগবতং নাম ব্রহ্মসংমিতং (সর্ব্ববেদতুল্যং) পুরাণম্ অহং দ্বাপরাদৌ (দ্বাপরান্তে) পিতুঃ দ্বৈপায়নাৎ (মৎপিতুর্বেদব্যাসসকাশাৎ) অধীতবান্ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক সর্ব্ববেদতুল্য পুরাণ আমি দ্বাপরের শেষভাগে আমার পিতা বেদব্যাসের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছিলাম ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—কিমিদমপূর্ব্বং কথয়সি? সত্যম্ অতঃ পূর্ব্বমেবেদমিত্যাহ। ইদং ভগবৎ-প্রোক্তং তন্নামৈকপ্রধানং পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং সর্ব্ববেদতুল্যম্, যদ্বা ব্রহ্ম সম্যগ্মিতং যেন। কুতস্ত্বয়া প্রাপ্তম্? অত আহ—অধীতবানীতি। দ্বৈপায়নাৎ পিতুঃ। কদা? দ্বাপরাদৌ দ্বাপর আদির্যান্ত কালস্য তস্মিন্ দ্বাপরান্তে ইত্যর্থঃ। শন্তনুসমকালে ব্যাসাবতারপ্রসিদ্ধেঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) রাজর্ষে। [অহং] নৈর্গুণ্যে (নিরঞ্জনে ব্রহ্মণি) পরিনিষ্ঠিতোঽপি (নিশ্চয়-বানপি) উত্তমঃশ্লোকলীলয়া (শ্রীকৃষ্ণলীলামাধুর্য্যেণ) গৃহীতচেতাঃ (আকৃষ্টচিত্তঃ সন্) যৎ আখ্যানং (পুরাণং) অধীতবান্ ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—আমি নিরঞ্জন ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণলীলামাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া এই পুরাণ অধ্যয়ন করিয়াছি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—সিদ্ধস্য তব কুতোঽধ্যয়নে প্রবৃত্তিঃ?—তত্রাহ—পরিনিষ্ঠিতোঽপীতি। গৃহীত চেতা আকৃষ্টচিত্তঃ ॥ ৯ ॥

তদহং তেঽভিধাস্যামি মহাপৌরুষিকো ভবান্।
যস্য শ্রদ্দধতামাশু স্যান্মুকুন্দে মতিঃ সতী ॥ ১০ ॥
এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—ভবান্ মহাপৌরুষিকঃ (শ্রীকৃষ্ণানুগ্রহপাত্রং) [অতঃ] তং (পুরাণং) তে (তুভ্যং) অভিধাস্যামি (কথয়িষ্যামি।) যস্য (যস্মিন্) শ্রদ্দধতাং (শ্রদ্ধাবতাং জনানাং) মুকুন্দে (প্রেমানন্দপ্রদে শ্রীকৃষ্ণে) সতী (নিশ্চলা) মতিঃ (চিত্তবৃত্তিঃ) স্যাৎ। ১০।

মূলানুবাদ।—তুমি শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহপাত্র, অতএব এই পুরাণদ্বয় তোমার নিকট বর্ণন করিব। ইহাতে শ্রদ্ধা থাকিলে শ্রীগোবিন্দে নিশ্চলা ভক্তিলাভ হয়। ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—মহাপুরুষো বিষ্ণুস্তদীয়ঃ। যস্য যস্মিন্ শ্রদ্ধাং কুর্ব্বতাম্। সতী অহৈতুকী ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) নৃপ! (রাজন্!) নির্ব্বিদ্যমানানাং (সর্ব্বত্র বৈরাগ্যবতাং প্রেমভক্তিমতামিত্যর্থঃ) ইচ্ছতাং (স্বর্গমোক্ষাদিকামিনাং) হরেঃ (সর্ব্বদুঃখহরস্য শ্রীভগবতঃ) এতৎ নামানুকীর্ত্তনং (পুনঃ পুনঃ নামসংকীর্ত্তনমেব) যোগিনাং (ভক্তিজ্ঞানাদিযোগিনাং) অকুতোভয়ং (সর্ব্ববিধভয়হারকং) নির্ণীতং (সর্ব্বসাধনানাং পরীক্ষ্য সিদ্ধান্তিতং) [পূর্ব্বাচার্য্যৈরিতি শেষঃ]। ১১।

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! ভক্ত এবং স্বর্গ মোক্ষাদি বাঞ্ছাযুক্ত কর্ম্মী জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেরই শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তনই একমাত্র দুঃখহারী বলিয়া নির্ণীত আছে। ১১।

শ্রীধরটীকা।—সাধকানাং সিদ্ধানাঞ্চ নাতঃ পরমন্যৎ শ্রেয়োঽস্তীত্যাহ—এতদিতি। ইচ্ছতাং কামিনাং তত্তৎফলসাধনমেতদেব, নির্ব্বিদ্যমানানাং মুমুক্ষূণাং মোক্ষসাধনমেতদেব, যোগিনাং জ্ঞানিনাং ফলঞ্চৈতদেব, নির্ণীতং নাত্র প্রমাণং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। ১১।

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরমহংসশিরোমণি শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, হে মহারাজ! শ্রীগোবিন্দগুণ শ্রবণ কীর্ত্তনে ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও যে অধিকতর আনন্দ আস্বাদন হয়, সে কথা আর কি বলিব! আমি স্বয়ং নির্গুণ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াও শ্রীবেদব্যাসের নিকট এই পরমানন্দময় শ্রীগোবিন্দগুণ-লীলাবর্ণন-প্রধান, শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়াছি। শ্রীভগবানের লীলা-কথার এমনই অপূর্ব্ব মহিমা ও আকর্ষণী শক্তি যে, ব্রহ্মজ্ঞান-সমুদ্রমগ্ন আমাকেও বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করাইতে পরমলুব্ধ করিয়াছে। আমি এতদিন মৌনী ছিলাম, আমার জন্মের পর আমার পিতা "পুত্র রে! পুত্র রে!" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে আমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বহুদূর অনুগমন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমি একটি কথাও বলি নাই, কিন্তু আজ আমার তোমার নিকট শ্রীগোবিন্দগুণ বর্ণনা করিতে প্রবল বাসনা হইতেছে। অতএব হে মহারাজ! তুমি পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দের চিহ্নিত দাস, আমি তোমার নিকট সেই শ্রীমদ্ভাগবত-কথা কীর্ত্তন করিব। শ্রীগোবিন্দ-নামকীর্ত্তন "অকুতোভয়" অর্থাৎ ইহাতে কোনরূপ পতনাশঙ্কা নাই। যোগজ্ঞানাদির অনুষ্ঠানে পদে পদে পতনাশঙ্কা, সেই জন্য

কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্ত্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ॥ ১২॥
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষির্জ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্ত্তাৎ সর্ব্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিম্॥ ১৩॥

সাধকগণ, সকামই হউন বা নিষ্কামই হউন, তাঁহারা সর্ব্ব পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বফলদাতা শ্রীগোবিন্দের নামকীর্ত্তনেই রত হন। অতএব হে মহারাজ। তুমি আর আসন্নকালে কি সাধনা করিবে, পরম-সাধন শ্রীগোবিন্দনামকীর্ত্তনে রত হও।

শ্রীশুকদেব আসন্নমৃত্যু জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রসঙ্গে শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ এই ত্রিবিধ ভক্ত্যঙ্গ যাজন করা কর্ত্তব্য ইহাই পূর্ব্ব পূর্ব্বশ্লোকে দেখাইয়াছেন। এখন সর্ব্বসুলভ এবং মহাশক্তিসম্পন্ন, বিশেষতঃ কলিজীবের একমাত্র কর্ত্তব্য নামসংকীর্ত্তনের প্রাধান্য দেখাইতেছেন। পদ্মপুরাণে দেখা যায় "অঘচ্ছিৎ স্মরণং বিষ্ণোর্ব্বহ্বায়াসেন জায়তে। ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেণ কীর্ত্তনন্তু ততো বরম্।" "শ্রীভগবানের নামরূপ-গুনলীলাদির স্মৃতি জীবের অশেষ পাতক হরণ করে সত্য, কিন্তু তাহা বহু আয়াসসাধ্য, নামসংকীর্ত্তন কেবলমাত্র ওষ্ঠস্পন্দনমাত্রেই সাধিত হয়, সুতরাং ইহাই সর্ব্বসাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" তাই শ্রীশুকদেবও বলিতেছেন, হে মহারাজ। শ্রীভগবানের নাম সংকীর্ত্তনই যোগী, জ্ঞানী, কর্ম্মী, ভক্ত সকলেরই সংসারভয়নিবারণে সমর্থ এবং নামসংকীর্ত্তনের সাহায্যেই সাধক সর্ব্ববিধ সাধনের ফল পাইবার যোগ্য হয়। ইহা কেবলমাত্র আমিই বলিতেছি না, পূর্ব্ব পূর্ব্ব তত্ত্বদর্শী আচার্য্যগণ বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়া ইহাই নির্ণয় করিয়া গিয়াছেন॥ ৮—১১

অন্বয়ঃ।—ইহ (জগতি) প্রমত্তস্য (বিষয়মদমত্তজনস্য) পরোক্ষৈঃ (অলক্ষিতৈঃ) হায়নৈঃ (বহুভিঃ বর্ষৈঃ,) কিং? [ততঃ] বিদিতং [জীবনং বৃথা যাতীতি] (জ্ঞাতং) মুহূর্ত্তং (ক্ষণকালমপি) বরং (শ্রেষ্ঠং) যতঃ [বিদিতমুহূর্ত্তাদপি] শ্রেয়সে (মঙ্গলায়) ঘটতে (যত্নং করোতি)॥ ১২

মূলানুবাদ।—বিষয়মদমত্ত ব্যক্তির অজ্ঞাতে বহু বৎসরকাল অতিবাহিত হইয়া যায়, তাহাতে কিছুই ফল হয় না, কিন্তু "জীবন বৃথা যাইতেছে" ইহা জানিতে পারিলে এক মুহূর্ত্তকালও পূর্ব্বোক্ত বহুকাল হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তাহাতেই সে নিজ পরম কল্যাণের জন্য যত্নবান্ হয়॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—"অল্পমেবায়ুরবশিষ্টং কিমহং সাধয়েয়ম্" ইতি মা শুচঃ, ইত্যাহ—কিমিতি ত্রিভিঃ। পরোক্ষৈঃ অলক্ষিতৈঃ, হায়নৈর্বর্ষৈঃ। বিদিতং বৃথা যাতীতি জ্ঞাতম্। যতঃ যেন জ্ঞানেন। ঘটতে যত্নং করোতি॥ ১২

অন্বয়ঃ।—ইহ (জগতি) খট্বাঙ্গো নাম (খট্বাঙ্গনামকঃ) রাজর্ষিঃ আয়ুষঃ (জীবনকালস্য) ইয়ত্তাং (পরিমাণং) জ্ঞাত্বা (বিদিত্বা) মুহূর্ত্তাৎ (অল্পকালাদেব) সর্ব্বং (বিষয়ং) উৎসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) অভয়ং (ভয়হরং) হরিং (শ্রীগোবিন্দং) গতবান্ (প্রাপ্তবান্)॥ ১৩

মূলানুবাদ।—রাজর্ষি খট্বাঙ্গ নিজের পরমায়ুর পরিমাণ জানিতে পারিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে সর্ব্বত্যাগ করিয়া সর্ব্বভয়হর হরিচরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন॥ ১৩

তবাপ্যেতর্হি কৌরব্য সপ্তাহং জীবিতাবধিঃ।
উপকল্পয় তৎ সর্ব্বং তাবদ্যৎ সাম্পরায়িকম্॥ ১৪॥
অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেহনু যে চ তম্॥ ১৫॥
গৃহাৎ প্রব্রজিতো ধীরঃ পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ।
শুচৌ বিবিক্ত আসীনো বিধিবৎকল্পিতাসনে॥ ১৬॥
অভ্যসেন্মনসা শুদ্ধং ত্রিবৃদ্‌ব্রহ্মাক্ষরং পরম্।
মনো যচ্ছেজ্জিতশ্বাসো ব্রহ্মবীজমবিস্মরন্॥ ১৭॥

শ্রীধরটীকা।—খট্টাঙ্গো হি দেবপক্ষে স্থিত্বা দৈত্যানজয়ৎ। ততঃ প্রসন্নৈর্দেবৈর্ব্বরং বৃণীষ্বেত্যুক্তে তেনোক্তং প্রথমং তাবন্মমায়ুঃ কথ্যতামিতি। ততো দেবৈরুক্তং তত্তু মুহূর্ত্তমাত্রমস্তীতি। ততোহতিশীঘ্রং দেবৈর্দত্তেন বিমানেন ভুবমাগত্য হরিং শরণং গত ইতি। যত ইদং স্বর্গভূমী রজোঽধিকা, কর্ম্মভূমিঃ পৃথ্বী॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—(হে) কৌরব্য (কুরুবংশোদ্ভব।) তব (তু) এতর্হি (ইদানীম্ অপি) সপ্তাহং (সপ্তদিনং) জীবিতাবধিঃ (জীবিতস্য আয়ুষঃ অবধিঃ সীমা) অস্ত্যেব, [অতঃ] যৎ সাম্পরায়িকং (পারলৌকিকসাধনং) তাবৎ (তাবতা কালেন) তৎ সর্ব্বম্ উপকল্পয় (সম্পাদয়)॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে কুরুনন্দন! তোমার এখনও সাতদিন পরমায়ু আছে। এই সময়ের মধ্যে পরলোকহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান কর॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—তব তু এতর্হ্যপি ইদানীমিতি। তাবদিতি তাবতা কালেন, সাম্পরায়িকং পারলৌকিকং সাধনং সম্পাদয়॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—অন্তকালে (মৃত্যুকালে) আগতে (উপস্থিতে সতি) পুরুষঃ (জীবঃ) গতসাধ্বসঃ (মৃত্যুভয়শূন্যঃ সন্) অসঙ্গশস্ত্রেণ (অনাসক্তিখড়্গেন) দেহে (স্বশরীরে) যে চ (বিষয়াঃ) তং (দেহং) অনু [অনুকূলভাবেন বর্ত্তমানাঃ পুত্রকলত্রাদয়ঃ তেষু] স্পৃহাং (তৎসম্পাদনায় সুখেচ্ছাং) ছিন্দ্যাৎ॥১৫

মূলানুবাদ।—মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে মৃত্যুভয়ে ভীত না হইয়া অনাসক্তিরূপ অসিদ্বারা দেহ ও দৈহিক বিষয়ের স্পৃহা ছেদন করা কর্ত্তব্য॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—তত্র বৈরাগ্যং তাবদাহ—অন্তকাল ইতি। গতসাধ্বসো মৃত্যুভয়শূন্যঃ। অসঙ্গো নাম অনাসক্তিঃ, তেন শস্ত্রেণ। স্পৃহাং সুখেচ্ছাম্। তং দেহমনু যে পুত্রকলত্রাদয়ঃ, তেষ্বপি স্পৃহাং ছিন্দ্যাৎ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—ধীরঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিনা সংযতঃ পুরুষঃ) গৃহাৎ (আবাসস্থানাৎ) প্রব্রজিতঃ (নিষ্ক্রান্তঃ) পুণ্যতীর্থজলাপ্লুতঃ (গঙ্গাদিপবিত্রজলে স্নাতঃ) শুচৌ (শুদ্ধে) বিবিক্তে (নির্জ্জনে) বিধিবৎকল্পিতাসনে (কুশাজিনাদিনির্ম্মিতে আসনে) আসীনঃ (উপবিষ্টঃ সন্) মনসা ত্রিবৃৎ (অকারোকারমকারৈঃ গ্রথিতং) শুদ্ধং (পবিত্রং) পরং (শ্রেষ্ঠং) ব্রহ্মাক্ষরং (ব্রহ্মবাচকম্ অক্ষরং প্রণবমিত্যর্থঃ)

নিযচ্ছেদ্‌বিষয়েভ্যোঽক্ষান্ মনসা বুদ্ধিসারথিঃ।
মনঃ কর্ম্মভিরাক্ষিপ্তং শুভার্থে ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ১৮ ॥
তত্রৈকাবয়বং ধ্যায়েদব্যুচ্ছিন্নেন চেতসা।
মনো নির্ব্বিষয়ং যুক্ত্বা ততঃ কিঞ্চন ন স্মরেৎ।
পদং তৎ পরমং বিষ্ণোর্মনো যত্র প্রসীদতি ॥ ১৯ ॥

অভ্যসেৎ (জপেৎ) ব্রহ্মবীজং (প্রণবং) অবিস্মরন্ (এব) জিতশ্বাসঃ (কৃতপ্রাণায়ামঃ সন্) মনঃ যচ্ছেৎ (নিশ্চলীকুর্য্যাৎ) ॥ ১৬।১৭

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মচর্য্যাদি দ্বারা সংযত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া পবিত্র জলে স্নানানন্তর শুদ্ধ হইয়া নির্জ্জন স্থানে কুশাসনাদিতে উপবেশন করিয়া পরম পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ অকার উকার এবং মকারগ্রথিত প্রণব অভ্যাস করিবে, প্রণব স্মরণ করিতে করিতেই প্রাণায়াম করিবে ॥ ১৬।১৭

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ গৃহাৎ প্রব্রজিতো নিষ্ক্রান্তঃ। গৃহে স্থিতস্য পুনরপি আসক্তিসম্ভবাৎ। তত্রাষ্টাঙ্গযোগমাহ ধীর ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদিযমোপলক্ষণম্। পুণ্যতীর্থেতি স্নানাদিনিয়মোপলক্ষণম্। আসনমাহ শুচাবিতি। বিবিক্তে একান্তে বিধিবৎ কুশাজিনচৈলৈঃ ক্রমেণ নির্ম্মিতে ॥ ১৬ ॥ জপগর্ভং প্রাণায়ামং বক্তুং জপ্যমাহ, ত্রিবৃৎ ত্রিভিঃ অকারাদিভিঃ, বর্ত্তিতং গ্রথিতং ব্রহ্মাক্ষরং প্রণবং, মনসা অভ্যসেৎ আবর্ত্তয়েৎ। মনসা ইন্দ্রিয়প্রত্যাহারং বক্তুং প্রাণায়ামেন মনোনিয়মনমাহ, মনো যচ্ছেৎ বশীকুর্য্যাৎ, ব্রহ্মবীজং প্রণবমবিস্মরন্নেব জিতশ্বাসঃ সন্ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—বুদ্ধিসারথিঃ (বুদ্ধিসহায়ঃ সন্) মনসা বিষয়েভ্যঃ (রূপরসাদিভ্যঃ) অক্ষান্ (চক্ষুরাদীনীন্দ্রিয়াণি) নিযচ্ছেৎ (নিগৃহ্নীয়াৎ) [ততঃ] কর্ম্মভিঃ আক্ষিপ্তং (চঞ্চলং) মনঃ ধিয়া (বুদ্ধ্যা) শুভার্থে (পরমমঙ্গলপ্রদশ্রীভবদ্রূপে) ধারয়েৎ (ধারণং কুর্য্যাৎ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—তদনন্তর, বুদ্ধির সাহায্যে বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করিবে এবং কর্ম্মাক্ষিপ্ত মনকে শ্রীভগবানের রূপে ধারণা করিবে ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—প্রত্যাহারমাহ। নিযচ্ছেৎ নিগৃহ্নীয়াৎ। অক্ষান্ ইন্দ্রয়াণি। নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সারথির্যস্য সঃ। ধারণামাহ মন ইতি। পুনশ্চ কর্মভিঃ তদ্বাসনাভিঃ, আক্ষিপ্তম্ আকৃষ্টম্। শুভার্থে ভগবদ্রূপে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—অব্যুচ্ছিন্নেন (সমগ্ররূপাদবিমুক্তেন) চেতসা (মনসা) তত্র (শ্রীভগবদ্রূপে) একাবয়বং (পাদাদ্যেকাবয়বং) ধ্যায়েৎ, ততঃ নির্ব্বিষয়ং (বিষয়স্পর্শশূন্যং) মনঃ যুক্ত্বা (সংযুজ্য) [ততঃ মনসি স্থিরীভূতে সতি] কিঞ্চন ন স্মরেৎ, যত্র (যস্মিন্ প্রাপ্তে সতি) মনঃ প্রসীদতি (সুপ্রসন্নং ভবতি) তৎ (এব) বিষ্ণোঃ (শ্রীভগবতঃ) পরমং (পদং) [বদন্তি বিজ্ঞা ইতি শেষঃ] ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের রূপে চিত্ত রাখিয়াই ক্রমে ক্রমে শ্রীচরণাদি এক এক অবয়বে মনের ধারণা করিবে, বিষয়-সম্বন্ধহীন মনকে শ্রীভগবদ্রূপে সংযোগ করিয়া মনের স্থিরতা আসিলে আর

রজস্তমোভ্যামাক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং মন আত্মনঃ।
যচ্ছেদ্ধারণয়া ধীরো হন্তি যা তৎকৃতং মলম্ ॥ ২০ ॥
যতঃ সন্ধার্য্যমাণায়াং যোগিনো ভক্তিলক্ষণঃ।
আশু সম্পদ্যতে যোগ আশ্রয়ং ভদ্রমীক্ষতঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীরাজোবাচ।

যথা সন্ধার্য্যতে ব্রহ্মন্ ধারণা যত্র সম্মতা।
যাদৃশী বা হরেদাশু পুরুষস্য মনোমলম্ ॥ ২২

কিছু স্মরণ করিবে না। যেখানে গিয়া মন একেবারে শান্ত হইয়া যায়, তাহাকেই বিজ্ঞগণ বিষ্ণুর পরমপদ বলিয়া থাকেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—ধ্যানমাহ তত্রেতি। একমেকং পাদাদ্যবয়বম্। অব্যুচ্ছিন্নেন সমগ্ররূপাদ-বিমুক্তেন। আশ্রয়বিশেষেণ সামান্যতশ্চিত্তস্থিরীকরণং ধারণা, অবয়ববিশেষভাবনয়া তদ্ধার্ঢ্যং ধ্যানমিতি ভেদঃ। সমাধিমাহ নির্ব্বিষয়ং মনো যুক্ত্বা সমাধায়, স্থিরীভূতে মনসি স্ফুরৎপরমানন্দ-মাত্রাকারং কুর্য্যাদিত্যর্থঃ। প্রসীদতি উপশাম্যতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—ধীরঃ (যোগী) রজস্তমোভ্যাম্ আক্ষিপ্তং বিমূঢ়ং (রজসা আক্ষিপ্তং চঞ্চলং তমসা বিমূঢ়ং বিবেকশূন্যং) আত্মনঃ (স্বীয়ং) মনঃ ধারণয়া (পূর্ব্বোক্ত শ্রীভগবচ্চরণাদৌ ধারণয়া) যচ্ছেৎ (নিরুন্ধ্যাৎ।) যা (ধারণা) তৎকৃতং (রজস্তমঃকৃতং) মলং (মনসঃ রাগাদিমলং) হন্তি (নাশয়তি) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—শ্রীমূর্ত্তিতে চিত্তধারণার প্রথমাবস্থায় যদি মন রজোগুণে চঞ্চল কিংবা তমোগুণে বিবেকশূন্য হয়, তাহা হইলে ধারণা দ্বারাই নিজ মনকে নিরোধ করিতে হয়। যেহেতু ধারণা দ্বারাই চিত্তমল বিদূরিত হয় ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—গুণবশাৎ পুনরপি ক্ষোভে সতি ধারণামেব স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ। রজসা আক্ষিপ্তং তমসা বিমূঢ়ং স্বীয়ং মনো নিরুন্ধ্যাৎ। তৎকৃতং রজস্তমোভ্যাং কৃতম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যস্যাং ধারণায়াং) সন্ধার্য্যমাণায়াং (স্থিরায়াং সত্যাং) ভদ্রং (সুখাত্মকং) আশ্রয়ং (শ্রীভগবন্মূর্ত্ত্যাদিকং) ঈক্ষতঃ (পশ্যতঃ) [যোগিনঃ] ভক্তিলক্ষণঃ (ভক্তিনামকঃ) যোগঃ আশু (শীঘ্রং) সম্পদ্যতে (সম্পন্নো ভবতি) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—ধারণা স্থির হইলে যখন পরম সুখাত্মক শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ঘটে, তখনই অতি শীঘ্র ভক্তিনামক যোগ প্রকাশ পায় ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—যতঃ যস্যাং ধারণায়াং ক্রিয়মাণায়াং, ভদ্রং সুখাত্মকম্ আশ্রয়ং বিষয়ং পশ্যতঃ তত্রৈব প্রীতির্ভবতি ॥ ২১

শ্রীশুক উবাচ।

জিতাসনো জিতশ্বাসো জিতসঙ্গো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্থূলে ভগবতো রূপে মনঃ সন্ধারয়েদ্ধিয়া ॥ ২৩ ॥
বিশেষস্তস্য দেহোঽয়ং স্থবিষ্ঠশ্চ স্থবীয়সাম্।
যত্রেদং ব্যজ্যতে বিশ্বং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ সৎ ॥ ২৪ ॥
অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—(শ্রীরাজোবাচ।) (হে) ব্রহ্মন্! যথা (যেন প্রকারেণ) সন্ধার্য্যতে (ধারণা ক্রিয়তে) যত্র (যস্মিন্ বিষয়ে) ধারণা সম্মতা (অনুমোদিতা) [যোগিভিরিতি শেষঃ] যাদৃশী বা [ধারণা] পুরুষস্য (জীবস্য) মনোমলং (কামাদিকং) আশু (শীঘ্রং) হরেৎ (নাশয়েৎ তদ্‌বদেবেতি শেষঃ) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—রাজা বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! যে প্রকারে ধারণা করিতে হয়, যে বিষয়ে ধারণা যোগিগণের অনুমোদিত এবং যে ধারণায় জীবের মনোমল সত্বর নষ্ট হয়, তাহাই আমাকে বলুন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—যদা যত্র যাদৃশী চেতিকর্ত্তব্যতাবিষয়তত্ত্বদ্বিশেষাণাং প্রশ্নাঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—(শ্রীশুক উবাচ।) জিতাসনঃ (অভ্যস্তপদ্মস্বস্তিকাদ্যাসনঃ) জিতশ্বাসঃ (প্রাণায়ামপরঃ) জিতসঙ্গঃ (আসক্তিরহিতঃ) জিতেন্দ্রিয়ঃ (বশীভূতেন্দ্রিয়শ্চ সন্) ভগবতঃ স্থূলে রূপে (স্থূলদেহসমষ্টিরূপে চিত্তধারণার্থং কল্পিতমূর্ত্তৌ) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) মনঃ সন্ধারয়েৎ (যোজয়েৎ) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন, পদ্মস্বস্তিকাদি আসনে উপবিষ্ট হইয়া, প্রাণায়ামপূর্ব্বক সর্ব্ববিধ আসক্তিহীন এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া বুদ্ধিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের স্থূলরূপে চিত্ত ধারণা করিতে হয় ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—যথেত্যস্যোত্তরং—জিতাসন ইতি। বিষয়মাহ—স্থূল ইতি সার্দ্ধেন ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তস্য (ভগবতঃ) অয়ং বিশেষঃ (বিরাট্) দেহঃ (শ্রীমূর্ত্তিঃ) স্থবীয়সাং (অতি-স্থূলানাং) স্থবিষ্ঠঃ (স্থূলতরঃ) যত্র (বিরাট্‌দেহে) ভূতং (অতীতং) ভব্যং (ভবিষ্যৎ) ভবৎ (বর্ত্তমানং) সৎ (কার্য্যং) ইদং (বিশ্বং) ব্যজ্যতে (প্রকাশতে) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের এই স্থূল অর্থাৎ বিরাট্‌দেহ সমস্ত স্থূল বস্তু অপেক্ষা স্থূলতর; ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, ত্রিকালস্থ সমস্ত কার্য্যাত্মক বিশ্ব এই স্থূলরূপ হইতেই প্রকাশিত ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—বিশেষো বিরাড্‌দেহঃ। অতিস্থূলানামপি স্থূলতরং সৎ কার্য্যমাত্রম্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—সপ্তাবরণসংযুতে (পঞ্চভূতাহঙ্কারমহত্তত্ত্বরূপসপ্তভিরাবরণৈরাচ্ছাদিতে) অস্মিন্ অণ্ডকোষে (ব্রহ্মাণ্ডরূপে) শরীরে (বিরাড্‌দেহে) যঃ অসৌ বৈরাজঃ (তন্নামকঃ) পুরুষঃ ভগবান্ [স এব] ধারণাশ্রয়ঃ (ধারণাবিষয়ঃ) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—পঞ্চভূত, অহঙ্কার এবং মহত্তত্ত্ব এই সমস্ত আবরণে আবৃত এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ শরীরে যে বৈরাজনামক পুরুষ বিরাজিত, তিনিই ধারণার বিষয় ॥ ২৫

পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণিপ্রপদে রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্‌ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে॥ ২৬॥

শ্রীধরটীকা।—অস্য চোপলক্ষত্বেন বিষয়ত্বং বস্তুতস্তু বিরাড্‌জীবনিয়ন্তা ভগবানের বিষয় ইত্যাহ। অণ্ডকোষান্তর্বর্তিকটাহ এবং পৃথিব্যাবরণং, ততোঽপ্‌তেজোবায্বাকাশাহঙ্কারমহত্তত্ত্বানীতি সপ্ত॥ ২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব বলিলেন,--হে মহারাজ! তোমার সাতদিন মাত্র পরমায়ু আছে,কিন্তু সেজন্য দুঃখিত হইও না,কারণ সংসারমোহান্ধকারে পতিত জীবের অজ্ঞাতসারে কতদিন চলিয়া যায়, তাহাতে কেহ একপদও পরমার্থ পথে অগ্রসর হইতে পারে না। কিন্তু যখন জীব নিজের ভ্রম বুঝিতে পারে,তখন অতি অল্পকালের মধ্যেই পরমার্থপথের সন্ধান করিয়া লইতে সক্ষম হয়। পূর্ব্বকালে খট্বাঙ্গ নামক একজন রাজা ছিলেন। তিনি দেবগণের পক্ষ অবলম্বন করিয়া অসুরগণের সহিত মহাযুদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দেবগণ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে বর দিতে উদ্যত হইলে, তিনি প্রথমতঃ বলিলেন "আমার কতদিন পরমায়ু আছে তাহাই আগে আমাকে বলুন, তাহার পর আমি বর লইব।" দেবগণ বলিলেন,—"হে রাজর্ষে! আপনার আর এক মুহূর্ত্তমাত্র পরমায়ু আছে"। তাহা শুনিয়া খট্বাঙ্গ তৎক্ষণাৎ দেবগণের নিকট দ্রুতগামী যান লইয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া পৃথিবীতে আসিলেন এবং শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন হইয়া মুহূর্ত্ত মধ্যেই কৃতার্থ হইয়া গেলেন। মহারাজ! "আর সময় নাই, এই বেলা ভবনদীর পারে যাইতে হইবে—।" এই জ্ঞান জন্মিলে জীব মুহূর্ত্ত মধ্যে কৃতার্থ হইতে পারে। তোমার ত এখনও সাতদিন সময় আছে, তোমার আবার ভাবনা কি? তুমি এই সাতদিনের মধ্যেই শেষের দিনের সম্বল সংগ্রহ কর। অন্তকাল আগত দেখিয়া "দেহ গেহাদি ছাড়িয়া কেমন করিয়া কোথায় যাইব" এই ভয়ে ভীত না হইয়া দেহাদিতে অনাসক্ত হওয়ার চেষ্টা করাই উচিত। অনাসক্তি মহাস্ত্র, ইহা দ্বারা সকল বন্ধনই ছেদন করা যায়। মোহের আকর গৃহ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্যতীর্থে উপস্থিত হইয়া নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া মনে মনে ব্রহ্মাক্ষর (প্রণব) অভ্যাস করিবে এবং ক্রমে ক্রমে শ্বাস জয়, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যাবর্ত্তন, শ্রীভগবানের রূপে চিত্ত-ধারণা, ধ্যান ও সমাধিক্ষেত্র পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে। (এই কয়েকটি শ্লোকে শ্রীশুকদেব অষ্টাঙ্গযোগের প্রক্রিয়া দেখাইলেন। প্রথমতঃ গৃহত্যাগাদি যম, পুণ্যতীর্থে স্নানাদি নিয়ম, নির্জ্জনস্থানে উপবেশন আসন, প্রণবাভ্যাস ও শ্বাসজয় জপগর্ভ প্রাণায়াম, বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়ের প্রত্যাবর্ত্তন প্রত্যাহার, শ্রীভগবানের রূপচিন্তা ধারণা ও ধ্যান, পরিশেষে সবিকল্পক সমাধি।) ভক্তিরহিত যোগে পরমার্থ প্রাপ্তি হয় না, সেজন্য পরিশেষে বলিলেন "যোগিনঃ ভক্তিলক্ষণঃ যোগঃ সম্পদ্যতে" অর্থাৎ এইরূপ নিয়মে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইলে সাধক ভক্তিমিশ্র যোগে মোক্ষলাভ করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ সংক্ষেপে এই যোগের প্রক্রিয়া শুনিয়া বিস্তৃত ভাবে জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলে শ্রীশুকদেব বিরাট্-পুরুষের বর্ণনা করেন॥ ১২—২৫

অন্বয়ঃ।—এতস্য (বৈরাজপুরুষস্য) পাতালং পাদমূলং রসাতলং পার্ষ্ণিপ্রপদে (চরণস্য

দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তে-রূরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥ ২৭ ॥
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপো ররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ ॥ ২৮ ॥
ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে ঘ্রাণোঽস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥ ২৯ ॥

পশ্চাৎ পুরোভাগৌ) অথ মহীতলং বিশ্বসৃজঃ (বিশ্বস্রষ্টুঃ বিরাজঃ) গুল্‌ফৌ তলাতলং (বৈ) পুরুষস্য পুরুষস্য (বিরাজঃ) জঙ্ঘে পঠন্তি (বিজ্ঞা ইতি শেষঃ ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, বিরাট্‌পুরুষের পাতাল পাদমূল, রসাতল চরণের অগ্র ও পশ্চাৎভাগ, মহাতল গুল্‌ফদ্বয় ও তলাতল দুই জঙ্ঘা ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—বিরাড্‌দেহস্তজ্জীবতদন্তর্যামিণাম্ অভেদমারোপ্য উপাসনং কর্ত্তব্য-মিত্যাশয়েনাহ পাতালং পাদমূলং পাদস্যাধোভাগম্। পাতালাদীনাং তদবয়বতা বিধীয়তে। পাতালাদীনি অতলান্তানি অধস্তনাদারভ্য সপ্ত ভূবিবরাণি। পঠন্তি গৃণন্তীত্যাদি প্রমাণপ্রদর্শনম্। পার্ষ্ণিপ্রপদে পশ্চাৎপুরোভাগৌ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—বিশ্বমূর্ত্তেঃ (বিশ্বাত্মকবৈরাজপুরুষস্য) সুতলং দ্বে জানুনী (জানুদ্বয়ং) বিতলং অতলঞ্চ উরুদ্বয়ং মহীতলং তৎ (তস্য) জঘনং নভস্তলং (ভুবর্লোকং) মহীপতে! নাভিসরঃ গৃণন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি বিজ্ঞা ইতি শেষঃ) ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—হে মহীপতি! সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট্‌পুরুষের সুতল জানুদ্বয়, অতল ও বিতল দুই উরু, মহীতল জঙ্ঘা এবং নভোমণ্ডল নাভিদেশ ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—উরুদ্বয়স্যাধোভাগে বিতলম্, উত্তরভাগে অতলমিতি জ্ঞেয়ম্। নভস্তলং ভুবর্লোকম্। নাভিরেব সরঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—জ্যোতিরনীকং (জ্যোতিষাং সমূহং, স্বর্গং) অস্য (পুরুষস্য) উরঃস্থলং (বক্ষঃস্থলং) মহঃ (মহর্লোকঃ) গ্রীবা, জনঃ (জনলোকঃ) বৈ অস্য বদনং, তপঃ (তপোলোকঃ) ররাটীং (ললাটং) সত্যং তু (সত্যলোকঃ) আদিপুংসঃ (আদিপুরুষস্য) সহস্রশীর্ষ্ণঃ (সহস্রমস্তকস্য বৈরাজপুরুষস্য) শীর্ষাণি (মস্তকানি) বিদুঃ (জানন্তি বিজ্ঞা ইতি শেষঃ) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—জ্যোতির্মণ্ডল স্বর্গ তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক গ্রীবা, জনলোক বদন, তপোলোক ললাট এবং সত্যলোক সেই সহস্রশীর্ষ পুরুষের শিরোদেশ ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—জ্যোতিরনীকং জ্যোতিষাং সমূহং স্বর্গম্। মহর্লোকং গ্রীবেতি গৃণতি। তপোলোকং ররাটীং ললাটম্। সত্যং সত্যলোকম্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রাদয়ঃ উস্রাঃ (দেবাঃ) বাহবঃ, দিশঃ কর্ণৌ, শব্দঃ অমুষ্য (পুরুষস্য) শ্রোত্রং

দ্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।
তদ্‌ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যমাপোঽস্য তালু রস এব জিহ্বা ॥ ৩০ ॥
ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গমোক্ষঃ ॥ ৩১ ॥
ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো ধর্ম্মস্তনোঽধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসঙ্ঘাঃ ॥ ৩২ ॥

নাসত্যদস্রৌ (অশ্বিনৌ) পরস্য (পরমপুরুষস্য) নাসে (নাসাপুটে) গন্ধঃ অস্য ঘ্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) ইদ্ধঃ (দীপ্তঃ) অগ্নিঃ মুখং (ইতি আহুর্বিজ্ঞা ইতি শেষঃ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দশ দিক্ তাঁহার কর্ণ, শব্দ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার নাসাপুট, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং প্রজ্বলিত বহ্নি তাঁহার মুখ ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—উস্রাঃ দেবাঃ, তেজোময়শরীরত্বাৎ তান্ বাহূন্ ইত্যাহুঃ। দিশঃ অস্মদাদিশ্রোত্রাধিষ্ঠাত্র্যো দেবতাঃ কর্ণৌ শ্রোত্রস্যাধিষ্ঠানম্। শব্দস্তু শ্রোত্রবিষয়ঃ, স তস্য শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্। এবং নাসিকাদিষ্বপি। নাসত্যদস্রৌ অশ্বিনৌ নাসে নাসাপুটে। ইদ্ধঃ দীপ্তঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—(বৈরাজপুরুষস্য) দ্যৌঃ (অন্তরীক্ষং) অক্ষিণী (নেত্রগোলকে,) পতঙ্গঃ (সূর্য্যঃ) চক্ষুঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়ং) অভূৎ উভে অহনী (রাত্র্যহনী) বিষ্ণোঃ (বিরাট্‌পুরুষস্য) পক্ষ্মাণি (নেত্রলোমানি) পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যং (ব্রহ্মপদং) তৎ (তস্য) ভ্রূবিজৃম্ভঃ (ভ্রূকুটিঃ) আপঃ (জলদেবতা বরুণঃ) অস্য তালুঃ রসঃ এব জিহ্বা (ইত্যাহুরিতি শেষঃ) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—অন্তরীক্ষ তাঁহার অক্ষিগোলক, সূর্য্য তাঁহার দর্শনেন্দ্রিয়, রাত্রি ও দিবা তাঁহার অক্ষিপত্র, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূকুটি, জল তাঁহার তালু এবং রস তাঁহার রসনেন্দ্রিয় ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—দ্যৌঃ অন্তরীক্ষম্। অক্ষিণী নেত্রগোলকে। চক্ষুঃ ইন্দ্রিয়ং, পতঙ্গঃ সূর্য্যঃ। অহনী রাত্র্যহনী। পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যং ব্রহ্মপদম্। তালু অধিষ্ঠানং, জিহ্বা ইন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—ছন্দাংসি (বেদাঃ) অনন্তস্য (বিরাট্‌পুরুষস্য) শিরঃ (ব্রহ্মরন্ধ্রং) দংষ্ট্রাঃ (দন্তপঙ্‌ক্তিঃ) যমঃ স্নেহকলাঃ (পুত্রাদিস্নেহলেশাঃ) দ্বিজানি (দন্তাঃ) জনোন্মাদকরী (জগন্মোহিনী) মায়া হাসঃ (হাস্যং) দুরন্তসর্গঃ (অপারসংসারঃ) যৎ (যস্য) অপাঙ্গমোক্ষঃ (কটাক্ষপাতঃ) [ইতি] গৃণন্তি (তজ্‌জ্ঞা ইতি শেষঃ) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—বেদ সকল সেই অনন্ত দেবের ব্রহ্মরন্ধ্র, যম তাঁহার দন্তপঙ্‌ক্তি, পুত্রাদি স্নেহকলা তাঁহার দন্ত, জনমোহিনী মায়া তাঁহার হাস্য, দুস্তর সংসার তাঁহার কটাক্ষপাত ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—ছন্দাংসি বেদাঃ, শিরো ব্রহ্মরন্ধ্রম্। স্নেহকলাঃ পুত্রাদিস্নেহলেশাঃ, দ্বিজানি দন্তাঃ। যদ্‌ভ্রমকার্য্যম্। দুরন্তঃ অপারঃ সর্গ ইতি যৎ, স তস্য কটাক্ষঃ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—ব্রীড়া (লজ্জা) উত্তরৌষ্ঠঃ (ঊর্দ্ধৌষ্ঠঃ) লোভঃ এব অধরঃ (নিম্নৌষ্ঠঃ) ধর্ম্মঃ স্তনঃ

নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গতির্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ ॥ ৩৩ ॥
ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্ বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ সর্ব্ববিকারকোষঃ ॥ ৩৪ ॥
বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজা নখানি সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে ॥ ৩৫

অধর্ম্মপথঃ অস্য (বিরাট্পুরুষস্য) পৃষ্ঠং, কঃ (প্রজাপতিঃ) তস্য মেঢ্রং (শিশ্নঃ) মিত্রৌ (মিত্রাবরুণৌ) বৃষণৌ (অণ্ডকোষৌ) সমুদ্রাঃ কুক্ষিঃ গিরয়ঃ (পর্ব্বতাঃ) অস্থিসঙ্ঘাঃ (অস্থিসমূহাঃ) [ইতি গৃণন্তীতি শেষঃ] ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—লজ্জা তাঁহার উত্তরোষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধরোষ্ঠ, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্ম তাঁহার পৃষ্ঠ, প্রজাপতি তাঁহার শিশ্ন, মিত্রাবরুণ তাঁহার কোষদ্বয়, সমুদ্র তাঁহার কুক্ষি এবং পর্ব্বত তাঁহার অস্থি ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—অধর্ম্মমার্গোঽস্য পৃষ্ঠভাগঃ, কঃ প্রজাপতিঃ। মিত্রৌ মিত্রাবরুণৌ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—(হে) নৃপেন্দ্র। (রাজন্) নদ্যঃ বিশ্বতনোঃ (বিরাট্পুরুষস্য) নাড্যঃ (নাড়ীসমূহঃ) অথ মহীরুহাঃ (বৃক্ষাঃ) তনূরুহাণি (লোমানি) অনন্তবীর্য্যঃ (অমিতশক্তিশালী) মাতরিশ্বা (পবনঃ) শ্বসিতং (নিশ্বাসঃ) বয়ঃ (কালঃ) গতিঃ (গমনং) গুণপ্রবাহঃ (প্রাণিনাং সংসারঃ) কর্ম্ম (ক্রীড়া ইতি গৃণন্তীতি শেষঃ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। সেই বিশ্বমূর্ত্তি বিরাট্পুরুষের নদীসমূহ নাড়ী, বৃক্ষসমূহ লোম, অসীম শক্তিশালী পবন তাঁহার নিশ্বাস, কাল তাঁহার গতি, এবং সংসার তাঁহার ক্রীড়া ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—অনন্তং বীর্য্যং যস্য সঃ। বয়ঃ কালঃ, তস্য গমনম্। গুণপ্রবাহঃ প্রাণিনাং সংসারঃ, কর্ম্ম তস্য ক্রীড়া ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—(হে) কুরুবর্য্য। (কুরুশ্রেষ্ঠ।) অম্বুবাহান্ (মেঘান্) ঈশস্য (ঈশ্বরস্য) কেশান্ সন্ধ্যাং ভূম্নঃ (সর্ব্বব্যাপকস্য) বাসঃ (বস্ত্রং) বিদুঃ জানন্তি (তত্ত্বজ্ঞা ইতি শেষঃ।) অব্যক্তং (প্রধানং) হৃদয়ং (তস্য বুদ্ধিঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) চন্দ্রমাঃ (চন্দ্রঃ) [তস্য] সর্ব্ববিকারকোষঃ (সর্ব্বেষাং বিকারাণাং) কোষঃ (ইবাশ্রয়ভূতঃ) মনঃ (ইতি বিদুঃ) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে কুরুশ্রেষ্ঠ। মেঘসমূহ বিরাট্পুরুষের কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বস্ত্র, অব্যক্ত তাঁহার হৃদয় এবং চন্দ্র তাঁহার মন ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—ভূম্নঃ বিভোঃ। অব্যক্তং প্রধানম্। সঃ প্রসিদ্ধঃ চন্দ্রমাঃ, তদীয়ং মনঃ, সর্ব্বেষাং বিকারাণাং কোষ ইবাশ্রয়ভূতম্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—মহিং (মহত্তত্ত্বং) সর্ব্বাত্মনঃ (সর্ব্বাত্মকস্য বিরাট্পুরুষস্য) বিজ্ঞানশক্তিং (চিত্তং)

বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ স্বরস্মৃতীরসুরানীকব[বী]র্য্যঃ ॥ ৩৬ ॥
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা বিড়ূরুরঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্ম বিতানযোগঃ ॥ ৩৭ ॥

গিরিত্রং (শ্রীরুদ্রং) অন্তঃকরণং (অহঙ্কারং) আমনন্তি (জানন্তি তত্ত্বজ্ঞা ইতি শেষঃ) অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্র-গজাঃ নখানি মৃগাঃ (মৃগাদয়ঃ) সর্ব্বে পশবঃ (তস্য) শ্রোণিদেশে (বর্ত্তন্ত ইতি শেষঃ) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—সেই সর্ব্বাত্মক বিরাট্পুরুষের মহত্তত্ত্ব চিত্ত, রুদ্র অহঙ্কার, অশ্ব অশ্বতরী উষ্ট্র হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নখ এবং মৃগাদি পশুগণ তাঁহার কটিদেশ ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—বিজ্ঞানশক্তিং চিত্তং মহিং মহত্তত্ত্বম্। অন্তকরণম্ অহঙ্কারম্। গিরিত্রং শ্রীরুদ্রম্ গর্দ্দভাদ্বড়বায়ামুৎপন্না অশ্বতরী ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—বয়াংসি (পক্ষিণঃ) তৎ (তস্য) বিচিত্রং ব্যাকরণং (শিল্পনৈপুণ্যং) মনুঃ (স্বায়ম্ভুবঃ মনু) [তস্য] মনীষা (বুদ্ধিঃ) মনুজঃ (পুরুষঃ) [তস্য] নিবাসঃ (আশ্রয়ঃ, বাসস্থানমিতি যাবৎ), গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃ (গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরাদি-দেবযোনয়ঃ) অসুরানীকবর্য্যঃ (অসুরকুলশ্রেষ্ঠঃ প্রহ্লাদশ্চ) [তস্য] স্বরস্মৃতীঃ (গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরঃ, প্রহ্লাদঃ স্মৃতিরিত্যর্থঃ) [অসুরানীকবীর্য্য ইতি পাঠান্তরে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরস্মৃতীঃ স্বরাণাং ষড্জাদীনাং স্মৃতয়ঃ, অসুরানীকং বীর্য্যং যস্য সঃ ইত্যর্থঃ] ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—পক্ষিগণ তাঁহার বিচিত্র শিল্পকৌশল, স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার বুদ্ধি, মনুষ্যগণ তাঁহার নিবাসস্থান, গন্ধর্ব্ব বিদ্যাধর চারণ অপ্সরঃ প্রভৃতি তাঁহার স্বর এবং অসুরশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ তাঁহার স্মৃতি [কিংবা গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি তাঁহার স্বরস্মৃতি অর্থাৎ ষড্জ, মধ্যম প্রভৃতি স্বরলহরী এবং অসুরগণ তাঁহার বিক্রম] ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—বয়াংসি পক্ষিণঃ, তস্য ব্যাকরণং "নামরূপে ব্যাকরবাণি" ইতি শ্রুত্যুক্তং বিচিত্রং শিল্পনৈপুণ্যম্। যথাহুঃ—"যেন শুক্লীকৃতা হংসাঃ শুকাশ্চ হরিতীকৃতাঃ। ময়ূরাশ্চিত্রিতা যেন স তে বৃত্তিং বিধাস্যতি ॥" ইতি। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ, মনীষা বুদ্ধিঃ। মনুজঃ পুরুষঃ, নিবাস আশ্রয়ঃ "পুরুষত্বে চাবিস্তরামাত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। গন্ধর্ব্বাদীনাং দ্বন্দ্বৈকত্বম্। গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরস্মৃতীঃ ষড্জাদিস্বরস্মৃতয় ইত্যর্থঃ। অসুরানীকং বীর্য্যং যস্য সঃ। স্বরঃ স্মৃতিরসুরানীকবর্য্য ইতি পাঠে গন্ধর্ব্বাদয়ঃ স্বরঃ অসুরসমূহশ্রেষ্ঠঃ প্রহ্লাদঃ স্মৃতিস্তস্যেতি ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণ) [তস্য] আননং (মুখং) [সঃ] মহাত্মা (মহাপুরুষঃ) ক্ষত্রভুজঃ (ক্ষত্রিয়াঃ) [তস্য হস্তা ইত্যর্থঃ] বিট্ (বৈশ্যাঃ) [তস্য] ঊরুঃ [সঃ] অঙ্ঘ্রিশ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ (শূদ্রাস্তস্য পাদ ইত্যর্থঃ।) নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নঃ (নানা অভিধা নামানি যেষাং তে অভীজ্যাঃ দেবাঃ তেষাং গণৈঃ বসুরুদ্রাদিভিঃ উপপন্নঃ যুক্তঃ বসুরুদ্রাদিবিবিধদেবগণযুক্ত ইত্যর্থঃ) দ্রব্যাত্মকঃ (হবিঃসাধ্যঃ) বিতানযোগঃ (যজ্ঞপ্রযোগঃ) [তস্য] কর্ম্ম (কার্য্যং) ॥ ৩৭

ইয়ানসাবীশ্বরবিগ্রহস্য যঃ সন্নিবেশঃ কথিতো ময়া তে।
সন্ধার্য্যতেঽস্মিন্ বপুষি স্থবিষ্ঠে মনঃ স্ববুদ্ধ্যা ন যতোঽস্তি কিঞ্চিৎ ॥ ৩৮ ॥
স সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্ব আত্মা যথা স্বপ্নজনেক্ষিতৈকঃ।
তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্‌যত আত্মপাতঃ ॥ ৩৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১ ॥

মূলানুবাদ।—ব্রাহ্মণ তাঁহার আনন, ক্ষত্রিয় তাঁহার বাহু, বৈশ্য তাঁহার উরু, শূদ্র তাঁহার চরণ এবং বসুরুদ্রাদি দেবগণ সমন্বিত হবিঃ, পুরোডাশ প্রভৃতি দ্রব্যসাধ্য যজ্ঞপ্রয়োগ তাঁহার কর্ম্ম ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্ম (বিপ্রঃ) তস্যাননং মুখং, ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ো ভূজো যস্য সঃ। বিট্ বৈশ্যঃ উরু যস্য। অঙ্ঘ্রি শ্রিতঃ কৃষ্ণবর্ণঃ শূদ্রো যস্য। নানা অভিধা নামানি যেষাং তে চ তেঽভীজ্যা দেবাশ্চ তেষাং গণৈর্বসুরুদ্রাদিভিঃ উপপন্নো যুক্তঃ। দ্রব্যাত্মকো হবিঃসাধ্যঃ বিতানযোগঃ, তস্য কর্ম্ম কার্য্যম্ আবশ্যকোঽভিপ্রেত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—ময়া তে (তুভ্যং) ইয়ান্ (এতাবান্) ঈশ্বরবিগ্রহস্য (বিরাড্‌বপুষঃ) অসৌ যঃ সন্নিবেশঃ (অবয়বসংস্থানং) কথিতঃ (বর্ণিতঃ), অস্মিন্ (মৎকথিতে) স্থবিষ্ঠে (অতিস্থূলে) বপুষি (বিরাড্‌দেহে) স্ববুদ্ধ্যা (ধারণাত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) [যোগিভিঃ] মনঃ (চিত্তং) সন্ধার্য্যতে (স্থিরীক্রিয়তে), যতঃ (যস্মাৎ বিরাড্‌দেহাৎ) কিঞ্চিৎ (অন্যৎ কিমপি) ন অস্তি (প্রপঞ্চে কিঞ্চিদপি ন বর্ত্ততে) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! বিরাট্ পুরুষের এই যে অবয়বসংস্থান তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, যোগিগণ ইহাতেই চিত্তধারণা করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত প্রপঞ্চে আর কোন বস্তুই নাই ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—ইয়ান্ এতাবান্। সন্নিবেশঃ অবয়বসংস্থানম্। অস্মিন্ স্ববুদ্ধ্যা মনঃ সন্ধার্য্যতে মুমুক্ষুভিঃ। যতো যদ্ব্যতিরিক্তং কিঞ্চিন্নাস্তি তস্মিন্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—যথা একঃ (এব জনঃ) স্বপ্নজনেক্ষিতা (স্বপ্নে বহূন্ দেহান্ প্রকল্প্য বহূন্ পশ্যতি ভুঙ্‌ক্তে চ তথা) সঃ আত্মা (বিরাট্‌পুরুষঃ) সর্ব্বধীবৃত্ত্যনুভূতসর্ব্বঃ (সর্ব্বেক্ষণেন বুদ্ধিবৃত্তিভিঃ সর্ব্বানেব বিষয়ান্ অনুভবতি, অতঃ) তং সত্যং (পরমার্থভূতং) আনন্দনিধিং (আনন্দনিলয়ং শ্রীভগবন্তমেব) ভজেত অন্যত্র (দেহাদৌ) ন সজ্জেত (আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ) [যতঃ এব প্রপঞ্চাসক্তিতঃ] আত্মপাতঃ (জীবানাং পুনঃ পুনঃ সংসারপতনং ভবতি) ॥ ৩৯

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১॥

মূলানুবাদ।—স্বপ্নে যেমন একজন ব্যক্তিই বহুদেশে বহু বিষয় ভোগ করিয়া থাকে, সেইরূপ এই বিরাট্‌ পুরুষও সকলের চিত্তবৃত্তি দ্বারা সকল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন। বিষয়ে আসক্ত জীবের পুনঃপুনঃ সংসারে পতন ঘটিয়া থাকে, সুতরাং বিষয়াসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক সেই আনন্দনিলয় পরমার্থ বস্তুতেই চিত্ত ধারণা করা সকলেরই কর্ত্তব্য॥ ৩৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমো অধ্যায়ঃ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—তদেবং চিত্তস্থৈর্য্যার্থং বিরাড্‌দেহজীবেশ্বরাণামভেদেনোপাসনমুক্তম্‌। তত্র তু দেহজীবৌ ঈশ্বরে প্রবিলাপ্য স এব ধ্যেয় ইতি নির্দ্ধারয়তি—স ইতি। সর্ব্বেষাং ধীবৃত্তিভিরনুভূতং সর্ব্বং যেন স এক এব সর্ব্বান্তরাত্মা, তমেব সত্যং ভজেত। অন্যত্র উপলক্ষণে ন সজ্জেত। যতঃ আসঙ্গাৎ আত্মনঃ পাতঃ সংসারো ভবতি। একস্য তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বানুভূতৌ দৃষ্টান্তঃ স্বপ্নজনানামীক্ষিতা যথেতি।—স্বপ্নে হি কদাচিৎ বহূন্‌ দেহান্‌ প্রকল্প্য জীবস্তত্তদিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বং পশ্যতি তদ্বৎ। ঈশ্বরস্য তু বিদ্যাসক্তিত্বান্ন বন্ধঃ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কিরূপ চিত্তধারণায় চিত্তের চাঞ্চল্য ও কামনা বাসনাদি মন হইতে দূর হয়? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব আসনাদির প্রণালী বলিয়া শ্রীভগবানের বিরাট্‌মূর্ত্তি বর্ণনা করিলেন। ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু বস্তু আছে, সে সমস্তই এই বিরাট্‌ মূর্ত্তির অঙ্গ প্রত্যঙ্গে বর্ত্তমান। পাতাল হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন,, বিরাট্‌ পুরুষের পদতল হইতে শিরোদেশ পর্য্যন্ত নানা অঙ্গ, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, নদ, নদী, পর্ব্বতপ্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই এই বিরাট্‌ পুরুষের বাহু, নখ, লোমাদি প্রত্যঙ্গ। সুতরাং জীববুদ্ধির গোচরে যাহা কিছু আসিতে পারে, তাহার একটিও বিরাট্‌ পুরুষের বাহিরে নাই। বিষয়াসক্তি বশতঃ চঞ্চলস্বভাব মন জগতের যে বিষয়েই আসক্ত হউক না কেন, যদি তৎক্ষণাৎ সেই বিষয়কে বিরাট্‌ পুরুষের অঙ্গরূপে চিন্তা করা যায়, তাহা হইলে আর অভিমান, স্পর্দ্ধা, মলিনতা প্রভৃতি আসিতে পারে না। এই জন্যই শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—হে মহারাজ। যোগমার্গের প্রথম সাধক যোগিগণ চঞ্চল চিত্তকে স্থির করিবার জন্য এইরূপে বিরাট্‌ পুরুষে চিত্ত ধারণা করিয়া থাকেন। বিরাট্‌ পুরুষে চিত্ত স্থির হইয়া গেলে বিরাট্‌ ধারণায় সিদ্ধ যোগীর আর জাগতিক কোন বিষয়েই অজ্ঞান থাকে না এবং নানাবিধ ভোগ ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন বিরাট্‌ ধারণা পরিত্যাগ করিয়া বিরাট্‌ পুরুষের অন্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণে চিত্ত ধারণা না করিয়া কেবলমাত্র বিরাট্‌ ধারণায় সংসার নিবৃত্তি হয় না, বরং ভোগ ও ঐশ্বর্য্যে আসক্ত হইয়া পুনঃ-পুনঃ সংসারে পতন হইয়া থাকে।

শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা সমালোচনা করিলে বুঝা যায়, শ্রীভগবানের এই বিরাট্‌ মূর্ত্তি যোগমার্গের প্রথম সাধকের চিত্তস্থৈর্য্যের জন্য কল্পনা মাত্র, বস্তুতঃ শ্রীভগবানের এইরূপ মূর্ত্তি

নাই। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধ তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীধরস্বামিপাদ বলিযাছেন "যদ্যপি ভগবদ্বিগ্রহো নৈবম্ভূতস্তথাপি বিরাড্‌জীবান্তর্যামিনো ভগবতো বিরাড্‌রূপেণ উপাসনার্থমেবমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যং" "যদিও শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি এইরূপ ব্রহ্মাণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত নহে, তথাপি বিরাট্‌ জীবান্তর্যামী শ্রীভগবানের উপাসনার জন্য এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।" শ্রীমদ্ভাগবত মূলে দেখা যায়—

অমূনি ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্নন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ॥"

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন, শ্রীভগবানের এই মায়াসৃষ্ট কল্পিত রূপ তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ কিন্তু এই রূপ ধ্যান করেন না। যে পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের চতুর্ভূর্জ প্রভৃতি নিত্যরূপে দৃষ্টি ও তাঁহার চরণারবিন্দে ভক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত বাহ্য বিষয়ে আসক্ত চিত্তকে স্থির করিবার জন্য এই কল্পিত রূপ ধ্যান করিতে হয়।

"যাবন্ন জায়তে পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবত বাক্যই ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

"উপাসকানাং সিদ্ধ্যর্থং ব্রহ্মণো রূপকল্পনা।"

এই শাস্ত্রবাক্যও এই কল্পিত রূপ সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইযা আসিতেছে বলিয়াই মনে হয়।

শ্রীশুকদেবও মহারাজ পরীক্ষিতের নিকট যোগমার্গে প্রথম সাধকের চিত্ত ধারণার উপায় রূপে "পাতালমেতস্য হি পাদমূলং" এইরূপে বিরাট্‌ মূর্ত্তি বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিয়াছেন "তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেৎ যত আত্মপাতঃ" "সেই সত্যস্বরূপ আনন্দনিকেতন শ্রীগোবিন্দকে ভজন করাই কর্ত্তব্য, বিরাট্‌ দেহে আসক্ত হইয়া আত্মপাত করা কর্ত্তব্য নহে"॥ ২৬—৩৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং
শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-সমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধস্য প্রথমোঽধ্যায়ঃ॥ ১॥

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—— ঃ০ঃ ——

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

———

শ্রীশুক উবাচ।

এবং পুরা ধারণয়াত্মযোনির্নষ্টাং স্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য তুষ্টাৎ।

তথা সসর্জ্জেদমমোঘদৃষ্টির্যথাপ্যয়াৎ প্রাগ্ ব্যবসায়বুদ্ধিঃ ॥ ১ ॥

শাব্দস্য হি ব্রহ্মণ এব পন্থা যন্নামভির্ধ্যায়তি ধীরপার্থৈঃ।

পরিভ্রমংস্তত্র স বিন্দতেঽর্থান্ মায়াময়ে বাসনয়া শয়ানঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—(শ্রীশুক উবাচ।) ব্যবসায়বুদ্ধিঃ (ধারণায়াং নিশ্চিতবুদ্ধিঃ) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা) এবং (পূর্ব্বোক্তপ্রকারেণ) ধারণয়া (বিরাড্ ধারণয়া) অমোঘদৃষ্টিঃ (অব্যর্থজ্ঞানঃ সন্) তুষ্টাৎ (সন্তুষ্টাৎ শ্রীভগবতঃ) পুরা (প্রলয়সময়ে) নষ্টাং (বিলুপ্তাং) স্মৃতিং (সৃষ্টিস্মৃতিং) প্রত্যবরুধ্য (লব্ধ্বা) অপ্যয়াৎ প্রাক্ (প্রলয়াৎ পূর্ব্বং) ইদং (বিশ্বং) যথা (যাদৃশমেবাসীৎ) তথা (তদ্বদেব পুনঃ) সসর্জ্জ (সৃষ্টবান্) ॥১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—হে রাজন্! ব্রহ্মা কৃতনিশ্চয় হইয়া এইরূপ বিরাড্ ধারণায় রত হন, তাহাতে শ্রীভগবান্ তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইলে তিনি প্রলয়ে নষ্টজ্ঞান আবার লাভ করেন এবং প্রলয়ের পূর্ব্বে জগৎ যেমন ছিল তেমনই করিয়া আবার সৃষ্টি করিতে সমর্থ হন ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—দ্বিতীয়ে তু ততঃ স্থূল-ধারণাতো জিতং মনঃ।

সর্ব্বসাক্ষিণি সর্ব্বেশে বিষ্ণৌ ধার্য্যমিতীর্য্যতে ॥

দৃশ্যালম্বনরূপৈবমুক্তা বৈরাজধারণা।

ইহোচ্যতে তু তৎসাধ্যা সর্ব্বান্তর্য্যামিধারণা ॥

তত্র তাবৎ পূর্ব্বোক্তধারণায়া অবান্তরফলমাহ। এবং যা ধারণা, তয়া তুষ্টাৎ হরেঃ পুরা প্রলয়সময়ে, নষ্টাং সৃষ্টিস্মৃতিং প্রত্যবরুধ্য লব্ধ্বা, অপ্যয়াৎ প্রাগিদং বিশ্বং যথাসীৎ, তথা সসর্জ্জ। ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্যস্য সঃ, অতএবামোঘা দৃষ্টির্যস্যেতি। অতস্তয়া ধারণয়া বিশ্বসৃষ্টিসামর্থ্যং ভবতি ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ধীঃ (সাধকস্য বুদ্ধিঃ) অপার্থৈঃ (অর্থশূন্যৈঃ ব্যর্থৈরিত্যর্থঃ) নামভিঃ (নামমাত্রসুখপ্রদৈঃ স্বর্গাদিভিঃ) ধ্যায়তি (তত্তদিচ্ছাং করোতি) এষ হি (অয়মেব) শাব্দস্য হি ব্রহ্মণঃ (বেদস্য) পন্থাঃ (কর্ম্মফলবোধনপ্রকারঃ) বাসনয়া (বিষয়ভোগবাসনয়া তদ্যুক্তঃ জন ইত্যর্থঃ) শয়ানঃ (নিদ্রিতঃ) [সন্] যথা স্বপ্নান্ পশ্যতি প্রত্যুত তত্তদ্ভোগান্ ন লভতে তথা মায়াময়ে (মায়াবচিতে

অতঃ কবির্নামসু যাবদর্থঃ স্যাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ।
সিদ্ধেঽন্যথার্থে ন যতেত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ ৩ ॥
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈর্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥ ৪ ॥

স্বর্গাদৌ) পরিভ্রমন্ [অপি] অর্থান্ (সুখং) ন বিন্দতি (ন লভতে স্বর্গাদৌ প্রাপ্তমপি সুখং ক্ষয়িষ্ণুত্বাৎ স্বপ্নোপমমিত্যর্থঃ) ॥ ২

মূলানুবাদ।—জীবের কর্ম্মপ্রবৃত্তি বাড়াইবার জন্য বেদে স্বর্গাদি তুচ্ছ ফলের লোভ দেখাইয়া, বেদ কর্ম্মমার্গের ব্যবস্থা দেখাইয়াছেন, তাহাতে সাধকের চিত্তে লোভ জন্মায়, কিন্তু নানাবিধ ভোগবাসনাযুক্ত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নে নানাবিধ ভোগ্য বস্তু পাইয়াও তাহার ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হয় না, সেইরূপ ফলাকাঙ্ক্ষায় কর্ম্ম করিয়া তুচ্ছ স্বর্গ পাইয়া তাহার সুখভোগবাসনা পরিতৃপ্ত হয় না, কেবল লালসা এবং পরিশ্রম মাত্র সার হয় ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—উপাসনাকল্পাদি বিরক্তস্য শুদ্ধাত্মধারণাযামধিকারঃ অতো বৈরাগ্যার্থং সর্ব্বং কর্ম্মফলং নিন্দতি। শাব্দং শব্দময়ং ব্রহ্ম বেদস্তস্য এষ পন্থাঃ কর্ম্মফলবোধনপ্রকারঃ। যোঽসৌ অপার্থৈবর্থশূন্যৈরেব স্বর্গাদিনামভিঃ সাধকস্য ধীর্ভ্রাম্যতি তত্তদিচ্ছাং করোতীতি যৎ। অপার্থত্বমেবাহ—তত্র মায়াময়ে পথি সুখমিতি বাসনয়া শয়ানঃ স্বপ্নান্ পশ্যন্নিব পরিভ্রমন্নর্থান্ ন বিন্দতি তত্তল্লোকং প্রাপ্তোঽপি নিরবদ্যং সুখং ন লভত ইত্যর্থঃ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—অতঃ (স্বর্গাদিফলস্য ক্ষয়িষ্ণুত্বাদেব) কবিঃ (বুদ্ধিমান্ সাধকঃ) অপ্রমত্তঃ (স্বসাধনসিদ্ধৌ সাবধানঃ) ব্যবসায়বুদ্ধিঃ (যদ্ভবেৎ তদ্ভবতু ময়া তু যন্নিশ্চিতং তন্নিশ্চিতমেবেতি দৃঢ়-বিচারঃ সন্) নামসু (ভোগ্যবস্তুষু) যাবদর্থঃ (যাবতা অর্থেন দেহযাত্রানির্ব্বাহঃ, তাবন্মাত্রগ্রাহী) স্যাৎ (ভবেৎ) [অথ] অন্যথা (প্রকারান্তরেণ) অর্থে সিদ্ধে (দেহযাত্রানির্ব্বাহে সতি) তত্র (ভোগ্যবস্তু-সংগ্রহে) পরিশ্রমং (ধনিকজনোপাসনম্ ইতস্ততঃ পরিভ্রমণাদিকঞ্চ স্বসাধনব্যাঘাতকং শ্রমং) সমীক্ষ-মাণঃ (বিচারয়ন্) তত্র (ভোগ্যবস্তুসংগ্রহে) ন যতেত (আয়াসং ন কুর্য্যাৎ) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—এই জন্য, বুদ্ধিমান্ সাধক স্থিরচিত্তে, সাবধানে নিজের সাধনপথেই অগ্রসর হন এবং দেহযাত্রা মাত্র নির্ব্বাহ করার উপযুক্ত ভোগ্য বস্তুর সম্বন্ধ রাখেন, তাহাও যদি অন্য কোনও উপায়ে সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আর ভোগ্য বস্তু সংগ্রহের পরিশ্রম স্বীকার করিতে চান না ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—নহি সর্ব্বথা কর্ম্মফলত্যাগে সদা এব দেহপাতঃ স্যাৎ ইত্যাশঙ্ক্যাহ। অতঃ কবির্নামসু নামমাত্রেষু ভোগ্যেষু, যাবতা অর্থেন অর্থো দেহনির্ব্বাহো যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ। অপ্রমত্তঃ তাবন্মাত্রেঽপ্যনাসক্তঃ। ব্যবসায়বুদ্ধিঃ নেদং সুখমিতি নিশ্চয়বান্। তদাপি তত্র তন্নির্ব্বাহে অন্যথৈব সিদ্ধে সতি, তত্র প্রযত্নে পরিশ্রমং, পশ্যন্ ন যতেত ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—ক্ষিতৌ (পৃথিব্যাং) সত্যাং (বর্ত্তমানায়াং) কশিপোঃ (শয্যায়াঃ) প্রয়াসৈঃ

চীবাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং, নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্ ।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্, কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥৫॥
এবং স্বচিত্তে স্বত এব সিদ্ধ আত্মা প্রিয়োঽর্থো ভগবাননন্তঃ ।
তং নির্ব্বৃতঃ সন্ নিয়তার্থো ভজেত সংসারহেতূপরমশ্চ যত্র ॥৬॥

(তদর্থং চেষ্টাভিঃ) কিং ? বাহৌ (ভুজে) স্বসিদ্ধে (স্বতএব বর্ত্তমানে) উপবর্হণৈঃ (উপাধানাদিকৈঃ) কিং ? অঞ্জলৌ (করপুটে) সতি (বর্ত্তমানে) পুরুধা (বহুপ্রকারয়া) অন্নপাত্র্যা (ভোজনপাত্রেণ) কিং ? দিগ্‌বল্কলাদৌ সতি (দিশি বৃক্ষত্বগাদৌ চ বর্ত্তমানে) দুকূলৈঃ (বস্ত্রাদিভিঃ) কিং ? (ন কিঞ্চিদপি প্রয়োজনমিত্যর্থঃ) ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—বিবেকী সাধকগণ মনে করেন, ভূমিশয্যা থাকিতে আবার শয্যায় কি প্রয়োজন আছে এবং বাহু থাকিতে উপাধান (বালিশ), অঞ্জলি থাকিতে ভোজনপাত্র এবং বল্কলাদি থাকিতেই বা বস্ত্রের কি প্রয়োজন ? ॥ ৪

শ্রীধরটীকা ।—অন্যথাসিদ্ধত্বমাহ—সত্যামিতি দ্বাভ্যাম্। কশিপোঃ শয্যায়াঃ। স্বতঃসিদ্ধে বাহৌ সতি, উপবর্হণৈঃ উচ্ছীর্ষকৈঃ। পুরুধা বহুপ্রকারা, অন্নপাত্র্যা ভোজনপাত্রেণ ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—চীরাণি (বস্ত্রখণ্ডানি) কিং পথি ন সন্তি ?—(অন্যৈস্ত্যক্তানি পথি পতিতানি ন সন্তি ?) পরভৃতঃ (ফলাদিভিঃ পরপোষণশীলাঃ) অঙ্ঘ্রিপাঃ (বৃক্ষাঃ) [কিং] ভিক্ষাং নৈব দিশন্তি (ফলাদিকং নৈব দদতি ?) সরিতঃ (জলাশয়াঃ,) [কিং] অশুষ্যন্ (শুষ্কাঃ অভবন্ ?) গুহাঃ (গিরিদর্য্যঃ) [কিং] রুদ্ধাঃ (আবৃতাঃ অভবন্?) অজিতঃ (হরিঃ) [কিং] উপসন্নান্ (শরণাগতান্) ন অবতি (ন রক্ষতি ?) [অতঃ] কবয়ঃ (বুদ্ধিমন্তো জনাঃ) কস্মাৎ (কেন হেতুনা) ধনদুর্ম্মদান্ধান্ (ধনগর্ব্বেণ নষ্টদৃষ্টীন্ ধনিকান্) ভজন্তি (ধনাশয়া সেবন্তে) ॥ ৫

মূলানুবাদ ।—অন্ন, বস্ত্র ও গৃহাদি ব্যতীত দেহযাত্রা নির্ব্বাহ হয় না সত্য, কিন্তু সেজন্য ধনমদে মত্ত ধনিগণের উপাসনার কি প্রয়োজন ? পথে কি বস্ত্রখণ্ড পড়িয়া থাকে না ? বৃক্ষে কি ফল নাই ? নদী সরোবর প্রভৃতি জলাশয় কি শুষ্ক হইয়া গিয়াছে ? পর্ব্বতের গুহা কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে ? শরণাগতপালক শ্রীগোবিন্দ কি শরণাগতপালনব্রত ত্যাগ করিয়াছেন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা ।—ননু দিক্‌সম্ভাবো নাম নগ্নত্বমেব, বল্কলম্ অন্নং তোয়ং বাসঃ স্থানঞ্চ যাচ্ঞা-প্রযত্নং বিনা কথং প্রাপ্যেত ? তত্রাহ - চীরাণি বস্ত্রখণ্ডানি। পরান্ বিভ্রতি পুষ্ণন্তি ফলাদিভির্যে। গুহাঃ গিরিদর্য্যঃ। ননু কদাচিদেষামলাভে কিং কার্য্যং ? তত্রাহ—অজিতো হরিঃ, উপসন্নান্ শরণাগতান্ কিং ন অবতি ন রক্ষতি ? কিংশব্দশ্চ পূর্ব্বত্রাপি সম্বন্ধঃ। উক্তঞ্চ—"ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্ব্বন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোঽসৌ বিশ্বম্ভরো দেবঃ কথং ভক্তানুপেক্ষতে ॥" ইতি। ধনেন যো দুর্ম্মদস্তেনান্ধান্ নষ্টবিবেকান্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—এবং (সর্ব্বসাধনস্য শ্রীভগবত্যেব তাৎপর্য্যে নিশ্চিতে সতি) স্বচিত্তে (সর্ব্বেষামেব জীবানাং হৃদয়ে) স্বতএব (সাধনসম্ভাবণাদিকমনপেক্ষ্য স্বভাবত এব) সিদ্ধঃ (অন্তর্য্যামিতয়া

কস্তাংস্ত্বনাদৃত্য পরানুচিন্তামৃতে পশূনসতী নাম কুর্য্যাৎ।
পশ্যন্ জনং পতিতং বৈতরণ্যাং স্বকর্ম্মজান্ পরিতাপান্ জুষাণম্ ॥৭॥

বর্ত্তমানঃ) আত্মা (চেতনাদিশক্তিপ্রেরকঃ) প্রিয়ঃ (পরমপ্রেমাস্পদঃ) অর্থঃ (সর্ব্বপুরুষার্থশিরোমণিঃ) ভগবান্ (সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যাদিনিলয়ঃ) অনন্তঃ (নিত্যঃ শ্রীহরিঃ) [বিরাজতে, অতঃ সর্ব্বাগ্রহং পরিত্যজ্য] নিয়তার্থঃ (কৃতাপতিতনিয়মঃ) নির্বৃতঃ (ভজনানন্দমগ্নশ্চ সন্) তং (শ্রীভগবন্তমেব) ভজেত (সেবেত) যত্র (ভজনে) সংসারহেতুপরমশ্চ (আনুষঙ্গিকত্বেন অবিদ্যানাশশ্চ ভবেৎ) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—শ্রীগোবিন্দভজনই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য, তিনি আবাহনাদির অপেক্ষা না করিযা সর্ব্বজীবহৃদযে সদা বিরাজিত, তিনি সকলের আত্মা—সুতরাং পরম প্রিয, তিনি অবিনশ্বর, তাঁহাকে ভজিতে ক্লেশলেশ মাত্রও নাই, দৃঢ়সংকল্প হইযা তাঁহার ভজনে রত হইলে আপনা আপনিই অবিদ্যানিবৃত্তি হইযা যায ॥ ৬

শ্রীপ্রবর্টীকা।—তদা তেন কিং কর্ত্তব্যং হরিস্ত সেব্য ইত্যাহ। এবং বিরক্তঃ সন্ তং ভজেত। ভজনীযত্বে হেতবঃ—স্বচিত্তে স্বতএব সিদ্ধঃ, যত আত্মা, অতএব যঃ প্রিযঃ, তস্য চ সেবা সুখরূপৈব। অর্থঃ সত্যঃ, নতনাত্মবন্মিথ্যা। ভগবান্ ভজনীযগুণঃ। অনন্তঃ নিত্যঃ। য এবম্ভূতঃ, তং ভজেত। নিযতার্থঃ নিশ্চিতস্বরূপঃ। তদনুভবানন্দেন নির্বৃতঃ সন্নিতি স্বতঃ সুখাত্মকত্বং দর্শিতম্। কিঞ্চ যত্র যস্মিন্ ভজনে সতি, সংসারহেতোরবিদ্যাযা উপরমো নাশো ভবতি ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—পশূন্ ঋতে (পশুবৎ কর্ম্মজড়ান্ বিনা) কঃ নাম (কো বা বুদ্ধিমান্ জনঃ) বৈতরণ্যাং (যমদ্বারস্থনদীতুল্যসংসারনদ্যাং) পতিতং স্বকর্ম্মজান্ (নিজশুভাশুভকর্ম্মপ্রসূতান্) পরিতাপান্ (শোক-মোহদুঃখাদিকান্) জুষাণং (ভুঞ্জানং) জনং (জীবনিকরং) পশ্যন্ (দৃষ্ট্বাপি) তাং (পূর্ব্বোক্তযুক্ত্যা অবশ্য-কর্ত্তব্যত্বেন সমর্থিতাং) পরানুচিন্তাং (শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দধ্যানং) অনাদৃত্য (বিষযাভিনিবেশেন তুচ্ছীকৃত্য) অসতীং (বিষযচিন্তাং) কুর্য্যাৎ ॥৭

মূলানুবাদ।—পশুর মত জড়প্রকৃতি ব্যক্তি ছাড়া এমন কে আছে যে, ভব-বৈতরণীতে পতিত কত শত জীবের কর্ম্মফল ভোগের হা হুতাশ বাণী শুনিযাও শ্রীগোবিন্দচরণ চিন্তা না করিযা বিষযচিন্তায কালাতিপাত করে ॥৭

শ্রীপ্রবর্টীকা।—এতদেবান্যচিন্তানিন্দযা দ্রঢ়যতি—ক ইতি। তাং তথাভূতাং, পরস্য হরেরনু-চিন্তাং ধারণামনাদৃত্য। পশূন্ কর্ম্মজড়ান বিনা, যথা 'পশুরেব স দেবানাঞ্চ' ইতি শ্রুতেঃ। অসতীং বিষযচিন্তাং কো নাম কুর্য্যাৎ? তথা চিন্তযা বৈতরণ্যাং পতিতং, তত্র চ স্বকর্ম্মজান্ আধ্যাত্মিকাদি-ক্লেশান্, সেবমানং জনং পশ্যন্। বৈতরণী যমদ্বারস্থা নদী, তত্তুল্যত্বাৎ সংসৃতির্বৈতরণী ॥ ৭

শ্রীভাগবতভাবভবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব বিরাড্‌ধারণার বিষয় বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি তাঁহার ঐশ্বর্য্য বর্ণনা করিতেছেন। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের

নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইলেন, কিন্তু তখন তাঁহার সৃষ্টি সম্বন্ধে কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা নাই। যদিও তিনিই পূর্ব্বসৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ছিলেন, তথাপি প্রলয়ে তাঁহার সে শক্তি লোপ হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক, ব্রহ্মা তখন এই বিরাট্‌পুরুষে চিত্ত ধারণা করিলেন এবং তাহাতেই তাঁহার সুপ্তশক্তি জাগ্রত হইল এবং পূর্ব্বে যেমন ছিল তেমনি করিয়া আবার বিশ্ব রচনা করিলেন। বিরাড্‌ধারণার ফলে যে বিশ্বসৃষ্টির শক্তি পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে, তাহা ব্রহ্মার দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু সাধকের যদি এই সমস্ত ঐশ্বর্য্যলাভের দিকে দৃষ্টি পড়ে, তাহা হইলে তিনি সাধনায় অগ্রসর হইতে পারেন না। এই জন্য ঐশ্বর্য্যে বৈরাগ্য প্রদর্শনের জন্যও উপাসনাফলের অনিত্যতা দেখাইবার জন্য শ্রীশুকদেব বলিতেছেন, হে মহারাজ! বেদে নানা কর্ম্ম ও নানা সাধনার যে ফলশ্রুতি দেখা যায়, তাহাতে কেবলমাত্র সাধকের চিত্তে ফলস্পৃহা জাগরিত হয়, কিন্তু সে ফলে কেহই প্রকৃত সুখলাভ করিতে পারে না। বিষয়ভোগবাসনাযুক্ত ব্যক্তি স্বপ্নে নানাবিধ ভোগ্যবস্তু লাভ করে বটে, কিন্তু তাহা ভোগ করিয়া তাহার আশা মিটে না, স্বপ্নের ঘোর ছাড়িলেই সমস্ত শূন্যময় দেখে। স্বর্গাদিফলও তদ্রূপ, তাহাও পুণ্যক্ষয়ে স্বপ্নের মতই বোধ হয়। এই জন্য বিবেকী সাধকগণ অতি সাবধানে কেবলমাত্র সাধনপথেই অগ্রসর হন, ভোগ্য বস্তুতে কিছুমাত্র স্পৃহা রাখেন না, তবে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য যেটুকু প্রয়োজন হয়, অগত্যা তাহাই স্বীকার করেন। দেহযাত্রাও যদি প্রকারান্তরে নির্ব্বাহ হয়, তাহা হইলে আর ভোগ্যবস্তু সংগ্রহের জন্য বৃথা সময় নষ্ট ও পরিশ্রম স্বীকার করিতে চান না। দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সাধারণতঃ অন্ন, জল, শয্যা, বস্ত্র ও বাসস্থানের প্রয়োজন হয়, তাহার জন্য ধনীর দ্বারে না গিয়া ভূমিশয্যা, বৃক্ষের ফল, নদীর জল, পর্ব্বতগুহায় বাস ও বল্কলবসনেই চলিতে পারে। শ্রীভগবান্ শরণাগত-পরিপালক, তাঁহার চরণে শরণাপন্ন স্থাবর জঙ্গম সকলেই তাঁহারই ইঙ্গিতে সাধকের সেবায় রত হয়। ধনভাণ্ডারে বসিয়া থাকিয়াও ধনীর অনাহারে প্রাণ যাওয়া সম্ভব, প্রাসাদ মধ্যে থাকিয়াও সর্পাদির আক্রমণে প্রাণ যাওয়া সম্ভব, কিন্তু বনমালীর চরণাশ্রয়ে বনমধ্যেও নিরাপদে জীবন রক্ষা হয়। বিশেষতঃ ধনিজনের সেবা যেমন দুষ্কর, শ্রীগোবিন্দ-চরণ-ভজন তদ্রূপ দুষ্কর নহে। তাঁহাকে ভজিতে হইলে খুঁজিয়া বেড়াইতে হয় না, তিনি সাধকের সাধনপ্রবৃত্তিরূপে বহু পূর্ব্ব হইতেই আপনি আসিয়া অন্তর্য্যামিরূপে হৃদয়ে বসিয়া আছেন। জগতে দেখা যায়, স্ত্রী পুত্র পরিজন প্রভৃতিকে ভালবাসার পরিণাম তাহাদের বিয়োগে ও দুঃখে দুঃখভোগ ছাড়া আর কিছুই নহে, কিন্তু শ্রীভগবান্‌কে ভালবাসিলে পরিণামে সুখ ছাড়া দুঃখ-ভোগ কখনই করিতে হয় না। জাগতিক সমস্ত বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, শুধু তিনি চির-নিত্য এবং চির-সত্য। জাগতিক বস্তুতে আসক্ত হইলে পুনঃপুনঃ সংসারে পতন হয়, কিন্তু তাঁহাকে ভালবাসিলে আপনা আপনি সংসারের মূলোচ্ছেদ হইয়া যায়। এই জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেরই অপতিত নিয়মে তাঁহার চরণসেবনে রতি হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। জড়মতি পশুপ্রকৃতি বিষয়াসক্ত ব্যক্তিগণ তাহাদের মত কত শত শত ব্যক্তিকে ভববৈতরণীর খর-স্রোতে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে দেখিয়াও শ্রীগোবিন্দভজনে রত না হইয়া অসার বিষয়বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া বিষয়কেই জীবনের সার সম্বলরূপে অবলম্বন করিয়া যে অন্তিমের সম্বল হারাইতেছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। কিন্তু বিবেকী ব্যক্তি কখনই এ দৃষ্টান্ত গ্রহণ করেন না, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দভজনই করিয়া থাকেন ॥ ১-৭

কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্।
চতুর্ভুজং কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি ॥ ৮ ॥
প্রসন্নবক্ত্রং নলিনায়তেক্ষণং কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসম্।
লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলম্ ॥ ৯ ॥
উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবম্।
শ্রীলক্ষ্মণং কৌস্তুভরত্নকন্ধরমম্লানলক্ষ্ম্যা বনমালয়াচিতম্ ॥ ১০ ॥
বিভূষিতং মেখলয়াঙ্গুরীয়কৈর্মহাধনৈর্নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ।
স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈর্বিরোচমানাননহাসপেশলম্ ॥ ১১ ॥
অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্য্যনুগ্রহম্।
ঈক্ষেত চিন্তাময়মেতমীশ্বরং যাবন্মনো ধারণয়াবতিষ্ঠতে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—কেচিৎ (ভাগ্যবন্তো জনাঃ) স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে (হৃদাকাশে) বসন্তং (অন্তর্যামিতয়া কৃতবাসং) চতুর্ভুজং (বাহুচতুষ্টয়সমন্বিতং) কঞ্জরথাঙ্গশঙ্খগদাধরং (দক্ষিণোর্দ্ধকরতঃ বামোর্দ্ধকরপর্য্যন্তচতুর্ষু যথাক্রমং পদ্মচক্রশঙ্খগদাধারিণং) প্রাদেশমাত্রং (তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তৃতিপরিমাণকং) পুরুষং (ব্যষ্টিজীবান্তর্যামিনং) ধারণয়া (যোগধারণয়া) স্মরন্তি ॥ ৮

মূলানুবাদ।—কোন কোনও ভাগ্যবান্ সাধক নিজ হৃদয়াকাশে বিরাজিত চতুর্ভুজ পদ্ম চক্র শঙ্খ গদাধর অন্তর্যামি-পুরুষে চিত্ত ধারণা করিয়া থাকেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—তামেব ধারণাং সবিশেষমাহ—কেচিদিতি ষড্‌ভিঃ। কেচিৎ বিরলাঃ স্বদেহস্য অন্তর্মধ্যে যৎ হৃদয়ং তত্র যোঽবকাশস্তস্মিন্ বসন্তম্। প্রাদেশস্তর্জ্জন্যঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং তত্রোপচর্য্যতে। কঞ্জং পদ্মম্। রথাঙ্গং চক্রম্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—প্রসন্নবক্ত্রং (প্রফুল্লবদনং) নলিনায়তেক্ষণং (কমলদলবৎ বিস্তীর্ণশোভনীয়নয়নং) কদম্বকিঞ্জল্কপিশঙ্গবাসসং (কদম্বকেশরবৎ পীতবসনপরিদধানং) লসন্মহারত্নহিরণ্ময়াঙ্গদং (পদ্মরাগাদিরত্ননিকরপরিশোভিত-স্বর্ণনির্ম্মিতকরাভরণধারিণং) স্ফুরন্মহারত্নকিরীটকুণ্ডলং (সমুজ্জ্বলরত্নরাজিরাজিত-মুকুটকুণ্ডলধরং) উন্নিদ্রহৃৎপঙ্কজকর্ণিকালয়ে যোগেশ্বরাস্থাপিতপাদপল্লবং (যোগেশ্বরাণাং বিকসিতহৃৎকমলকর্ণিকায়াং স্থাপিতচরণং) শ্রীলক্ষ্মণং (বামস্তনোর্দ্ধে লক্ষ্মীরেখাসমযুক্তং) কৌস্তুভরত্নকন্ধরং (কৌস্তুভনামকমহাপদ্মরাগমণিবিরাজিতকণ্ঠদেশং) অম্লানলক্ষ্ম্যা (স্থিরশোভয়া) বনমালয়া (আপাদলম্বিতা পুষ্পমালয়া) আচিতং (গলদেশাৎ পাদদেশপর্য্যন্তপরিশোভিতং) মেখলয়া (কটিভূষণৈঃ কিঙ্কিণ্যাদিভিঃ) মহাধনৈঃ (মহামূল্যৈঃ) অঙ্গুরীয়কৈঃ (অঙ্গুলিভূষণৈঃ) নূপুরকঙ্কণাদিভিঃ (চরণাভরণকরাভরণৈঃ) বিভূষিতং (সমলঙ্কৃতং) স্নিগ্ধামলাকুঞ্চিতনীলকুন্তলৈঃ (স্নিগ্ধস্বচ্ছসুকুটিলকেশকলাপৈঃ) বিরোচমানাননহাসপেশলং (সুশোভিতসহাস্যসুন্দরাস্যং) অদীনলীলাহসিতেক্ষণোল্লসদ্ভ্রূভঙ্গসংসূচিতভূর্য্যনুগ্রহং

একৈকশোঽঙ্গানি ধিয়ানুভাবয়েৎ পাদাদি যাবদ্ধসিতং গদাভৃতঃ।
জিতং জিতং স্থানমপোহ্য ধারয়েৎ পরং পরং শুধ্যতি ধীর্যথা যথা ॥ ১৩ ॥

(মন্দমধুরস্মিতেন কটাক্ষেণ চ সূচিতানন্তকৃপাপারাবারং) চিন্তাময়ং (চিন্তামাত্রেণৈবাবির্ভবন্তং) এতং (হৃদাকাশসমুদিতপূর্ণচন্দ্রনিভং) ঈশ্বরং (অন্তর্যামিনং) যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং)মনঃ (স্বভাবচঞ্চলং চিত্তং) ধারণয়া (স্থিরতয়া) অবতিষ্ঠেত (স্থিতং ভবেৎ) [তৎকালপর্য্যন্তং] ঈক্ষেত (মানসদৃষ্ট্যা পশ্যেৎ) ॥৯—১২

মূলানুবাদ ।—তাঁহার বদন সদা সুপ্রসন্ন, পদ্মপত্রের ন্যায় নয়ন, কটীদেশে কদম্বকেশর-সদৃশ পীত বসন, মহারত্নখচিত স্বর্ণাঙ্গদে বাহুচতুষ্টয় পরিশোভিত, মস্তকে মহারত্নখচিত কিরীট, কর্ণে কুণ্ডল দোদুল্যমান, চরণপদ্ম যোগেশ্বরগণের হৃদয়পদ্মে স্থাপিত, বামস্তনোর্দ্ধে লক্ষ্মীরেখা, গলদেশে অম্লান পুষ্পগ্রথিত বনমালা, কটিতে কিঙ্কিণী, অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয়, মণিবন্ধে কঙ্কণ, চরণে নূপুর, স্নিগ্ধ নির্ম্মল ঘন কুঞ্চিত কেশকলাপে হাসিমাখা বদন সুশোভিত, হাস্য ও কটাক্ষে অপার করুণার পরিচয় প্রদান করিতেছে, চিন্তামাত্রেই হৃদাকাশে সমুদিত পূর্ণচন্দ্রনিভ এই অন্তর্যামিপুরুষে চঞ্চল চিত্তকে যতক্ষণ বাঁধিয়া রাখা যায়, ততক্ষণ মানস দৃষ্টিতে এই সুমধুর রূপরাশি নিরীক্ষণ করাই কর্ত্তব্য ॥ ৯—১২

শ্রীধরটীকা ।—নলিনং পদ্মং, তদ্বৎ প্রসন্নে আয়তে দীর্ঘে ঈক্ষণে যস্য। কদম্বকুসুমস্য কিঞ্জল্কঃ কেশরস্তদ্বৎ পিশঙ্গে পীতে বাসসী যস্য। লসন্তি মহারত্নানি যেষু, তানি স্বর্ণময়ানি অঙ্গদানি যস্য। স্ফুরন্তি চ তানি মহারত্নানি চ, তন্ময়ানি কিরীটকুণ্ডলানি যস্য ॥ ৯ ॥ উন্নিদ্রং বিকসিতং যৎ হৃৎপঙ্কজং তস্য কর্ণিকৈব আলয়ঃ স্থানং তস্মিন্ যোগেশ্বরৈঃ আস্থাপিতৌ পাদপল্লবৌ যস্য। শ্রীরেব লক্ষ্ম চিহ্নং তদ্যুক্তম্। পামাদিবিহিতো মত্বর্থীয়ো নপ্রত্যয়ঃ। কৌস্তুভবন্তং কন্ধরায়াং যস্য। অম্লানা লক্ষ্মীঃ শোভা যস্যাঃ তয়া বনমালয়া আচিতং ব্যাপ্তম্ ॥ ১০ ॥ স্নিগ্ধত্বাদিবিশিষ্টৈঃ কুন্তলৈর্বিরোচমানে আননে যো হাসঃ তেন পেশলং সুন্দরম্ ॥ ১১ ॥ অদীনম্ উদারং যৎ লীলাহসিতং তেন যদীক্ষণং তস্মিন্ উল্লসন্তো যে ভ্রূভঙ্গাঃ ভ্রূবিক্ষেপাস্তৈঃ সংসূচিতো ভূর্য্যনুগ্রহো যেন। চিন্তাময়ং চিন্তয়া আবির্ভবন্তম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—গদাভৃতঃ (অন্তর্যামিরূপস্য শ্রীভগবতঃ) পাদাদি হসিতং যাবৎ (পাদতো বদন-পর্য্যন্তং) অঙ্গানি একৈকশঃ ধিয়া (ধারণাত্মিকয়া বুদ্ধ্যা) অনুভাবয়েৎ (ধ্যায়েৎ) [ততঃ] ধীঃ (বুদ্ধিঃ) যথা যথা (যত্র যত্র অঙ্গে) শুধ্যতি (নিশ্চলা ভবতি) [তথৈব] জিতং জিতং (ধ্যানেনাভ্যস্তং) স্থানং (পাদগুল্ফাদিকং) অপোহ্য (ত্যক্ত্বা) পরং পরং (জঙ্ঘাদ্যঙ্গং) ধারয়েৎ (ধ্যায়েৎ) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—সর্ব্বান্তর্যামী শ্রীভগবানের চরণকমল হইতে বদনকমল পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ এক একটি করিয়া ধ্যান করিবে এবং যে যে অঙ্গে ধারণা অভ্যস্ত হইয়া যাইবে, সেই সেই অঙ্গ ছাড়িয়া পর পর অঙ্গে ধারণাভ্যাস করিবে ॥ ১৩

যাবন্ন জায়েত পরাবরেঽস্মিন্ বিশ্বেশ্বরে দ্রষ্টরি ভক্তিযোগঃ।
তাবৎ স্থবীয়ঃ পুরুষস্য রূপং ক্রিয়াবসানে প্রযতঃ স্মরেত ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্যৈব ধ্যানমাহ—একৈকশ ইতি। অনুভাবয়েৎ ধ্যায়েৎ। যদ্‌যৎ জিতম্ অযত্নতঃ স্ফুরিতং পাদগুল্‌ফাদি স্থানম্, অবয়বস্তত্তদপোহ্য ত্যক্ত্বা পরং পরং জঙ্ঘাজান্বাদি ধারয়েৎ ধ্যায়েৎ। শুধ্যতি তস্মিন্ নিশ্চলা ভবতি ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) অস্মিন্ (হৃদাকাশস্থে) বিশ্বেশ্বরে (বিশ্বনিয়ন্তরি) পরাবরে (ব্রহ্মাদিতোঽপি শ্রেষ্ঠতরে) দ্রষ্টরি (সর্ব্বসাক্ষিণি শ্রীভগবতি) ভক্তিযোগঃ (যোগাঙ্গভূতধ্যান-লক্ষণঃ) ন জায়েত (নৈবোৎপদ্যেত) তাবৎ (তৎকালপর্য্যন্তমেব) ক্রিয়াবসানে (আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানা-নন্তরং) পুরুষস্য (শ্রীভগবতঃ) স্থবীয়ঃ (স্থূলতমং বিরাডাখ্যং) রূপং প্রযতঃ (সন্) স্মরেত (ধ্যায়েৎ) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—যতদিন পর্য্যন্ত এই সর্ব্বান্তর্যামী জগন্নিয়ন্তা শ্রীভগবানে ভক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠানান্তে যত্নসহকারে বিরাট্‌পুরুষে চিত্ত ধারণা করিবে ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা।—পূর্ব্বোক্তবৈরাজধারণায়া এতদ্ধারণাঙ্গমাহ—যাবদিতি। পরে ব্রহ্মাদয়োঽবরে কনিষ্ঠা যস্মাৎ। কুতঃ? বিশ্বেশ্বরে, দ্রষ্টরি ন তু দৃশ্যে, চৈতন্যঘনত্বাৎ। ভক্তিযোগঃ প্রেমলক্ষণঃ। ক্রিয়াবসানে আবশ্যককর্ম্মানুষ্ঠানানন্তরম্। অনেন কর্ম্মণাপি ভক্তিযোগপর্য্যন্তমেবেত্যুক্তম্ প্রযতো নিত্যতৎপরঃ ॥ ১৪

শ্রীভাগবতভাবম্ববর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব বিরাড্‌ধারণা এবং প্রসঙ্গক্রমে ঐশ্বর্য্যাদ সিদ্ধিপ্রাপ্তি ও স্বর্গাদি ফলের অকিঞ্চিৎকরত্ব দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোগধারণার বিষয় বর্ণনা করিতেছেন। আলম্বনভেদে যোগধারণা সাধারণতঃ চারি প্রকার। কোন কোন যোগী যম-নিয়মাদি অভ্যাসের পর শূন্যে চিত্ত ধারণা করিয়া থাকেন। জাগতিক বিষয় হইতে চিত্ত আকর্ষণ করিয়া বিষয়শূন্য করাই ইঁহাদের লক্ষ্য। কোন কোনও যোগী "পাতাল-মেতস্য হি পাদমূলং" ইত্যাদি বর্ণিত বিরাট্‌পুরুষে চিত্ত ধারণা করিয়া থাকেন। শ্রীভগবান্‌কে জগন্মূর্ত্তি-রূপে কল্পনা করিয়া জাগতিক দোষশূন্য হওয়াই ইঁহাদের লক্ষ্য। কোন কোনও যোগী বিরাট্‌পুরুষের অন্তর্য্যামি রূপে চিত্ত ধারণা করিয়া থাকেন। স্থূল জগতের সম্বন্ধ ছাড়িয়া সূক্ষ্মের উদ্দেশ করাই ইঁহাদের লক্ষ্য। কোন কোনও যোগী শ্রীভগবানের তৃতীয় পুরুষাবতার জীবান্তর্য্যামী চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে চিত্ত ধারণা করিয়া থাকেন। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্‌ও অর্জ্জুনকে এই মূর্ত্তির কথাই বলিয়াছেন। এই চতুর্থ যোগীই প্রকৃত যোগলাভ করিয়া থাকেন। প্রথম যোগীর চিত্ত প্রায়ই শূন্য হইতে স্খলিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় যোগী যদি চতুর্থ যোগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে না পারেন, তাহা হইলে যোগেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়া তাহারই ভোগে লিপ্ত হইয়া যান। চতুর্থ যোগীর যোগ ভক্তিমিশ্র, সুতরাং তাঁহার ফল প্রাপ্তির কোনই বাধা হয় না।

জীবহৃদয়স্থ এই তৃতীয় পুরুষাবতার মূর্ত্তি চতুর্ভুজ, চক্র শঙ্খাদি আয়ুধযুক্ত এবং পীতবসনাদি

স্থিরং সুখঞ্চাসনমাস্থিতো যতির্যদা জিহাসুরিমমঙ্গ লোকম্ ।
দেশে চ কালে চ মনো ন সজ্জয়েৎ প্রাণান্ নিযচ্ছেন্মনসা জিতাসুঃ ॥ ১৫ ॥
মনঃ স্ববুদ্ধ্যামলয়া নিয়ম্য ক্ষেত্রজ্ঞ এতাং নিনয়েৎ তমাত্মনি ।
আত্মানমাত্মন্যবরুধ্য ধীরো লব্ধোপশান্তির্বিরমেত কৃত্যাৎ ॥ ১৬ ॥

বসন-ভূষণে ভূষিত। যদিও ইহার মূর্তি প্রাদেশ পরিমাণ, তথাপি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালকের ন্যায় কৈশোর মূর্তি। ইহার চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া চিত্তধারণা অভ্যাস করিতে হয়। যতদিন পর্য্যন্ত এই মূর্ত্তিতে সভক্তি-চিত্তধারণা করার শক্তি না জন্মে, ততদিন পর্য্যন্ত নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান ও তদন্তে বিরাটপুরুষে চিত্ত ধারণা করা কর্ত্তব্য। অন্তর্য্যামি পুরুষে চিত্ত ধারণা অভ্যাস হইলে আর কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই, তখন সাধক শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ধ্যানে পূর্ণানন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া যান ॥ ৮—১৪

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ (হে রাজন্) যতিঃ (পূর্ব্বোক্তভক্তিমিশ্রযোগী) যদা ইমং লোকং (সাধকদেহং) জিহাসুঃ (ত্যক্তুমিচ্ছুঃ) [ভবতি] তদা দেশে (কাশ্যাদিপুণ্যক্ষেত্রে) কালে চ (উত্তরায়ণাদিপুণ্যকালে চ) মনঃ (চিত্তং) ন সজ্জয়েৎ (তত্রাপেক্ষাং ন কুর্য্যাৎ,) স্থিরং (অচঞ্চলং) সুখং (সুখকরঞ্চ) আসনং (পদ্মস্বস্তিকাদিকং) আস্থিতঃ (উপবিষ্টঃ সন্) জিতাসুঃ (কৃতপ্রাণায়ামশ্চ সন্) মনসা প্রাণান্ (ইন্দ্রিয়াণি) নিযচ্ছেৎ (ইন্দ্রিয়াণি মনোনিয়ম্যানি কুর্য্যাৎ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—হে রাজন্। ভক্তিমিশ্রযোগী যদি দেহত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে কাশী প্রভৃতি পুণ্যক্ষেত্র কিংবা উত্তরায়ণাদি পুণ্যকালের অপেক্ষা না করিয়া অচঞ্চলচিত্তে পদ্মস্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন করিয়া প্রাণায়ামপূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গণকে মনের বশীভূত করিবেন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—এবং তাবদাসন্নমৃত্যোঃ পুংসঃ কৃত্যমুক্তম্। ইদানীং তত্রৈব স্বয়ং দেহং ত্যক্তুমিচ্ছতঃ কৃত্যমাহ—স্থিরমিতি সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ। অঙ্গ হে রাজন্ এবম্ভূতো যতির্যদা ইমং লোকং দেহং, জিহাসুঃ হাতুমিচ্ছতি, তদা দেশে পুণ্যক্ষেত্রে, কালে চ উত্তরায়ণাদৌ, মনো ন সজ্জয়েৎ সঙ্গং ন প্রাপয়েৎ। ন দেশকালৌ যোগিনঃ সিদ্ধিহেতুঃ কিন্তু যোগ এবেতি দৃঢ়নিশ্চয়ো ভূত্বা স্থিরং সুখকরঞ্চা-সনমাস্থিতঃ প্রাণান্ নিযচ্ছেদিত্যর্থঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অমলয়া (বাসনাদিশূন্যয়া) স্ববুদ্ধ্যা মনঃ নিয়ম্য (সংযতং কৃত্বা) এতাং (বুদ্ধিং) ক্ষেত্রজ্ঞে (বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি জীবে) তং (ক্ষেত্রজ্ঞং) আত্মনি (শুদ্ধজীবে) নিনয়েৎ (প্রবিলাপয়েৎ) [ততঃ] আত্মানং (শুদ্ধজীবং) আত্মনি (পরমাত্মনি) অবরুধ্য (একীকৃত্য) লব্ধশান্তিঃ (প্রাপ্ত-নির্বৃতিঃ সন্) ধীরঃ (সিদ্ধযোগী) কৃত্যাৎ (যোগাভ্যাসাদিতঃ) বিরমেত (বিরতো ভবেৎ) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—অনন্তর বাসনাদিশূন্য নির্ম্মলবুদ্ধি দ্বারা মনকে সংযত করিয়া বুদ্ধি জীবে, জীব শুদ্ধজীবে এবং শুদ্ধজীব পরমাত্মায় নিরোধ করিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন এবং যোগাভ্যাসাদি সমস্ত কৃত্য হইতে বিরত হইবেন ॥ ১৬

ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্ ॥ ১৭ ॥
পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্‌য-নেতি-নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্ম্যমনন্যসৌহৃদা হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদ্‌গৃহীতবিষয়ং মনো বুদ্ধ্যা নিশ্চয়রূপয়া নিয়ম্য তন্মাত্রং কৃত্বা এতাং বুদ্ধিং ক্ষেত্রজ্ঞে বুদ্ধ্যাদিদ্রষ্টরি নিলয়েৎ প্রবিলাপয়েৎ। তঞ্চ ক্ষেত্রজ্ঞম্ আত্মনি শুদ্ধে। তঞ্চ শুদ্ধমাত্মানম্ আত্মৈবাহমিতি আত্মনি ব্রহ্মণি, অবরুধ্য একীকৃত্য, লব্ধোপশান্তিঃ প্রাপ্তনির্বৃতিঃ সন্ কৃত্যাদ্‌বিরমেৎ, ততঃ পরং প্রাপ্যাভাবাৎ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—যত্র (প্রাপ্তপরমাত্মসম্বন্ধে যোগিনি) অনিমিষাং (দেবানামপি) পরঃ (নিয়ামকঃ) কালঃ ন প্রভুঃ (তন্নিয়মনে ন সমর্থঃ), যে দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) জগতাম্ ঈশিরে (প্রভুত্বং কুর্ব্বন্তি) [তে] কুতো নু [তেষাং প্রভুত্বস্য কা বার্ত্তা ?] যত্র চ (পরমাত্মস্বরূপে যোগিনি) সত্ত্বং, রজঃ, তমশ্চ (প্রাকৃতগুণাঃ) ন বৈ বিকারঃ (অহঙ্কারতত্ত্বং) ন মহান্ (মহত্তত্ত্বং নাপি) প্রধানং (প্রকৃতিঃ) (প্রভুরিতি শেষঃ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—এইরূপ পরমাত্মসম্বন্ধযুক্ত যোগীর উপরে কালেরও কর্তৃত্ব নাই, জগতের শাসনাদিকর্ত্তা দেবতাদের ত কথাই নাই। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ, অহঙ্কারতত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব এবং মূলপ্রকৃতিও এতাদৃশ যোগীর প্রভুত্বে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—তদেবাহ—ন যত্রেতি। যত্র আত্মস্বরূপে, কালো ন প্রভুঃ কিমপি কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতএব দেবা ন প্রভবঃ ইত্যাহ। অনিমিষাং দেবানাং পরঃ প্রভুঃ কালোঽপি যত্র ন প্রভুঃ তত্র কুতো নু দেবাঃ প্রভবঃ স্যুঃ ? দেবনিয়ম্যানান্তু জগতাং প্রাণিনাং কা বার্ত্তেত্যাহ—জগতামিতি। কুতো ন প্রভবন্তীত্যপেক্ষায়াং নিরুপাধিত্বাদিত্যাহ—ন যত্রেত্যাদি। যদ্বা জগৎকারণান্যপি ন যস্য সৃষ্ট্যাদৌ প্রভবন্তীত্যাহ—ন যত্রেতি। বিকারোঽহঙ্কারঃ ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—নেতি নেতি (ইদং ন পরতত্ত্বম্ ইদং ন পরতত্ত্বমিতি বিচারতঃ প্রাকৃতবস্তু-নিষেধেন) অতৎ উৎসিসৃক্ষবঃ (চিন্তিতবস্তু পরিত্যক্তুমিচ্ছবঃ ভক্তিমিশ্রযোগিনঃ) দৌরাত্ম্যং (ভগবদা-ত্মনোরভেদদৃষ্টিং [দেহাত্মাত্মত্বমিতি শ্রীধরস্বামী] বিসৃজ্য (ত্যক্ত্বা) পদে পদে (প্রতিক্ষণং) অর্হপদং (শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দং) হৃদা উপগুহ্য (আশ্লিষ্য) অনন্যসৌহৃদাঃ (শ্রীগোবিন্দসম্বন্ধশূন্যবস্তুনি স্নেহাভাববন্তঃ সন্তঃ) যৎ পরং (প্রকৃতেঃ পরং) পদম্ আমনন্তি তৎ (এব) বৈষ্ণবং (সর্ব্বব্যাপকস্য শ্রীভগবতঃ নির্ব্বিশেষস্বরূপং, যোগিপ্রাপ্যং পদমিত্যর্থঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—জাগতিক কোন বস্তুই পরতত্ত্ব নহে [নেতি নেতি] এই বিচারে জড় সম্বন্ধ পরিত্যাগী ভক্তিমিশ্র-যোগিগণ আত্মা ও ভগবানের অভেদদৃষ্টি না করিয়া ক্ষণে ক্ষণে শ্রীগোবিন্দ-চরণারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দসম্বন্ধশূন্য বস্তুর সম্বন্ধ ত্যাগ করিয়া যে প্রকৃতির অতীত পদ প্রাপ্ত হন, তাহাই শ্রীভগবানের নির্বিশেষস্বরূপ যোগপ্রাপ্ত বৈষ্ণবপদ ॥ ১৮

ইত্থং মুনিস্তূপরমেদ্ব্যবস্থিতো বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ ।
স্বপার্ষ্ণিনাপীড্য গুদং ততোঽনিলং স্থানেষু ষট্সূন্নময়েজ্জিতক্লমঃ ॥ ১৯ ॥
নাভ্যাং স্থিতং হৃদ্যধিরোপ্য তস্মাদুদানগত্যোরসি তং নয়েন্মুনিঃ ।
ততোঽনুসন্ধায় ধিয়া মনস্বী স্বতালুমূলং শনকৈর্নয়েত ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নিরপাধিকং কুতঃ ? ইত্যত আহ—এবমিতি। যং যাং অতং আত্ম-ব্যতিরিক্তং নেতি নেতীত্যেবম্। উৎস্রষ্টুমিচ্ছবো যোবাত্মাং দেহাত্মাত্মসং বিসৃজ্য অর্হস্য পূজ্যস্য শ্রীবিষ্ণোঃ পদং, পদে পদে ক্ষণে ক্ষণে, হৃদা উপগুহ্য আশ্লিষ্য নাত্যস্মিন্ সৌহৃদং যেষাং তথাভূতাঃ সন্তঃ তদ্বৈষ্ণবং পদম্ অতএব পরং সর্ব্বতঃ শ্রেষ্ঠমামনন্তীত্যন্বয়ঃ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—বিজ্ঞানদৃগ্বীর্য্যসুরন্ধিতাশয়ঃ (শাস্ত্রজ্ঞানবলেন নির্ম্মূলিতবিষয়বাসনাজালঃ) ব্যবস্থিতঃ (পরমাত্মনি লব্ধপ্রতিষ্ঠঃ) মুনিস্তু ইত্থং (বক্ষ্যমাণপ্রকারেণ) উপরমেৎ (স্থূলদেহং জহ্যাৎ ।) স্বপার্ষ্ণিনা (স্বপাদমূলেন) গুদং (মূলাধারং) আপীড্য (নিরুধ্য) জিতক্লমঃ (অতন্দ্রিতঃ সন্) অনিলং (প্রাণং) ষট্সু (নাভ্যাদিস্থানেষু) উন্নময়েৎ ॥ ১৯

মূলানুবাদ ।—শাস্ত্রজ্ঞান বলে বিষয়বাসনার মূলোচ্ছেদ করিয়া যোগাভ্যাসে পরমাত্মনিষ্ঠ যোগী এই প্রকারে দেহত্যাগ করেন। যথা—প্রথমতঃ পার্ষ্ণি [পাদমূল] দ্বারা মূলাধার বদ্ধ করিয়া প্রাণবায়ুকে ক্রমে ক্রমে নাভি প্রভৃতি ছয় স্থানে তুলিয়া লইবে ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা ।—তস্মাদিত্থং ব্রহ্মভাবেন ব্যবস্থিতো মুনিরূপরমেৎ। তুশব্দেন "যদি প্রযাস্যন্' ইতি বক্ষ্যমাণাৎ সকামাদ্বিশেষ উক্তঃ। তমাহ—বিজ্ঞায়তেঽনেনেতি বিজ্ঞানং শাস্ত্রং তেন জাতা দৃগ্ জ্ঞানং, তস্য বীর্য্যং বলং, তেন সুরন্ধিতা বিহিংসিতা আশয়াঃ বিষয়বাসনা যস্য সঃ। * ইদানীং তস্য দেহত্যাগে প্রকারমাহ। স্বপার্ষ্ণিনা পাদমূলেন, গুদং মূলাধারম্, আপীড্য নিবধ্য, অনিলং প্রাণম্, উন্নময়েৎ উর্দ্ধং নয়েৎ। জিতঃ ক্লমো যেন। ষট্সু স্থানেষু নাভ্যাদিষু ॥ ১৯

অন্বয়ঃ ।—(ততঃ) মুনিঃ (যোগী) নাভ্যাং (মণিপূরচক্রে) স্থিতং (তং প্রাণং) হৃদি (অনাহতচক্রে) অধিরোপ্য (সংস্থাপ্য) তস্মাৎ (অনাহতচক্রাৎ) উদানগত্যা (উদানবায়োরনুসরণ-ক্রমেণ) উরসি (কণ্ঠাদধোদেশে বিশুদ্ধচক্রে) নয়েৎ, ততঃ মনস্বী (যোগী) ধিয়া (বুদ্ধ্যা) অনুসন্ধায় (প্রাণমনুসন্ধায়) শনকৈঃ (ক্রমশঃ) স্বতালুমূলং (তস্যৈব চক্রস্যাগ্রদেশং) নয়েত (প্রাপয়েৎ) ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—প্রাণবায়ুকে মূলাধার হইতে নাভিদেশস্থ মণিপূরচক্রে আনিয়া সেখান হইতে হৃদয়স্থ অনাহতচক্রে স্থাপন করিবে, সেখান হইতে উদানবায়ুর সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠনিম্নস্থ বিশুদ্ধ চক্রে স্থাপন করিবে, অনন্তর তালুমূলে আনয়ন করিবে ॥ ২০

---

* ইতঃ পরম্ "অথবা বিজ্ঞানং তদেব ব্রহ্মজ্ঞানং তদেব দৃগ্ দৃষ্টিস্তদ্বীর্য্যং সামর্থ্যম্ ইত্যর্থান্তরম্" ইত্যধিকঃ পাঠো দৃশ্যতে কেষুচিৎ প্রাচীনতমেষু পুস্তকেষু।

তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরমুন্নয়েত নিরুদ্ধসপ্তায়তনোঽনপেক্ষঃ।
স্থিত্বা মুহূর্ত্তার্দ্ধমকুণ্ঠদৃষ্টির্নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন্ বিসৃজেৎ পরং গতঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা।—নাভ্যাং মণিপূরকে স্থিতং, হৃদি অনাহতচক্রে অধিরোপ্য। উরসি কণ্ঠাদধোদেশে স্থিতে বিশুদ্ধচক্রে। তম্ অনিলম্। মনস্বী জিতচিত্তঃ। স্বতালুমূলং তস্যৈব চক্রস্যাগ্রদেশম্। ততো ব্রহ্মধা গগনসম্ভবাৎ শনৈর্বিত্যুৎক্রম্ ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—[ততঃ—তদনন্তরং] নিরুদ্ধসপ্তায়তনঃ (নিরুদ্ধানি সপ্ত অসোঃ প্রাণস্য অয়নানি শ্রোত্রদ্বয়ং নেত্রদ্বয়ং নাসারন্ধ্রদ্বয়ং মুখঞ্চেতি সপ্তপ্রাণমার্গাঃ যেন তথাবিধঃ), অনপেক্ষঃ (পারমেষ্ঠ্যাদিপদভোগাকাঙ্ক্ষাশূন্যঃ সন্) তস্মাৎ (তালুমূলাৎ) [প্রাণং] ভ্রুবোরন্তরং (ভ্রূমধ্যস্থম্ আজ্ঞাচক্রং) উন্নয়েত (তত্র) মুহূর্ত্তার্দ্ধং (অত্যল্পকালং) স্থিত্বা (প্রাণং সংরুধ্য) অকুণ্ঠদৃষ্টিঃ (স্থিরলক্ষ্যঃ) পরং গতঃ (সহস্রারং প্রাপিতঃ সন্) মূর্দ্ধন্ (ব্রহ্মরন্ধ্রে) নির্ভিদ্য বিসৃজেৎ (দেহমিন্দ্রিয়াণি চ ত্যজেৎ) ॥ ২১

মূলানুবাদ।-অনন্তর কর্ণদ্বয়, চক্ষুর্দ্বয়, নাসিকাদ্বয় ও মুখ—প্রাণের এই সাতটি বহির্গমনের পথ রুদ্ধ করিয়া ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে আনিবে এবং পারমেষ্ঠ্য প্রভৃতি পদপ্রাপ্তির বাসনা ত্যাগ করিয়া প্রাণবায়ুকে সেখানে কিছুক্ষণ রাখিয়া স্থিরলক্ষ্যে সহস্রারে আনিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া বিসর্জ্জন করিবে ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—তস্মাদ্ভ্রুবোরন্তরম্ আজ্ঞাচক্রম্। নিরুদ্ধানি শ্রোত্রে নেত্রে নাসিকে মুখঞ্চেত্যেবং সপ্ত অয়নানি প্রাণমার্গা যেন সঃ। অনপেক্ষশ্চেৎ, পরং ব্রহ্ম গতঃ সন্ মূর্দ্ধন্ মূর্দ্ধনি ব্রহ্মরন্ধ্রে নির্ভিদ্য দেহমিন্দ্রিয়াণি চ বিসৃজেৎ ॥ ২১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী। - যোগী যদি সবজগতের সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা "পুণ্যতীর্থ কিংবা পুণ্যকালে দেহত্যাগ করিলে পরমাগতি লাভ করিব" একথা মনে করিয়া পুণ্যতীর্থ কিংবা পুণ্যকালের অপেক্ষায় কালক্ষেপ করেন না, কারণ যোগই যোগীর সিদ্ধিহেতু, পুণ্যতীর্থ কিংবা পুণ্যকাল কাহারও সিদ্ধিহেতু নহে। তবে পুণ্যতীর্থ প্রভৃতির একেবারেই যে কার্য্যকারিতা নাই এমন নহে, সেখানে দেহত্যাগ করিলে জন্মান্তরে সাধনসম্পন্ন হইতে পারেন ও তাহা হইতে মুক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। "কাশীমরণান্মুক্তিঃ" প্রভৃতি শাস্ত্রবাক্য ক্রমমুক্তিবোধক। যাহা হউক, যোগীর দেহত্যাগ বাসনা হইলে তাঁহারা পদ্ম স্বস্তিক প্রভৃতি আসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম দ্বারা ইন্দ্রিয়বর্গ মনে লয় করেন, ক্রমশঃ মন বুদ্ধিতে, বুদ্ধি জীবে, জীব শুদ্ধজীবে এবং শুদ্ধজীব পরমাত্মায় লয় করিয়া সর্ব্ববিধ সাধনের অতীত হইয়া যান। পরমাত্মপ্রাপ্তিই যোগ-পথের সাধনার সীমান্ত, সুতরাং সেখানে উপস্থিত হইলে আর সাধনের প্রবৃত্তি থাকিতে পারে না। "ফলপ্রাপ্তৌ সাধনেচ্ছানুপপত্তেঃ" ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্তি, এবং বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, যোগসাধনার ফল এই দুই রূপে হইতে পারে। ভক্তির সাহায্যে যোগ সাধনা করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে ব্রহ্মসাযুজ্য এবং ভক্তিযুক্ত জ্ঞান লাভ করিলে বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মনির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ এবং সচ্চিদানন্দময় ধাম এই মাত্র প্রভেদ। বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিকে সালোক্যমুক্তি বলিয়া শাস্ত্রকারগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

যদি প্রযাস্যন্ নৃপ পারমেষ্ঠ্যং বৈহায়সানামুত যদ্বিহারম্‌।
অষ্টাধিপত্যং গুণসন্নিবায়ে সহৈব গচ্ছেন্মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ ॥ ২২ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ প্রভৃতির মতে সালোক্যমুক্তি অনিত্য হইলেও বৈষ্ণবদার্শনিকগণ তাহা শাস্ত্রযুক্তি দ্বারা অস্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। "এবমেতান্ ময়া দিষ্টাননুতিষ্ঠন্তি যে পথঃ। ক্ষেমং বিন্দন্তি মৎস্থানং যদ্‌ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" এই ভগবদ্বাক্যে বৈকুণ্ঠের ব্রহ্মস্বরূপতা স্পষ্টই প্রতীত হয় এবং "যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম" এই গীতবাক্যেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের ধামে গমন করিতে পারিলে আর জগতে ফিরিয়া আসিতে হয় না। ব্রহ্মসাযুজ্য কিংবা বৈকুণ্ঠ, সাধকের সাধনানুসারে যাহাই লাভ হউক না কেন, সেই পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারিলে আর কালের ভয় নাই, কারণ ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্তই কালের অধিকার। ত্রিগুণ কিংবা ত্রিগুণসৃষ্ট মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব প্রভৃতিও সে স্থান পর্য্যন্ত উপস্থিত হইতে পারে না, তাহা ত্রিগুণাতীত। প্রপঞ্চে যে কিছু বস্তু আছে, তাহা নশ্বর, সুতরাং ইহার কিছুই পরতত্ত্ব নহে, এই বিচারে যখন জাগতিক বস্তুর আসক্তি লোপ হইয়া যায়, তখন যদি ভক্তিযোগে কেহ শ্রীভগবানের সহিত পৃথক্ থাকিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীভগবান্ ব্যতীত সমস্ত বস্তুতে আসক্তিশূন্য হইয়া বৈষ্ণবপদলাভের যোগ্য হন। ভক্তিশূন্য জ্ঞানে শ্রীভগবানের বৃহত্ত্বের অন্তরালে জীবের ক্ষুদ্রতা লীন হইয়া যায়, সুতরাং তাহাতে পৃথক্ থাকা যায় না এবং সালোক্য প্রভৃতি মুক্তি কিংবা শ্রীভগবদনুভবজন্য আনন্দ উপভোগ করার সৌভাগ্য ঘটে না। শ্রীভগবানের কৃপায় ও ইচ্ছায় যিনি যেমন সাধনের অধিকার লাভ করেন, তাঁহার তেমনই সিদ্ধি হয়, সুতরাং ইহাতে আর বিচারের কিছুই নাই।

যোগসিদ্ধগণের সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি এই দুই ভাবে মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। যাঁহারা সদ্যোমুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা দেহমধ্যস্থ ষট্‌চক্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র পথে প্রাণবায়ু এবং মনঃ ইন্দ্রিয়াদি সমস্ত নির্গত করিয়া ব্রহ্মভূত হইয়া যান। গুহ্যদ্বারের কিঞ্চিৎ উপবিভাগে মূলাধারচক্র, নাভির নিম্নে স্বাধিষ্ঠানচক্র, নাভিতে মণিপূরচক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কণ্ঠের নিম্নে বিশুদ্ধ চক্র, এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র বিরাজিত আছে। যোগসিদ্ধগণ মূলাধার হইতে প্রাণবায়ু আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ স্বাধিষ্ঠান, মণিপূর প্রভৃতি চক্রভেদ করিয়া হৃদয়স্থ অনাহত চক্র পর্য্যন্ত আনিয়া সেখানে উদান বায়ুর সহিত মিলিত করিয়া কণ্ঠস্থ বিশুদ্ধ চক্রে আনয়ন করেন, তাহার পর এই চক্রের কিঞ্চিৎ অগ্রভাগে তালুদেশে প্রাণ স্থাপন করিয়া প্রাণবায়ু বহির্গত হইবার সাতটি পথ রুদ্ধ করিয়া দেন। [চক্ষুর্দ্বয়, কর্ণদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, ও মুখ এই সাতপথে প্রাণ বহির্গত হইতে পারে] তদনন্তর ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞাচক্রে প্রাণ স্থাপন করিয়া লক্ষ্য স্থির করিয়া লইয়া ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ সহস্রারে প্রাণ আনিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া নির্গত করিয়া দেন। নিষ্কাম সাধকের মন ও ইন্দ্রিয় প্রাণের সঙ্গে বহির্গত হইয়া শূন্যে লীন হইয়া যায়। তখন শুদ্ধ জীবাত্মা ছাড়া আর সাধকের কিছুই থাকে না। সুতরাং তখন পরমাত্মায় লয় হইয়া যোগী ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন ॥ ১৫—২১

অন্বয়ঃ—নৃপ। (হে রাজন্।) যদি (যোগী) পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) উত (অথবা) বৈহায়সানাং যৎ বিহারং (বিহারস্থানং) অষ্টাধিপত্যং (অণিমাদ্যষ্টসিদ্ধিং) [ভোক্তুমিচ্ছুঃ সন্] গুণসন্নিবায়ে

যোগেশ্বরাণাং গতিমাহুরন্তর্বহিস্ত্রিলোক্যাঃ পবনান্তরাত্মনাম্।
ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাম্॥ ২৩॥
বৈশ্বানরং যাতি বিহায়সা গতঃ সুষুম্নয়া ব্রহ্মপথেন শোচিষা।
বিধূতকল্কোঽথ হরেরুদস্তাৎ প্রযাতি চক্রং নৃপ শৈশুমারম্॥ ২৪॥

(ব্রহ্মাণ্ডে) প্রযাস্যন্ (গন্তুমিচ্ছেৎ) [তদা দেহত্যাগকালে মনসা] ইন্দ্রিয়ৈশ্চ সহৈব গচ্ছেৎ (দেহত্যাগ-কালে তানি ন ত্যজেদিত্যর্থঃ)॥ ২২

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! যদি কোনও যোগী ব্রহ্মপদ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, কিংবা অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি লাভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি দেহত্যাগ সময়ে মন ও ইন্দ্রিয় লয় না করিয়া প্রাণবায়ু নির্গমন করিবেন॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—সদ্যোমুক্তিমুক্ত্বা ক্রমমুক্তিপ্রকারমাহ—যদীতি দশভিঃ। যদি তু পারমেষ্ঠ্যং পদং প্রযাস্যন্ ভবতি। উত বৈহায়সানাং খেচরাণাং সিদ্ধানাং যৎ বিহারং ক্রীড়াস্থানম্। কীদৃশম্? অষ্ট আধিপত্যানি অণিমাদ্যৈশ্বর্য্যাণি যস্মিন্ তদপি প্রযাস্যন্। ক্ব? গুণসন্নিবায়ে গুণসমুদায়রূপে ব্রহ্মাণ্ডে সর্ব্বত্রেত্যর্থঃ। তর্হি দেহত্যাগাবসরে মনশ্চ ইন্দ্রিয়াণি চ ন ত্যজেৎ, কিন্তু তৈঃ সহৈব তৎ-তল্লোকভোগার্থং গচ্ছেৎ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—পবনান্তরাত্মনাং (পবনস্য বায়োঃ অন্তঃ মধ্যে অন্তরাত্মা লিঙ্গশরীরং যেষাং বায়বীয়-দেহধারিণামিত্যর্থঃ) যোগেশ্বরাণাং (যোগসিদ্ধানাং) ত্রিলোক্যাঃ (স্বর্গমর্ত্ত্যরসাতলানাং) অন্তঃ (মধ্যে) [তেষাং] বহিঃ (মহর্লোকাদিষু চ) গতিং (যোগৈশ্বর্য্যাদিভোগার্থং গমনাগমনং) আহুঃ [বিজ্ঞা ইতি শেষঃ] বিদ্যাতপোযোগসমাধিভাজাং (বিদ্যা ভগবদুপাসনা, তপঃ ভগবদ্ধর্ম্মঃ, যোগঃ অষ্টাঙ্গযোগঃ, সমাধিঃ জ্ঞানং তদ্ভাজাং তৎসিদ্ধানাং যোগিনাং) তাং (পূর্ব্বোক্তাং) গতিং কর্ম্মভিঃ (সকামকর্ম্মানুষ্ঠানেন) ন আপ্নুবন্তি (কর্ম্মিণো ন প্রাপ্নুবন্তি)॥ ২৩

মূলানুবাদ।—যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বায়বীয়-দেহ ধারণ করিয়া স্বেচ্ছাক্রমে ত্রিলোকের মধ্যে ও বাহিরে বিচরণ করিয়া থাকেন। উপাসনা, ভগবদ্ধর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান-সিদ্ধ যোগিগণের এই গতি কেহ সকাম কর্ম্মসাধনে লাভ করিতে পারে না॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—যতঃ কর্ম্মগতিবৎ ন যোগগতিঃ পরিচ্ছিন্নেত্যাহ। যোগেশ্বরাণাং ত্রিলোক্যা অন্তর্ব্বহিশ্চ মহর্লোকাদিষু ব্রহ্মাণ্ডাৎ বহিশ্চ গতিমাহুঃ। অত্র হেতুঃ, পবনস্যান্তঃ আত্মা লিঙ্গশরীরং যেষামিতি। বিদ্যা উপাসনা, তপো ভগবদ্ধর্ম্মঃ, যোগোঽষ্টাঙ্গঃ, সমাধির্জ্ঞানং, তান্ যে ভজন্তি তেষাং যা গতিস্তাম্॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—(হে) নৃপ! [যোগসিদ্ধো জনঃ] শোচিষা (জ্যোতির্ম্ময্যা) ব্রহ্মপথেন (ব্রহ্ম-গমনপথস্বরূপয়া) সুষুম্নয়া (তদাখ্যয়া মেরুদণ্ডমধ্যবর্ত্তিন্যা সূক্ষ্মনাড্যা) বিহায়সা (আকাশপথেন)

তদ্বিশ্বনাভিং ত্বতিবর্ত্ত্য বিষ্ণোরণীয়সা বিরজেনাত্মনৈকঃ ।
নমস্কৃতং ব্রহ্মবিদামুপৈতি কল্পায়ুষো যদ্বিবুধা রমন্তে ॥ ২৫ ॥
অথো অনন্তস্য মুখানলেন দন্দহ্যমানং স নিরীক্ষ্য বিশ্বম্ ।
নির্যাতি সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং যদ্দ্বৈপরার্দ্ধ্যং তদু পারমেষ্ঠ্যম্ ॥ ২৬ ॥

বৈশ্বানরং (অগ্ন্যভিমানিনীং দেবতাং তল্লোকমিত্যর্থঃ) যাতি, অথ (অনন্তর) বিধূতমলঃ (অনাসক্তঃ সন্) উদস্তাৎ (তত ঊর্দ্ধং) হরেঃ (নারায়ণস্য) শৈশুমার চক্রং (শিশুমারাখ্যং জ্যোতিশ্চক্রম্ আদিত্যাদি গ্রহাস্থানি পদানীত্যর্থ) প্রযাতি ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ মেরুদণ্ডমধ্যবর্ত্তিনী সুষুম্নাপথে স্বদেহ নির্গমন করিয়া সেই জ্যোতির্ম্ময় সুষুম্নাপথেই অগ্ন্যভিমানী দেবলোকে গমন করেন, তদনন্তর সেখানে বাসের আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক শ্রীনারায়ণাধিষ্ঠিত শৈশুমার নামক জ্যোতিশ্চক্রে বিচরণ করেন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—তামাহ—বৈশ্বানরমিত্যর্দ্ধেন। বিহায়সা আকাশেন, তত্র চ ব্রহ্মলোকপথেন গতঃ সন্। তত্র প্রথমং বৈশ্বানরম্ অগ্ন্যভিমানিনীং দেবতাং যাতি। কেনোপায়েন ?—সুষুম্নয়া নাড্যা। সা চ দেহাদ্বহিরপি বিততাস্তীত্যাহ—শোচিষা জ্যোতির্ম্ময্যা। বিধূতমলঃ দগ্ধো মলঃ যেন সঃ, ক্বাপ্যসজ্জমান ইত্যর্থঃ। উদস্তাদুপরিষ্টাৎ বর্ত্তমানং, হরেঃ সম্বন্ধি তদাত্মকনারায়ণাধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ। শৈশুমারং চক্রং পঞ্চমস্কন্ধে বক্ষ্যমাণ শিশুমারাকার জ্যোতিশ্চক্রম্। চক্রস্থানি আদিত্যাদিগ্রহাস্থানি পদানি প্রযাতীত্যর্থঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—বিষ্ণোঃ (নারায়ণস্য) তৎ বিশ্বনাভিং (সূর্য্যাদ্যাশ্রয়ভূতং চক্রং) তু অতিবর্ত্ত্য (অতিক্রম্য) একঃ (এক এব) অণীয়সা (অতিসূক্ষ্মেণ) বিরজেন (নির্ম্মলেন) আত্মনা (লিঙ্গশরীরেণ) যৎ (যত্র) বিবুধাঃ (মহাকল্পায়ুষঃ ভৃগ্বাদয়ঃ) রমন্তে (তৎ) নমস্কৃতং (দেবাদীনামপি নমস্যং) ব্রহ্মবিদাং (স্থানং মহর্লোকং) উপৈতি (প্রাপ্নোতি) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—অনন্তর অতি সূক্ষ্ম ও নির্ম্মলশরীর যোগিগণ সূর্য্যাদি গ্রহগণের আশ্রয়স্বরূপ সেই শৈশুমার চক্র অতিক্রম করিয়া মহর্লোকে উপস্থিত হন। এই স্থান দেবগণেরও পরমপূজ্য এবং মহাকল্পজীবী ভৃগু প্রভৃতি ঋষিগণের নিবাসস্থল ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—তৎ বিষ্ণোশ্চক্রং, বিশ্বস্য নাভিং সূর্য্যাদ্যাশ্রয়ভূতম্। আবিষ্টলিঙ্গত্বান্নাভিশব্দস্য ন ষণ্ডত্বম্। অতিবর্ত্ত্য অতিক্রম্য। পরতঃ স্বর্গিণাং গত্যভাবাদেক এব নির্ম্মলেন লিঙ্গশরীরেণ ব্রহ্মবিদাং স্থানম্ অন্যৈর্নমস্কৃতং মহর্লোকমুপৈতি। যৎ যস্মিন্। বিবুধা মহান্তঃ কল্পায়ুষঃ ভৃগ্বাদয়ঃ ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—অথো (কল্পান্তে) সঃ (যোগী) অনন্তস্য (সংকর্ষণস্য) মুখানলেন (মুখনির্গতবহ্নিনা) বিশ্বং (ত্রৈলোক্যং) দন্দহ্যমানং (অতিশয়েন দহ্যমানং) নিরীক্ষ্য দ্বৈপরার্দ্ধ্যং (দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ি) সিদ্ধেশ্বরজুষ্টধিষ্ণ্যং (সিদ্ধেশ্বরনিষেবিতবিমানযুক্তং) তদু (প্রসিদ্ধং) পারমেষ্ঠ্যং (ব্রহ্মপদং) নির্যাতি ॥ ২৬

ন যত্র শোকো ন জরা ন মৃত্যুর্নার্তির্ন চোদ্বেগ ঋতে কুতশ্চিৎ।
যচ্চিত্ততোঽদঃ কৃপয়াঽনিদংবিদাং দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—প্রলয়কালে যখন সংকর্ষণ-মুখানলে ত্রিলোক দগ্ধ হইয়া যায়, তখন যোগিগণ ত্রিলোক পরিত্যাগ করিয়া দ্বিপরার্দ্ধকালস্থায়ী ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—অথো অনন্তরং কল্পান্তে সতি, বিশ্বং ত্রৈলোক্যম্, অতিশয়েন দহ্যমানং নিরীক্ষ্য, তত্রাপ্যুষ্মপ্রাপ্তেঃ যৎ দ্বিপরার্দ্ধস্থায়ি, তৎ পারমেষ্ঠং পদং প্রতি নির্যাতি। সিদ্ধেশ্বরৈর্জুষ্টানি ধিষ্ণ্যানি বিমানানি যস্মিন্ তৎ। উ ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং সূচিতম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—অনিদংবিদাং (যোগসাধনমজানতাং বিষয়াসক্তানাং) দুরন্তদুঃখপ্রভবানুদর্শনাৎ (দুস্পারদুঃখপরম্পরালোচনাৎ) কৃপয়া (করুণাবিশিষ্টাৎ) চিত্ততঃ (হেতোঃ) যৎ (দুঃখং) অদঃ ঋতে (তদ্বিনা) যত্র (ব্রহ্মলোকে) কুতশ্চিৎ (কদাচিদপি) ন শোকঃ (স্বজনাদিবিয়োগদুঃখং) ন জরা (ব্যাধিঃ) ন মৃত্যুঃ (মরণং) ন আর্ত্তিঃ (মনঃপীড়া) নচ উদ্বেগঃ (পতনাশঙ্কা) [বর্ত্ততে] ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—জগতের জীব যোগাদিসাধনে বিমুখ হইয়া অনন্ত দুঃখ ভোগ করে বলিয়া ব্রহ্মলোকবাসী যোগিগণ মানসিক দুঃখে কালাতিপাত করেন, তাহা ছাড়া সেখানে জরা, মৃত্যু, শোক, ভয় বা উদ্বেগ প্রভৃতি কোন দুঃখই নাই ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—তদেবাহ—ন যত্রেতি। আর্ত্তিঃ দুঃখম্ উদ্বেগো ভয়ম্। কিন্তু চিত্ততো হেতোর্যদ্দুঃখম্, অদ ঋতে তদেকং বিনা। তৎ কুতো ভবতি? অনিদংবিদাম্ ইদং ভগবতো ধ্যানমজানতাং প্রাণিনাং দুরন্তদুঃখো যঃ প্রভবো জন্ম তস্যানুদর্শনাৎ তেষাং কৃপয়া। যদ্বা চিত্ততোঽদো মনঃপীড়েতি যৎ, তদ্বিনা কুতশ্চিদপি যত্র শোকাদয়ো ন সন্তীতি। তত্র চ ব্রহ্মলোকগতানাং প্রাণিনাং ত্রিবিধা গতিঃ। যে পুণ্যোৎকর্ষেণ গতাঃ, তে কল্পান্তরে পুণ্যতারতম্যেনাধিকারিণো ভবন্তি। যে তু হিরণ্যগর্ভাদ্যুপাসনাবলেন গতাঃ তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যন্তে। যে তু ভগবদুপাসকাঃ তে তু স্বেচ্ছয়া ব্রহ্মাণ্ডং ভিত্বা বৈষ্ণবং পদমারোহন্তি ॥ ২৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব যোগধারণা এবং যোগসিদ্ধ ব্যক্তির সদ্যোমুক্তি বর্ণনা করিয়া সম্প্রতি ক্রমমুক্তি বর্ণনা করিতেছেন। যে সমস্ত যোগীর সাধনকালেই সর্ব্ববিধ বাসনা নিবৃত্তি হইয়া যায়, তাঁহারা দেহ ইন্দ্রিয় মন প্রভৃতি সমস্ত জীবাত্মায় লয় করিয়া পরমাত্মায় লীন হইয়া যান। যাঁহাদের যোগৈশ্বর্য্যভোগের বাসনা থাকে, তাঁহারা স্থূল দেহ লয় করিয়া সূক্ষ্মদেহে যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া থাকেন এবং যথাসময়ে মুক্তিলাভ করেন। "ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে পরাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্ ॥" এই পুরাণ বচনে বুঝা যায় যে, সবাসন যোগী ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গিয়া ব্রহ্মার পরমায়ু পর্য্যন্ত যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করেন, তাহার পর মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত তাঁহাদেরও মুক্তিলাভ হয়। অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানে স্বর্গাদি প্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তখনও স্থূলদেহ থাকে, কিন্তু যোগিগণের যোগৈশ্বর্য্য ভোগকালে স্থূল দেহ থাকে না, তাঁহাদের সূক্ষ্মদেহ বায়ুর সহিত সর্বত্র বিচরণ করে এবং তাঁহারা ত্রিলোকের অন্তর ও বাহির উভয় স্থানেই

ততো বিশেষং প্রতিপদ্য নির্ভয়স্তেনাত্মনাপোঽনলমূর্ত্তিরত্বরন্।
জ্যোতির্ম্ময়ো বায়ুমুপেত্য কালে বায়্বাত্মনা খং বৃহদাত্মলিঙ্গম্ ॥ ২৮ ॥
ঘ্রাণেন গন্ধং রসনেন বৈ রসং রূপঞ্চ দৃষ্ট্যা শ্বসনং ত্বচৈব।
শ্রোত্রেণ চোপেত্য নভোগুণত্বং প্রাণেন চাকূতিমুপৈতি যোগী ॥ ২৯ ॥

যথাযোগ্য সুখভোগ করিতে সক্ষম হন। যোগিগণ ত্রিলোকের সুখভোগান্তে পরমোজ্জ্বল সুষুম্নাপথে বৈশ্বানর দেবলোক ও ক্রমে ক্রমে সূর্য্যাদি গ্রহমণ্ডলে (শৈশুমারচক্রে) উপস্থিত হইয়া সেখানে যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করেন এবং কল্পান্তে যখন খণ্ডপ্রলয় হয়, তখন সংকর্ষণের মুখাগ্নিতে ভূঃ ভুবঃ এবং স্বঃ এই ত্রিলোক দগ্ধ হইবার উপক্রম হয়, তখন তাঁহারা ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। [সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগের এক হাজার বার পরিবর্ত্তনে ব্রহ্মার একদিন বা কল্প হয়, প্রতি-কল্পে একবার করিয়া এইরূপ ত্রিলোক দাহ হয়] ব্রহ্মার দিন পরিমাণে মাস বৎসরাদি গণনে শত বৎসরকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকের স্থিতি, ব্রহ্মলোকগত যোগিগণ নিরুদ্বেগে এতদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মলোকে বাস করেন, সাধন-বিমুখ জগতের জীব নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে বলিয়া ব্রহ্মলোকবাসী যোগিগণের কিছু মানসিক অশান্তি থাকে, তাহা ছাড়া সেখানে আর কোনও দুঃখ নাই, যোগিগণ সেখানে পরমানন্দে যোগৈশ্বর্য্য ভোগ করেন ॥২২-২৭

অন্বয়ঃ।—ততঃ [সঃ যোগসিদ্ধঃ] বিশেষং প্রতিপদ্য (নিজশরীরেণ পৃথিব্যাত্মতাং প্রাপ্য) নির্ভয়ঃ (কথং যাস্যামীতি শঙ্কাশূন্যঃ সন্) তেন আত্মনা (পৃথিবীরূপেণ) অপঃ (প্রতিপদ্য) অত্বরন্ (ত্বরামকুর্ব্বন্) কালে জ্যোতির্ম্ময়ঃ অনলমূর্ত্তিঃ (সন্) বায়্বাত্মনা (বায়ুরূপেণ) বায়ুম্ উপেত্য বৃহদাত্মলিঙ্গং (পরমাত্মমূর্ত্তি) খং (আকাশং) উপৈতি ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মলোকগত যোগিগণ জ্যোতির্ম্ময়মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া ক্রমশঃ পৃথিবী, জল, অগ্নি ও বায়ু প্রভৃতি আবরণ ভেদ করিয়া আকাশাবরণে উপস্থিত হন ॥ ২৮

শ্রীপ্রবটীকা।—তত্র প্রস্তুতস্য তস্য ভগবদ্ভক্তস্য ব্রহ্মাণ্ডভেদনপ্রকারমাহ—তত ইত্যাদিনা। তত্রেয়ং প্রক্রিয়া।—ঈশ্বরাধিষ্ঠিতায়াঃ প্রকৃতেঃ কেনচিদংশেন মহত্তত্ত্বং ভবতি, তস্যাংশেনাহঙ্কারঃ, তস্যাংশেন শব্দতন্মাত্রদ্বারা নভঃ,তস্যাংশেন স্পর্শতন্মাত্রদ্বারা বায়ুঃ, তস্যাংশেন রূপতন্মাত্রদ্বারা তেজঃ, তস্যাংশেন রসতন্মাত্রদ্বারা আপঃ, তদংশেন গন্ধতন্মাত্রদ্বারা পৃথ্বী, তৈশ্চ মিলিতৈশ্চতুর্দ্দশভুবনাত্মকং বিরাট্শরীরম্। তস্য চ পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিশালস্য পৃথিব্যেবাণ্ডকটাহবিশেষশব্দবাচ্য কোটিযোজনবিশালং প্রথমাবরণং পঞ্চাশৎকোটিযোজনবিশালমিত্যেকে। ততশ্চাবাদীনাং যেহপরিণতা অংশাস্তান্যেবোত্তরোত্তরং দশগুণান্যাবরণানি। অষ্টমন্তু প্রকৃত্যাবরণং ব্যাপকমেব। তদেবং স্থিতে পৃথিব্যাদ্যাবরণভেদপ্রকারঃ কথ্যতে। ততো বিশেষং প্রতিপদ্য লিঙ্গদেহেন পৃথিব্যাত্মতাং প্রাপ্যেত্যর্থঃ। এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। নির্ভয়ঃ কথং যাস্যামীতি শঙ্কাশূন্যঃ। তেনাত্মনা পৃথিবীরূপেণ তন্নিরন্তরা অপঃ প্রতিপদ্য। অত্বরন্ ত্বরামকুর্ব্বন্, তত্তদাত্মত্বেন ক্লেদদাহাদিশঙ্কাভাবাৎ যথেষ্টং ভোগান্ ভুঞ্জান ইত্যর্থঃ। এবং জ্যোতির্ম্ময়ঃ সন্। কালে ভোগাবসানে। বৃহদাত্মনো লিঙ্গং পরমাত্মমূর্ত্তিত্বেনোপাসনে যুক্তং, যদ্বা বেদশব্দাত্মনা তস্য প্রমাপকমিতি ॥ ২৮

স ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয় সন্নিকর্ষং মনোময়ং দেবময়ং বিকার্য্যম্।
সংসাদ্য গত্যা সহ তেন যাতি বিজ্ঞানতত্ত্বং গুণসন্নিরোধম্ ॥ ৩০ ॥
তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্ত,-মানন্দমানন্দময়োঽবসানে।
এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—যোগী (যোগসিদ্ধ জনঃ) ঘ্রাণেন (ঘ্রাণেন্দ্রিয়েণ) গন্ধং, রসনেন (রসনেন্দ্রিয়েণ) রসং, দৃষ্ট্যা (দর্শনেন্দ্রিয়েণ) রূপং, ত্বচা এব (ত্বগিন্দ্রিয়েণ) শ্বসনং (স্পর্শং) শ্রোত্রেণ (শ্রবণেন্দ্রিয়েণ) নভোগুণত্বং (শব্দাত্মতাং উপেত্য) প্রাণেন (কর্ম্মেন্দ্রিয়েণ) চ আকূতিং (তত্তৎক্রিয়াং) উপৈতি ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—অনন্তর ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রস, দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা স্পর্শ, শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা শব্দ এবং বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা বচন গ্রহণ ও গমনাদি কর্ম্ম অতিক্রম করেন ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—ইন্দ্রিয়ার্থানাং ভূতসূক্ষ্মাণামতিক্রমমাহ। ঘ্রাণেনাধিষ্ঠিতেন গন্ধমুপেত্য শ্বসনং স্পর্শনম্। নভোগুণত্বং শব্দাত্মতাম্। প্রাণেন তত্তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়েণ। আকূতিং তত্তৎক্রিয়াম্ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—সঃ (যোগী) ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়সন্নিকর্ষং (সূক্ষ্মভূতানাম্ ইন্দ্রিয়াণাং চ সন্নিকর্ষং লয়স্থানং তামসং রাজসঞ্চ) মনোময়ং (মনসো লয়স্থানং) দেবময়ং (ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবানাং লয়স্থানঞ্চ সাত্ত্বিকং) বিকার্য্যং (অহঙ্কারং) সংসাদ্য (তামসাহঙ্কারে সূক্ষ্মভূতানি রাজসে ইন্দ্রিয়াণি সাত্ত্বিকে মনঃ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ-দেবাংশ্চ প্রবিলাপ্যেত্যর্থঃ) তেন (অহঙ্কারেণ) সহ গত্যা (ঐক্যগমনেন) বিজ্ঞানতত্ত্বং (অহঙ্কারতত্ত্বং) যাতি [ততঃ] গুণসন্নিরোধঃ (গুণানাং সত্ত্বরজস্তমসাং সন্নিরোধঃ লয়ো যস্মিন্ তৎ প্রধানং যাতি) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—যোগী এইরূপে স্থূল ও সূক্ষ্ম আবরণ ভেদ করিয়া, সূক্ষ্মভূত ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবগণের লয়স্থান অহঙ্কার ও মহত্তত্ত্ব ভেদ করিয়া প্রধানে উপস্থিত হন ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—তদেবং স্থূলসূক্ষ্মভূতাতিক্রমমুক্ত্বা তদাবরণভূতাহঙ্কারপ্রাপ্ত্যা মহদাদিপ্রাপ্তিমাহ। স যোগী বিকার্য্যং সংসাদ্য বিজ্ঞানতত্ত্বং যাতি। বিবিধং কার্য্যমস্মেতি বিকার্য্যোঽহঙ্কারঃ, স ত্রিবিধঃ—তামসো রাজসঃ সাত্ত্বিক ইতি। তত্র তামসাৎ জড়ানি ভূতসূক্ষ্মাণি জায়ন্তে, রাজসাদ্বহির্মুখানি দশেন্দ্রিয়াণি, সাত্ত্বিকান্মন ইন্দ্রিয়দেবাশ্চ তেষাং লয়শ্চ তত্তদহঙ্কারে। তত্র ভূতসূক্ষ্মাণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সন্নিকর্ষং লয়স্থানং তামসং রাজসঞ্চ, মনোময়ং দেবময়ঞ্চ সাত্ত্বিকং প্রাপ্য। গত্যা এবং গমনেন, তেনাহঙ্কারেণ সহ, বিজ্ঞানতত্ত্বং মহত্তত্ত্বং যাতি। ততো প্রাণানাং সন্নিরোধো লয়ো যস্মিন্ তৎ প্রধানং যাতি॥৩০

অন্বয়ঃ।—তেন (প্রধানমাবেশিতেন পশ্চাৎ ততোঽপি উৎক্রমিতেন) আত্মনা (শুদ্ধজীবস্বরূপেণ) আনন্দময়ঃ (আনন্দপ্রচুরঃ সন্) অবসানে (উপাধীনামবসানে) শান্তং (অবিকৃতং বিষয়স্পর্শশূন্যমিত্যর্থঃ) আনন্দং (আনন্দস্বরূপং) আত্মানং (পরমাত্মানং মহাবৈকুণ্ঠনাথমিত্যর্থঃ) [ভাগবতীং গতিমিত্যুক্তেঃ] উপৈতি (প্রাপ্নোতি)। অঙ্গ (হে রাজন্!) যঃ (যোগী) এতাং (পূর্ব্বোক্তলক্ষণাং) ভাগবতীং (পরমাত্মরূপশ্রীভগবৎসম্বন্ধিনীং) গতিং গতঃ (প্রাপ্তঃ) স বৈ (স তু) পুনঃ ইহ (সংসারে) ন বিষজ্জতে (ন আবর্ত্ততে) ॥ ৩১

এতে সৃতী তে নৃপ বেদগীতে ত্বয়াভিপৃষ্টে চ সনাতনে চ ।
যে বৈ পুরা ব্রহ্মণ আহ তুষ্ট আরাধিতো ভগবান্ বাসুদেবঃ ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—তদনন্তর প্রধানাবরণ ভেদ করিয়া শুদ্ধজীবস্বরূপ নির্মল আনন্দস্বরূপ পরমাত্মসদনে উপস্থিত হন। হে মহারাজ! যে যোগী এইরূপ গতি লাভ করেন তাহার আর সংসারে পুনরাগমন করিতে হয় না ॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—তেনাত্মনা প্রধানরূপেণ আনন্দময়ঃ সন্, উপাধীনামবসানে শান্তমবিরতম্, আনন্দং পরমাত্মানমুপৈতি। ন নিবর্ত্ততে নাবর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ৩১

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—বিরাট্‌পুরুষ এবং বিরাট্‌পুরুষের অন্তর্যামী শ্রীভগবান্ এই উভয় বস্তুতেই চিত্ত ধারণা করিয়া যোগিগণ যোগসিদ্ধ হইয়া থাকেন। যাঁহারা বিরাট্‌পুরুষে চিত্ত ধারণা করিয়া যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন, তাঁহাদের মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মার সহিত মুক্তিলাভ হয়, এবং যাঁহারা বিরাট্‌পুরুষের অন্তর্যামী শ্রীভগবানে চিত্ত ধারণা করিয়া ভক্তিমিশ্রযোগে সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদের ব্রহ্মার মুক্তির অপেক্ষা করিতে হয় না, তাঁহারা স্বেচ্ছায় অষ্টাবরণ ভেদ করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণনিকটে উপস্থিত হন। কোনও পুণ্যকর্ম্ম প্রভাবে যদি কেহ ব্রহ্মলোকে যান, তাহা হইলে মহাপ্রলয়ের পর আবার যখন সৃষ্টি হয়, তখন তাঁহারা আবার জন্মগ্রহণ করেন।

যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণের আত্মায় স্থূলদেহের আবরণ না থাকিলেও পঞ্চসূক্ষ্মভূত, অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতি এই অষ্টাবরণসমন্বিত সূক্ষ্ম দেহের আবরণ থাকে। ভক্তিমিশ্র যোগসিদ্ধ ব্যক্তিগণ স্বেচ্ছায় এই অষ্টাবরণ ভেদ করিতে সমর্থ হন। তাঁহারা সূক্ষ্মদেহ ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা গন্ধতন্মাত্র, রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রসতন্মাত্র এইরূপ পঞ্চসূক্ষ্ম ভূতের আবরণ ভেদ করিয়া অহঙ্কার, মহত্তত্ত্ব এবং প্রকৃতির আবরণ ভেদ করেন, তখন শুদ্ধজীব ছাড়া প্রাকৃত কোন বস্তুই থাকে না। তাঁহারা এই শুদ্ধজীব-স্বরূপে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ প্রাপ্ত হন। স্থূল কিংবা সূক্ষ্ম এই দুই দেহের সম্বন্ধ যাবৎ পর্য্যন্ত পতন-ভয় আছে, কিন্তু শুদ্ধজীবস্বরূপে শ্রীগোবিন্দচরণ প্রাপ্ত হইলে আর পতনাশঙ্কা নাই—'যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম' (গীতা) ॥ ২৮—৩১

অন্বয়ঃ।—নৃপ! (হে রাজন্!) পুরা (সৃষ্ট্যাদৌ) আরাধিতঃ (ব্রহ্মণা উপাসিতঃ) ভগবান্ বাসুদেবঃ (শ্রীনারায়ণঃ) তুষ্টঃ (সন্) ব্রহ্মণে (কমলযোনয়ে) যে (মুক্তিমার্গৌ) আহ (কথয়ামাস,) ত্বয়াভিপৃষ্টে (ত্বয়া জিজ্ঞাসিতে) বেদগীতে (বেদোক্তে) সনাতনে (নিত্যে) এতে সৃতী (সদ্যোমুক্তিক্রমমুক্তিমার্গৌ) তে (তুভ্যং) [ময়া কথিতে] ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা নারায়ণের উপাসনা করিলে তিনি তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে যে সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন, তোমার প্রশ্নানুসারে আমি তোমাকে তাহা বলিলাম ॥ ৩২

শ্রীধরটীকা। সৃতী মার্গৌ প্রকারাবিত্যর্থঃ। হে নৃপ! অনপেক্ষো নির্ভিদ্য মূর্দ্ধন বিসৃজেৎ পরং গত ইতি যা সদ্যোমুক্তিঃ সৈকা সৃতিঃ যদি প্রয়াস্যন্নিত্যাদিনা ক্রমমুক্তিশ্চ দ্বিতীয়া সৃতিঃ এতে

ন হ্যতোঽন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥ ৩৩ ॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ ॥ ৩৪ ॥
ভগবান্ সর্ব্বভূতেষু লক্ষিতঃ স্বাত্মনা হরিঃ।
দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভির্দ্রষ্টা লক্ষণৈরনুমাপকৈঃ ॥ ৩৫ ॥

সৃতী বেদেন গীতে উক্তে, নতু স্বোৎপ্রেক্ষিতে। তত্র "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদিস্থিতাঃ। অথ মর্ত্ত্যোঽমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে" ইতি সদ্যোমুক্তিঃ, "তেঽর্চ্চিরভিসংভবন্তি" ইত্যাদিনা ক্রম-মুক্তিশ্চ বেদেনোক্তা, যদ্বা "ন কর্ম্মভিস্তাং গতিমাপ্নুবন্তি"ইতি দক্ষিণমার্গস্যাপি সূচিতত্বাদেতে সৃতী ইতি দ্বিবচনম্। তথাভিপৃষ্টে "যচ্ছ্রোতব্যম্" ইত্যাদিপ্রশ্নেন, অর্থান্মুক্তিবিষয়ে দ্বে অপি সৃতী পৃষ্টে। "ব্রূহি যদ্বা বিপর্য্যয়ম্" ইতি চ দক্ষিণমার্গোঽপ্যর্থাৎ পৃষ্টঃ। এবং ত্বয়া চ যে পৃষ্টে, তে এতে সৃতী ইত্যন্বয়ঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—যতঃ (সাধনানুষ্ঠানাৎ) বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ (প্রেমা) ভবেৎ অতঃ (তস্মাৎ সাধনাৎ) অন্যঃ ইহ সংসৃতৌ (জগতি) বিশতঃ (ভ্রমতঃ পুংসঃ) শিবঃ (সুখরূপঃ নির্ব্বিঘ্নশ্চ) পন্থাঃ (সাধনমার্গঃ) নহি (বিদ্যত ইতি শেষঃ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—যে-সাধনে শ্রীগোবিন্দচরণে প্রেমলাভ হয়, তাহা ছাড়া আর সংসারে পরিভ্রমণশীল জীবের সুখময় এবং নিরাপদ্ পথ নাই ॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—সন্তি সংসরতঃ পুংসো বহবো মোক্ষমার্গাস্তপোযোগাদয়ঃ, সমীচীনস্তয়মেবেত্যাহ—নহীতি। যতোঽনুষ্ঠিতাৎ ভক্তিযোগো ভবেৎ, অতোঽন্যঃ শিবঃ সুখরূপো নির্ব্বিঘ্নশ্চ নাস্ত্যেব ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (ব্রহ্মা) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকারঃ সন্) ত্রিঃ (ত্রীন্ বারান্) কার্ৎস্ন্যেন (সাকল্যেন) ব্রহ্ম (বেদং) অন্বীক্ষ্য (বিচার্য্য) যতঃ (সাধনাৎ) আত্মন্ (সর্ব্বাত্মনি হরৌ) রতিঃ (ভক্তিঃ) ভবেৎ তৎ (তদেব ভক্তিযোগাখ্যং বস্তু) মনীষয়া (স্ববুদ্ধ্যা) অধ্যবস্যৎ (নিশ্চিতবান্) ॥৩৪

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা নির্ব্বিকার চিত্তে তিনবার সমগ্র বেদ বিচার করিয়া যাহা হইতে শ্রীগোবিন্দে রতিলাভ হয়, সেই ভক্তিযোগই পরম সাধন বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন ॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—কুত এতৎ? অত আহ। ভগবান্ ব্রহ্মা, কূটস্থঃ নির্ব্বিকারঃ একাগ্রচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ, ত্রিঃ ত্রীন্ বারান্, কার্ৎস্ন্যেন সাকল্যেন, ব্রহ্ম বেদম্। অন্বীক্ষ্য বিচার্য্য, যত আত্মনি হরৌ রতির্ভবেৎ, তদেব মনীষয়া অধ্যবস্যৎ নিশ্চিতবান্ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—অনুমাপকৈঃ লক্ষণৈঃ (হেতুভিঃ) দৃশ্যৈঃ বুদ্ধ্যাদিভিঃ দ্রষ্টা (জীবঃ) [প্রথমং লক্ষিতঃ ততঃ] স্বাত্মনা (ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্য্যামিতয়া) ভগবান্‌হরিঃ সর্ব্বভূতেষু (স্থাবরজঙ্গমাদিষু) লক্ষিতঃ (দৃষ্টঃ ভবতি) ॥ ৩৫

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥ ৩৬ ॥
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সম্ভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্ ॥ ৩৭ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২ ॥

মূলানুবাদ।—জীবাত্মা এবং পরমাত্মা দুই অনুভবসিদ্ধ বস্তু, কেননা জড়বুদ্ধির প্রবর্ত্তক-রূপে জীবাত্মা ও তাহার নিয়ন্তারূপে পরমাত্মার অনুভব হইয়া থাকে ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—নম্বনুভূতেঽর্থে রতির্ভবতি, অননুভূতে তু ভগবতি কথং রতিঃ স্যাৎ? তত্রাহ। ভগবান্ লক্ষিতঃ দৃষ্টঃ। কথম্? স্বাত্মনা ক্ষেত্রজ্ঞান্তর্যামিতয়া। কৈঃ? দৃশ্যৈর্বুদ্ধ্যাদিভিঃ। তদেব দ্বেধা দর্শয়তি। দৃশ্যানাং জড়ানাং বুদ্ধ্যাদীনাং দর্শনং স্বপ্রকাশং দ্রষ্টারং বিনা ন ঘটতে ইত্যনুপপত্তি-মুখেন লক্ষণৈঃ স্বপ্রকাশান্তর্যামিলিঙ্গকৈঃ। তথা বুদ্ধ্যাদীনি কর্ত্তৃপ্রযোজ্যানি করণত্বাৎ। বাস্যাদি-বদিতি ব্যাপ্তিমুখেনানুমাপকৈঃ। স্বতন্ত্রশ্চ কর্ত্তেত্যেবমীশ্বরসিদ্ধিঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—(হে) রাজন্। তস্মাৎ (যতঃ হরিরেব সর্ব্বাত্মা তস্মাদেব) সর্ব্বদা (সর্ব্বস্মিন্নেব কালে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বাস্বেবাবস্থাসু) সর্ব্বাত্মনা (সর্ব্বান্তঃকরণেন) ভগবান্ হরিঃ নৃণাং (জীবমাত্রাণামেব) শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যঃ স্মর্ত্তব্যশ্চ ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—অতএব হে রাজন্। সকলেরই সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণ করা একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—যচ্ছ্রোতব্যমিত্যাদিপ্রশ্নস্য উত্তরমুপসংহরতি - তস্মাদিতি ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—যে (ভাগ্যবন্তো জনাঃ) সতাং (বস্তুমাত্রাণামেব) আত্মনঃ (আত্মত্বেন প্রকাশ-মানস্য) ভগবতঃ শ্রবণপুটেষু সংভৃতং (কর্ণপাত্রে সংগৃহীতং) কথামৃতং (লীলাকথাপীযূষং) পিবন্তি (আস্বাদয়ন্তি) তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং (বিষয়ৈর্মলিনীকৃতং চিত্তং) পুনন্তি শোধয়ন্তি তৎ (তস্য হরেঃ) চরণসরোরুহান্তিকং (পাদপদ্মনিকটং) ব্রজন্তি (গচ্ছন্তি চ) ॥ ৩৭

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ২

মূলানুবাদ।—যে-ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ সকল বস্তুর আত্মস্বরূপ হরির কথা শ্রবণপাত্র পূর্ণ করিয়া অহরহঃ সেই অমৃতপানে রত থাকেন, তাঁহাদের বিষয়মলিন চিত্ত নির্ম্মল হয় এবং শ্রীহরিচরণ নিকটে গতি হয় ॥ ৩৭

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—শ্রবণাদিফলমভিনয়েনাহ—পিবন্তীতি। সতাম্ আত্মনঃ আত্মদেন প্রকাশমানস্য। কথৈব অমৃতম্? বিষয়ৈর্বিদূষিতং মলিনীকৃতমাশয়ং পুনন্তি শোধয়ন্তি। তস্য চরণপদ্মান্তিকং শ্রীবিষ্ণুপদং ব্রজন্তি॥ ৩৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—হে মহারাজ! তোমার প্রশ্নানুসারে যোগধারণা এবং যোগসিদ্ধির বিষয় বর্ণনা করিলাম। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার উপাসনায় তুষ্ট হইয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে এই সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তির পথ দেখাইয়াছিলেন। জ্ঞান, যোগ এবং ভক্তি এই তিন পথে জীব মোক্ষপদে উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু ভক্তিপথের মত সুগম এবং নির্ভয় পথ আর নাই। সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মা তন্ন তন্ন করিয়া তিনবার সমগ্র বেদ আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হইয়াছিলেন।

শ্রীভগবান্ সকলের আত্মা, তাঁহাকে ভালবাসাই জীবের একমাত্র কর্ত্তব্য। একটু বিবেচনা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে—জড় ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি জীবাত্মার প্রেরণায় এবং জীবাত্মা সর্ব্বাত্মা শ্রীহরির প্রেরণায় চালিত। সুতরাং সর্ব্বাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীহরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ করাই সকলের একমাত্র কর্ত্তব্য। যে ব্যক্তি নিজ কর্ণপাত্র শ্রীহরিকথামৃতে পূর্ণ করিয়া অনুক্ষণ তাহাই পান করে, তাহার চিত্তবৃত্তি নানাবিধ বিষয়াবেশে নিতান্ত মলিন হইলেও তৎক্ষণাৎ তাহা নির্ম্মল হইয়া যায় এবং অচিরাৎ শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ লাভ হয়॥ ৩২-৩৭

ইতি শ্রীধাম শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং
শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-সমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধস্য দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ২॥

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—:০:—

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

এবমেতন্নিগদিতং পৃষ্টবান্ যদ্ভবান্ মম।
নৃণাং যন্ম্রিয়মাণানাং মনুষ্যেষু মনীষিণাম্ ॥ ১ ॥
ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ ॥ ২ ॥
দেবীং মায়ান্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসূন্ রুদ্রান্ বীর্য্যকামোঽথ বীর্য্যবান্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে রাজন্!) ভবান্ মম (মৎসন্নিধৌ) যৎ পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসিতবান্) [তৎ] এবম্ এতৎ মনুষ্যেষু মনীষিণাং (প্রজ্ঞাবতাং) ম্রিয়মাণানাং (আসন্নমৃত্যূনাং) নৃণাং (জনানাং) [কৃত্যং ময়া] নিগদিতং (কথিতম্) ॥ ১

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! তুমি আমার নিকট যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি সেই আসন্নমৃত্যু বিবেকী ব্যক্তিগণের কৃত্যবিধি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—তৃতীয়ে বিষ্ণুভক্তেস্তু বৈশিষ্ট্যং শৃণ্বতো মুনেঃ।
ভক্ত্যুদ্রেকেণ তৎকর্ম্মশ্রবণাদর ঈর্য্যতে ॥

ইদানীমন্যদেবতাভজনস্যাপি পুত্রাদিভজনবদেব তুচ্ছফলত্বেন হেয়ত্বং বক্তুং পূর্ব্বোক্তমনুবদতি এবমিতি। মমেতি মাম্। কদাচিদ্দৈবযোগেন মনুষ্যত্বং প্রাপ্তেষু জীবেষু যে মনীষিণস্তেষাং, তত্রাপি যে ম্রিয়মাণাস্তেষাং বিশেষতঃ, এবম্ এতৎ হরিকথাশ্রবণাদিকং নিগদিতং বিহিতমিত্যর্থঃ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মবর্চ্চসকামস্তু (ব্রহ্মতেজস্কামস্তু) ব্রহ্মণঃ পতিং (বেদপতিং ব্রহ্মাণং) যজেত ইন্দ্রিয়কামঃ তু (ইন্দ্রিয়পাটবকামস্তু জনঃ) ইন্দ্রং (দেবরাজং) প্রজাকামঃ (সন্ততিকামঃ) প্রজাপতীন্ (দক্ষাদীন্) [যজেতেতি শেষঃ] ॥ ২

মূলানুবাদ।—যদি কেহ ব্রহ্মতেজঃ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনি বেদপতি ব্রহ্মার আরাধনা করিবেন এবং ইন্দ্রিয়শক্তিকামনায় ইন্দ্রের ও সন্তানকামনায় দক্ষাদি প্রজাপতিগণের আরাধনা করিবেন ॥ ২

অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্ রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্ ॥ ৪ ॥
আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ ॥ ৫ ॥
রূপাভিকামো গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সরউর্ব্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্ব্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মণঃ পতিং বেদপতিং ব্রহ্মাণম্। ইন্দ্রিয়পাটবকামস্ত্বিন্দ্রম্। প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্ দক্ষাদীন্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—শ্রীকামঃ (দেহশোভাবর্দ্ধনাভিলাষী) মায়াং দেবীং (দুর্গাং) তেজস্কামঃ (তেজোঽভিলাষী) বিভাবসুং (অগ্নিং) বসুকামঃ (ধনার্থী) বসূন অথ বীর্য্যকামঃ (প্রভাবকামঃ) বীর্য্যবান্ (বলবান্ সন্) রুদ্রান্ (যজেদিতি শেষঃ) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—দেহশোভাবর্দ্ধনকামনায় দুর্গার, তেজঃশালী হওয়ার ইচ্ছায় অগ্নির, ধনকামনায় বসুগণের এবং প্রভাব কামনায় রুদ্রগণের আরাধনা করিবেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—মায়াং দুর্গাম্। বিভাবসুম্ অগ্নিম্। বসুকামঃ ধনার্থী। বীর্য্যং প্রভাবঃ, তৎকামঃ বীর্য্যবান্ সন্ রুদ্রান্ যজেৎ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অন্নাদ্যকামঃ (ভোজ্যকামঃ তু) অদিতিং (দেবমাতরং) স্বর্গকামঃ (স্বর্গলিপ্সুঃ) অদিতেঃ সুতান্ (আদিত্যান্) রাজ্যকামঃ বিশ্বান্ দেবান্ বিশাং সংসাধকঃ (দেশস্থপ্রজানাং স্বাধীনতামিচ্ছুঃ) সাধ্যান্ (যজেদিতি শেষঃ) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—অন্নাদি ভোজ্যবস্তু কামনায় অদিতির, স্বর্গসুখকামনায় আদিত্যগণের, রাজ্য কামনায় বিশ্বদেবগণের এবং দেশস্থ প্রজাগণের স্বাধীনতা কামনায় সাধ্যগণের আরাধনা করিবেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—অন্নাদ্যং ভক্ষ্যং ভোজ্যঞ্চ। অদিতেঃ সুতান্ দ্বাদশাদিত্যান্। বিশাং দেশস্থপ্রজানাং স্বাধীনতামিচ্ছন্ সাধ্যান্ যজেৎ ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—আয়ুষ্কামঃ (দীর্ঘজীবিতাভিলাষী) অশ্বিনৌ দেবৌ (অশ্বিনীকুমারৌ) পুষ্টিকামঃ (দেহপোষণেচ্ছুঃ) ইলাং (পৃথিবীং) যজেৎ, প্রতিষ্ঠাকামঃ (স্বপদাদপ্রচ্যুতিকামঃ) পুরুষঃ (জনঃ) লোকমাতরৌ রোদসী (দ্যাবাপৃথিব্যৌ) [যজেদিতি শেষঃ] ॥ ৫

মূলানুবাদ।—দীর্ঘজীবন কামনায় অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের, পুষ্টিকামনায় পৃথিবীর এবং প্রতিষ্ঠাকামনায় স্বর্গ ও পৃথিবীর আরাধনা করিবেন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—ইলাং পৃথ্বীম্। প্রতিষ্ঠা স্থানাদপ্রচ্যুতিঃ। রোদসী দ্যাবাপৃথিব্যৌ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—রূপাভিকামঃ (সৌন্দর্য্যলিপ্সুঃ) গন্ধর্ব্বান্ স্ত্রীকামঃ অপ্সর উর্ব্বশীং (উর্ব্বশীনাম্নী-

যজ্ঞং যজেদ্ যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্ ।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্ ॥ ৭ ॥
ধর্ম্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৄন্ যজেৎ ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্গণান্ ॥ ৮ ॥
রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নির্ঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্ ॥ ৯ ॥

মপ্সরসং) সর্ব্বেষামাধিপত্যকামঃ পরমেষ্ঠিনং (ব্রহ্মাণং) যজেত ॥ ৬

মূলানুবাদ।—সৌন্দর্য্যকামনায় গন্ধর্ব্বগণের, স্ত্রীকামনায় উর্ব্বশী নাম্নী অপ্সরার এবং আধিপত্য কামনায় ব্রহ্মার আরাধনা করিবেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—অপ্সরাশ্চাসৌ উর্ব্বশী চ তাম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যশস্কামঃ (যশোঽভিলাষী) যজ্ঞং (শ্রীবিষ্ণুং) যজেৎ কোসকামঃ (ধনসঞ্চয়াভিলাষী) প্রচেতসং (বরুণং) বিদ্যাকামঃ (শাস্ত্রজ্ঞানাভিলাষী) গিরিশং (শ্রীশঙ্করং) দাম্প্যত্যার্থঃ (দাম্পত্য-সুখাভিলাষী) উমাং সতীং (গিরিশগৃহিণীং) [যজেদিতি শেষঃ] ॥ ৭

মূলানুবাদ।—যশঃকামনায় শ্রীবিষ্ণুর, ধনসঞ্চয়কামনায় বরুণের, শাস্ত্রজ্ঞানকামনায় শ্রীশঙ্করের এবং দাম্পত্যসুখ কামনায় উমার আরাধনা করিবেন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—যজ্ঞং যজ্ঞোপাধিং বিষ্ণুম্ । কোষো বস্তুসঞ্চয়ঃ । বসুকাম ইত্যত্র ধনমাত্রমিতি ভেদঃ । দাম্পত্যম্ অন্যোন্যপ্রীতিঃ, তদেবার্থো যস্য সঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—ধর্ম্মার্থঃ (ধর্ম্মকামঃ) উত্তমঃশ্লোকং (বিষ্ণুং) তন্তুং তন্বন্ (সন্তানবৃদ্ধিকামঃ) পিতৄন্ (পিতৃলোকান্) যজেৎ রক্ষাকামঃ (সর্ব্বকর্ম্মসু বাধানিবৃত্তিকামঃ) পুণ্যজনান্ (যক্ষান্) ওজস্কামঃ (বলকামঃ) মরুদ্গণান্ (তদাখ্যদেবান্) [যজেদিতি শেষঃ] ॥ ৮

মূলানুবাদ।—ধর্ম্মকামনায় শ্রীবিষ্ণুর, সন্তানবৃদ্ধিকামনায় পিতৃলোকের, সর্ব্ববাধানিবৃত্তি-কামনায় যক্ষগণের এবং বলকামনায় মরুদ্গণের আরাধনা করিবেন ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—ধর্ম্মার্থো ধর্ম্মকামঃ, উত্তমঃশ্লোকোপাধিং বিষ্ণুম্ । তন্তুং তন্বন্ সন্তানবৃদ্ধি-মিচ্ছন্ । রক্ষা বাধানিবৃত্তিঃ তৎকামঃ পুণ্যজনান্ যক্ষান্ ওজো বলং তৎকামঃ মরুদ্গণান্ দেবান্ ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—রাজ্যকামঃ (রাজত্বকামঃ) মনূন্ দেবান্ (মন্বন্তরাধিপতীন্) অভিচরন্ (শত্রুমারণ-মিচ্ছন্) নির্ঋতিং (রাক্ষসং) যজেৎ কামকামঃ (ভোগেচ্ছুঃ) সোমং (চন্দ্রং) অকামঃ (বৈরাগ্যকামঃ) পুরুষং (শ্রীভগবন্তং) যজেৎ ॥ ৯

মূলানুবাদ।—রাজ্যকামনায় মন্বন্তরাধিপতির, শত্রুমারণকামনায় রাক্ষসের, ভোগকামনায় চন্দ্রের এবং বৈরাগ্যকামনায় শ্রীভগবানের আরাধনা করিবেন ॥ ৯

অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ ১০ ॥
এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ ॥ ১১ ॥
জ্ঞানং যদপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্রমাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ কো নির্ব্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্য্যাৎ ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—রাজ্যং রাজত্বং তৎকামো মনূন্ মন্বন্তরাধিপান্ দেবান্। রাজ্ঞঃ কর্ম্ম রাজ্যং, তৎকামো বিশ্বান্ দেবানিতি বিশেষঃ। অভিচরন্ শত্রুমারণমিচ্ছন্, নিঋ‍র্তিং রাক্ষসম্। কামকামো ভোগেচ্ছুঃ। অকামো বৈরাগ্যকামঃ। পুরুষং পরং প্রকৃতিব্যতিরেকোপাধিমীশ্বরম্ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—অকামঃ (একান্তভক্তঃ) সর্ব্বকামঃ (পূর্ব্বোক্তসর্ব্বকাম্যবস্তুপ্রার্থী) বা মোক্ষকামঃ (মোক্ষাভিলাষী চ) উদারধীঃ (সুবুদ্ধিশ্চেৎ) [স্যাৎ তদা] তীব্রেণ (জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রেণ) ভক্তিযোগেন (শ্রবণকীর্ত্তনাদিনা) পরং পুরুষং (শ্রীগোবিন্দং) যজেত (ভজেৎ) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—একান্তভক্ত, সর্ব্ববিধ কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তি এবং মোক্ষকামী ব্যক্তি যদি সুবুদ্ধি হন, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দভজনে রত হইবেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—অকামঃ একান্তভক্তঃ। উক্তানুক্তসর্ব্বকামো বা পুরুষং পূর্ণং পরং নিরুপাধিম্ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—যজতাং (ইন্দ্রাদীনপি যজতাং) ইহ (তত্তদ্‌যজনে) ভাগবতসঙ্গতঃ (শ্রীভগবদ্ভক্তানাং সঙ্গবশাৎ) ভগবতি (শ্রীগোবিন্দে) অচলো ভাবঃ (একান্তভক্তিঃ) [ভবতীতি] যৎ এতাবানেব নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ (পরমপুরুষার্থলাভঃ) [স্যাৎ অন্যত্তু তুচ্ছমিতি ধ্বনিতম্] ॥ ১১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গমহিমায় যদি শ্রীভগবানে ভক্তি জন্মে, তাহা হইলেই বুঝা গেল, সর্ব্বসাধনের প্রকৃত ফললাভ হইয়াছে ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—পূর্ব্বোক্তনানাদেবতাযজনস্যাপি সংযোগপৃথক্ত্বেন ভক্তিযোগফলত্বমাহ—এতাবানিতি। ইন্দ্রাদীনপি যজতাম্ ইহ তত্তদ্‌যজনেন ভাগবতানাং সঙ্গতো ভগবত্যচলো ভাবো ভক্তির্ভবতীতি যৎ এতাবানেব নিঃশ্রেয়সস্য পরমপুরুষার্থস্য উদয়ো লাভঃ। অন্যৎ তু সর্ব্বং তুচ্ছমিত্যর্থঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যৎ [যাসু কথাসু শ্রূয়মাণাসু] অপ্রতিনিবৃত্তগুণোর্ম্মিচক্রং (সর্ব্বতোভাবেনোপরতরাগাদিসমূহং) জ্ঞানং (শ্রীভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং) [ভবতি ততঃ] আত্মপ্রসাদঃ (মনসঃ প্রসন্নতা) উত যত্র (মনঃপ্রসাদে সতি) গুণেষু (বিষয়েষু) অসঙ্গঃ (বৈরাগ্যং) [ভবতি] অথ (তদনন্তরমেব) কৈবল্যসম্মতপথঃ (শ্রীভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়ঃ) ভক্তিযোগঃ (প্রেমা চ) [ভবেৎ অতঃ]কঃ(খলু) নির্বৃতঃ (ভক্তিসুখে নিমগ্নঃ) [ভবিতুং] (তাসু) হরিকথাসু (শ্রীগোবিন্দনামরূপগুণলীলাদিবার্ত্তাসু) রতিং (আসক্তিং) ন কুর্য্যাৎ ॥ ১২

মূলানুবাদ।—যে-শ্রীগোবিন্দকথা শ্রবণে সর্ব্বতোভাবে রাগদ্বেষাদি নিবৃত্তি হয়, শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞান হয়, চিত্ত প্রসন্ন হয়, সমস্ত বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মে এবং শ্রীভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ পথ প্রেম লাভ হয়, এমন কোন্ ব্যক্তি আছে যে, এমন হরিকথায় আসক্ত না হয় ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ;—ভাগবতসঙ্গত ইত্যনেন সূচিতাং হরিকথারতিং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। যং যাসু কথাসু জ্ঞানং ভবতি। কীদৃশম্? আ সর্ব্বতঃ প্রতিনিবৃত্তমুপরতং গুণোর্ম্মীণাং রাগাদীনাং চক্রং সমূহো যস্মাৎ তৎ। উত অনন্তরং তদ্ধেতুরাত্মপ্রসাদশ্চ। যত্র যাসু। মনঃপ্রসাদহেতুঃ গুণেষু বিষয়েষু অসঙ্গো,বৈরাগ্যঞ্চ। উভয়ত্রেতি পাঠে ইহামুত্র চ গুণেষ্বসঙ্গঃ। কৈবল্যমিত্যেব সম্মতঃ পন্থা যো ভক্তিযোগঃ। নির্বৃতঃ শ্রবণসুখেন, অন্যত্রানির্বৃত ইতি বা। তাসু হরিকথাসু কো ন রতিং কুর্য্যাৎ॥ ১২

শ্রীভাগবতভাবানুবর্ষিণী ;—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব যোগধারণায় সদ্যোমুক্তি ও ক্রমমুক্তির কথা বলিয়া পরিশেষে মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন—হে মহারাজ! আসন্নমৃত্যু ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান্ হন, তাহা হইলে তিনি মরণভয়ে ভীত না হইয়া যেরূপে পরম পুরুষার্থ প্রাপ্তির উপায় করেন, তাহা তোমার নিকট বলিলাম।

সুবুদ্ধি, বুদ্ধিমান্ ও নির্ব্বোধ এই তিন প্রকার মনুষ্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ হরিভজনে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ মোক্ষসাধনে এবং নির্ব্বোধ ব্যক্তিগণ ভোগলালসায় কালাতি-পাত করিয়া থাকেন। যাহারা নির্ব্বোধ, তাহারা ভোগলালসার বশবর্ত্তী হইয়া ব্রহ্মতেজঃ, ইন্দ্রিয়শক্তি প্রভৃতি লাভ করিবার আশায় বেদপতি ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি নানা দেবতার আরাধনা করিয়া থাকে। অবশ্য তাহারা সেই সেই সাধনার ফলে যে সেই সেই ভোগ্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু অনিত্য বিষয়ভোগলালসায় সাধনপরিশ্রম স্বীকার করে এই তাহাদের মূর্খতা। এই পরিশ্রমে শ্রীগোবিন্দচরণ ভজন করিলে তাহারা একেবারে কৃতকৃতার্থ হইতে পারিত। এই জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির যদি মনে কখনও কোন কামনা আসে, তাহা হইলে তাহারা সে কাম্যবস্তু পাইবার জন্য অন্যের শরণাপন্ন না হইয়া একেবারে অখিলফলদাতা শ্রীগোবিন্দচরণভজনে রত হন। "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ" এই ভগবদ্বাণী সর্ব্বদাই তাঁহাদের হৃদয়ে জাগরূক থাকে। কামনা সাধারণতঃ তিন প্রকার দেখা যায়—স্বর্গাদি অনিত্যসুখকামনা, কৈবল্যসুখকামনা এবং শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-সেবাসুখকামনা। তাহার মধ্যে প্রথম দুই কামনা থাকিলে তাহারে সকাম এবং শ্রীগোবিন্দচরণসেবা কামনা থাকিলে তাহাকে নিষ্কাম বলা হয়। "কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম অতএব শান্ত। ভুক্তি মুক্তি-সিদ্ধিকামী সকলি অশান্ত" (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। শ্রীমদ্ভাগবতেও অকাম, সর্ব্বকাম ও মোক্ষকাম বলিয়া এই তিন রকমই দেখান হইয়াছে। যাহা হউক, যিনি যে কামনায় যে দেবতার আরাধনাই করুন না কেন, যদি তাঁহার শ্রীভগবদ্ভক্তের সঙ্গলাভ হয়, তাহা হইলে তিনি শ্রীভগবানে অচলাভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। শ্রীগোবিন্দভজনের এই পরম লাভ যে কামনা থাকিলে কাম্যবস্তু লাভ হয়,পরন্তু শ্রীগোবিন্দচরণে ভক্তিলাভও হয়। এইজন্য সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ আর অন্যদিকে দৃষ্টি না করিয়া শ্রীগোবিন্দভজনই জীবনের সার সম্বলরূপে অবলম্বন করেন। তাই শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন—হে মহারাজ! শ্রীগোবিন্দকথা শ্রবণে জীবের সর্ব্ববিধ কামনা বাসনার মূল উৎপাটিত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষ হয়এবং তাহাতে চিত্ত প্রসন্ন হইয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে প্রেমলাভ হয়। এমন কে মূর্খ আছে যে,সে এমন শ্রীগোবিন্দকথায় বিরত হইয়া কামনা বাসনার পদাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া দুর্লভ মানবজীবন ব্যর্থ করে? ॥ ১—১২

শ্রীশৌনক উবাচ।

ইত্যভিব্যাহৃতং রাজা নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
কিমন্যৎ পৃষ্টবান্ ভূয়ো বৈয়াসকিমৃষিং কবিম্ ॥ ১৩ ॥
এতচ্ছুশ্রূষতাং বিদ্বন্ সূত নোঽর্হসি ভাষিতুম্।
কথা হরিকথোদর্কাঃ সতাং স্যুঃ সদসি ধ্রুবম্ ॥ ১৪
স বৈ ভাগবতো রাজা পাণ্ডবেয়ো মহারথঃ।
বালঃ ক্রীড়নকৈঃ ক্রীড়ন্ কৃষ্ণক্রীড়াং য আদদে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ ;—ভরতর্ষভঃ (ভরতকুলোজ্জ্বলকরঃ) রাজা (পরীক্ষিৎ) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) অভিব্যাহৃতং (বচনজাতং) নিশম্য (শ্রুত্বা) ভূয়ঃ (পুনরপি) কবিং (শব্দব্রহ্মনিষ্ণাতং) ঋষিং (পরব্রহ্মদর্শিনং) বৈয়াসকিং (ব্যাসনন্দনং শ্রীশুকদেবং) অন্যৎ (যোগধারণাপ্রস্তাবাৎ অন্যৎ) কিং (সাধনাদিতত্ত্বং) পৃষ্টবান্ (জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ;—শৌনক ঋষি বলিলেন—হে সূত। ভরতবংশোজ্জ্বলকারী মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট যোগধারণাদির কথা শুনিয়া শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাসনন্দনকে আর কি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ? ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ;—অভিব্যাহৃতম্। ঋষিং পরব্রহ্মদর্শিনম্। কবিং শব্দব্রহ্মনিষ্ণাতম্ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ;—(হে) বিদ্বন্ (শুকপরীক্ষিতোরালাপজ্ঞ।) সূত (পুরাণবক্তঃ।) শুশ্রূষতাং (শ্রোতুকামানাং) নঃ (অস্মাকং) [সন্নিধৌ] এতৎ ভাষিতুং (বর্ণয়িতুং) অর্হসি। [যতঃ] সতাং সদসি (ভাগবতানাং গোষ্ঠ্যাং) ধ্রুবং (নিশ্চিতমেব) হরিকথোদর্কাঃ (হরিকথাপরিণামাঃ) কথাঃ (সদালাপাঃ) স্যুঃ ॥ ১৪

মূলানুবাদ ;—হে প্রত্যক্ষদর্শিন্। তুমি আমাদের নিকট সেই সমস্ত কথা বল। সাধুগণের সম্মিলনে যে সমস্ত কথা আলোচনা হয়, তাহা গ্রাম্য কথা হইলেও পরিণামে হরিকথাতেই পর্য্যবসিত হয় ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ;—শ্রবণেচ্ছায়াং হেতুঃ—হরিকথা এব উদর্কঃ উত্তরফলং যাসু, তাঃ কথাঃ সতাং ভাগবতানাং সদসি সভায়াং স্যুঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ;—স বৈ (স তু) পাণ্ডবেয়ঃ (পাণ্ডববংশধরঃ) মহারথঃ (মহাযোদ্ধা) রাজা (পরীক্ষিৎ) ভাগবতঃ (ভক্তচূড়ামণিঃ) [আসীৎ] যঃ বালঃ (বাল্যকালে এব) ক্রীড়নকৈঃ (ক্রীড়াসাধনৈঃ) [খেলনা ইতি প্রসিদ্ধৈঃ] ক্রীড়ন্ (খেলয়ন্) কৃষ্ণক্রীড়াং (শ্রীকৃষ্ণপূজারত্রিকাদিকং) আদদে (স্বীকৃতবান্, রচিতবানিত্যর্থঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ ;—সেই পাণ্ডববংশধর মহারথ ভগবদ্ভক্তচূড়ামণি রাজা পরীক্ষিৎ বাল্যকালে বাল্যক্রীড়াচ্ছলেও শ্রীকৃষ্ণের পূজা, ভোগ, আরতি প্রভৃতি করিতেন ॥ ১৫

বৈয়াসকিশ্চ ভগবান্ বাসুদেবপরায়ণঃ ।
উরুগায়গুণোদারাঃ সতাং স্যুর্হি সমাগমে ॥ ১৬ ॥

আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ ।
তস্যর্ত্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া ॥ ১৭ ॥

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত ।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামপশবোঽপরে ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—এতৎ প্রপঞ্চয়তি—নরা ইতি দ্বাভ্যাম্ । উরুং রূপপূজাদিরূপং ক্রীড়াং যঃ স্বীকৃতবান্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—ভগবান্ (সর্ব্বশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞঃ) বৈয়াসকি*চ (ব্যাসনন্দনোঽপি) বাসুদেবপরায়ণঃ (শ্রীগোবিন্দচরণস্মরণনিষ্ঠঃ) [অতঃ এতাদৃশা.] সতাং (শুকপরীক্ষিদাদীনাং) সমাগমে (মিলনে) হি (নিশ্চিতমেব) উরুগায়গুণোদারাঃ (শ্রীগোবিন্দগুণবর্ণনপ্রধানা) এব কথাঃ স্যুঃ ॥ ১৬

মূলানুবাদ ।—ব্যাসনন্দন সর্ব্বজ্ঞশিরোমণি শ্রীশুকদেবও শ্রীভগবদ্ভক্তচূড়ামণি, সুতরাং এমন শ্রোতা ও বক্তার সমাগমে শ্রীকৃষ্ণগুণবর্ণন ছাড়া আর কি হইবে ? ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা ।—উরুগায়স্য গুণৈরুদারা মহত্যঃ কথাঃ স্যুঃ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ ।—উত্তমঃশ্লোকবার্ত্তয়া (শ্রীগোবিন্দকথাপ্রসঙ্গেন) যৎ (যস্য) ক্ষণঃ (স্বল্পোঽপি কালঃ) যৎ (যেন) নীতঃ (অতিবাহিতঃ) তস্য (শ্রীগোবিন্দকথারতস্য জনস্য) ঋতে (আগ্নিনা) অসৌ (সূর্য্যঃ) উদ্যন্ (উদিতো ভবন্) অস্তং যন্ (অস্তমিতো ভবন্ চ) পুংসাং (জীবানাং) আয়ুঃ (জীবনকালং) হরতি (বৃথা অতিবাহয়তি) ॥ ১৭

মূলানুবাদ ।—যাহারা শ্রীগোবিন্দকথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করেন, তাঁহাদেরই আয়ু সফল, নচেৎ প্রত্যহ সূর্য্যের উদয়ে এবং অস্তগমনে জীবের বৃথা আয়ুক্ষয় হইয়া থাকে ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা ।—কিঞ্চ বৃথৈব ক্ষীয়মাণমায়ুঃ হরিকথয়া সফলং কুর্ব্বিত্যাশয়েনাহ—ত্রিভিঃ, আয়ুরিতি । অসৌ সূর্য্যঃ উদ্যন্ উদ্গচ্ছন, অস্তমদর্শনঞ্চ যন্ গচ্ছন্, যৎ যেন, ক্ষণো নীতঃ, তস্যায়ুষ ঋতে বর্জ্জয়িত্বা বৃথৈব হরতি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ ।—তরবঃ (বৃক্ষাঃ) কিং ন জীবন্তি ? (কিং ন জীবিতা বর্ত্তন্তে ?) উত (অথবা) ভস্ত্রাঃ (কর্ম্মকারাদীনামগ্নিপ্রজালনযন্ত্রবিশেষাঃ) কিং ন শ্বসন্তি (বায়োগ্রহণত্যাগান্ কিং ন কুর্ব্বন্তি ?) অপরে গ্রামপশবঃ (শৃগালকুক্কুরাদয়ঃ) কিং ন খাদন্তি (ভোজনং নৈব কুর্ব্বন্তি ?) ন মেহন্তি (কিংবা মৈথুনাদিকং ন কুর্ব্বন্তি ?) [এতাবন্মাত্রমেব ন জীবনমিত্যর্থঃ] ॥ ১৮

মূলানুবাদ ।—বৃক্ষগণও জীবিত থাকে, ভস্ত্রাও [কর্ম্মকারগণের অগ্নিপ্রজালনযন্ত্র] শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এবং ত্যাগ করিয়া থাকে, শৃগাল কুক্কুর প্রভৃতি পশুগণও আহার বিহারাদি করিয়া থাকে [এই মাত্রই জীবনের সফলতা নহে] ॥ ১৮

শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ * ॥ ১৯ ॥
বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দ্দুরিকেব সূত ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ ॥ ২০ ॥
ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্টমপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মুকুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা।—নন্বু জীবনমেব তেষামায়ুষঃ ফলমস্তু? তত্রাহ,—তরব ইতি। নন্বু তেষাং শ্বাসো নাস্তি? তর্হি ভস্ত্রাশ্চর্ম্মময়কোষাঃ। নন্বু তাসামাহারাদিকং নাস্তি? তত্রাহ—ন খাদন্তি নাশ্নন্তি ন মেহন্তি রেতঃসেকং মৈথুনং ন কুর্ব্বন্তি কিম্? উত অপি নরাকারং পশুং মত্বাহ—অপর ইতি ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—গদাগ্রজঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জাতু নাম (কদাচিদপি) যৎ (যস্য) ন কর্ণপথোপেতঃ (নামরূপগুণলীলাদিরূপেণ কর্ণপদবীংপ্রাপ্তঃ ন ভবেৎ সঃ) পুরুষঃ (নরঃ) শ্ববিড্‌বরাহোষ্ট্রখরৈঃ (কুক্কুরঃ শূকরোষ্ট্রগর্দ্দভৈঃ) সংস্তুতঃ (সদৃশত্বেন নিরূপিতঃ) পশুঃ (পশুতুল্যঃ) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীগোবিন্দের নাম যাহার কর্ণপথে কখনই প্রবিষ্ট হয় নাই, সে কুক্কুর শূকর উষ্ট্র গর্দ্দভাদি পশুর সদৃশ ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদেবাহ। শ্বাদিভিঃ সংস্তুতঃ সদৃশত্বেন নিরূপিতঃ। যস্য কর্ণপথং কদাচিদপি নাগতঃ সঃ। অবজ্ঞাস্পদত্বাৎ শ্বভিঃ কশ্মলবিষয়াসক্তত্বাৎ বিড্‌বরাহৈর্গ্রামশূকরৈঃ কণ্টকবদ্দুঃখদ-বিষয়াসক্তত্বাদুষ্ট্রৈঃ, ভারবাহিত্বাৎ খরৈস্তুল্য ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—উরুক্রমবিক্রমান্ (শ্রীগোবিন্দগুণান্) ন শৃণ্বতঃ (শ্রবণমকুর্ব্বতঃ) নরস্য যে কর্ণপুটে (কর্ণরন্ধ্রে) [তে] বত বিলে (বৃথাচ্ছিদ্রে গ্রাম্যবার্ত্তাভুজঙ্গগেহতুল্যে) [হে] সূত। [যা জিহ্বা,] উরুগায়-গাথাঃ (শ্রীগোবিন্দগুণাদিবার্ত্তাঃ) ন উপগায়তি(নৈব কীর্ত্তয়তি) [সা জিহ্বা] দার্দ্দুরিকেব (ভেক-জিহ্বাবৎ) অসতী দুষ্টা (নিজমরণস্যৈব প্রযোজিকেত্যর্থঃ) ॥ ২০ ॥

মূলানুবাদ।—যে-কর্ণে শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণ হয় নাই, তাহা বৃথা ছিদ্র মাত্র, যে-রসনায় শ্রীগোবিন্দ নাম কীর্ত্তন হয় নাই, সে রসনা ভেকরসনা তুল্য ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্যাঙ্গানি চ নিষ্ফলানীত্যাহ—বিলে ইতি পঞ্চভিঃ। বত ইতি খেদে। ন শৃণ্বতঃ, অশৃণ্বতঃ নরস্য যে কর্ণপুটে তে বিলে বৃথারন্ধ্রে। ন চেদুপগায়তি তস্য জিহ্বা, অসতী দুষ্টা, দর্দ্দুরো ভেকঃ তদীয়া জীহ্বেব ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—পট্টকিরীটজুষ্টং (উষ্ণীষমুকুটাদিপরিশোভিতং) অপি উত্তমাঙ্গং (শিরঃ) মুকুন্দং

* "ন যৎ কর্ণপথোপেতং জাতু নাম গদাভৃতঃ," ইত মূলপাঠঃ, এতৎপাঠস্যানুগুণা টীকা চ পুস্তকান্তরেষু দৃশ্যতে। দৃশ্যতে চ অস্যৈব টীকায়াং 'ভারবাহিত্বাৎ' ইতিঃ পরং "কামুকত্বাৎ পদা হতীমপি প্রিয়াং ত্যক্তুমসমর্থত্বাচ্চ" ইত্যধিকঃ পাঠঃ।

বর্হায়িতে তে নয়নে নরাণাং লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ ॥ ২২ ॥
জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্ ॥ ২৩ ॥
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং যদ্গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ॥ ২৪ ॥

(প্রণামমাত্রেণৈব ভববন্ধনমোচকং শ্রীগোবিন্দং) ন নমেৎ (ন প্রণমেৎ) [চেৎ তর্হি তৎ] শিরঃ (কেবলঃ) ভারঃ (এব) লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা (সুবর্ণকঙ্কণবলয়াদিভূষিতাবপি) করৌ (হস্তৌ) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) সপর্য্যাং (শ্রীমন্দিরমার্জ্জনপুষ্পতুলসীচয়নাদিরূপাং সেবাং) নো কুরুতঃ (নৈব কুর্য্যাতাং) [চেৎ তর্হি তৌ করৌ] শাবৌ (শবহস্ততুল্যৌ) ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীগোবিন্দচরণে নত না হইলে উষ্ণীষ-মুকুটাদি-পরিশোভিত মস্তক ও ভার মাত্র। শ্রীহরিমন্দিরমার্জ্জন, পুষ্পতুলসীচয়ন ব্যতীত কঙ্কণবলয়াদিভূষিত হস্তও শবহস্ত তুল্য। ২১ ॥

শ্রীধরটীকা।—পট্টবস্ত্রোষ্ণীষেণ কিরীটেন চ জুষ্টমপি শিরো যদি ন নমেৎ তর্হি, কেবলং ভার এব। শাবৌ মৃতকস্তৎকরতুল্যৌ, লসন্তি কাঞ্চনকঙ্কণানি যয়োস্তৌ। অপার্থে বাশব্দঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ। নরাণাং (জীবানাং) যে নয়নে (নেত্রে) বিষ্ণোঃ (শ্রীভগবতঃ) লিঙ্গানি (প্রতিমাঃ) ন নিরীক্ষতঃ (ন পশ্যতঃ) তে (নয়নে) বর্হায়িতে (ময়ূরপুচ্ছাঙ্কিতনয়নবৎ) নৃণাং (জীবানাং) যৌ পাদৌ (চরণৌ) ক্ষেত্রাণি (শ্রীহরিমন্দিরপ্রাঙ্গণাদিকানি) ন অনুব্রজতঃ (নৈব গচ্ছতঃ) তৌ (চরণৌ) দ্রুমজন্মভাজৌ (বৃক্ষমূলতুল্যৌ) ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীগোবিন্দপ্রতিমা-দর্শনবিমুখ নয়ন ময়ূরপুচ্ছে অঙ্কিত নয়নতুল্য নিষ্ফল, শ্রীহরিক্ষেত্রে গমনবিরহিত চরণ বৃক্ষমূলের ন্যায় জড়পদার্থ মাত্র। ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—যে নয়নে বিষ্ণুমূর্ত্তীর্ন নিরীক্ষেতে তে বর্হায়িতে ময়ূরপুচ্ছনেত্রতুল্যে। দ্রুমবজ্জন্ম ভজেতে ইতি তথা, বৃক্ষমূলতুল্যাবিত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—যস্তু মর্ত্যঃ (যো হি মানবঃ) জাতু (কদাচিদপি) ভাগবতাঙ্ঘ্রিরেণুং (শ্রীগোবিন্দভক্ত-চরণধূলিকণান্) ন অভিলভেত (নৈব স্পৃশেৎ) [স] জীবন্ (জীবিতোঽপি) শবঃ (মৃততুল্যঃ) [যস্তু] মনুজঃ (যো হি মানবঃ) শ্রীবিষ্ণুপদ্যাঃ (শ্রীকৃষ্ণপ্রতিমাচরণলগ্নায়াঃ) তুলস্যাঃ (তুলসীপত্রস্য) গন্ধং ন বেদ (আঘ্রায় নৈবাভিনন্দেৎ) [সঃ] শ্বসন্ (নিশ্বাসপ্রশ্বাসাদিকং কুর্ব্বন্নপি) শবঃ (মৃততুল্যঃ) ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীগোবিন্দভক্তের চরণধূলিকণিকা স্পর্শ করার সৌভাগ্যহীন ব্যক্তি জীবদ্দশাতেই মৃত। শ্রীগোবিন্দচরণনির্ম্মাল্য-তুলসীগন্ধগ্রহণবিমুখ ব্যক্তি শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করিয়াও শবতুল্য ॥ ২৩ ॥

অথাভিধেহ্যঙ্গ মনোঽনুকূলং প্রভাষসে ভাগবতপ্রধানঃ।
যদাহ বৈয়াসকিরাত্মবিদ্যাবিশারদো নৃপতিং সাধু পৃষ্টঃ ॥ ২৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—নাভিনন্দেত অভিতো ন স্পৃশেৎ ন ধারয়েৎ। শ্রীবিষ্ণুপদ্যাঃ শ্রীবিষ্ণুপদলগ্নায়াঃ। ন বেদেতি অবজ্ঞায় নাভিনন্দেদিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—যৎ (হৃদয়ং) গৃহ্যমানৈঃ (কীর্ত্তমানৈঃ) হরিনামধেয়ৈঃ (বহুভিরপি শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দাদি-নামভিঃ) যদা নেত্রে (নয়নে) জলং (অশ্রুসঞ্চারো) [ভবতি] অথ (অথবা) গাত্ররুহেষু (লোমসু) হর্ষঃ (পুলকাদিরূপঃ) বিকারঃ (বহির্বিক্রিয়া) [ভবতি তদাপি] ন বিক্রিয়েত (বিষয়বৈরাগ্যসদানামগ্রহণাদি-প্রেমবিকারযুক্তং ন ভবতি) তৎ যত ইদং (হৃদয়ং) অশ্মসারং (লোহময়ং) ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—বহুবার শ্রীগোবিন্দনাম শ্রবণ কীর্ত্তন করিয়া অশ্রুপুলকাদি বাহ্য-বিকার-যুক্ত ব্যক্তিরও হৃদয় যদি না গলে, তাহা হইলে সে হৃদয় পাষাণ ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—অশ্মবৎ সারো বলং কাঠিন্যং যস্য। বিক্রিয়ানঙ্গণমাহ—অথেতি। গাত্ররুহেষু রোমসু হর্ষ উদ্গমঃ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ। (হে সূত।)[ত্বং] মনোঽনুকূলং (অস্মাকং প্রিয়মেব) প্রভাষসে (ব্রূষে) [ত্বয়া বর্ণিতা সর্ব্বা এব কথা অস্মাকং রোচনীয়া হিতকারিণী চ ইত্যর্থঃ] অথ ভাগবতপ্রধানঃ (শ্রীভগবদ্ভক্ত-চূড়ামণিঃ) আত্মবিদ্যাবিশারদঃ (আত্মযাথার্থ্যনির্ণায়কঃ) বৈয়াসকিঃ (ব্যাসনন্দনঃ শ্রীশুকদেবঃ) সাধু পৃষ্টঃ (পরীক্ষিতা জিজ্ঞাসিতঃ সন্) নৃপতিং (তমেব প্রশ্নকর্ত্তারং রাজানং পরীক্ষিতং) যৎ আহ (উত্তরং দদৌ) [তৎ] অভিধেহি (অস্মাকং সন্নিধৌ বর্ণয়) ॥ ২৫

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

মূলানুবাদ।—হে সূত! তোমার সমস্ত কথাই আমাদের মনোরম, এখন সেই ভাগবত-পরমহংস আত্মতত্ত্বজ্ঞ শ্রীশুকদেব, মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন শুনিয়া যাহা বলিয়াছিলেন, আমাদের নিকট তাহাই বর্ণনা কর ॥ ২৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধে তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

শ্রীধরটীকা—যস্মাদভক্তস্য সর্ব্বমিদং ব্যর্থং, মনসোঽনুকূলং প্রিয়ঞ্চ ব্রূষে, অথ অতঃ সাধু পৃষ্টঃ সন্, বৈয়াসকির্নৃপতিং প্রতি যদাহ তদভিধেহীতি ॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে
তৃতীয় অধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

শ্রী ভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে যোগধারণার কথা বলিয়া পরিশেষে—সকলেরই শ্রীগোবিন্দ-ভজন করা উচিত, শ্রীগোবিন্দ-ভজন ব্যতীত জীবনের সফলতা সম্পাদন হয় না—ইত্যাদি ভাবে শ্রীগোবিন্দভজনমাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়াছেন। নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণ সূতের নিকট এই সমস্ত কথা শুনিয়া পরম আনন্দিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে সূত। শ্রীশুকদেব ইহার পরে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আর কি বলিলেন। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব এবং কৃষ্ণপ্রিয় পাণ্ডব-বংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎ দুই জনেই ভক্তচূড়ামণি, এমন বক্তা এবং শ্রোতার শুভ সম্মিলনে কৃষ্ণকথা ছাড়া আর কি কথাই বা হইবে। ভক্তচূড়ামণিগণ যদি কোনও গ্রাম্যকথারও অবতারণা করেন, তাহাও পরিশেষে কৃষ্ণ-কথাতেই পর্য্যবসিত হয়। কৃষ্ণকথাপ্রসঙ্গে কালাতিপাত করাই জীবনের প্রকৃত সফলতা, নচেৎ প্রত্যহ সূর্য্যের উদয়ে এবং অস্তে দিন দিন করিয়া জীবের আয়ুক্ষয় হয়। কৃষ্ণকথাসম্বন্ধশূন্য জীবন একেবারেই বিফল। জগতে আসিয়া জীবিত থাকা, শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করা এবং আহার বিহারাদিতে রত থাকাই পুরুষার্থ নহে। বৃক্ষও দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, ভস্ত্রাও (কর্ম্মকারের অগ্নিপ্রজ্বালন যন্ত্রবিশেষ) বায়ুগ্রহণ ও ত্যাগ করে, পশুও আহার বিহার করে। তাহাতেই জীবনের সফলতা সম্পাদন হইলে মনুষ্য জন্মের আর বিশেষত্ব কি? কুক্কুরের অস্থিচর্ব্বণ, শূকরের বিষ্ঠাভোজন, উষ্ট্রের কণ্টকচর্ব্বণ, গর্দ্দভের ভারবহন প্রভৃতি অতি দুঃখপ্রদ হইলেও তাহারা তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। দুর্লভ মনুষ্যজন্ম পাইয়াও যদি দুঃখপ্রদ বিষয়াসক্তির ভার বহনেই কালাতিপাত করিতে হয়, তাহা হইলে আর কুক্কুরাদি পশুর সহিত পার্থক্য কি? জীবের কথা আর কি বলিব, শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধ ব্যতীত জীবের প্রতি-অঙ্গ প্রত্যঙ্গও বিফল ও দুঃখহেতু হয়। কাহারও গৃহস্থিত গর্ত্তে যদি সর্প বাস করে, তাহা হইলে কালক্রমে সেই সর্পদংশনে গৃহস্থের প্রাণ হারাইতে হয়। সেইরূপ দেহস্থিত কর্ণগর্ত্তেও যদি অসৎ-কথারূপ কালভুজঙ্গের বাসা হয়, তাহা হইলে সেই সর্পদংশনেই জীবন হারাইতে হইবে। ভেক অতি গোপনে থাকে, সর্প তাহার সন্ধানও পায় না, কিন্তু ভেক যখন "মক্" "মক্" শব্দ করে, তখনই সর্প আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। জীবের রসনায় যদি অসৎকথা উচ্চারিত হয়, তাহা হইলেও কালসর্প আসিয়া তাহাকে গ্রাস করে। সুতরাং কৃষ্ণকথাসম্বন্ধহীন রসনা ভেকরসনা তুল্য। শ্রীগোবিন্দচরণে নত না হইলে মস্তক দেহের ভার মাত্র। শ্রীগোবিন্দ-মন্দির মার্জ্জন, পুষ্প তুলসী-চয়ন প্রভৃতি কার্য্যবিহীন হস্তও শবহস্ত তুল্য। ময়ূরপুচ্ছেও নয়ন অঙ্কিত থাকে, বৃক্ষেরও পাদ আছে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? যদি শ্রীগোবিন্দপ্রতিমা দর্শন এবং শ্রীগোবিন্দ-ক্ষেত্রে গমন করার সৌভাগ্য না হয়, তাহা হইলে নয়নে এবং চরণে কি প্রয়োজন আছে? বিশ্বস্রষ্টা জীবদেহে নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দিয়া সুশোভিত করিয়াছেন, কিন্তু তাহা তিনি অনর্থক দেন নাই, তাঁহার সম্বন্ধ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্যই দিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দগুণে যদি হৃদয় না গলে, তাহা হইলে তাহার সহিত পাষাণের পার্থক্য কি?

শ্রীগোবিন্দগুণে হৃদয়-গলার লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে আলোচনা করিয়াছেন,—

ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তির্মানশূন্যতা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদা রুচিঃ॥
আসক্তিস্তদ্‌গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে।
ইত্যাদয়োঽনুভাবাঃ স্যুর্জাতভাবাঙ্কুরে জনে॥

বহির্মুখতায় কঠিন হৃদয় যখন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে গলিয়া যায়, তখন তাহা তাহার বাহিরের লক্ষণেই বুঝা যায়। জাগতিক সর্ব্ববিধ দুঃখ সহ্য করিতে কিছুমাত্র আপত্তি নাই, কৃষ্ণপ্রসঙ্গ ব্যতীত বৃথা কালক্ষেপ হয় না, সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য, অভিমানের লেশমাত্র নাই, শ্রীকৃষ্ণ কৃপাময়, অবশ্যই কৃপা করিবেন বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, শ্রীকৃষ্ণনামাদি কীর্ত্তনে অত্যন্ত আগ্রহ, শ্রীকৃষ্ণধাম মন্দিরাদিতে অত্যন্ত প্রীতি। এই সব লক্ষণে বুঝা যায় যে, এইবার কঠিন হৃদয় গলিয়াছে। কেবলমাত্র নয়নে জল এবং রোমাঞ্চ হওয়াই হৃদয় গলার লক্ষণ নহে। শ্রীরূপগোস্বামিপাদ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুগ্রন্থে বলিয়াছেন—

নিসর্গপিচ্ছিলস্বান্তে তদাভ্যাসপরেঽপি চ।
সত্ত্বাভাসং বিনাপি স্যুঃ ক্বাপ্যশ্রুপুলকাদয়ঃ॥

স্বভাবতঃ কোমলহৃদয় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণে বিরহাদি দুঃখ মনে করিয়া ক্রন্দন করে। ভণ্ড ব্যক্তিগণ অভ্যাস করিয়া নয়নে জল এবং রোমাঞ্চ কম্প প্রভৃতি দেখাইয়া লোক ঠকায়, এ সমস্ত ভাব সাত্ত্বিক ত নহেই, সাত্ত্বিক ভাবের আভাসও নহে।

হে সূত। তোমার মুখে ভক্তিযোগের কথা শুনিয়া আমরা পরম পরিতৃপ্ত হইয়াছি। এখন শুক-পরীক্ষিৎ সংবাদে যে ভক্তিপ্রবাহিনী বহিয়াছিল, আমাদের নিকট তাহা বলিয়া আমাদের আনন্দবর্দ্ধন কর॥ ১৩—২৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃত শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধস্য তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ॥ ৩॥

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—:০:—

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীসূত উবাচ।

বৈয়াসকেরিতি বচস্তত্ত্বনিশ্চয়মাত্মনঃ।
উপধার্য্য মতিং কৃষ্ণে ঔত্তরেয়ঃ সতীং ব্যধাৎ ॥ ১ ॥
আত্মজায়াসুতাগার-পশুদ্রবিণবন্ধুষু।
রাজ্যে চাবিকলে নিত্যং বিরূঢ়াং মমতাং জহৌ ॥২॥

অন্বয়ঃ।—ঔত্তরেয়ঃ (উত্তরানন্দনঃ পরীক্ষিৎ) বৈয়াসকেঃ (ব্যাসনন্দনশ্রীশুকদেবস্য) ইতি (পূর্ব্বোক্তং) আত্মনঃ (জীবস্য) তত্ত্বনিশ্চয়ং (স্বরূপপ্রকাশকং) বচঃ (বাক্যং) উপধার্য্য (নিশম্য) কৃষ্ণে (পাণ্ডবনাথে শ্রীগোবিন্দে) সতীং (শুদ্ধাং, শ্রীকৃষ্ণ এব সেব্যো নান্যঃ ইত্যেবম্ভূতাং) মতিং (নিশ্চযাত্মিকাং চিত্তবৃত্তিং) ব্যধাৎ (অকরোৎ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—সূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ। উত্তরানন্দন মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট এইরূপ আত্মতত্ত্বনির্ণায়ক বাক্য শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত সমর্পণ করিলেন ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—তুর্য্যে পরীক্ষিতা পৃষ্টং সৃষ্ট্যাদি হরিচেষ্টিতম্।
শুকেন ব্রহ্মতৎপুত্রসংবাদেনোপবর্ণ্যতে ॥

রাজ্ঞঃ প্রশ্নং কথয়িতুং তস্য প্রাক্তনীং স্থিতিমাহ চতুর্ভিঃ। বৈয়াসকেঃ শুকস্য, ইতি এবম্ভূতম্, আত্মনস্তত্ত্বস্য নিশ্চয়ো যস্মাৎ, তদ্বচ উপধার্য্য আকলয্য, সতীং শুদ্ধাং "কৃষ্ণ এব সেব্যো নান্যঃ" ইত্যেবম্ভূতাম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু (দেহকলত্রপুত্রগৃহধনাদিষু) অবিকলে (নিরুপদ্রবে) রাজ্যে চ নিত্যং বিরূঢ়াং(দৃঢ়াং) মমতাং (আসক্তিং) জহৌ [শ্রীশুকদেববাক্যশ্রবণারম্ভতঃ পূর্ব্বমেব] (তত্যাজ) ॥ ২

মূলানুবাদ।—তিনি স্ত্রী, পুত্র, দেহ, গেহ, রাজ্য প্রভৃতিতে সুদৃঢ় আসক্তি পূর্ব্ব হইতেই ত্যাগ করিয়াছিলেন ॥ ২

শ্রীধরটীকা।—আত্মা দেহঃ। পশবো গজাদয়ঃ ॥ ২

পপ্রচ্ছ চেমমেবার্থং যন্মাং পৃচ্ছথ সত্তমাঃ।
কৃষ্ণানুভাবশ্রবণে শ্রদ্দধানো মহামনাঃ ॥ ৩ ॥
সংস্থাং বিজ্ঞায় সন্ন্যস্য কর্ম্ম ত্রৈবর্গিকঞ্চ যৎ।
বাসুদেবে ভগবতি আত্মভাবং দৃঢ়ং গতঃ ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—সত্তমাঃ (হে শৌনকাদয়ঃ।) যূয়ং (ভবন্তঃ) যৎ মাং পরিপৃচ্ছথ (জিজ্ঞাসথ) কৃষ্ণানুভাবশ্রবণে (শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণে) শ্রদ্দধানঃ (শ্রদ্ধাযুক্তঃ) মহামনাঃ (শ্রীকৃষ্ণার্পিতচিত্তঃ পরীক্ষিৎ) ইমমেব অর্থং (শ্রীকৃষ্ণলীলাকথারূপং) পপ্রচ্ছ [শ্রীশুকদেবং] (জিজ্ঞাসামাস) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে ঋষিগণ। আপনারা আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীকৃষ্ণলীলাকথা শ্রবণে লালসান্বিত হইয়া শ্রীশুকদেবকে তাহাই জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ॥ ৩॥

শ্রীধরটীকা।—ইমমেবার্থং হরিলীলালক্ষণম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—[সতু পরীক্ষিৎ আত্মনঃ] সংস্থাং (আসন্নমৃত্যুং) বিজ্ঞায় (নিশ্চিত্য) ত্রৈবর্গিকং (ধর্ম্মার্থকামসাধকং) যৎ কর্ম (যাগাদিরূপং তৎ) সংন্যস্য (ত্যক্ত্বা) ভগবতি বাসুদেবে (বসুদেব-নন্দনে শ্রীকৃষ্ণে) দৃঢ়ং (অব্যভিচারিণং) আত্মভাবং (প্রেমাণং) গতঃ (প্রাপ্তঃ) ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি নিজের আসন্নমৃত্যু জানিয়া ধর্ম্ম অর্থ ও কাম প্রাপ্তির উপায় যাগাদি কর্ম্মে আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে গাঢ় প্রেমবান্ হইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—সংস্থাং মৃত্যুম্। ত্রৈবর্গিকং ধর্ম্মার্থকামপ্রধানং, সংন্যস্য ত্যক্ত্বা, আত্মভাবং পরমপ্রেম্ণা ভগবদাত্মত্বং গতঃ প্রাপ্তঃ সন্ পপ্রচ্ছ ॥ ৪ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির প্রতীকাররূপে যোগধারণা, বিরাট্ পুরুষ বর্ণন ও পরিশেষে সকাম নিষ্কাম সর্ব্ববিধ অধিকারীরই যে শ্রীগোবিন্দভজন করা একান্ত কর্ত্তব্য এই সমস্ত উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। সূতের নিকট এই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ প্রশ্ন করিয়াছিলেন—হে সূত। মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকট যোগ ও ভক্তির কথা শুনিয়া আর কি প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহা আমাদের নিকট বর্ণন কর। ঋষি-গণের আদেশে সূত বলিতে লাগিলেন—হে ঋষিগণ। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট জীবাত্মা ও পরমাত্মার তত্ত্ব শুনিয়া "নিত্য কৃষ্ণদাস-জীবের কৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য" এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিজ কুলদেবতা শ্রীকৃষ্ণের চরণে সর্ব্ববিধ কামনাশূন্য, শুদ্ধচিত্ত সমর্পণ করিলেন। মাতৃগর্ভে শ্রীগোবিন্দ-দর্শন করা অবধি পরীক্ষিতের কৃষ্ণেই চিত্তবৃত্তি অর্পিত ছিল, এখন শ্রীশুকদেবের নিকট ভক্তিমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া সেই ভাব সম্পূর্ণরূপে দৃঢ় হইল। জীবমাত্রেই দেহ ও দৈহিক বিষয়ের সহিত অচ্ছেদ্য মমতা-বন্ধনে বদ্ধ, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের কথা শ্রবণে সর্ব্ববিধ মমতাপাশ মুক্ত হইলেন। হে ঋষিগণ। আপনারা এইমাত্র বলিলেন যে, "সূর্য্যের উদয় ও অস্তে দিন দিন জীবের পরমায়ু ক্ষয় হইতেছে", মহারাজ পরীক্ষিৎও ঠিক এই ভাবে ভাবিত হইয়া শ্রীশুকদেবের নিকট নানাবিধ জিজ্ঞাসা

শ্রীরাজোবাচ।

সমীচীনং বচো ব্রহ্মন্ সর্ব্বজ্ঞস্য তবানঘ।
তমো বিশীর্য্যতে মহ্যং হরেঃ কথয়তঃ কথাম্ ॥ ৫ ॥
ভূয় এব বিবিৎসামি ভগবানাত্মমায়য়া।
যথেদং সৃজতে বিশ্বং দুর্ব্বিভাব্যমধীশ্বরৈঃ ॥ ৬ ॥
যথা গোপায়তি বিভুর্যথা সংযচ্ছতে পুনঃ।
যাং যাং শক্তিমুপাশ্রিত্য পুরুশক্তিঃ পরঃ পুমান্।
আত্মানং ক্রীড়য়ন্ ক্রীড়ন্ করোতি বিকরোতি চ ॥ ৭ ॥

করিয়াছিলেন। মৃত্যু সকলেরই অবশ্যম্ভাবী, কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিতের মত কেহ মৃত্যু প্রতীকারে বদ্ধপরিকর হইতে পারেন নাই। তিনি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামবাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া কেবলমাত্র মোক্ষপথেরই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ধর্ম্ম, অর্থ এবং কামভোগেও মরণ আছে, কিন্তু শ্রীগোবিন্দচরণ সেবনে আর মরণাশঙ্কা নাই, এই তাঁহার দৃঢ় নিশ্চয় ॥ ১—৪ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্! (হে বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ!) অনঘ! (হে নিষ্পাপ!) সর্ব্বজ্ঞস্য (সর্ব্বজ্ঞাননিধেঃ) হরেঃ (সর্ব্বদুঃখহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) কথাং (নামরূপলীলাদিবার্ত্তাং) কথয়তঃ (কথয়িতুমারব্ধবতঃ) তব সমীচীনং (যথাবৎপ্রযুক্তং) বচঃ (বাক্যং) মহ্যং (মম) তমঃ (অজ্ঞানং) বিশীর্য্যতে (নশ্যতি) ॥ ৫॥

মূলানুবাদ।—মহারাজ পরীক্ষিৎ বলিলেন,—হে সর্ব্বজ্ঞশিরোমণে! আপনি সুখদুঃখ-নিবারক শ্রীহরির কথা বলিতে উপক্রম করিবামাত্র আমার অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া গিয়াছে ॥৫॥

শ্রীধরটীকা।—মহ্যম্ মম, তমঃ অজ্ঞান, বিশীর্য্যতে নশ্যতি। তব কথয়তঃ সতঃ। অতঃ সমীচীনম্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) আত্মমায়য়া (নিজমায়াশক্ত্যা) অধীশ্বরৈঃ (ব্রহ্মশিবাদিভিরপি) দুর্বিভাব্যং (অবিতর্ক্যং) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) বিশ্বং (জগৎ) যথা (যেন প্রকারেণ) সৃজতে (সৃজতি) [তৎ] ভূয়ঃ এব (পুনশ্চ) বিবিৎসামি (বেদিতুমিচ্ছামি) পুরুশক্তিঃ (অচিন্ত্যানন্তশক্তিসমন্বিত) বিভুঃ (সর্ব্বব্যাপকঃ) পরঃ পুমান্ (পুরুষোত্তমঃ শ্রীগোবিন্দঃ) যাং যাং শক্তিং (অচিন্ত্যসামর্থ্যং) উপাশ্রিত্য (প্রকটয্য) যথা (যেন প্রকারেণ) গোপায়তি (বিশ্বং পালয়তি) পুনঃ (প্রলয়সময়ে) যথা সংযচ্ছতে (সংহরতে চ) [তথা] ক্রীড়ন্ (মায়াশক্ত্যা সহ দীব্যন্) আত্মানং করোতি (মহদহঙ্কারাদিরূপেণ সৃজতি,) ক্রীড়য়ন্ (ব্রহ্মমরীচ্যাদীন্ দেবান্) বিকরোতি (আত্মানং দেবতির্য্যঙ্-নরাদিরূপেণ) [সৃজতি, তৎ বিবিৎসামীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ] ॥ ৬—৭ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বশক্তিনিধান শ্রীভগবান্ নিজ মায়াশক্তির দ্বারা ব্রহ্মশিবাদিরও দুর্জ্ঞেয় বিশ্বসৃষ্টি কেমন করিয়া করেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। অচিন্ত্য অনন্তশক্তি-সমন্বিত পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দ যে যে অচিন্ত্যশক্তি প্রকট করিয়া বিশ্বের সৃজন, পালন ও সংহার করেন এবং মায়াশক্তির

নূনং ভগবতো ব্রহ্মন্ হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ।
দুর্ব্বিভাব্যমিবাভাতি কবিভিশ্চাপি চেষ্টিতম্ ॥ ৮ ॥
যথা গুণাংস্তু প্রকৃতের্যুগপৎ ক্রমশোঽপি বা।
বিভর্ত্তি ভূরিশস্ত্বেকঃ কুর্ব্বন্ কর্ম্মাণি জন্মভিঃ ॥ ৯ ॥
বিচিকিৎসিতমেতন্মে ব্রবীতু ভগবান্ যথা।
শাব্দে ব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরস্মিংশ্চ ভবান্ খলু ॥ ১০ ॥

পরিণামে মহত্তত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করেন এবং ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতির দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড এবং দেব-মনুষ্যাদি সৃষ্টি করান তাহাও জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৬—৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—পুনশ্চ বেদিতুমিচ্ছামি। ইদং দুর্ব্বিভাব্যমবিতর্ক্যং বিশ্বং যথা সৃজতি ॥ ৬ ॥ গোপায়তি পালয়তি। সংযচ্ছতে সংহরতে। পুরুশক্তির্বহুশক্তিমান্। ক্রীড়ন্ যথা করোতি। আত্মানং ব্রহ্মাদিরূপিণং ক্রীড়য়ন্ বিকরোতি বিবিধং করোতি ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—(হে) ব্রহ্মন্। অদ্ভুতকর্ম্মণঃ (অচিন্ত্যলীলস্য) ভগবতঃ (সর্ব্বেশ্বরস্য) হরেঃ (শ্রীগোবিন্দস্য) চেষ্টিতং (লীলা) অপি কবিভিঃ চ (তত্ত্ববিদ্ভিরপি) নূনং (নিশ্চিতম্) দুর্ব্বিভাব্যং (অচিন্ত্যম্) ইব আভাতি [মমাত্র কা বার্ত্তেতি ভাবঃ] ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্। অচিন্ত্য লীলাকারী শ্রীহরির লীলাতত্ত্ব তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও দুর্জ্ঞেয়, আমার মত মায়ামুগ্ধ জীবের কথাত সুদূরপরাহত ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—একঃ (নিত্যলীলাবিলাসী নিত্যধামস্থঃ শ্রীভগবান্ এক এব) কর্ম্মাণি (সৃষ্ট্যাদি-লীলাঃ) কুর্ব্বন্ (কর্ত্তুমিচ্ছন্) ভূরিশঃ (বহুভিঃ) জন্মভিঃ (পুরুষাদ্যবতারৈঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) যুগপৎ (ঈক্ষণাদিভিঃ) ক্রমশঃ অপি বা (ব্রহ্মাণ্ডাদিসৃষ্ট্যাদিভিঃ) প্রকৃতেঃ (মায়াশক্তেঃ) গুণান্ (সত্বাদিকান্) বিভর্ত্তি [তত্র অলিপ্ত এব পরিণাময়তি তৎ কথয়েতি শেষঃ] ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ তাঁহার নিত্যধামে নিত্যলীলা-বিলাসরত থাকিয়াই কেমন করিয়া পুরুষাদি অবতাররূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করিয়া সত্ব, রজঃ প্রভৃতি গুণের পরিণামে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—একঃ পুরুষরূপেণ যুগপৎ, জন্মভিঃ ব্রহ্মাদ্যবতারৈঃ ক্রমশো বা, যথা প্রকৃতের্গুণান্ গৃহ্লাতি ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ যথা (শ্রীকৃষ্ণভক্তত্বাৎ শ্রীকৃষ্ণতুল্যসর্ব্বজ্ঞত্বাদিশক্তিযুক্তঃ) শাব্দে ব্রহ্মণি (বেদে) [বিচারেণ] পরস্মিংশ্চ (পরব্রহ্মণি শ্রীভগবতি চ) [সাধনানুভবেন] নিষ্ণাতঃ (বিগতসন্দেহঃ) খলু ভবান্ এতৎ (একস্য শ্রীভগবতঃ নানারূপেণ সৃষ্ট্যাদিকং) মে (মম) বিচিকিৎসিতং (সন্দিগ্ধং) ব্রবীতু (বিস্তরেণ প্রকাশ্য মৎসন্দেহমপনয়তু) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—আপনি কৃষ্ণভক্তচূড়ামণি, সুতরাং কৃষ্ণতুল্য শক্তিশালী এবং বেদ ও বেদবেদ্য

শ্রীসূত উবাচ।

ইত্যুপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা গুণানুকথনে হরেঃ।
হৃষীকেশমনুস্মৃত্য প্রতিবক্তুং প্রচক্রমে॥ ১১॥

শ্রীভগবানের তত্ত্বদর্শী, আপনি আমার সন্দেহ নিবাসার্থ শ্রীভগবানের সৃষ্টি প্রভৃতি নানা কথা বর্ণনা করুন॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—বিচিকিৎসিতং সন্দিগ্ধম্। শব্দে ব্রহ্মণি বিচারেণ নিষ্ণাতঃ পরস্মিন্ অনুভবেন॥১০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে বলিলেন - হে গুরো! আপনি সর্ব্বজ্ঞ এবং ভবরোগ-বৈদ্য, তাই আমার হৃদয় জানিয়া উপযুক্ত চিকিৎসায় রত হইয়াছেন। আপনি শ্রীগোবিন্দ বলিয়া উপক্রম করা মাত্রেই আমার হৃদয়ান্ধকার দূর হইয়া গেল। জীবের শ্রীকৃষ্ণলীলা-কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করা যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহা আপনার উপদেশে বুঝিয়াছি। এখন আপনি কৃপা পূর্ব্বক শ্রীভগবানের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার লীলাকথা আমার নিকট কীর্ত্তন করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন। শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির আশ্রয় (পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্) তাহার মধ্যে চিৎশক্তি, মায়াশক্তি এবং জীবশক্তিই মুখ্য। নিত্যধামস্থ মধুর লীলা তাঁহার চিৎশক্তির বিকাশ এবং ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহার মায়াশক্তির খেলা। শ্রীভগবান্ যখন নিজে মায়াশক্তির সহিত ক্রীড়া করেন, তখন প্রকৃতির গুণক্ষোভে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, আবার যখন তিনি ব্রহ্মা, মরীচি প্রভৃতিকে মায়াশক্তির সহিত ক্রীড়া করান, তখন স্থূল প্রপঞ্চের সৃষ্টি হয়। শ্রীভগবানের এই অদ্ভুত ক্রীড়ার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া ভক্তিহীন অথচ শাস্ত্রার্থ-বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ নানা মতের সৃষ্টি করিয়া জীবের তত্ত্বদৃষ্টির বাধা জন্মাইয়া দেন। আমি ত কোন্ ছার, আমার ভক্তিও নাই, শাস্ত্রজ্ঞানও নাই, আমি এ খেলার তত্ত্ব কি বুঝিব। শ্রীভগবান্ পুরুষরূপে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করিয়া মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রভৃতি নানামূর্ত্তি ধারণ করিয়া কোনও রূপে প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, কোনও রূপে প্রকৃতির রজোগুণ ও কোনও রূপে প্রকৃতির তমোগুণ লইয়া খেলা করেন। হে গুরো! এই খেলার প্রকৃত তত্ত্ব না জানিয়া আমি সন্দেহসাগরে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনি শব্দব্রহ্ম এবং পরব্রহ্ম উভয়ের তত্ত্বই অবগত আছেন, সুতরাং আপনি ছাড়া এই সন্দেহ নিরাস করিবার উপযুক্ত কে আছে? মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের চিৎশক্তির লীলা ভাল করিয়া বুঝিবেন এই বাসনা করিয়াই প্রথমতঃ মায়াশক্তির লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলেন॥ ৫—১০

অন্বয়ঃ।—(সূত উবাচ।) হরেঃ (শ্রীকৃষ্ণস্য) গুণানুকথনে (গুণবর্ণনে) ইতি (পূর্ব্বোক্তরূপেণ) রাজ্ঞা (পরীক্ষিতা) উপামন্ত্রিতঃ (সাগ্রহমাভাষিতঃ শ্রীশুকদেবঃ) হৃষীকেশং (সর্ব্বেন্দ্রিয়প্রবর্ত্তকং শ্রীগোবিন্দং) অনুস্মৃত্য (তচ্চরণং সংচিন্ত্য) প্রতিবক্তুং (রাজ্ঞঃ প্রশ্নানামুত্তরং দাতুং) প্রচক্রমে (গুরুদেবতাদিনমস্কারপূর্ব্বকং উপক্রমং কৃতবান্)॥ ১১

শ্রীশুক উবাচ।

নমঃ পরস্মৈ পুরুষায় ভূয়সে সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া।
গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় দেহিনামন্তর্ভবায়ানুপলক্ষ্যবর্ত্মনে ॥ ১২ ॥
ভূয়ো নমঃ সদ্‌বৃজিনচ্ছিদেঽসতামসম্ভবায়াখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে।
পুংসাং পুনঃ পারমহংস্য আশ্রমে ব্যবস্থিতানামনুমৃগ্যদাশুষে ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীসূত বলিলেন,—হে ঋষিগণ! এইরূপে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীহরির গুণ শ্রবণের জন্য সাগ্রহে প্রশ্ন করিলে শ্রীশুকদেব শ্রীগোবিন্দচরণ স্মরণ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—উপামন্ত্রিতঃ প্রার্থিতঃ। প্রচক্রমে দেবতাগুরুনমস্কারাদিরূপমুপক্রমং কৃতবানিত্যর্থঃ ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—(শ্রীশুক উবাচ।) ভূয়সে (অপরিমিতমহিম্নে) সদুদ্ভবস্থাননিরোধলীলয়া (সতঃ প্রপঞ্চস্য, উদ্ভবঃ উৎপত্তিঃ, স্থানং পালনং, নিরোধঃ সংহারঃ, এতত্ত্রিতয়াত্মিকা যা লীলা বহিরঙ্গা ক্রীড়া তয়া) [তদর্থং প্রপঞ্চস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়ার্থমিত্যর্থঃ] গৃহীতশক্তিত্রিতয়ায় (স্বীকৃতসত্ত্বাদিগুণত্রয়ায়) দেহিনাং (সমষ্টিব্যষ্টি-জীবানাং) অন্তর্ভবায় (অন্তর্যামিণে) অনুপলক্ষ্যবর্ত্মনে (যোগিভিরপি দুর্লক্ষ্যায়) পরস্মৈ পুরুষায় (স্বয়ং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ১২

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয় করিবার জন্য রজঃ, সত্ত্ব, ও তমোগুণ আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবরূপে প্রকাশিত, সর্ব্বজীবের অন্তর্যামী, যোগিগণেরও অলক্ষ্য, অপরিমিত মহিমাশালী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের চরণে নমস্কার ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—তদেবাহ ত্রয়োদশভিঃ। পরস্মৈ সর্ব্বোত্তমায়। তত্র হেতুঃ, ভূয়সে অপরিমিতমহিম্নে। তদ্দর্শয়তি, অসতঃ প্রপঞ্চস্য উদ্ভবাদিষু নিমিত্তভূতা যা লীলা তয়া গৃহীতং ব্রহ্মাদিরূপেণ রজ-আদিশক্তিত্রিতয়ং যেন তস্মৈ। অন্তর্ভবায় অন্তর্যামিণে। অতএব সর্ব্বান্তরত্বাৎ অনুপলক্ষ্যং বর্ত্ম যস্য তস্মৈ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—সদ্বৃজিনচ্ছিদে (সতাং বেদমার্গানুসারিণাং স্বভক্তানাং দেবাদীনাং কৃষ্ণরামাদ্যবতারৈঃ দুঃখহন্ত্রে) অসতাং (বহির্মুখানাম্ অভক্তরাক্ষসাসুরাদীনাং) অসম্ভবায় (স্বকর্ত্তৃকবধেন মুক্তিপ্রদায়) অখিলসত্ত্বমূর্ত্তয়ে (শুদ্ধসত্ত্বময়শ্রীবিগ্রহায়) পারমহংস্যে আশ্রমে (সর্ব্ববিধকামনাপরিত্যাগপূর্ব্বকশরণাপত্তিমার্গে) ব্যবস্থিতানাং (বিশেষতোঽবস্থিতানাং ভক্তিমিশ্রজ্ঞানিনাং শুদ্ধভক্তানাঞ্চ) অনুমৃগ্যদাশুষে (যথাযথং ব্রহ্মানন্দদাত্রে প্রেমানন্দদাত্রে চ শ্রীভগবতে) ভূয়ঃ (পুনঃ পুনঃ) নমঃ ॥ ১৩

মূলানুবাদ।—যিনি কৃষ্ণরামাদিরূপে স্বভক্তগণের দুঃখ দূর করেন এবং অসুরগণের মুক্তিদান করেন ও পরমহংস আশ্রমাশ্রিত ভক্তিমিশ্র জ্ঞানী এবং শুদ্ধভক্তগণকে ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ দান করেন, সেই শুদ্ধসত্ত্ব শ্রীগোবিন্দচরণে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—বিচিত্রফলদাতৃত্বমনুস্মরন্ প্রণমতি, ভূয়ঃ পুনশ্চ নমঃ। সতাং [illegible]রিণাং, বৃজিনচ্ছিদে দুঃখহন্ত্রে। অসতাম্ অধর্ম্মশীলানাম্, অসম্ভবায় অনুদ্ভবহেতবে। অখি[illegible]র্ত্তয়ে তদ্‌[illegible]

নমো নমস্তেঽস্ত্বৃষভায় সাত্বতাং বিদূরকাষ্ঠায় মুহুঃ কুযোগিনাম্ ।
নিরস্তসাম্যাতিশয়েন রাধসা স্বধামনি ব্রহ্মণি রংস্যতে নমঃ ॥ ১৪ ॥
যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্ ।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৫ ॥
বিচক্ষণা যচ্চরণোপসাদনাৎ সঙ্গং ব্যুদস্যোভয়তোঽন্তরাত্মনঃ ।
বিন্দন্তি হি ব্রহ্মগতিং গতক্লমাস্তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১৬ ॥

দেবতাদিরূপেণ তত্তৎফলদানেত্যর্থঃ, সমগ্রকর্মভুগ্ ইতি বা। প্রভুরিতি পূর্ব্বোক্তভক্তৈকশরণ্যমেবাহ। পারমহংস্যে প্রত্যঙ্নিষ্ঠারূপে, আশ্রমে ব্যবস্থিতানাং পুংসামনুমৃগ্যম্ অন্বিষ্যমানেন পুনঃপুনর্মৃগ্যং যদাত্মতত্ত্বং, তস্য দাশুষে দাত্রে ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—সাত্বতাং [যাদবানাং ঋষভায় তে নম ইত্যাধুনিকতীর্থানেতি শ্রীজীব-গোস্বামী] (ভক্তানাং) ঋষভায় (পালকায়) কুযোগিনাং (ভক্তিহীনানাং) মুহুঃ (শতচেষ্টয়াপি) বিদূরকাষ্ঠায় (দুর্বিজ্ঞেয়ায়) নিরস্তসাম্যাতিশয়েন (সমানাধিকশূন্যেন) রাধসা (ঐশ্বর্য্যেণ) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মরূপে) স্বধামনি (মথুরামণ্ডলাদৌ) রংস্যতে (রমমাণায়) তে (তুভ্যং শ্রীভগবতে) নমো নমঃ । ১৪

মূলানুবাদ ।—ভক্তগণপরিপালক, ভক্তিহীনজনের দুর্বিজ্ঞেয় অসমোর্দ্ধরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশক ব্রহ্মস্বরূপ নিজধামে নিত্যবিহারশীল শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ।—সাত্বতাং ভক্তানাম্, ঋষভায় পালকায়। কুযোগিনাং ভক্তিহীনানাং বিদূরা কাষ্ঠা দিগপি যস্য দুর্বিজ্ঞেয়ায়েত্যর্থঃ । তদুক্তং বৈষম্যপ্রতীতাবপি নির্দোষত্বায় অচিন্ত্যৈশ্বর্য্যমাহ। নিরস্তং সাম্যম্ অতিশয়শ্চ যস্য, যদপেক্ষয়া অন্যস্য সাম্যমতিশয়শ্চ নাস্তি, তেন রাধসা ঐশ্বর্য্যেণ, স্বধামনি স্বস্বরূপে ব্রহ্মণি রমমাণায় ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ।—যৎকীর্ত্তনং (যস্য শ্রীভগবতঃ নামরূপগুণলীলাদীনাং ভাষণং) যৎস্মরণং (যস্য শ্রীভগবতঃ চরণারবিন্দস্য স্মৃতিঃ) যদীক্ষণং (যস্য শ্রীভগবতঃ প্রতিমাদর্শনং) যদ্বন্দনং (যস্য শ্রীভগবতঃ চরণারবিন্দে প্রণতিঃ) যচ্ছ্রবণং (যস্য শ্রীভগবতঃ নামরূপগুণলীলাদীনাং শ্রুতিঃ) যদর্হণং (যস্য শ্রীভগবতঃ পূজনং) লোকস্য (জীবমাত্রস্য) সদ্যঃ (তৎক্ষণাদেব) কল্মষং (তৎপ্রাপ্তিপ্রতিবন্ধকং পাপজাতং) বিধুনোতি (খণ্ডয়তি) তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (ভুবনমঙ্গলযশসে শ্রীকৃষ্ণায়) নমো নমঃ ১৫

মূলানুবাদ ।—যাঁহার নাম রূপ-গুণ-লীলাদি কীর্ত্তনে, শ্রবণে, স্মরণে, প্রতিমাদর্শনে, শ্রীচরণ পূজনে ও বন্দনে অখিলজীবের পাপনাশ হয়, সেই ভুবনমঙ্গল যশোধন শ্রীগোবিন্দচরণে প্রণাম ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা ।—সর্ব্বসাধনেভ্যো ভক্তিং শ্রেষ্ঠামভিপ্রেত্য প্রণমতি, যৎকীর্ত্তনমিতি দ্বাভ্যাম্। অর্হণং পূজনং। সুভদ্রং সুমঙ্গলং শ্রবো যশো যস্য তস্মৈ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ।—বিচক্ষণাঃ (বিবেকিনঃ) যচ্চরণোপসাদনাৎ (যস্য শ্রীভগবতঃ পাদসেবনাৎ

তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ॥ ১৭॥
কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দপুক্কসা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খসাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ ১৮॥

অন্তরাত্মনঃ (মনসঃ) উভয়তঃ (ইহ পরত্র চ) সঙ্গং (আসক্তিং) ব্যুদস্য (নিরস্য) গতক্লমাঃ (প্রয়াস-রহিতাঃ সন্তঃ) ব্রহ্মগতিং (ব্রহ্মপদং) হি (নিশ্চিতমেব) বিন্দন্তি (লভন্তে) তস্মৈ। সুভদ্রশ্রবসে (শ্রবণ-মঙ্গলায় শ্রীকৃষ্ণায়) নমো নমঃ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ যাঁহার চরণারবিন্দ সেবনে ইহকাল এবং পরকালের ভোগবাসনার আসক্তিজালমুক্ত হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হন, সেই শ্রবণমঙ্গল শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার॥ ১৬॥

শ্রীধরটীকা।—বিচক্ষণা বিবেকিনঃ যস্য চরণয়োরুপসাদনাৎ উপসর্পণভজনাৎ, অন্তরাত্মনো মনসঃ, উভয়ত ইহ পরত্র চ, সঙ্গং ব্যুদস্য নিরস্য। গতক্লমাঃ প্রয়াসরহিতাঃ॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।—তপস্বিনঃ (জ্ঞানিনঃ) দানপরাঃ (কর্ম্মিণঃ) যশস্বিনঃ (অশ্বমেধাদিকর্ত্তারঃ) মনস্বিনঃ (যোগিনঃ) মন্ত্রবিদঃ (তান্ত্রিকাঃ) সুমঙ্গলাঃ (সদাচারপরায়ণাঃ) [সর্ব্বেঽপি সাধকাঃ] যদর্পণং (সাধনফলং যস্মৈ কৃষ্ণায় সমর্পণং) বিনা ক্ষেমং (সাধনসাফল্যং) ন বিন্দন্তি (ন লভন্তে) তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে (শ্রবণমঙ্গলায় শ্রীকৃষ্ণায়) নমো নমঃ॥ ১৭॥

মূলানুবাদ।—জ্ঞানী, কর্ম্মী, অশ্বমেধাদি যজ্ঞানুষ্ঠানকারী, যোগী, তান্ত্রিক এবং সদাচার-পরায়ণ ব্যক্তিগণ যে-শ্রীগোবিন্দচরণে সমর্পণ ব্যতীত কোন সাধনেরই ফললাভ করিতে পারেন না, সেই সর্ব্বসাধনফলদাতা শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার॥ ১৭॥

শ্রীধরটীকা।—ভক্তিশূন্যানাং সর্ব্বসাধনবৈফল্যং দর্শয়ন্ নমতি—তপস্বিন ইতি। মনস্বিনো যোগিনঃ। সুমঙ্গলাঃ সদাচারাঃ। যস্মিন্ তপ আত্মার্পণং বিনা। সুভদ্রশ্রবসে ইত্যস্যাবৃত্তির্নিঃশ্রবণাদেঃ প্রাধান্যজ্ঞানায়॥ ১৭॥

অন্বয়ঃ।—কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসাঃ আভীরশুহ্মাঃ যবনাঃ খসাদয়ঃ (কিরাতাদয়ো যে পাপযোনয়ঃ) অন্যে চ যে পাপাঃ (পাপকর্ম্মাণঃ) যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ [যস্য শ্রীভগবতঃ] (ভক্তাশ্রিতাঃ সন্তঃ) শুধ্যন্তি (পাপমুক্তা ভবন্তি) তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে (সর্ব্বজগতাং প্রভবে) [শ্রীকৃষ্ণায়] নমঃ॥ ১৮॥

মূলানুবাদ।—কিরাত, হূণ, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন, খস প্রভৃতি পাপজন্মা ব্যক্তিগণ এবং অন্যান্য মহাপাপাসক্ত ব্যক্তিগণ যাঁহার ভক্তচূড়ামণিগণের চরণাশ্রয়মাত্রেই পাপমুক্ত হন, সেই সর্ব্বজগতের প্রভু শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার॥ ১৮॥

শ্রীধরটীকা।—ভক্তেঃ পরমশুদ্ধিহেতুত্বং দর্শয়ন্নাহ। কিরাতাদয়ো যে পাপজাতয়ঃ, অন্যে চ যে কর্ম্মতঃ পাপরূপাস্তে। যদুপাশ্রয়াঃ ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ সন্তঃ শুধ্যন্তি। অসম্ভাবনাশঙ্কাং পরিহরতি, প্রভবিষ্ণবে প্রভবনশীলায়েতি॥ ১৮॥

স এব আত্মাত্মবতামধীশ্বরস্ত্রয়ীময়ো ধর্ম্মময়স্তপোময়ঃ ।
গতব্যলীকৈ-রজশঙ্করাদিভির্বিতর্ক্যলিঙ্গো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ১৯ ॥
শ্রিয়ঃ পতির্যজ্ঞপতিঃ প্রজাপতির্ধিয়াং পতির্লোকপতির্ধরাপতিঃ ।
পতির্গতিশ্চান্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং প্রসীদতাং মে ভগবান্ সতাং পতিঃ ॥ ২০ ॥
যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া ধিয়ানুপশ্যন্তি হি তত্ত্বমাত্মনঃ ।
বদন্তি চৈতৎ কবয়ো যথারুচং স মে মুকুন্দো ভগবান্ প্রসীদতাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ ।—স এব আত্মবতাং (যোগিনাং জ্ঞানিনাঞ্চ) আত্মা (আত্মত্বেনোপাস্যঃ) অধীশ্বরঃ (সর্ব্বনিয়ন্তা) ত্রয়ীময় (কর্ম্মকাণ্ডোপাস্যঃ) ধর্ম্মময়ঃ (মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্রোপাস্যঃ) তপোময়ঃ (উপাসনাকাণ্ডোপাস্যঃ) গতব্যলীকৈঃ (নিষ্কপটৈঃ) অজশঙ্করাদিভিঃ (ব্রহ্মশিবাদিভিঃ) বিতর্ক্যলিঙ্গঃ (অনুমেয়স্বরূপঃ) [বিতর্ক্যং অত্যাশ্চর্য্যেণ বীক্ষণীয়ং লিঙ্গং শ্রীমূর্ত্তির্যস্যেতি শ্রীধরস্বামিচরণাঃ] ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) প্রসীদতাং (প্রসন্নঃ ভবতু) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ ।—যোগী এবং জ্ঞানিগণ যাঁহাকে আত্মারূপে উপাসনা করিয়া থাকেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা কর্ম্মকাণ্ড, মন্বাদিধর্ম্মশাস্ত্র এবং উপাসনাকাণ্ডের উপাস্য এবং মোক্ষ পর্য্যন্ত কামনাশূন্য ব্রহ্ম-শিবাদিরও অনুমেয়স্বরূপ শ্রীগোবিন্দচরণে প্রণাম ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সর্ব্বোপাস্যত্বমনুস্মরন্ প্রার্থয়তে । স এব আত্মবতাং জীবানামাত্মা আত্মত্বে-নোপাস্য ইত্যর্থঃ । ত্রয়ীময়তাদিবিশেষণৈস্তত্তন্মার্গেণোপাস্যত্বং বিবক্ষিতম্ । গতব্যলীকৈঃ নিষ্কপটৈঃ ভক্তৈর্বিতর্ক্যম্ অত্যাশ্চর্য্যেণ বীক্ষণীয়ং লিঙ্গং মূর্ত্তির্যস্য স প্রসীদতু ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—শ্রিয়ঃ পতিঃ (সর্ব্বসম্পদধিষ্ঠাত্রীদেব্যাঃ পতিঃ) যজ্ঞপতিঃ (সর্ব্বযজ্ঞানাং ফলদাতা) প্রজাপতিঃ (জগৎপালকঃ) ধিয়াং পতিঃ (সর্ব্বেষামন্তর্যামী) লোকপতি (ভুবনপালকঃ) ধরাপতিঃ (রূপবাবতীর্য্য পৃথিবীপালকঃ) অন্ধকবৃষ্ণিসাত্বতাং (যাদবাদীনাং) পতিঃ (পালকঃ) গতিঃ (নিত্যা-শ্রয়ঃ) সতাং পতিঃ (সজ্জনপরিপালকঃ) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মে (মম) প্রসীদতাং (কৃপাং বিতনোতু) ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—যিনি শ্রীপতি, সর্ব্বযজ্ঞফলদাতা, জগৎপালক, সর্ব্বান্তর্যামী, লোকনাথ, নানা অবতারে পৃথিবীপালক, সেই ভক্তজনপরিপালক যদুপতি শ্রীগোবিন্দের চরণে প্রণাম ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সর্ব্বপালকত্বমনুস্মরন্নাহ—শ্রিয় ইতি । গতিশ্চ সর্ব্বাপৎসু রক্ষকঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ ।—যদঙ্ঘ্র্যভিধ্যানসমাধিধৌতয়া (যস্য শ্রীভগবতঃ পাদপদ্মচিন্তনরূপসমাধিনৈব শোধিতয়া) ধিয়া (নির্ম্মলবুদ্ধ্যা) [ভক্ত্যা] আত্মনঃ (শ্রীভগবতঃ) [তদ্গানানাং জীবাত্মনাঞ্চ] তত্ত্বং (নিত্যলীলাবিলাসী চিদ্ঘনানন্দমূর্ত্তিঃ শ্রীভগবান্) [জীবাস্তু তদীয়দাসা এব ইত্যাদি যাথার্থ্যং] পশ্যন্তি (অনুভবন্তি,) কবয়ঃ (শ্রীগোবিন্দভজনশূন্যবৃথাপাণ্ডিত্যাভিমানিনস্তু) যথারুচং (স্বরুচ্যনুসারেণৈব) এতৎ (পরমাত্মতত্ত্বং) [সগুণনির্গুণাদিভেদৈঃ] বদন্তি (বদন্ত্যেবমন্তু জানন্তি) সঃ মুকুন্দঃ (সর্ব্বেষামেব মুক্তিদাতা) ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) মে প্রসীদতাং (মাং কৃপয়তু) ॥ ২১ ॥

প্রচোদিতা যেন পুরা সরস্বতী বিতন্বতাজস্য সতীং স্মৃতিং হৃদি।
স্বলক্ষণা প্রাদুরভূৎ কিলাস্যতঃ স মে ঋষীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ২২ ॥
ভূতৈর্মহদ্ভির্য ইমাঃ পুরো বিভুর্নির্ম্মায় শেতে যদমূষু পূরুষঃ।
ভুঙ্‌ক্তে গুণান্ ষোড়শ ষোড়শাত্মকঃ সোঽলঙ্কৃষীষ্টাখিলবিদ্‌বচাংসি মে ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—যে-গোবিন্দের চরণধ্যানরূপ মহাসমাধি-পরিশোধিত নির্ম্মলবুদ্ধি ভক্তগণ চিদ্‌ঘনানন্দমূর্ত্তি শ্রীভগবান্ ও তাঁহার নিত্যদাস জীবের তত্ত্ব অনুভব করিতে সমর্থ হন, এবং ভক্তিহীন পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ রুচি ও বুদ্ধি অনুসারে সগুণ নির্গুণ প্রভৃতিরূপে তত্ত্বপ্রকাশ করেন, সেই মুক্তিদাতা শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—জ্ঞানপ্রদত্বমনুস্মরন্নাহ—যদঙ্ঘ্রীতি দ্বাভ্যাম্। যস্যাঙ্ঘ্র্যোরনুধ্যানমেব সমাধিস্তেন ধৌতয়া শোধিতয়া। যথারুচং রুচ্যনুসারেণ সগুণনির্গুণাদিভেদৈঃ, যদ্বা রুক্ প্রতিভা, যথামতীত্যর্থঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—পুরা (কল্পাদৌ) অজস্য (ব্রহ্মণঃ) হৃদি (হৃদয়ে) সতীং (সুপ্ততয়া বর্ত্তমানাং) স্মৃতিং (সৃষ্টিবিষয়িণীং স্মৃতিং) বিতন্বতা (প্রকাশয়তা) যেন (শ্রীভগবতা) প্রচোদিতা (প্রেরিতা) স্বলক্ষণা (স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি উপাস্যত্বেন দর্শয়তীতি তথা শ্রীকৃষ্ণোপাসনাপ্রকাশিকা) [স্বানি লক্ষণানি শিক্ষাদিযুক্তানি যস্যাঃ ইতি শ্রীধরস্বামিপাদাঃ] সরস্বতী (বেদরূপা ভারতী) আস্যতঃ (ব্রহ্মণঃ চতুর্ভ্য এব বক্ত্রেভ্যঃ) কিল (নিশ্চিতং) প্রাদুরভূৎ (নির্গতাভূৎ) সঃ ঋষীণাং (জ্ঞানপ্রদানাং) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ শ্রীভগবান্) মে (প্রসীদতু) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—সৃষ্টির প্রথমে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে সুপ্ত সৃষ্টিশক্তি প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং যাঁহার প্রেরণায় বেদরূপা সরস্বতী ব্রহ্মার চতুর্ব্বদন হইতে নিঃসৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণোপাসনাতত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই জ্ঞানদাতার শিরোমণি শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—কিঞ্চ পুরা কল্পাদৌ, অজস্য হৃদি সতীং সৃষ্টিবিষয়াং স্মৃতিং বিতন্বতা যেন প্রচোদিতা সতী সরস্বতী, তস্য মুখতঃ কিল প্রাদুর্ভূতা। স্বানি লক্ষণানি শিক্ষাদ্যঙ্গানি যস্যাঃ সা। ঋষীণাং জ্ঞানপ্রদানাম্, ঋষভঃ শ্রেষ্ঠঃ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—যঃ বিভুঃ (পরমমহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) মহদ্ভির্ভূতৈঃ (ক্ষিতিজলাদিভিঃ) ইমাঃ পুরঃ (মনুষ্যাদিশরীরাণি) নির্ম্মায় (বিরচয্য) অমূষু (জীবদেহরূপপুরু) শেতে (অন্তর্য্যামিতয়া বসতি,) যৎ (যস্মাদেব হেতোরসৌ) পূরুষঃ [ইতি আখ্যায়তে অতএব যঃ] ষোড়শ (একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূতরূপান্) গুণান্ (জীবদেহোপাদানরূপষোড়শগুণান্) ভুঙ্‌ক্তে (নির্লিপ্ত এব দৃষ্ট্বৈবাস্বাদয়তি, প্রকাশয়তি চ) সঃ ষোড়শাত্মকঃ (একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চভূতানাং চেতয়িতা) অখিলবিৎ (সর্ব্বজ্ঞঃ শ্রীভগবান্) মে (মম) বচাংসি (বাক্যানি) অলঙ্কৃষীষ্ট (অলংকরোতু) ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—যে-শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চভূতদ্বারা জীবদেহরূপ পুর নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে অন্তর্য্যামি-

নমস্তস্মৈ ভগবতে ব্যাসায়ামিততেজসে ।
পপুর্জ্ঞানময়ং সৌম্যা যন্মুখাম্বুরুহাসবম্ ॥ ২৪ ॥
এতদেবাত্মভূ রাজন্ নারদায় বিপৃচ্ছতে ।
বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ সাক্ষাদ্‌যদাহ হরিরাত্মনঃ ॥ ২৫ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং
বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

রূপে বাস করেন ও সেইজন্য তিনি পুরুষ নামে অভিহিত হন, নির্লিপ্তভাবে যিনি অন্তর্যামিরূপে জীব-হৃদয়ে থাকিয়া একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চভূতের গুণ আস্বাদন করেন, সেই সর্বেন্দ্রিয়-নিয়ন্তা অখিল জীব-সাক্ষী শ্রীগোবিন্দচরণে নমস্কার ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা ।—ইদানীং স্ববাচং শ্রোতৃজনাহ্লাদিনীং শৃঙ্গারকরণাদিশোভাং প্রার্থয়তে, ভূয়ৈরিতি। স মে বচাংসি অলঙ্কৃষীষ্ট অলঙ্করোতু। অত্যন্ত বচসামস্তেনালঙ্কারাসম্ভবমাশঙ্ক্য তস্যান্ত-র্যামিতামাবিষ্করোতি। যো মহদ্ভির্ভূতৈরিমাঃ পুরঃ শরীরাণি সৃষ্ট্বা, অমূষু পুরু, অন্তর্যামিতয়া শেতে বসতি। অত্র পুরুষসমাখ্যাং প্রমাণয়তি, যদ্‌যস্মাৎ পুরুষ ইতি—অতএব যঃ একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চ মহাভূত-রূপান্ ষোড়শগুণান্ কলাঃ ভুঙ্‌ক্তে প্রকাশয়তি পালয়তীতি বা। তদা আত্মনেপদমার্ষম্। অত্র হেতুঃ—যতঃ ষোড়শানামাত্মা চেতয়িতা। স্বার্থে কঃ। ন চাত্র জীবমুচ্যতে, প্রার্থনাবিরোধাৎ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—সৌম্যাঃ (ভক্তাঃ) জ্ঞানময়ং (তত্ত্বজ্ঞানপ্রকাশকং) যন্মুখাম্বুরুহাসবং (যস্য মুখকমল-মকরন্দরূপং বাক্যং) পপুঃ, তস্মৈ (সর্বলোকপ্রসিদ্ধায়) ভগবতে (সর্বজ্ঞশিরোমণয়ে) [বাসুদেবায় শ্রীকৃষ্ণাবতারায় বেধসে শাস্ত্রকর্ত্রে] অমিততেজসে (অসীমতেজোবতে) ব্যাসদেবায় (গুরবে) নমঃ ॥ ২৪

মূলানুবাদ ।—ভক্তগণ যাঁহার মুখকমল বিনিঃসৃত জ্ঞানময়-বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হন, সেই সর্বলোকবিদিত শ্রীকৃষ্ণের অবতার, সর্বজ্ঞশিরোমণি, পুরাণাদিশাস্ত্রকর্তা অমিততেজা ব্যাসদেবের চরণে প্রণাম ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা ।—শ্রীব্যাসং নমস্করোতি নম ইতি। সৌম্যা ভক্তাঃ। যস্য মুখাম্বুরুহে আসবো মকরন্দস্তম্ । ২৪

অন্বয়ঃ ।—রাজন্ (হে মহারাজ।) বেদগর্ভঃ (শাস্ত্রযোনিঃ) হরিঃ (শ্রীনারায়ণঃ) আত্মনঃ (স্বস্য) [নাভিকমলজাতং ব্রহ্মাণং] সাক্ষাৎ (শ্রীমুখেনৈব) যৎ (তত্ত্বং) আহ [সৃষ্ট্যাদৌ] (কথয়ামাস) এতদেব (শ্রীনারায়ণমুখবিনির্গতমেব তত্ত্বং) আত্মভূঃ (ব্রহ্মা) বিপৃচ্ছতে (জিজ্ঞাসমানায়) নারদায় (নিজপুত্রায় দেবর্ষয়ে) আহ (পৃষ্টঃ সন্ কথয়ামাস) ॥ ২৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ ।—হে মহারাজ। শাস্ত্রযোনি শ্রীনারায়ণ নিজ নাভিকমলজাত ব্রহ্মাকে নিজমুখে যে-তত্ত্ব বলিয়াছেন, সেই তত্ত্বই ব্রহ্মা নারদের প্রশ্নানুসারে নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং প্রশ্নোত্তরতয়া ব্রহ্মনারদসংবাদং প্রস্তৌতি—এতদিতি। উৎপত্তিসময় এব বেদা গর্ভে যস্য। সাক্ষাদ্ধরির্বদাহ॥ ২৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪॥

শ্রীভাগবতানুভবর্ষিণী।—শ্রীগোবিন্দলীলা শ্রবণলালসায় মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশ্রীশুক-দেবকে প্রশ্ন করিলে পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। শ্রীভগবানের লীলাকথা অতি দুর্গম, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কাহারও রসনায় ইহা উচ্চারিত হয় না। বিশেষতঃ শ্রীভগবানের লীলার প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব ও প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। লীলাকথা চিন্তা বা আলোচনা করিতে গেলেই মনে হয় লীলা আমাদের কর্মের মত, সুতরাং তাহার ভাল, মন্দ, যোগ্যতা, অযোগ্যতা প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন উঠে ও তাহাতে লীলাকথার মাধুর্য্য আচ্ছাদিত হইয়া যায়। এই জন্য শ্রীশুকদেব লীলাকথা বলিবার পূর্ব্বে শ্রীভগবানের স্তুতি করিয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হইতেছেন। মনের ভাব এই যে—হে গোবিন্দ। আপনি আমার বাগিন্দ্রিয়ে প্রেরণা করিয়া আপনার লীলাকথা প্রকাশ করুন।

শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের যে স্তুতি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার তত্ত্ব এবং ভক্তিমাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ লীলাময় শ্রীগোবিন্দরূপে নিত্যধামে বিরাজিত এবং পুরুষাবতাররূপে প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীব-হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদি প্রকাশশক্তি এবং ব্রহ্মাণ্ড ও জীবের জীবনীশক্তি সঞ্চার করেন। শ্রীভগবান্ প্রতি-জীবেরই হৃদয়স্থ আছেন, তথাপি কেহ তাঁহার অনুসন্ধান পায় না। "নমঃ পরস্মৈ পুরুষায়" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবানের জীববুদ্ধির অগোচর নানা বর্ণন করিয়া "নমঃ সদ্বৃজিনচ্ছিদে" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবানের কৃষ্ণরামাদি অবতার লীলায় দুষ্টদমন ও শিষ্টপালন লীলার ইঙ্গিত করিয়াছেন। ভক্তিমিশ্র জ্ঞানযোগী এবং শুদ্ধভক্তগণ ব্রহ্মানন্দ ও প্রেমানন্দ আস্বাদনের লোভে—জ্ঞান ও ভক্তিযোগে তাঁহার চরণভজন করেন, এবং করুণাময় শ্রীভগবান্ বাঞ্ছিত ফলদানে তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করেন। শ্রীভগবান্ লীলাময়রূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া ভক্তগণের মনোবাসনা পূর্ণ করেন, কিন্তু ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ এ তত্ত্বের গন্ধলেশও অনুভব করিতে পারে না। তাঁহার চরণারবিন্দে ভক্তির মাহাত্ম্য আর কি বলিব—তাঁহার নাম, রূপ, গুণলীলাদিবার্ত্তা শ্রবণ, কীর্ত্তন বা স্মরণে, তাঁহার চরণে সচন্দন তুলসীদল সমর্পণে, তাঁহার শ্রীবিগ্রহের চরণবন্দনে জীবের অখিলজন্ম সঞ্চিত পাপতাপরাশি তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইয়া যায়। বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ তীব্র সাধনায় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু" "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" প্রভৃতি গীতোক্ত উপদেশ ও অভয়বাণী স্মরণ করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণে শরণ গ্রহণ করেন ও তাহাতেই তাঁহাদের অনায়াসে সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হয়। জ্ঞানী, যোগী, কর্ম্মী, তান্ত্রিক ও সদাচারপরায়ণ সাধকগণ প্রথমতঃ নিজ নিজ তীব্র সাধনার স্পর্দ্ধায় শরণাপন্ন না হইলেও সাধনার সিদ্ধি পাইবার সময় আর শরণাপন্ন না হইয়া থাকিতে পারেন না, তখন, হে গোবিন্দ। আমার জীবনব্যাপী সাধনার ফল তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম বলিয়া থাকেন। শরণাপন্ন না হইলে আর সিদ্ধিপ্রাপ্তির দ্বিতীয় পথ নাই—এইজন্য সুচতুর গোবিন্দভক্তগণ প্রথম হইতেই ঐ চরণে শরণাপন্ন হইয়া থাকেন। কিরাত, হূণ, পুলিন্দ প্রভৃতি

নীচ বংশোদ্ভব ব্যক্তিগণের এবং হিংসাদি মহাপাপরত ব্যক্তিগণের জপ, যোগ ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যাদি কোনও সাধনারই অধিকার নাই। কিন্তু তাহারাও যদি শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদেরও সর্ব্ববিধ পাপ দূর হইয়া যায় এবং তাহারা পরম পবিত্র হইয়া যায়। জ্ঞানিগণ শ্রীভগবানেরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ ব্রহ্মের উপাসনায় রত, যোগিগণ তাঁহারই পরমাত্মস্বরূপে চিত্তধারণা করিয়া থাকেন, কর্ম্মিগণ তাঁহারই যজ্ঞপুরুষ মূর্ত্তির উপাসক এবং ভক্তগণ সাক্ষাৎ তাঁহারই চরণাশ্রিত। মোট কথা—যিনিই যে সাধনা করুন না কেন, গোবিন্দ বিনা গতি নাই। কর্ম্মিগণ স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় এবং জ্ঞানী ও যোগিগণ মোক্ষকামনায় সাধনা করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু ইহাও বিবেচ্য যে স্বর্গ ও মোক্ষফল যাঁহাদের কৃপায় লাভ করা যায়, স্বর্গ ও মোক্ষ যাঁহাদের করতলগত—সেই ব্রহ্মা শিব প্রভৃতি কোন্ কামনায় সর্ব্বদা শ্রীগোবিন্দের নামরূপ-গুণলীলাদি-কথারসে নিমগ্ন থাকেন? অতএব শ্রীগোবিন্দের চরণধ্যান ব্যতীত কেহ কোনও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। ভক্তিহীন ব্যক্তিগণ নিজ নিজ পাণ্ডিত্য ও বুদ্ধিপ্রভাবে যুক্তি ও তর্কের অবতারণা করিয়া একটা কিছু সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহাদেরও মনে করা উচিত যে—তাঁহারা যে সমস্ত শাস্ত্রজ্ঞানের বলে এই যুক্তিতর্কের অবতারণা করিতেছেন, সেই সমস্ত শাস্ত্রের মূল বেদশাস্ত্র শ্রীগোবিন্দের কৃপাতেই ব্রহ্মার মুখ হইতে নির্গত হইয়াছিল।

শ্রীশুকদেব এইরূপে শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাগতির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন—যিনি স্বয়ং পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সৃষ্টি করিয়া তাহাদ্বারা বিচিত্র শরীর রচনা করিয়া অন্তর্যামিরূপে তাহাতে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বশক্তির প্রেরণা করেন, সেই শ্রীগোবিন্দই আমার একমাত্র গতি, তিনি আমার বাগিন্দ্রিয়ে শক্তিসঞ্চার করিয়া তাঁহার নানা লীলা কথা প্রকাশ করুন।

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" এই শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্বচনে বুঝা যায় যে, বেদাদিশাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে, তাহা শ্রীগোবিন্দ এবং তাঁহার তত্ত্বোপদেশক শ্রীগুরুচরণে ভক্তি না থাকিলে কিছুতেই কেহ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। শ্রীশুকদেব "নমঃ পরস্মৈ পুরুষায়" প্রভৃতি দ্বাদশ শ্লোকে শ্রীগোবিন্দচরণ বন্দনা করিয়া পরিশেষে "নমস্তস্মৈ ভগবতে" প্রভৃতি শ্লোকে নিজগুরু শ্রীগোবিন্দের অবতার, শ্রীব্যাসদেবের চরণ বন্দনা করিয়া শ্রীগোবিন্দলীলাকথা বর্ণনের শক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন, হে মহারাজ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছ, দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মার নিকট ঠিক এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন, সুতরাং আমি তোমার নিকট ব্রহ্ম-নারদ সংবাদ বলিব, তাহাতেই তোমার প্রশ্নের উত্তর হইয়া যাইবে॥ ১১—২৫॥

ইতি শ্রীরাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধস্য চতুর্থোঽধ্যায়ঃ॥ ৪

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ)*(ঃ—

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীনারদ উবাচ।

দেবদেব নমস্তেঽস্তু ভূতভাবন পূর্ব্বজ।
তদ্বিজানীহি যজ্‌জ্ঞানমাত্মতত্ত্বনিদর্শনম্‌॥ ১॥
যদ্রূপং যদধিষ্ঠানং যতঃ সৃষ্টমিদং প্রভো।
যৎসংস্থং যৎপরং যচ্চ তত্তত্ত্বং বদ তত্ত্বতঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—দেবদেব (হে দেবানাং পূজ্য!) ভূতভাবন! (হে জগৎস্রষ্টঃ!) পূর্ব্বজ! (হে সর্ব্বজীবানাং অগ্রে জাত!) তে (তুভ্যং) নমঃ অস্তু, আত্মতত্ত্বনিদর্শনং (পরমাত্মজীবাত্মনোঃ তত্ত্বজ্ঞাপকং) যৎ জ্ঞানং (তৎ) বিজানীহি (বিশেষেণ জ্ঞাপয়)॥ ১

মূলানুবাদ।—নারদ বলিলেন—হে দেবপূজ্য! হে জগৎপালক! আপনার চরণে প্রণাম, আমার নিকট জীবাত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব প্রকাশ করুন॥ ১

শ্রীধরটীকা।—পঞ্চমে নারদেনাথ পৃষ্টঃ সৃষ্ট্যাদি বক্ত্যজঃ।
হরের্লীলাং বিরাট্‌সৃষ্টিং কালকর্ম্মাদিশক্তিভিঃ॥

"নারদায় বিপৃচ্ছতে বেদগর্ভোঽভ্যধাৎ" ইত্যুক্তং তত্র নারদপ্রশ্নমাহ দেবদেবেতি। হে ভূতভাবন! অতএব সর্ব্বেষাং পূর্ব্বজ অনাদে! জ্ঞায়তে অনেনেতি জ্ঞানং, তৎসাধনং যৎ, তদ্বিজানীহি বিশেষেণ জ্ঞাপয়েত্যর্থঃ। কথম্ভূতম্‌? আত্মতত্ত্বং নিতরাং দৃশ্যতে যেন তৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—প্রভো! (হে—মদ্‌গুরো!) ইদং (বিশ্বং) যদ্রূপং (যদস্য লক্ষণং) যদধিষ্ঠানং (যোঽস্যাশ্রয়ঃ), যতঃ (যেন) সৃষ্টং (আবির্ভাবিতং) যৎসংস্থং (যস্মিন্‌ লীয়তে) যৎপরং (যস্যাধীনং) যচ্চ (যদাত্মকং) তৎতত্ত্বং (তস্য যাথার্থ্যং) তত্ত্বতঃ বদ (প্রকাশয়)॥ ২

মূলানুবাদ।—হে প্রভো! এই পরিদৃশ্যমান্‌ জগৎ যাঁহা হইতে প্রকাশিত হয়, যাঁহাতে আশ্রিত, যৎকর্ত্তৃক সৃষ্ট, যাঁহাতে লয়প্রাপ্ত হয়, যাঁহার অধীন এবং যাহা জগতের স্বরূপ, আমার নিকট তাঁহার তত্ত্ব প্রকাশ করুন॥ ২

শ্রীধরটীকা।—উপলক্ষণভূতং বিশ্বমেবাত্মজ্ঞানসাধনম্‌, ততস্তদ্বিশেষং পৃচ্ছতি। যদ্রূপং যেন রূপ্যতে প্রকাশ্যতে। যদধিষ্ঠানং যদাশ্রয়ম্‌ যতঃ যেন সৃষ্টম্‌। যৎসংস্থং যস্মিন্‌ লীয়তে। যৎপরং যদধীনম্‌। যচ্চেতি যদাত্মকং, স্বতঃ কারণতো বেত্যর্থঃ। তস্য তত্ত্বং যাথার্থ্যং তত্ত্বতো বদ॥ ২

সর্ব্বং হ্যেতদ্ভবান্ বেদ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ ।
করামলকবদ্বিশ্বং বিজ্ঞানাবসিতং তব ॥ ৩ ॥
যদ্বিজ্ঞানো যদাধারো যৎপরস্ত্বং যদাত্মকঃ ।
একঃ সৃজসি ভূতানি ভূতৈরেবাত্মমায়য়া ॥ ৪ ॥
আত্মন্ ভাবয়সে তানি ন পরাভাবয়ন্ স্বয়ম্ ।
আত্মশক্তিমবষ্টভ্য ঊর্ণনাভিরিবাক্লমঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—ভবান্ ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ (জাতজনিষ্যমাণজায়মানানাং নিয়ন্তা) বিশ্বং (জগৎ) তব করামলকবৎ (হস্তপ্রাপ্তমিব) বিজ্ঞানাবসিতং (অনুভূতং) [অতঃ] এতৎ [ময়া পৃষ্টং] সর্ব্বং [এব] বেদ (জানাসি) ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালস্থিত বস্তুর নিয়ন্তা, সমস্ত জগৎ আপনার হস্তগত-বস্তুর ন্যায় অনুভূত, অতএব আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহা সমস্তই আপনি জানেন ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—ন জানামীতি ন বক্তব্যমিত্যাহ, সর্ব্বমিতি । ভূতং জাতম্ ভব্যং জনিষ্যমাণম্ । ভবৎ জায়মানম্ । তেষাং প্রভুর্যতঃ, অতো বিশিষ্টেন জ্ঞানেনাবসিতং নিশ্চিতম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—ত্বং—যদ্বিজ্ঞানঃ (যস্মাৎ বিজ্ঞানং লব্ধবান্) যদাধারঃ (যস্তবাশ্রয়ঃ) যৎপরঃ (যস্য ত্বমধীনঃ) যদাত্মকঃ (যস্তবাত্মা তৎ কথয় মম তু মতে ত্বং) একঃ [কস্যাপি সাহায্যং বিনৈব] আত্মমায়য়া (স্বশক্ত্যা) এব ভূতৈঃ (সূক্ষ্মভূতৈঃ) ভূতানি (স্থূলভূতানি) সৃজসি ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—আপনি যাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, আপনার যিনি আশ্রয়, আপনি যাঁহার অধীন এবং আপনার যাহা স্বরূপ, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করুন । আমার মনে হয়, আপনিই নিজ শক্তিতে সূক্ষ্মভূত দ্বারা স্থূলভূত সৃষ্টি করেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা ।—আস্তামিদম্ আদৌ তাবৎ ত্বামেব কথয় ইত্যাহ । যতো বিজ্ঞানং যস্য । কস্তব বিজ্ঞানদ ইত্যর্থঃ । যদাধারঃ কস্তবাশ্রয়ঃ ? যৎপরো যদধীনঃ । যদাত্মকঃ যৎস্বরূপঃ । মম তু ত্বমেব স্বতন্ত্রঃ পরমেশ্বর ইতি বুদ্ধিঃ । তব তপশ্চরণেন তু পরাশঙ্কয়া পৃচ্ছামীত্যাহ সার্দ্ধৈশ্চতুর্ভিঃ । একঃ অসহায়ঃ ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—ঊর্ণনাভিঃ (মাকড়সা ইতি বিখ্যাতকীটবিশেষঃ ইব) অক্লমঃ (শ্রমরহিতঃ ত্বং) ন পরাভাবয়ন্ (পরাভবমপ্রাপয়ন্ পরাপেক্ষামকুর্ব্বন্নে'বত্যর্থঃ) আত্মশক্তিং (আত্মন এব উপাদানশক্তিং নিমিত্তশক্তিঞ্চ) অবষ্টভ্য (বশীকৃত্য প্রকাশ্যেত্যর্থঃ) তানি (ভূতানি) আত্মন্ (আত্মনি অধিষ্ঠানে) ভাবয়সে (উৎপাদয়সি—পালয়সি) ॥ ৫

মূলানুবাদ ।—ঊর্ণনাভি [মাকড়সা] যেমন অনায়াসে অন্য কাহারও অপেক্ষা না করিয়াই জালরচনা এবং বিস্তার করে, আপনিও সেইরূপ নিজেই উপাদান ও নিমিত্তরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন ॥ ৫

শ্রীধরটীকা ।—আত্মনি ভাবয়সে পালয়সি স্বয়মেব পরাভবমপ্রাপয়ন্ অক্লমঃ শ্রমরহিতঃ । যথোর্ণনাভিরাত্মন এব শক্তিমবষ্টভ্য সৃজতি তদ্বৎ ॥ ৫

নাহং বেদ পরন্ত্বস্মিন্নাপরং ন সমং বিভো।
নামরূপগুণৈর্ভাব্যং সদসৎ কিঞ্চিদন্যতঃ ॥ ৬ ॥
স ভবানচরদ্‌ঘোরং যৎ তপঃ সুসমাহিতঃ।
তেন খেদয়সে নস্ত্বং পরশঙ্কাঞ্চ যচ্ছসি ॥ ৭ ॥
এতন্মে পৃচ্ছতঃ সর্ব্বং সর্ব্বজ্ঞ সকলেশ্বর।
বিজানীহি তথৈবেদমহং বুধ্যেঽনুশাসিতঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—বিভো। (হে সর্ব্বব্যাপক।) [যস্মাদেবং ততঃ] অহং তু অস্মিন্ (জগতি) ত্বত্তঃ (ভবতঃ) পরং (উত্তমং) অপরং (অধমং) সমং (মধ্যমং সমানঞ্চ) নামরূপগুণৈঃ ভাব্যং (নাম মনুষ্যাদি, রূপং দ্বিপদত্বাদি, গুণঃ শুক্লত্বাদিঃ, তৈর্ভাব্যং সাধ্যং) সদসৎ (স্থূলং সূক্ষ্মং বা) কিঞ্চিৎ অন্যতঃ (অন্যৎ কিঞ্চন বস্তু) ন বেদ (ত্বম্ এব সর্ব্বং ভবতীতি মন্যে)। ৬

মূলানুবাদ।—এই জগতে আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, নিকৃষ্ট, কিংবা আপনার সমান কিছুই নাই, দেব মনুষ্যাদি নামরূপ বিশিষ্ট স্থূল সূক্ষ্ম সমস্ত বস্তু আপনিই সৃজন করিয়াছেন। ৬

শ্রীধরটীকা।—তস্মাদহন্তু অস্মিন্ বিশ্বস্মিন্, পরমুত্তমম্, অপরমধমং, সমং মধ্যমং সমানঞ্চ, তত্রাপি নাম মনুষ্যাদি, রূপং দ্বিপদত্বাদি, গুণঃ শুক্লত্বাদিঃ, তৈর্ভাব্যং সাধ্যম্, তত্রাপি সদসৎ স্থূলং সূক্ষ্মঞ্চ কিঞ্চিদপ্যন্যতো ন বেদ, কিন্তু ত্বত্ত এব সর্ব্বং ভবতীতি মন্যে। ৬

অন্বয়ঃ।—সঃ (তথাবিধোঽপি ভবান্) সুসমাহিতঃ (অচঞ্চলচিত্তঃ সন্) ঘোরং (দুশ্চরং) তপঃ অচরৎ (তপস্যাং কৃতবানিতি) যৎ তেন (তপশ্চরণেন) নঃ (অস্মান্) খেদয়সে (মোহয়সি) পরাশঙ্কাং (ঈশ্বরান্তরাশঙ্কাং চ) যচ্ছসি (জনয়সি)। ৭

মূলানুবাদ।—তথাপি আপনি দুশ্চর তপস্যা করেন কেন—তাহা আমরা বুঝিতে পারি না, বরং তাহাতে আপনারও কেহ নিয়ন্তা আছেন বলিয়া সন্দেহ হয়। ৭

শ্রীধরটীকা।—স তথাবিধোঽপি ভবান্ তপোঽচরদিতি যৎ, তেন নোঽস্মান, খেদয়সে মোহয়সি। যতঃ পরাশঙ্কাম্ ঈশ্বরান্তরাশঙ্কাং প্রযচ্ছসি। ৭

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বজ্ঞ। (হে সর্ব্ববিষয়কজ্ঞানসম্পন্ন।) সকলেশ্বর। (হে জগদীশ্বর।) যথৈব (যেন প্রকারেণ) অনুশাসিতঃ (ভবতা শিক্ষিতঃ সন্) অহং ইদং (পূর্ব্বোক্তং তত্ত্বং) বুধ্যে (অনুভবেয়ং) তথৈব পৃচ্ছতঃ (জিজ্ঞাসমানস্য) মে (মম) এতৎ সর্ব্বং (অভিপ্রেতং বিষয়ং) বিজানীহি (বিশেষেণ জ্ঞাপয়)। ৮

মূলানুবাদ।—হে সর্ব্বজ্ঞ। হে জগদীশ্বর। যাহাতে আপনার কৃপায় এই সমস্ত তত্ত্ব আমি বুঝিতে পারি, আমাকে সেইরূপ উপদেশ প্রদান করুন। ৮

শ্রীধরটীকা।—যথৈবাহং ত্বয়াঽনুশাসিতঃ শিক্ষিতঃ সন্ বুধ্যে বুধ্যেয়ং, তথা বিজানীহি বিশেষেণ জ্ঞাপয়। ৮

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট জগন্নিয়ন্তা শ্রীগোবিন্দের জগৎ-সৃষ্টি-লীলা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, শ্রীশুকদেব শ্রীগুরু এবং শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন হইয়া মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—"হে মহারাজ! দেবর্ষি নারদ একদিন ব্রহ্মাকে ঠিক এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন, আমি তাহা তোমাকে বলি, শুন"।

দেবর্ষি নারদ ব্রহ্মলোকে গিয়া ব্রহ্মার চরণে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন—হে অনাদি পুরুষ! আপনি কৃপা করিয়া আমার নিকট জীবাত্মা এবং পরমাত্মার তত্ত্ব প্রকাশ করুন। শ্রীভগবান্ অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ, আমরা বিশ্ব দেখিতে পাই বটে, কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তা শ্রীগোবিন্দকে দেখিতে পাই না। সুতরাং আমাদের বিশ্ব দেখিয়া বিশ্বনিয়ন্তার অনুমান করা ছাড়া গতি নাই। কার্য্য দেখিলেই কারণের তত্ত্ব কিছু হৃদয়ঙ্গম হয়। কার্য্যের গুণ সমালোচনা করিলেই অবশ্য মনে হইবে যে, কারণের গুণই কার্য্যে সঞ্চারিত হয়, সুতরাং জগতে যাহা দেখিতেছি, তাহা অবশ্যই জগন্নিয়ন্তা জগৎকারণ শ্রীগোবিন্দ হইতেই সঞ্চারিত হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে বিচার ও সাধনা দ্বারা জীবের শ্রীগোবিন্দতত্ত্বের অনুভূতি আসে। দেবর্ষি নারদও অদৃশ্য বিশ্বনিয়ন্তার তত্ত্ব জানিবার অভিলাষে প্রথমতঃ দৃশ্য বিশ্ব সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন—হে দেব! এই বিশ্বের স্বরূপ কি? ইহার আধার কে? বিশ্বের নশ্বরতা প্রত্যক্ষসিদ্ধ, কিন্তু বিশ্ব নষ্ট হইয়া কোথায় যায়? বিশ্বের স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায় না, সকল বস্তু কোন না কোনও বস্তুর অধীন। এই অধীনতার শেষ কোথায়? আপনি এ সমস্ত তত্ত্ব জানেন—সুতরাং সর্ব্বনিয়ন্তা, পরমাত্মা, ভোক্তা, জীব এবং ভোগ্য বিশ্বের তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করুন।

কুম্ভকার ঘট নির্ম্মাণ করিতেছে, ইহা দেখিয়া স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তির মনে হয়, কুম্ভকারই ঘটের কর্ত্তা, কিন্তু সে বুঝিতে পারে না, কুম্ভকারের কর্তৃত্ব আমাদের অজ্ঞাত কোনও একজনের কর্তৃত্বের অধীন। দেবর্ষি নারদ ঠিক এই ভাবেই ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে লোকাধ্যক্ষ! আমার মনে হয়, উর্ণনাভি [মাকড়সা] যেমন নিজ শরীর হইতে লালা নির্গত করিয়া তাহা দ্বারাই জাল রচনা করে, সেইরূপ আপনিও আত্মমায়ায় এই ব্রহ্মাণ্ড রচনা করিয়াছেন। কিন্তু আবার দেখিতে পাই, আপনি উগ্র তপস্যা করেন। তাহাতে মনে হয় আপনারও কেহ আরাধ্য আছেন, নচেৎ আপনি তপস্যা করিবেন কেন? কিন্তু আপনার আবার উপাস্য কে, তাহা আমি খুঁজিয়া পাই না। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" এই বেদবাক্য আপনারই মহিমা কীর্ত্তন করিতেছে এবং সকলের অগ্রে আপনিই ছিলেন এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগতের আপনিই একমাত্র নিয়ন্তা, তাহাই প্রকাশ করিতেছে। সুতরাং আমার মনে বিষম সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে, আপনি আমার এই সন্দেহ ভঞ্জন করুন। আপনাকে যদি কেহ তত্ত্বজ্ঞান দিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কে? আপনার আধারই বা কে? এবং আপনি কাহার অধীন, আমার নিকট এই সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া আমাকে সংশয়মুক্ত করুন। কুম্ভকার মৃত্তিকার দ্বারা ঘট প্রস্তুত করে, সে ঘটের কর্ত্তা বটে, কিন্তু সে মৃত্তিকার কর্ত্তা নহে। মৃত্তিকা না পাইলে সে ঘট প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না, ইহাতে কুম্ভকার যে স্বতন্ত্র কর্ত্তা নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কিন্তু ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তা অনুসন্ধান করিতে করিতে ব্রহ্মা পর্য্যন্ত উপস্থিত হইলে সকলেরই দিশাহারা

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

সম্যক্ কারুণিকস্যেদং বৎস তে বিচিকিৎসিতম্।
যদহং চোদিতঃ সৌম্য ভগবদ্বীর্য্যদর্শনে॥ ৯॥
নানৃতং তব তচ্চাপি যথা মাং প্রব্রবীষি ভোঃ।
অবিজ্ঞায় পরং মত্ত এতাবত্ত্বং যতো হি মে॥ ১০॥
যেন স্বরোচিষা বিশ্বং রোচিতং রোচয়াম্যহম্।
যথার্কোঽগ্নির্যথা সোমো যথর্ক্ষগ্রহতারকাঃ॥ ১১॥
তস্মৈ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ধীমহি।
যন্মায়য়া দুর্জ্জয়য়া মাং বদন্তি জগদ্‌গুরুম্॥ ১২॥

হইতে হয়, কারণ ব্রহ্মা যাহাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা অতি সূক্ষ্ম এবং ব্রহ্মারও যিনি নিয়ন্তা, তিনি সর্ব্ববিধ যুক্তি, তর্ক ও জ্ঞানের অতীত। এই জন্যই নারদঋষি সন্দিহান হইয়া ব্রহ্মাকে প্রশ্ন করিলেন॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বৎস। (হে পুত্র। নারদ।) সৌম্য (হে শান্তপ্রকৃতে।) কারুণিকস্য (দয়ালোঃ) তে (তব) ইদং বিচিকিৎসিতং (সন্দেহপূর্ব্বকঃ প্রশ্নঃ) সম্যক্ (সমীচীনং) যৎ (যেন প্রশ্নেন) অহং ভগবদ্‌বীর্য্যদর্শনে (শ্রীগোবিন্দস্য সৃষ্ট্যাদিমহাপ্রভাবময়লীলাবর্ণনে) চোদিতঃ (প্রবর্ত্তিতোঽস্মি)॥ ৯

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন, হে বৎস নারদ। তুমি পরম দয়ালু, তোমার এই সন্দেহযুক্ত প্রশ্ন পরম কল্যাণকর, যেহেতু তোমার প্রশ্নেই আমি শ্রীগোবিন্দগুণ বর্ণনে প্রবৃত্ত হইতেছি॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—প্রশ্নমভিনন্দতি। বৎস হে পুত্র। তবেদং বিচিকিৎসিতং সন্দেহঃ তৎপূর্ব্বকপ্রশ্নোঽয়ং সম্যগিত্যর্থঃ। যতঃ কারুণিকস্য তবায়ং প্রশ্নঃ। অত্র হেতুঃ। যদ্‌যতঃ পরমধর্ম্মপ্রদর্শনে ভগবদ্বীর্য্যপ্রকাশনে প্রবর্ত্তিতোঽস্মি। অতস্ত্বং জিজ্ঞাসুরপি ময়ি কৃপামেব কৃতবানিত্যর্থঃ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—ভোঃ ((হে নারদ।) যতো হি (যৎকৃপয়া) মে (মম) এতাবত্ত্বং (তত্তৎসৃষ্ট্যাদিসামর্থ্যং) মত্তঃ পরং (মমাপীশ্বরং তং) অবিজ্ঞায় (তত্ত্বত অজ্ঞাত্বা) মাং যথা প্রব্রবীষি (ত্বমেব ভগবানিত্যাদিকং ভাষসে) তব তচ্চাপি (তদপি বাক্যং) ন অনৃতং (নতু বুদ্ধিপূর্ব্বকমিথ্যাভাষণং অপিতু ভ্রান্তিরেব)॥ ১০

মূলানুবাদ।—হে নারদ। যাঁহার কৃপায় আমি সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়াছি, আমার ও সেই শ্রীভগবানের তত্ত্ব না জানিয়া তুমি আমাকেই ভগবান্ বলিতেছ। তোমার এ বাক্য ভ্রান্তিমূলক, তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক মিথ্যাকথা বল নাই॥ ১০।

শ্রীধরটীকা।—নন্থ ত্বমেব ভগবানিত্যুক্তং ময়া "একঃ সৃজসি ভূতানি" ইত্যাদিনা? সত্যম্। যথা মামীশ্বরত্বেন প্রভাষসে, তদপি তব ভাষণং নাত্যন্তমনৃতম্। যতঃ কারণাৎ এতাবতঃ এতাবৎপ্রভাবস্য ভাব এতাবত্ত্বং মেঽস্তি। কিন্তু মত্তঃ পরমীশ্বরমবিজ্ঞায় ব্রবে। অতঃ সাদৃশ্যাৎ তবেয়ং ভ্রান্তিঃ, নতু বুদ্ধিপূর্ব্বকমনৃতমিত্যর্থঃ। যতঃ ঈশ্বরান্মম এতাবত্ত্বং ত্বমবিজ্ঞায় ইতি বান্বয়ঃ॥ ১০

বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া ।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্ধিয়ঃ ॥ ১৩ ॥
দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—যথা অর্কঃ (সূর্য্যঃ) অগ্নিঃ যথা সোমঃ (চন্দ্রো যথা) গ্রহর্ক্ষতারকাঃ (গ্রহনক্ষত্রতারাঃ যথা) সূর্য্যাদয়ঃ [শ্রীভগবৎপ্রভয়ৈব জগৎ ভাসয়ন্তে তথা] অহং (অপি) যেন স্বরোচিষা (স্বপ্রকাশেন শ্রীভগবতা) রোচিতং (প্রকাশিতং) বিশ্বং (জগৎ) রোচয়ামি (সৃষ্ট্যা প্রকাশয়ামি,) দুর্জ্জয়া (দুরতিক্রময়া) যন্মায়য়া (যস্য শ্রীভগবতঃ মায়াশক্ত্যা) [যুষ্মদাদয়ঃ তত্ত্বজ্ঞা অপি) মাং জগদ্গুরুং (জগৎস্রষ্টারং) বদন্তি, তস্মৈ ভগবতে (মায়ানিয়ন্ত্রে) বাসুদেবায় (শ্রীকৃষ্ণায়) নমো ধীমহি (নমো ধ্যায়েম্) ॥ ১১।১২

মূলানুবাদ ।—সূর্য্য, অগ্নি, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র ও তারাগণ যেমন তাঁহারই অঙ্গচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া জগৎ আলোকিত করে, সেইরূপ আমিও শ্রীভগবানের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি ॥ ১১ ॥ যে-শ্রীভগবানের দুর্জ্জয় মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমরা তত্ত্বজ্ঞ হইয়াও আমাকে জগৎস্রষ্টা বলিতেছ, সেই মায়ানিয়ন্তা শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করি ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—তর্হি কোঽসাবীশ্বর ইত্যপেক্ষায়াং ভক্ত্যা নমস্কুর্ব্বন্নেব তং দর্শয়তি দ্বিভিঃ। যেন স্বপ্রকাশেন রোচিতং প্রকাশিতমেব প্রকাশয়ামি সৃষ্ট্যাভিব্যক্তং করোমি, যথার্কাদয়শ্চৈতন্য-প্রকাশ্যমেব প্রকাশয়ন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ—"ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি" ইতি ॥ ১১ ॥ তস্মৈ নমো ধীমহি। যস্য মায়য়া বিমোহিতাঃ সন্তো যুষ্মদাদয়ো মাং জগদ্গুরুং জগৎকর্ত্তারং বদন্তি তস্মৈ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—যস্য (শ্রীভগবতঃ) ঈক্ষাপথে (দৃষ্টিপথে সম্মুখ ইত্যর্থঃ) স্থাতুং বিলজ্জমানয়া (মৎকপটং মৎপ্রভুর্জ্জানাতীতি কপটিন্যা স্ত্রিয়া ইব লজ্জিতয়া) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (আত্ম-বিস্মৃতা এব) দুর্ধিয়ঃ (অবিদ্যাবৃতজ্ঞানা এব জীবাঃ) মমাহমিতি (অহমহং ইদং মম ইত্যাদিকং) বিকত্থন্তে (শ্লাঘন্তে) ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—যে-শ্রীভগবানের দৃষ্টিপথে থাকিতে অসমর্থ মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত অজ্ঞান জীব "আমি আমার" ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে । [সেই শ্রীকৃষ্ণচরণে প্রণাম করি]॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ।—যন্মায়য়েতি মায়াসম্বন্ধোক্তেস্তস্যা দুর্জ্জয়ত্বোক্তেশ্চ তস্যাপি কিমস্তি সংসারঃ ? নৈবেত্যাহ। মৎকপটমসৌ জানাতীতি যস্য দৃষ্টিপথে স্থাতুং বিলজ্জমানয়েব তস্মিন্ স্বকার্য্যমকুর্ব্বতা অমুয়া মায়য়া বিমোহিতাঃ অস্মদাদয়ো দুর্ধিয়ঃ অবিদ্যাবৃতজ্ঞানা এব কেবলং বিকত্থন্তে শ্লাঘন্তে। অনেন "যদ্রূপম্" ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ১৩

নারায়ণপরা বেদা দেবা নারায়ণাঙ্গজাঃ।
নারায়ণপরা লোকা নারায়ণপরা মখাঃ ॥ ১৫ ॥
নারায়ণপরো যোগো নারায়ণপরং তপঃ।
নারায়ণপরং জ্ঞানং নারায়ণপরা গতিঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্! (হে নারদ!) দ্রব্যং (ক্ষিত্যাদিভূতানি) কর্ম্ম (সর্ব্বেষাং জন্মনিমিত্তং) কালঃ (গুণক্ষোভকঃ) স্বভাবঃ (সত্ত্বাদিগুণপরিণামহেতুঃ) জীব এব চ (ভোক্তা জীবশ্চ) বাসুদেবাৎ (শ্রীভগবতঃ) পরঃ অন্যঃ অর্থঃ (পৃথক্‌পদার্থঃ) তত্ত্বতঃ (মূলতঃ) নাস্তি। [দ্রব্যাদীনাং মায়াকার্য্যত্বাৎ মায়ায়া জীবস্য চ তচ্ছক্তিত্বাৎ বিশ্বস্য বাসুদেবরূপত্বমিত্যর্থঃ] ॥ ১৪

মূলানুবাদ।—হে নারদ! দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব এ সমস্ত কোনও বস্তুই শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদেবং স্বস্মাদন্যং পরমেশ্বরং নিরূপ্য ইদানীং "যদধিষ্ঠানম্" ইত্যাদি নবপ্রশ্নানাং স এবাধিষ্ঠানাদিকং সর্ব্বমিত্যুত্তরং বক্তুং তদ্ব্যতিরেকেণান্যস্যাসত্ত্বমাহ—দ্রব্যমিতি। দ্রব্যং মহাভূতাদি উপাদানরূপাণি। কর্ম্ম জন্মনিমিত্তম্। কালস্তৎক্ষোভকঃ। স্বভাবস্তৎপরিণামহেতুঃ। জীবো ভোক্তা। বাসুদেবাৎ পরোঽন্যোঽর্থো নাস্তি, কারণাব্যতিরেকাৎ কার্য্যস্য ॥ ১৪

অন্বয়ঃ।—বেদাঃ (ঋক্‌সামাদয়ঃ) নারায়ণপরাঃ (শ্রীনারায়ণ এব পরঃ উপাস্যত্বেন তাৎপর্য্যবিষয়ঃ যেষাং তে শ্রীভগবদুপাসনানির্ণায়কা ইত্যর্থঃ) [শ্রীনারায়ণঃ পরঃ কারণং যেষামিতি শ্রীধরস্বামিপাদাঃ] দেবাঃ (বেদোক্তা ইন্দ্রসোমাদয়ো দেবতাঃ) নারায়ণাঙ্গজাঃ (শ্রীনারায়ণপ্রভবাঃ) লোকাঃ (স্বর্গাদয়ঃ) নারায়ণপরাঃ (তদানন্দাংশাঃ) মখাঃ (স্বর্গাদিপ্রাপ্তিহেতবো যজ্ঞাশ্চ) নারায়ণপরাঃ (শ্রীনারায়ণাধীনফলাঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—বেদ শ্রীনারায়ণের উপাসনাপ্রকাশক, দেবতাগণ শ্রীভগবান্ হইতেই উদ্ভূত, স্বর্গাদিলোকসমূহ শ্রীনারায়ণেরই আনন্দাংশ এবং সমস্ত যজ্ঞের শ্রীনারায়ণই ফলদাতা ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—তৎ প্রপঞ্চয়তি দ্বাভ্যাম্। নারায়ণঃ পরং কারণং যেষাং তে। অনেনৈব শাস্ত্রযোনিত্বপ্রতিপাদনেনেশ্বরত্বে প্রমাণং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকঞ্চোক্তম্। দেবাশ্চ তদাঙ্গাজ্জাতাঃ অতো ন তদ্ব্যতিরিক্তাঃ। লোকাঃ স্বর্গাদয়ঃ তদানন্দাংশাঃ, মখাস্তৎসাধনভূতাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ।—যোগঃ (অষ্টাঙ্গযোগঃ সাংখ্যঞ্চ) নারায়ণপরঃ (শ্রীনারায়ণচরণধ্যানসাধনঃ) তপঃ (যোগসাধ্যং চিত্তৈকাগ্র্যঞ্চ) নারায়ণপরং (শ্রীনারায়ণালম্বনত্বাত্তদধীনং) জ্ঞানং (যোগাদিসাধ্যং ব্রহ্মজ্ঞানঞ্চ) নারায়ণপরং (শ্রীনারায়ণস্যৈব নির্ব্বিশেষপ্রকাশনিষ্ঠত্বান্নারায়ণবিষয়কমেব) গতিঃ (মোক্ষশ্চ) নারায়ণপরা (শ্রীনারায়ণচরণারবিন্দপ্রাপ্তিরূপা) ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—অষ্টাঙ্গযোগ সাংখ্য প্রভৃতি শ্রীনারায়ণেরই চরণধ্যানের উপায়, যোগসাধ্য চিত্তের একাগ্রতা শ্রীনারায়ণের চরণাশ্রিত, ব্রহ্মজ্ঞানে শ্রীনারায়ণেরই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ প্রকাশ হয়, শ্রীনারায়ণের চরণপ্রাপ্তিই মুক্তি ॥ ১৬ ॥

তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ।
সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ ॥ ১৭ ॥
সত্ত্বং রজস্তম ইতি নিগুর্ণস্য গুণাস্ত্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ ॥ ১৮ ॥
কার্য্যকারণকর্তৃত্বে দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ।
বধ্নন্তি নিত্যদা মুক্তং মায়িনং পুরুষং গুণাঃ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—যোগঃ প্রাণায়ামাদিঃ। তপস্তৎসাধ্যঃ চিত্তৈকাগ্র্যম্। জ্ঞানং তৎসাধনম্। গতিস্তৎফলম্। অনেনৈতৎ সর্ব্বং তদধীনমিত্যুক্তম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—তস্যাপি (তস্যৈব) ঈশস্য (সর্ব্বেশ্বরস্য) দ্রষ্টুঃ (সর্ব্বসাক্ষিণঃ) কূটস্থস্য (নির্ব্বিকারস্য) অখিলাত্মনঃ (সর্ব্বভূতান্তরাত্মনঃ শ্রীভগবতঃ) ঈক্ষয়া (কটাক্ষেণ আজ্ঞয়েত্যর্থঃ) অভিচোদিতঃ (প্রবর্ত্তিতঃ) সৃষ্টঃ (তেনৈবাবির্ভাবিতঃ) অহং সৃজ্যং (ব্রহ্মাণ্ডং) সৃজামি ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—সেই সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বসাক্ষী, নির্ব্বিকার, সর্ব্বভূতাত্মা শ্রীভগবানের আজ্ঞাতেই আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকি ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—তর্হি ত্বং কিং করোষীত্যপেক্ষায়ামাহ। তস্য সৃজ্যমপি তেন সৃষ্টোঽহং সৃজামি। ঈক্ষয়া কটাক্ষেণ। তত্র হেতবঃ দ্রষ্টুরিত্যাদয়ঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—নির্গুণস্য (সত্ত্বাদিগুণাস্পৃষ্টস্য) বিভোঃ (সর্ব্বব্যাপিনঃ) মায়য়া (স্বাভাবিক্যা বহিরঙ্গয়া শক্ত্যা) স্থিতিসর্গনিরোধেষু (পালনসৃষ্টিসংহারার্থং) সত্ত্বং রজঃ তম ইতি (তত্তন্নামকাঃ পৃথক্স্বভাবাঃ) ত্রয়ঃ গুণাঃ গৃহীতাঃ (নিয়ম্যত্বেন স্বীকৃতাঃ) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—ত্রিগুণাতীত, সর্ব্বব্যাপী শ্রীভগবান্ সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় কার্য্যের জন্য নিজ মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণ অঙ্গীকার করেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—নন্থ কুতোঽয়ং জীবেশ্বরবিভাগঃ, যতস্ত্বং প্রেষ্যঃ স চ প্রেরকঃ স্যাৎ ইত্যপেক্ষায়াং জীবেশ্বরবিভাগহেতুমাহ—সত্ত্বমিতি ত্রিভিঃ। নির্গুণস্যাপীশ্বরস্য এতে ত্রয়ো গুণাঃ বধ্নন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কথম্ভূতাঃ? তেনৈব স্বাতন্ত্র্যেণ স্থিত্যাদ্যর্থং মায়য়া গৃহীতাঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াশ্রয়াঃ (দ্রব্যং মহাভূতানি, জ্ঞানং দেবতাঃ, ক্রিয়া ইন্দ্রিয়াণি, তদাশ্রয়াস্তেষাং কারণভূতাঃ) গুণাঃ (সত্ত্বরজস্তমাংসি) নিত্যদা মুক্তং (স্বরূপতো মায়াসঙ্গবিহীনমপি) মায়িনং (ঈশবৈমুখ্যাৎ মায়াপরবশং) পুরুষং (জীবং) কার্য্যকারণকর্তৃত্বে (কার্য্যং অধিভূতং, কারণং অধ্যাত্মং, কর্ত্তা অধিদৈবং তেষাং ভাবঃ তস্মিন্, আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়ভোগে ইত্যর্থঃ) বধ্নন্তি (নিযুঞ্জন্তি) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং ইন্দ্রিয়, ইহাদের আশ্রয় সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ, শ্রীভগবানে বিমুখ জীবগণকে আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিতাপভোগে নিযুক্ত করে ॥ ১৯ ॥

স এষ ভগবাঁল্লিঙ্গৈস্ত্রিভিরেতৈরধোক্ষজঃ।
স্বলক্ষিতগতির্ব্রহ্মন্ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বরঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা।—বস্তুতস্তু সর্বদা মুক্তমপি মায়িনং মায়াবিষয়ং পুরুষং জীবং বদন্তি। ক? কার্য্যমধিভূতং কারণমধ্যাত্মং কর্ত্তা অধিদৈবং তেষাং ভাবস্তত্ত্বং তস্মিন্। দ্রব্যং মহাভূতানি, জ্ঞানশব্দেন দেবতাঃ, ক্রিয়াঃ ইন্দ্রিয়াণি, তদাশ্রয়াত্তেষাং কারণভূতাঃ তত্তদভিমানেন বদন্তি ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে নারদ!) এতৈঃ ত্রিভিঃ লিঙ্গৈঃ (জীবানামাবরকৈর্গুণত্রয়ৈঃ) স্বলক্ষিতগতিঃ (সুষ্ঠু অলক্ষিতা কিঞ্চিদেবাহনুমিতা গতির্যস্য স অবিজ্ঞাততত্ত্ব ইত্যর্থঃ) অধোক্ষজঃ (প্রাকৃতবুদ্ধীন্দ্রিয়াগোচরঃ শ্রীভগবান্) সর্ব্বেষাং (জীবানাং) মম চ ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—হে নারদ! সত্ত্বাদি তিনগুণের অগ্রাহ্য—প্রাকৃত বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতির অগোচর, শ্রীভগবান্ই সমস্ত জীবের এবং আমারও নিয়ন্তা ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—অতঃ স এষ বশ্যমায়ঃ, এভিগুর্ণৈর্লিঙ্গৈর্জীবানামাবরকৈরুপাধিভিঃ সুষ্ঠু অলক্ষিতা গতিস্তত্ত্বং যস্য সঃ। স্বৈর্ভক্তৈরেব লক্ষিতা গতির্যস্যেতি বা ॥ ২০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নারদের প্রশ্নে পরমানন্দিত হইয়া ব্রহ্মা বলিলেন, বৎস নারদ! তুমি পরম দয়ালু; তোমার প্রশ্নে আজ আমার শ্রীগোবিন্দগুণসমূহ স্মৃতিপথে উদিত হইল এবং শ্রীগোবিন্দগুণ-বর্ণনের সৌভাগ্য লাভ করিলাম। আমারও নিয়ন্তা শ্রীগোবিন্দের তত্ত্ব না জানিয়া আমাকেই যে তুমি জগৎ কর্ত্তা বলিতেছ; তোমার এ কথা একেবারে মিথ্যা নহে, ইহা তোমার ভ্রান্তিমাত্র। মূলে দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলমাত্র স্থূল দেখিয়া তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিতে গেলে সকলেরই এইরূপ ভ্রমে পড়িতে হয়। চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র, তারকা প্রভৃতি জ্যোতিস্মান্ পদার্থ দেখিলে স্থূল দৃষ্টিতে বোধ হয় এ জ্যোতি যেন তাহাদেরই নিজ সম্পত্তি, কিন্তু মূলে দৃষ্টি পড়িলে দেখিতে পাইবে, "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি"। চন্দ্র সূর্য্যাদি গ্রহনিকর শ্রীগোবিন্দের অনুগ্রহেই জ্যোতিষ্মান্ হইয়া জগতের অন্ধকার দূর করে। হে নারদ! আমিও এই জগৎ সৃষ্টি করি বটে, কিন্তু আমি সৃষ্টিকর্ত্তা নহি, শ্রীভগবানের অনুগ্রহেই আমি এই কর্ত্তৃত্ব লাভ করিয়াছি। ধন্য তাঁহার মায়ার মোহিনীশক্তি, যাহাতে আমাকেও লোক জগৎকর্ত্তা বলিয়া মনে করে। তাঁহার এই গুপ্তদানের মর্ম্ম কেহই জানে না, আমাকে গোপনে এমন করিয়া তিনি শক্তিদান করিয়াছেন যে তাহাতে সকলেরই মনে হয়, এ সমস্ত শক্তি বুঝি বা আমারই। শ্রীভগবানের মায়ামুগ্ধ জীব "আমি" "আমার" লইয়াই ব্যস্ত হইয়া পড়ে, সেই জন্যই প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিতে পারে না।

হে নারদ! তুমি জগতের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাকে প্রশ্ন করিয়াছ, কিন্তু জগন্নাথ ছাড়া জগতের আর পৃথক্ স্বরূপ কি থাকিতে পারে? জগতের উপাদান দ্রব্য, জন্ম, হেতু, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং ভোক্তা-জীব এ সমস্ত কোন বস্তুরই শ্রীভগবান্ ছাড়া পৃথক্ কোনও সত্তা নাই। সত্ত্ব রজঃ ও তম এই তিন গুণ, কাল ও জীবের অদৃষ্ট বশতঃ নিজ নিজ স্বভাবানুসারে ভোগ্যরূপে পরিণত হয়, আর জীব ভোক্তারূপে তাহা ভোগ করে। জগতের তত্ত্ব

কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে ॥ ২১ ॥
কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ ॥ ২২ ॥

আলোচনা করিতে গেলে ইহা ছাড়া আর অন্য কিছুই পাওয়া যাইবে না। দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল ও স্বভাব শ্রীভগবানের মায়াশক্তির কার্য্য এবং জীব শ্রীভগবানের তটস্থা শক্তি, জগৎ জগন্নাথেরই শক্তির কার্য্য, সুতরাং তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে। শক্তিমান্ ছাড়া শক্তির আর পৃথক্ সত্তা থাকিতে পারে না। সর্ব্ববেদ শ্রীভগবানেরই উপাসনা তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছে এবং বেদে যে সমস্ত দেবতার উল্লেখ আছে, তাঁহারা সকলেই শ্রীভগবানেরই অংশ, কলা ও বিভূতি। সকল যজ্ঞে যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবানেরই উপাসনা করা হয়। কর্ম্মিগণের কর্ম্ম সাধনায়প্রাপ্ত স্বর্গাদি শ্রীভগবানেরই আনন্দাংশ স্বরূপ, যোগিগণ শ্রীনারায়ণচরণে চিত্ত ধারণা করিয়াই যোগসিদ্ধি লাভ করেন। ব্রহ্মজ্ঞান শ্রীভগবানেরই নির্ব্বিশেষ স্বরূপের জ্ঞান, সুতরাং তাঁহা ছাড়া নহে। শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্তিই মুক্তি। অতএব একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে সাধ্য, সাধন ও সিদ্ধি সকলই ঐ চরণে বাঁধা। সেই সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা শ্রীগোবিন্দের কৃপাতেই আমি জগৎ সৃষ্টি করিয়া থাকি। কিন্তু হে নারদ! জগতের মূল তিনিই সৃষ্টি করেন, আমি তাঁহার কৃপায় স্থূল সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া পরিচিত হইতেছি। শ্রীভগবান্ সর্ব্বগুণাতীত হইয়াও সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের জন্য রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণে শক্তি সঞ্চার করেন, তাহা হইতেই ক্রমে ক্রমে এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। শ্রীভগবানের মায়িক সৃষ্টিতে অভিমান বশতঃ বহির্ম্মুখ জীবই তাহাতে আবদ্ধ হয়, কিন্তু শ্রীভগবান্ নিজ মায়ায় জগৎ সৃষ্টি করিয়াও তাহাতে নির্লিপ্ত। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের দ্বারা গুণাতীত শ্রীগোবিন্দের উদ্দেশ পাওয়া বড়ই কঠিন, কিন্তু এ কথা ধ্রুব সত্য যে, তিনিই স্থাবর-জঙ্গম সকলের নিয়ন্তা, তিনি লোক ও লোকেশ্বর সকলেরই প্রভু। তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তগণ তাঁহার কৃপায় তাঁহার তত্ত্ব কিছু অনুভবে আনিতে পারেন বটে, কিন্তু ভক্তিহীন দৃষ্টিতে তাঁহার তত্ত্ব সুদূরপরাহত ॥ ৯—২০

অন্বয়ঃ।—স্বয়া মায়য়া (নিজবহিরঙ্গশক্ত্যা) বিবুভূষুঃ (বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ) মায়েশঃ (মায়ানিয়ন্তা শ্রীভগবান্) আত্মন্ (আত্মনি) প্রাপ্তং (লীনং সন্তং) কালং কর্ম্ম (জীবাদৃষ্টং) স্বভাবং চ যদৃচ্ছয়া (স্বপ্রয়োজনাভাবেঽপি স্বতন্ত্রতয়া) উপাদদে (সৃষ্ট্যর্থমঙ্গীকৃতবান্) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—মায়ানিয়ন্তা শ্রীভগবান্ নিজমায়াশক্তিতে বহুরূপে আত্মপ্রকাশ করিবার ইচ্ছায় প্রলয়কালে জীবাত্মায় লীনভাবে অবস্থিত হইয়া কাল, অদৃষ্ট এবং স্বভাব অভিব্যক্ত করিলেন ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—পুরুষাধিষ্ঠিতাৎ (ঈশ্বরেচ্ছয়া প্রবৃত্তাৎ) কালাৎ গুণব্যতিকরঃ (গুণানাং ক্ষোভঃ সাম্যত্যাগ ইত্যর্থঃ) স্বভাবতঃ (ঈশ্বরেচ্ছয়া প্রবৃত্তাৎ গুণানাং স্বভাবাদেব) পরিণামঃ (রূপান্তরোৎপত্তিঃ) কর্ম্মণঃ (ঈশ্বরেচ্ছয়া প্রবৃত্তাৎ জীবাদৃষ্টাৎ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বস্য) জন্ম (আবির্ভাবঃ অভূৎ) ॥ ২২

মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ ॥ ২৩ ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূৎ ত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তি-ক্রিয়াশক্তিজ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো ॥ ২৪ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদিচ্ছাপ্রেরিত কাল হইতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষোভ, স্বভাব হইতে রূপান্তর এবং জীবাদৃষ্ট হইতে মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হইল ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তস্য সৃষ্টিপ্রকারমাহ—কালমিতি। কর্ম্ম জীবাদৃষ্টম্। বিবুভূষুঃ বিবিধং ভবিতুমিচ্ছুঃ ॥ ২১ ॥

শ্রীধরটীকা।—গুণানাং ব্যতিকরঃ ক্ষোভঃ সাম্যত্যাগঃ। পরিণামো রূপান্তরাপত্তিঃ। পুরুষ ঈশ্বরস্তেনাধিষ্ঠিতত্বং ত্রয়াণাং বিশেষণম্। মহতো মহত্তত্ত্বস্য ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ (রজঃসত্ত্বাভ্যাং বর্দ্ধিতাৎ) বিকুর্ব্বাণাৎ (ঈশ্বরেচ্ছাপ্রবৃত্ত-কালাদিভিঃ বিক্রিয়মাণাৎ) মহতঃ (মহত্তত্ত্বাৎ) তমঃপ্রধানঃ (তমোগুণবহুলঃ) দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ (ভূতেন্দ্রিয়দেবতাত্মকঃ পদার্থবিশেষঃ) [যঃ] অভবৎ (আবির্ভূতঃ) সঃ অহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ (অহ-ঙ্কার ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ) [সোঽহঙ্কারঃ] বিকুর্ব্বন্ (ঈশ্বরেচ্ছয়া বিক্রিয়মাণঃ) বৈকারিকঃ (সাত্ত্বিকঃ) তৈজসঃ (রাজসঃ) তামসঃ ইতি (ত্রিধা ত্রিবিধঃ) সমভূৎ (জাতঃ)। [হে] প্রভো। দ্রব্যশক্তি-ক্রিয়াশক্তি-জ্ঞানশক্তিঃ (দ্রব্যশক্তিঃ ভূতোৎপাদনসামর্থ্যং, ক্রিয়াশক্তিঃ ইন্দ্রিয়োৎপাদনসামর্থ্যং, জ্ঞানশক্তিঃ দেবতোৎপাদনসামর্থ্যং) ইতি যদ্ভিদা (যস্য ভেদোঽনুভূয়তে) ॥ ২৩।২৪ ॥

মূলানুবাদ।—রজঃ এবং সত্ত্বগুণে পরিবর্দ্ধিত মহত্তত্ত্ব ঈশ্বরেচ্ছাপ্রেরিত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশতঃ পরিণাম প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতাত্মক অহঙ্কারতত্ত্ব আবির্ভূত হইল ॥ ২৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—ততো মহত্তত্ত্বাৎ বিকুর্ব্বাণাৎ বিক্রিয়মাণাৎ। তস্য চ ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিত্বাৎ ত্রিগুণত্বেঽপি রজঃসত্ত্বাভ্যামুপবৃংহিতত্বম্। অহঙ্কারস্য তু আবরকত্বাৎ তমঃপ্রধানত্বম্। অতএবাহঙ্কার-কার্য্যেষু তামসমাকাশাদিকং বহু, রাজসং সাত্ত্বিকঞ্চাল্পম্। এবং তদুপাধিকেষু জীবেষ্বপি তথৈব তামসাধিক্যম্ ॥ ২৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে নারদ। এই অহঙ্কার ঈশ্বরেচ্ছায় সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া দ্রব্যশক্তি, ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তিরূপে পরিণত হইল ॥ ২৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—স চ বিকুর্ব্বন্ রূপান্তরং গচ্ছন্। ত্রৈবিধ্যমেবাহ। বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ। তৈজসো রাজসঃ। যদ্ভিদা যস্য ভেদঃ, দ্রব্যশক্তিরিত্যাদীনি প্রাতিলোম্যেন ত্রয়াণাং লক্ষণানি। দ্রব্যে মহাভূতাখ্যে শক্তির্যস্য। ক্রিয়াসু ইন্দ্রিয়েষু শক্তির্যস্য। জ্ঞানেষু দেবেষু শক্তির্যস্য। হে প্রভো বোদ্ধুং শক্ত। ॥ ২৪ ॥

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ।
অস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ ॥ ২৫ ॥
নভসোঽথ বিকুর্ব্বানাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্ ॥ ২৬ ॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণাৎ (ঈশ্বরেচ্ছয়া বিক্রিয়মাণাৎ) তামসাৎ (তমোগুণপ্রধানাৎ) অপি ভূতাদেঃ (অহঙ্কারাৎ) নভঃ (আকাশঃ) অভূৎ (আবির্ভূতঃ) দ্রষ্টৃদৃশ্যযোঃ (কুড্যাদ্যন্তরিতেন কেনচিদুচ্চৈঃ "গজো গজঃ" ইত্যুক্তে যোগদ্রষ্টা যশ্চ তস্য দৃশ্যো গজঃ তযোঃ) যৎলিঙ্গং (বোধকঃ সঃ) শব্দঃ তস্য (আকাশস্য) মাত্রা (সূক্ষ্মরূপং) গুণঃ (অসাধারণধর্ম্মশ্চ) ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ।—ঈশ্বরেচ্ছায় দ্রব্যশক্তিময় তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ আবির্ভূত হইল, শব্দ এই আকাশের সূক্ষ্মরূপ এবং অসাধারণ ধর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভূতাদেরিতি তামসস্য বিশেষণম্। নন্থ তামসাৎ অহঙ্কারাৎ প্রথমং শব্দো ভবতীতি প্রসিদ্ধম্? সত্যম্, স তু তস্য নভসো মাত্রা সূক্ষ্মং রূপং, গুণশ্চ অসাধারণো ব্যাবর্ত্তকো ধর্ম্মঃ শব্দদ্বারা নভ উৎপদ্যত ইত্যর্থঃ। এবমেব স্পর্শাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্। শব্দস্য লক্ষণং লিঙ্গমিতি। কুড্যাদ্যন্তরিতেন কেনচিদুচ্চৈর্গজো গজ ইত্যুক্তে যো গজদ্রষ্টা যশ্চ তেন দৃশ্যো গজঃ তযোর্লিঙ্গং বোধকম্। লিঙ্গবিশেষণত্বাৎ যচ্ছব্দস্য ষণ্টত্বম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ বিকুর্ব্বাণাৎ (ঈশ্বরেচ্ছয়া প্রবৃত্তকালকর্ম্মস্বভাবতঃ বিক্রিয়মাণাৎ) নভসঃ (আকাশাৎ) স্পর্শগুণঃ (স্পর্শগুণবিশিষ্টঃ) [তথা] পরান্বয়াৎ (কারণত্বেনাকাশগুণানুবৃত্তেঃ) শব্দবান্ চ (শব্দগুণবিশিষ্টশ্চ) অনিলঃ (বায়ুঃ আবির্ভূতঃ) প্রাণঃ (দেহধারণশক্তিঃ) ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিঃ) সহঃ (মনঃশক্তিঃ) বলং (শরীরশক্তিশ্চ তস্য লক্ষণমিতি শেষঃ) ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—অনন্তর শ্রীভগবদিচ্ছায় আকাশ হইতে স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু উৎপন্ন হইল, এবং তাহাতে কারণগুণ শব্দও অভিব্যক্ত হইল। দেহধারণশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি এবং শরীরশক্তি এই বায়ুরই কার্য্য ॥ ২৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—পরস্য নভসঃ কারণস্যেনান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ বায়ুঃ। তস্যৈব লক্ষণম্—প্রাণো দেহধারণম্, ওজঃসহোবলানি ইন্দ্রিয়মনঃশরীরাণাং পাটবানি, তেষাং হেতুরিত্যর্থঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ।—কালকর্ম্মস্বভাবতঃ (ঈশ্বরেচ্ছাপ্রবৃত্তকালকর্ম্মস্বভাবতঃ) বিকুর্ব্বাণাৎ (বিক্রিয়মাণাৎ) বায়োরপি (অনিলাচ্চ) রূপবৎ (রূপবিশিষ্টঃ) [তথা কারণগুণানুবৃত্তেঃ] স্পর্শশব্দবৎ (স্পর্শশব্দগুণবিশিষ্টঃ) তেজঃ উদপদ্যত (আবির্ভূতঃ) ॥ ২৭ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদিচ্ছায় বায়ু হইতে রূপবিশিষ্ট অগ্নি উৎপন্ন হইল এবং তাহাতে কারণগুণ স্পর্শ এবং শব্দ অভিব্যক্ত হইল ॥ ২৭ ॥

তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ ॥ ২৮ ॥
বিশেষস্তু বিকুর্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ ॥
পরান্বযাদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ ॥ ২৯ ॥
বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—উদপদ্যত উৎপন্নম্। স্বতো রূপবৎ তেজঃ বায়ুনভসোঃ কারণভূতযোরন্বয়াৎ স্পর্শশব্দবচ্চ। এবমম্ভসঃ পৃথিব্যাশ্চ পরান্বযাধিক্যাদ্‌গুণাধিক্যম্ ॥২৭॥

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণাৎ (ঈশ্বরেচ্ছাপ্রবৃত্তকালকর্ম্মস্বভাবতঃ বিক্রিয়মাণাৎ) তেজসঃ রসাত্মকং (রসবিশিষ্টং) অম্ভঃ (জলং) আসীৎ (আবির্ভূতং) [তত্তু] অম্ভঃ (জলং) পরান্বয়াৎ (কারণগুণানুবৃত্তেঃ) রূপবৎ (রূপবিশিষ্টং) স্পর্শবৎ (স্পর্শবিশিষ্টং) ঘোষবৎ (শব্দবিশিষ্টং চ) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদিচ্ছায় অগ্নি হইতে রসবিশিষ্ট জল উৎপন্ন হইল এবং তাহাতে কারণ-গুণ, রূপ, স্পর্শ এবং শব্দ অভিব্যক্ত হইল ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণাৎ (ঈশ্বরেচ্ছাপ্রবৃত্তকালকর্ম্মস্বভাবতঃ বিক্রিয়মাণাৎ) অম্ভসঃ (জলাৎ) গন্ধবান্ (গন্ধবিশিষ্টঃ) বিশেষঃ (পৃথিবী) অভূৎ (আবির্ভূতঃ) [স চ] পরান্বয়াৎ (কারণগুণানুবৃত্তেঃ) রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ (রসাদিবিশিষ্টঃ) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদিচ্ছায় জল হইতে গন্ধবিশিষ্ট পৃথিবী উৎপন্ন হইল এবং তাহাতে কারণগুণ রস, স্পর্শ, রূপ এবং শব্দ অভিব্যক্ত হইল ॥ ২৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—ঘোষঃ শব্দঃ। বিশেষঃ পৃথ্বি। পৃথিব্যাশ্চ পরান্বযাধিক্যাদ্‌গুণাধিক্যম্ ॥২৮॥২৯

অন্বয়ঃ।—বৈকারিকাৎ (সাত্ত্বিকাহঙ্কারাৎ) মনঃ জজ্ঞে (আবির্ভূতং) (তথা) দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ (দিশশ্চ বাতশ্চ অর্কঃ সূর্য্যশ্চ প্রচেতাঃ বরুণশ্চ অশ্বী অশ্বিনীকুমারৌ চ বহ্নিঃ অগ্নিশ্চ উপেন্দ্রশ্চ মিত্রশ্চ কঃ প্রজাপতিশ্চ) [এতে] দশ (দশসংখ্যকাঃ) বৈকারিকাঃ (সাত্ত্বিকাঃ) দেবাঃ (জ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতারঃ জজ্ঞির ইতি শেষঃ) ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদিচ্ছায় সাত্ত্বিক অহঙ্কার হইতে মনঃ এবং দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, অশ্বিনীকুমার, অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র, এবং প্রজাপতি দশ ইন্দ্রিয়ের এই দশজন অধিষ্ঠাত্রী দেবতা আবির্ভূত হইল ॥ ৩০ ॥

শ্রীধরটীকা।—মনঃশব্দেনৈব তদধিষ্ঠাতা চন্দ্রোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। অন্যে চ দশ দেবা বৈকারিকা সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যাঃ। তানাহ—দিশশ্চ বাতশ্চ অর্কশ্চ প্রচেতাশ্চ অশ্বিনৌ চ এতে পঞ্চ শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জিহ্বাঘ্রাণানামধিষ্ঠিতারঃ, বহ্নিশ্চ ইন্দ্রশ্চ উপেন্দ্রশ্চ মিত্রশ্চ কশ্চ প্রজাপতিঃ এতে পঞ্চ বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থানাম্ ॥ ৩০ ॥

তৈজসাৎ তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্।
জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বাবাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ ॥ ৩১ ॥
যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।
যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥ ৩২ ॥
তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—বিকুর্ব্বাণাৎ (ঈশ্বরেচ্ছাপ্রবৃত্তকালকর্ম্মস্বভাবতঃ বিক্রিয়মাণাৎ) তৈজসাৎ (রাজসাৎ অহঙ্কারাৎ) [যতঃ] জ্ঞানশক্তিঃ (বোধশক্তিসমন্বিতা বুদ্ধিঃ) বুদ্ধিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ (কার্য্যশক্তিসমন্বিতাবুদ্ধিঃ) প্রাণঃ (চ) তৈজসৌ (রাজসাহঙ্কারকার্য্যে) [অতঃ বিকুর্ব্বাণাৎ ঈশ্বরেচ্ছাপ্রবৃত্তকামকর্ম্মস্বভাবতঃ বিক্রিয়মাণাৎ তৈজসাৎ রাজসাহঙ্কারাদেব] শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বাবাগ্দোর্মেঢ্র্যাঙ্ঘ্রিপায়বঃ (ত্বক্ চ ঘ্রাণং চ দৃক্ চক্ষুশ্চ জিহ্বা চ বাক্ বাগিন্দ্রিয়ঞ্চ দোঃ পাণিশ্চ মেঢ্রঃ উপস্থশ্চ অঙ্ঘ্রিঃ পাদশ্চ পায়ুঃ গুহ্যঞ্চ) [এতে] দশ (দশসংখ্যকানি) ইন্দ্রিয়াণি (জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি) অভবন্ (আবির্ভূতানি ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবদিচ্ছায় রাজস অহঙ্কার হইতে জ্ঞানশক্তিসমন্বিত বুদ্ধি এবং ক্রিয়াশক্তি সমন্বিত প্রাণ উৎপন্ন হয়, সুতরাং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ও রাজস অহঙ্কার হইতেই উৎপন্ন হয় ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা।—যতো জ্ঞানশক্তির্ব্বুদ্ধিঃ ক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণশ্চ তৈজসাহঙ্কারকার্য্যৌ, অতো জ্ঞানক্রিয়াবিশেষরূপাণীন্দ্রিয়াণ্যপি তৈজসাদভবন্নিত্যর্থঃ। তান্যাহ—শ্রোত্রমিতি। দোঃ পাণিঃ। মেঢ্রঃ উপস্থঃ। ক্রমস্তত্র ন বিবক্ষিতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মবিত্তম। (হে বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ নারদ।) যদা এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) ভূতেন্দ্রিয়-মনোগুণাঃ (ক্ষিত্যাদিপঞ্চভূতানি শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়ানিঃ মনঃ গুণাশ্চ) ভাবাঃ (পদার্থাঃ, অসঙ্গতাঃ (অমিলিতাঃ পৃথক পৃথক্ অবস্থিতাঃ সন্তঃ) আয়তননির্ম্মাণে (শরীরগঠনে) ন শেকুঃ (ন সমর্থা অভবন্) তদা ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ ঈশ্বরেচ্ছয়ৈব প্রেরিতাঃ তে ভূতাদয়ঃ) অন্যোন্যং (পরস্পরং) সংহত্য (মিলিত্বা) সদসত্ত্বং (মুখ্যগৌণভাবং) উপাদায় (স্বীকৃত্য) উভয়ং (সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং অদঃ (অণ্ডাত্মকং শরীরং) হি সসৃজুঃ ॥ ৩২।৩৩

মূলানুবাদ।—হে নারদ। এই সমস্ত পৃথিবী প্রভৃতি ভূত, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, মন ও সত্ত্বাদি গুণ উৎপন্ন হইয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে থাকায় প্রথমতঃ শরীর গঠিত হয় নাই ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—তাহার পর শ্রীভগবদিচ্ছায় এই সমস্ত ভূত ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পরস্পর মিলিত হইয়া যথাযথ মুখ্য গৌণভাবে অবস্থিত হইলে সমষ্টি ও ব্যষ্টি দেহাত্মক এই ব্রহ্মাণ্ড গঠিত হয় ॥৩৩॥

বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কালকর্ম্মস্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ ॥ ৩৪ ॥
স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্ব্বঙ্‌ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ ৩৫ ॥
যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তি মনীষিণঃ।
কট্যাদিভিরধঃ সপ্ত সপ্তোর্দ্ধং জঘনাদিভিঃ ॥ ৩৬ ॥

শ্রীধরটীকা ।—এবং কারণসৃষ্টিমুক্ত্বা কার্য্যসৃষ্টিমাহ। যদা এতে অসঙ্গতা অমিলিতা আসন। অতএব যদা আয়তনস্য শরীরস্য নির্ম্মাণে ন শেকুঃ তদা সদসত্বং প্রধানগুণভাবম্ উপাদায স্বীকৃত্য উভযং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরম্ ॥ ৩২।৩৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—কালকর্ম্মস্বভাবস্থঃ (কালকর্ম্মস্বভাবান্ অধিষ্ঠায স্থিতঃ) জীবঃ (হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামি-পুরুষঃ) উদকেশযং (কাবণতোযস্থিতং) তৎ (পূর্ব্বোক্তং) অজীবং (অচেতনং) অণ্ডং বর্ষপূগ-সহস্রান্তে (বহুসহস্রবৎসরান্তে) অজীবযৎ (চেতযামাস) ৩৪ ॥

মূলানুবাদ । সমষ্টি-ব্যষ্টি শরীরাত্মক ব্রহ্মাণ্ড প্রথমতঃ অচেতনভাবে কাবণার্ণবে অবস্থিত থাকে, অনন্তব বহু সহস্র বৎসরের পব অন্তর্য্যামিপুরুষ এই সমস্ত অচেতনদেহে চৈতন্য সঞ্চাব কবেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—কালকর্ম্মস্বভাবান্ অধিষ্ঠায স্থিতঃ। জীবযতীতি জীবঃ পরামাত্মা। অজীবম্ অচেতনম্ অজীবযৎ চেতযতি স্ম ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ ।—স এব (হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী) সহস্রোর্ব্বঙ্‌ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ (সহস্রোরুহস্তপদনযনবিশিষ্টঃ) সহস্রাননশীর্ষবান্ (সহস্রবদনমস্তকবিশিষ্টঃ) পুরুষঃ অণ্ডং (সমষ্টিশরীরাত্মকং অণ্ডং) নির্ভিদ্য (তস্মাৎ পৃথগ্‌ভূয়) তস্মাৎ (অণ্ডাৎ) নির্গতঃ (অণ্ডস্যান্তঃ স্থিত্বৈব বহিরপি স্থিতঃ)। ৩৫ ॥

মূলানুবাদ ।—এই অন্তর্য্যামিপুরুষ সমষ্টিব্যষ্টি শরীবাত্মক ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া সহস্র হস্ত, সহস্রচরণ, সহস্র বাহু, সহস্র বদন ও সহস্র মস্তক সমন্বিত মূর্ত্তিতে বাহিরে প্রকাশিত হন [তখন ব্রহ্মাণ্ডেব ভিতরে ও বাহিরে পুরুষ অবস্থিত হন।] ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা ।—নির্ভিদ্য পৃথক্‌কৃত্য স্থিত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ ।—ইহ (ব্রহ্মাণ্ডান্তরে) যস্য (সহস্রশীর্ষপুরুষস্য) অবযবৈঃ (পাদাদ্যবযবৈঃ) কট্যাদিভিঃ সপ্ত অধঃ (অতলাদীন্) জঘনাদিভিঃ সপ্ত উর্দ্ধং (ভূরাদীন্ সপ্ত) লোকান্ (ভুবনানি) মনীষিণঃ (তত্বজ্ঞাঃ) কল্পয়ন্তি (প্রথমসাধকস্য চিত্তধারণার্থং কল্পনাং কুর্ব্বন্তি) ॥ ৩৬ ॥

মূলানুবাদ ।—এই সহস্রশীর্ষ পুরুষেরই চবণ হইতে কটি পর্য্যন্ত অবযবে অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত অধোলোক এবং জঘন হইতে মস্তক পর্য্যন্ত অবযবে ভূঃ, ভুবঃ স্বঃ, জন, মহ, তপঃ ও সত্য এই সপ্ত উর্দ্ধলোক কল্পনা করিয়া প্রথমসাধক যোগিগণ যোগধারণা অভ্যাস করিয়া থাকেন ॥ ৩৬ ॥

পুরুষস্য মুখং ব্রহ্ম ক্ষত্রমেতস্য বাহবঃ ।
ঊর্ব্বোর্বৈশ্যো ভগবতঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো ব্যজায়ত ।। ৩৭ ।।
ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ ।
হৃদা স্বর্লোক উরসা মহর্লোকো মহাত্মনঃ ।। ৩৮ ।।
গ্রীবায়াং জনলোকোঽস্য তপোলোকঃ স্তনদ্বয়াৎ ।
মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকস্তু ব্রহ্মলোকঃ সনাতনঃ ।। ৩৯ ।।
তৎকট্যাঞ্চাতলং কৢপ্তমূরুভ্যাং বিতলং বিভোঃ ।
জানুভ্যাং সুতলং শুদ্ধং জঙ্ঘাভ্যান্তু তলাতলম্ ।। ৪০ ।।
মহাতলন্তু গুল্‌ফাভ্যাং প্রপদাভ্যাং রসাতলম্ ।
পাতালং পাদতলত ইতি লোকময়ঃ পুমান্ ।। ৪১ ।।

শ্রীধরটীকা ।—তদবয়বৈর্লোকবচনামাহ—যস্যেতি। কটিবিতি উরুমূলয়োঃ পশ্চাদ্ভাগং, জঘনং পুরোভাগঃ। অধঃ সপ্তলোকান্ অতলাদীন্। উর্দ্ধং ভূরাদীন্ সপ্ত ।। ৩৬ ।।

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্ম (ব্রাহ্মণঃ) পুরুষস্য (হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামিপুরুষস্য) মুখং ক্ষত্রং (ক্ষত্রিয়াঃ) এতস্য (পুরুষস্য) বাহবঃ ভগবতঃ উর্ব্বোঃ (উরুদ্বয়াৎ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ ব্যজায়ত (উৎপন্নঃ) ।। ৩৭ ।।

মূলানুবাদ ।—এই পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র উৎপন্ন হয় ।। ৩৭ ।।

শ্রীধরটীকা ।—বর্ণানাং ততঃ উৎপত্তিং দর্শয়তি—পুরুষস্যেতি। ব্রহ্ম ব্রাহ্মণঃ। মুখমিতি কার্য্যকারণয়োরভেদবিবক্ষয়োক্তং, বাহব ইতি চ। ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়ঃ ।। ৩৭ ।।

অন্বয়ঃ ।—অস্য (পুরুষস্য) পদ্ভ্যাং চরণতঃ কটিপর্য্যন্তাভ্যাং) ভূর্লোকঃ (পাতালমারভ্য ভূর্লোকপর্য্যন্তঃ) নাভিতঃ (নাভিদেশেন) ভুবর্লোকঃ হৃদা (স্বর্লোকঃ) মহাত্মনঃ (পুরুষস্য) উরসা মহর্লোকঃ (কল্পিতঃ) ।। ৩৮ ।।

মূলানুবাদ ।—এই পুরুষের চরণ হইতে কটি পর্য্যন্ত অবয়বে পাতাল হইতে ভূর্লোক পর্য্যন্ত, নাভিতে ভুবর্লোক, হৃদয়ে স্বর্লোক, বক্ষস্থলে মহর্লোক কল্পিত হয় ।। ৩৮ ।।

শ্রীধরটীকা ।—ইদানীমুপাসনার্থং লোককল্পনাভিদান্ দর্শয়ন্ মতান্তরেণ লোকপঞ্চমাহ দ্বাভ্যাম্। ভূর্লোকঃ পাতালমারভ্য পদ্ভ্যাং কটিপর্য্যন্তাভ্যাম্ ।। ৩৮ ।।

অন্বয়ঃ ।—অস্য (পুরুষস্য গ্রীবায়াং (জনলোকঃ) স্তনদ্বয়াৎ তপোলোকঃ মূর্দ্ধভিঃ সত্যলোকঃ (তদুপরি) সনাতনঃ (নিত্যঃ নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তী) ব্রহ্মলোকঃ (বৈকুণ্ঠঃ) ।। ৩৯ ।।

মূলানুবাদ ।—এই পুরুষের গ্রীবায় জনলোক, স্তনদ্বয়ে তপোলোক, মস্তকে সত্যলোক কল্পিত হয় এবং তদুপরি সনাতন বৈকুণ্ঠলোক অবস্থিত ।। ।। ৩৯ ।।

ভূর্লোকঃ কল্পিতঃ পদ্ভ্যাং ভুবর্লোকোঽস্য নাভিতঃ।
স্বর্লোকঃ কল্পিতো মূর্দ্ধ্না ইতি বা লোককল্পনা ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে
মহাপুরুষসংস্থানুবর্ণনং নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—স্তনদ্বয়াদিতি উপাসনার্থত্বাদূর্দ্ধাধোভাববৈপরীত্যং ন দোষঃ। যদ্বা স্তনং শব্দং কুর্ব্বং যদোঽষ্টব্যং তস্মাদিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলোকঃ বৈকুণ্ঠাখ্যঃ সনাতনো নিত্যঃ,নতু সৃজ্যপ্রপঞ্চান্তর্ব্বর্ত্তীত্যর্থঃ।৩৯

অন্বয়।—তৎকট্যাং (তস্য পুরুষস্য কটিদেশে) অতলং (অতলাখ্যমধোলোকঃ) বিভোঃ (সর্ব্বব্যাপকস্য তস্য পুরুষস্য) উরুভ্যাং বিতলং জানুভ্যাং শুদ্ধং (প্রহ্লাদবলিপ্রভৃতি-হরিভক্তনিবাসত্বাৎ পবিত্রং) সুতলং জঙ্ঘাভ্যাং তলাতলং গুল্ফাভ্যাং (পাদপশ্চাদ্দেশাভ্যাং) মহাতলং প্রপদাভ্যাং (পাদাগ্রাভ্যাং) রসাতলং পাদতলতঃ পাতালং (ইতি অনয়া রীত্যা) পুমান্ (পুরুষঃ) লোকময়ঃ (চতুর্দ্দশভুবনবিগ্রহঃ) ॥ ৪০।৪১ ॥

মূলানুবাদ।—এই পুরুষের কটিদেশে অতল, উরুতে বিতল, জানুতে সুতল, জঙ্ঘায় তলাতল, গুল্ফে মহাতল, চরণাগ্রে রসাতল এবং পদতলে পাতাল—এই চতুর্দ্দশ ভুবনবিগ্রহরূপে পরম পুরুষ বিরাজিত ॥ ৪০।৪১ ॥

শ্রীধরটীকা।—ইদানীং চতুর্দ্দশলোকপক্ষং দর্শয়তি। তত্র জঘনাদিভিঃ ভূরাদয়ঃ পূর্ব্বোক্তা এব সপ্ত। কট্যাদিভিরধঃ সপ্তলোকানাহ তৎকট্যামিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধং হরিভক্তনিবাসত্বাৎ ॥ ৪০।৪১

অন্বয়ঃ।—অস্য (পুরুষস্য) পদ্ভ্যাং (পাদতঃ কটিপর্য্যন্তাভ্যাং) ভূর্লোকঃ (পাতাল-রসাতল-মহাতল-তলাতল-সুতল-বিতল-তলসহিতভূর্লোকঃ) নাভিতঃ (নাভিত উদরপর্য্যন্তাৎ) ভুবর্লোকঃ মূর্দ্ধ্না স্বর্লোকঃ (জনমহতপঃসত্যসহিতঃ স্বর্লোকঃ) কল্পিতঃ ইতি বা লোককল্পনা (ত্রিলোক-পক্ষবাদিনাং লোককল্পনা) ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—[অধঃ মধ্য এবং ঊর্দ্ধ এইরূপ বিভাগানুসারে ত্রিভুবনবাদিগণের মতে] চরণ হইতে কটিপর্য্যন্ত অবয়বে ভূর্লোক, নাভি হইতে উদর পর্য্যন্ত অবয়বে ভুবর্লোক এবং মস্তকে স্বর্লোক এই ভাবে ত্রিলোক কল্পনা হইয়া থাকে ॥ ৪২ ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবত মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ত্রিলোকপক্ষমাহ। ভূর্লোকঃ পাতালাদিসহিতঃ ॥ ৪২ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নারদের প্রশ্নানুসারে ব্রহ্মা সৃষ্টিতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। ব্রহ্ম-কথিত এই সৃষ্টিতত্ত্ব প্রচলিত সাংখ্যমতেরই অনুকূল বটে, কিন্তু ইহাতে সামান্য একটু বিশেষত্ব আছে। সাংখ্যদর্শন আলোচনায় বুঝা যায়, সাংখ্যাচার্য্যগণ সৃষ্টজগতের মূলকারণ আলোচনা করিতে করিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতি পর্য্যন্ত গিয়া আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

উপনিষদে "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই ভাবে যে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তাহা সুস্পষ্ট নহে, শ্রীভাগবতের সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, তাহার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায়। মহাপ্রলয়ে যখন স্থূল জগতের অস্তিত্বগন্ধও পাওয়া যায় না, তখনও জগন্নিয়ন্তা জগন্নাথ লীলাময়রূপে তাঁহার নিত্যধামে অবস্থিত থাকেন। স্থূল জগৎ তখন থাকে না বটে, কিন্তু স্থূলজগতের মূলকারণ প্রকৃতি তখন থাকে। প্রকৃতিরও তখন সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণ বিভাগ থাকে না, প্রকৃতি তখন মায়াশক্তিরূপে শক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দে লীন থাকে। কাল, জীবের অদৃষ্ট এবং সর্ব্ব বস্তুর স্বভাব তখন সূক্ষ্মরূপে শ্রীভগবানে লীন থাকে। সাংখ্যাচার্য্যগণ সত্ত্ব, রজ: ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা পর্য্যন্ত আলোচনা করেন, কিন্তু লীলাবস্থা সম্বন্ধে কিছুই বলেন না। সাংখ্যকারগণের মতে প্রকৃতি ও প্রধান একার্থক শব্দ, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মত সমালোচনা করিলে মনে হয়, লীলাবস্থার নাম প্রকৃতি এবং শ্রীভগবানের ঈক্ষণের পর প্রকৃতির কার্য্যোন্মুখ অবস্থার নাম প্রধান। যাহা হউক, শ্রীভগবানের যখন বহু হইতে ইচ্ছা হয় (স ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়ং) তখন তিনি তাঁহাতে লীন প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন, তাঁহার ঈক্ষণে প্রকৃতির সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয়, ঈক্ষণের পূর্ব্বে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ত্রিগুণবিভাগ থাকে না। শ্রীভগবানের ঈক্ষণের পর কাল, কর্ম্ম ও স্বভাবের অভিব্যক্তি হইয়া কালবশতঃ প্রকৃতির গুণক্ষোভ, স্বভাববশতঃ প্রকৃতির পরিণাম এবং জীবাদৃষ্টবশতঃ মহত্তত্ত্বের আবির্ভাব হয়। কাল শ্রীভগবানেরই প্রভাব-বিশেষ, তাহা প্রলয়ে তাঁহাতেই লীন থাকে। "নাপরিণম্য ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠন্তে ভাবাঃ" এই সাংখ্যসিদ্ধান্তেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্বভাববশতঃই প্রকৃতির পরিণাম, কিন্তু এই স্বভাবও স্বাধীন নহে, শ্রীভগবানের ঈক্ষণের পূর্ব্বে স্বভাবও প্রকৃতির পরিণাম করিতে পারে না। মহত্তত্ত্বাদিক্রমে প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি ধারণ করিয়া জীবের ভোগ্য হয়, সুতরাং ইহাতে জীবের অদৃষ্টেরও কিছু সম্বন্ধ আছে। এইরূপে শ্রীভগবদিচ্ছায় প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব হইতে অহঙ্কার সৃষ্টি হয়। অহঙ্কার হইতে সূক্ষ্মভূত, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আবির্ভাব হয়। এজন্য শ্রীমদ্ভাগবত মতে, সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে অহঙ্কার ত্রিবিধ, তাহার সাত্ত্বিকাংশ হইতে দেবতা, রাজসাংশ হইতে ইন্দ্রিয় এবং তামসাংশ হইতে পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয়। সূক্ষ্মভূত হইতে ক্রমে ক্রমে স্থূলভূতের আবির্ভাব হইয়া ব্রহ্মাণ্ড, জীবদেহ এবং জীবভোগ্য অন্নাদিরূপে পরিণত হয়। ভূত ও ইন্দ্রিয়াদি সৃষ্টি হইয়াও তাহারা শ্রীভগবদিচ্ছা ব্যতীত পরস্পর মিলিত হইয়া শরীর রচনা করিতে পারে না। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় পরস্পর মিলিত হইয়া শরীর রচিত হইলেও শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ব্যতীত তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার হয় না। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি হইলে তাহাতে অন্তর্য্যামিভাবে প্রবেশ করিয়া তাহাতে চৈতন্য সঞ্চার করেন, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে অন্তর্য্যামিরূপে থাকিয়াই সহস্র শীর্ষ পুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও অবস্থান করেন। যোগিগণ এই সহস্রশীর্ষ পুরুষেরই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে চতুর্দ্দশ ভুবন চিন্তা করিয়া যোগধারণা করেন ॥ ২১—৪১ ॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী সমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধস্য পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫ ॥

———

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ) * (ঃ—

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

বাচাং বহ্নের্মুখং ক্ষেত্রং ছন্দসাং সপ্ত ধাতবঃ।
হব্যকব্যামৃতান্নানাং জিহ্বা সর্ব্বরসস্য চ ॥১॥
সর্ব্বাসূনাঞ্চ বায়োশ্চ তন্নাসে পরমায়ণে।
অশ্বিনোরোষধীনাঞ্চ ঘ্রাণো মোদপ্রমোদয়োঃ ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—[শ্রীব্রহ্মোবাচ] মুখং (তস্য বিরাড্‌রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ মুখং) বাচাম্ (অস্মদাদি-বাগিন্দ্রিয়াণাং) বহ্নেঃ 'বাগধিষ্ঠাত্রীদেবতায়াঃ বহ্নেশ্চ) সপ্ত ধাতবঃ (তস্য রসরক্তমাংসমেদোঽস্থিমজ্জশুক্র-রূপাঃ সপ্ত ধাতবঃ) ছন্দসাং (গায়ত্র্যুষ্ণিগনুষ্টুপ্‌বৃহতীপংক্তিপ্রভৃতীনাং সপ্তচ্ছন্দসাং) জিহ্বা (তস্য রসনা) হব্যকব্যামৃতান্নানাং (হব্যং দেবানামন্নং কব্যং পিতৄণামন্নম্ অমৃতং তদুভয়শেষো মনুষ্যাণামন্নং তানি তেষাং দেবপিতৃমনুষ্যাণামন্নানাং) সর্ব্বরসস্য চ (মধুরাদিষড়্‌বিধরসানাং চকারাৎ রসাধিষ্ঠাত্রী-দেবতায়াঃ বরুণস্য চ) ক্ষেত্রং (উৎপত্তিস্থানম্) ॥ ১

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ। সেই বিরাট্‌পুরুষের মুখ সর্ব্বজীবের বাগিন্দ্রিয় এবং বাগধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহ্নির উৎপত্তি স্থান, তাঁহার রসরক্তাদি সপ্ত ধাতু, গায়ত্র্যাদি সপ্ত ছন্দের উৎপত্তি-স্থান এবং তাঁহার রসনা হব্য, কব্য ও অমৃত নামক দেবলোক, পিতৃলোক এবং মনুষ্যলোকের অন্ন, মধুরাদি ছয় প্রকার রস ও রসাধিষ্ঠাত্রী দেবতা বরুণের উৎপত্তিস্থান ॥ ১

শ্রীধরটীকা।—ষষ্ঠে বিরাড্‌বিভূতিশ্চ প্রোক্তাধ্যাত্মাদিভেদতঃ।
দৃঢ়ীকৃতঞ্চ পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং পুরুষসূক্ততঃ ॥

ইদানীং বৈরাজস্য বিভূতিঃ সপ্রপঞ্চমনুবর্ণ্যতে। বাচামস্মদাদিবাগিন্দ্রিয়াণাং তদধিষ্ঠাতুর্ব্বহ্নেশ্চ তস্য মুখং ক্ষেত্রমুৎপত্তিস্থানম্। ছন্দসাং গায়ত্র্যাদীনাং সপ্তানাং তস্য ধাতবঃ ত্বগাদয়ঃ ক্ষেত্রম্। হব্যং দেবানামন্নং, কব্যং পিতৄণামন্নম্, অমৃতং তদুভয়শেষো মনুষ্যাণাং, তেষামন্নানাং, সর্ব্বরসস্য চ মধুরাদেঃ ষড়্‌বিধস্য চকারাদস্মদাদিরসনেন্দ্রিয়স্য তদধিষ্ঠাতুর্ব্বরুণস্য চ, এতস্য জিহ্বা ক্ষেত্রম্। এবং সর্ব্বত্রানুক্ত-মূহ্যেয়ম্ ॥ ১

অন্বয়ঃ।—তন্নাসে (তস্য বিরাড্‌রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ নাসারন্ধ্রে) সর্ব্বাসূনাং চ (সর্ব্বজীবানাং

রূপাণাং তেজসাং চক্ষুর্দিবঃ সূর্য্যস্য চাক্ষিণী ।
কর্ণৌ দিশাঞ্চ তীর্থানাং শ্রোত্রমাকাশশব্দয়োঃ ॥ ৩ ॥
তদ্গাত্রং বস্তুসারাণাং সৌভগস্য চ ভাজনম্ ।
ত্বগস্য স্পর্শবায়োশ্চ সর্বমেধস্য চৈব হি ॥ ৪ ॥

প্রাণানাং) বায়োশ্চ (তদধিষ্ঠাত্রীদেবতায়াঃ বায়োঃ মহাবায়োশ্চ) পবমায়নে (উত্তমক্ষেত্রে) [উৎপত্তি-স্থানমিত্যর্থঃ] ঘ্রাণঃ (তস্য ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) ওষধীনাং (ব্রীহ্যাদীনাং ফলপাকান্তানাম ওষধিজাতীয়ানাং) অশ্বিনোঃ (তদধিষ্ঠাত্রীদেবতয়োঃ অশ্বিনীকুমারয়োঃ) মোদপ্রমোদয়োঃ (সামান্যবিশেষগন্ধয়োঃ) [উৎপত্তিস্থানমিতি শেষঃ] ॥ ২

মূলানুবাদ ।—সেই বিরাট্‌পুরুষের নাসারন্ধ্র সর্ব্বজীবের প্রাণ এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু ও মহাবায়ুর উৎপত্তি স্থান, তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয় সর্ব্ববিধ ওষধি ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের ও সর্ব্ববিধ গন্ধের উৎপত্তিস্থান ॥ ২

শ্রীধরটীকা ।—সর্ব্বাসূনাম্ অস্মদাদিপ্রাণানাং তস্য নাসে নাসারন্ধ্রে পবমায়নে উত্তমক্ষেত্রে। মোদপ্রমোদয়োশ্চ সামান্যবিশেষগন্ধয়োর্ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং পবমায়নম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ ।—চক্ষুঃ (তস্য বিরাড্‌রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ দর্শনেন্দ্রিয়ং) রূপাণাং (জাগতিকবস্তূনাং রূপাণাং) তেজসাং (রূপাশ্রয়তেজসাঞ্চ) [উৎপত্তিস্থানং] অক্ষিণী (তস্য নেত্রগোলকে) সূর্য্যস্য দিবঃ (সূর্য্যমণ্ডলাশ্রয়স্য স্বর্গস্য চ) [উৎপত্তিস্থানং] কর্ণৌ (তস্য আগমানাং শ্রোত্রাধিষ্ঠানে) দিশাং তীর্থানাং (আগমানাম্ উৎপত্তিস্থানং) শ্রোত্রং (শ্রবণেন্দ্রিয়ং) আকাশশব্দয়োঃ (আকাশস্য তদ্গুণস্য শব্দস্য চ উৎপত্তিস্থানমিতি শেষঃ) ॥ ৩

মূলানুবাদ ।—সেই বিরাট্‌পুরুষের চক্ষুরিন্দ্রিয় জাগতিক সমস্ত বস্তুর রূপ এবং রূপের আশ্রয় তেজের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার নয়নগোলক সূর্য্য ও সূর্য্যমণ্ডলের উৎপত্তিস্থান এবং তাঁহার কর্ণ, দিক্ ও আগমের এবং কর্ণেন্দ্রিয় আকাশ এবং আকাশের গুণ শব্দের উৎপত্তিস্থান ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—রূপাণাং তেজসাং রূপপ্রকাশকানাঞ্চ চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্। অক্ষিণী নেত্রগোলকে সর্ব্বত্র ষষ্ঠ্যন্তানাং প্রথমান্তং ক্ষেত্রং দ্রষ্টব্যম্। কর্ণৌ শ্রোত্রাধিষ্ঠানে। শ্রোত্রমিন্দ্রিয়ম্ ॥ ৩

অন্বয়ঃ ।—তদ্গাত্রং (তস্য বিরাড্‌রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ শরীরং) বস্তুসারাণাং (বস্তূনাং যে সারাংশাস্তেষাং) সৌভগস্য (সর্ব্বসৌন্দর্য্যস্য চ) ভাজনং (স্থানং) অস্য (বিরাড্‌রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ) ত্বক্ স্পর্শবায়োশ্চ (স্পর্শস্য বায়োশ্চ) সর্ব্বমেধস্য চৈব হি (সর্ব্বস্য যজ্ঞস্য চ স্থানমিতি শেষঃ) ॥ ৪

মূলানুবাদ ।—সেই বিরাট্‌পুরুষের গাত্র সর্ব্ববস্তুর সারাংশ ও সৌন্দর্য্যের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার ত্বক্, স্পর্শ, বায়ু এবং সর্ব্ববিধ যজ্ঞের উৎপত্তিস্থান ॥ ৪

শ্রীধরটীকা ।—তস্য গাত্রং শরীরং বস্তূনাং যে সারাংশাস্তেষাং ভাজনং স্থানম্। অস্য ত্বক্ স্পর্শস্য বায়োশ্চেত্যর্থঃ। সর্ব্বস্য মেধস্য যজ্ঞস্য ॥ ৪

বোমাণ্যুদ্ভিজ্জজাতীনাং যৈর্বা যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ।
কেশশ্মশ্রুনখান্যস্য শিলালোহাভ্রবিদ্যুতাম্ ॥ ৫ ॥
বাহবো লোকপালানাং প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাম্ ৬ ॥
বিক্রমো ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ ক্ষেমস্য শরণস্য চ।
সর্ব্বকামবরস্যাপি হরেশ্চরণ আস্পদম্ ॥ ৭ ॥
অপাং বীর্য্যস্য সর্গস্য পর্জ্জন্যস্য প্রজাপতেঃ।
পুংসঃ শিশ্ন উপস্থস্তু প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ।—বোমাণি (তস্য বিরাড্রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ লোমানি) যৈর্ব্বা (যৈরেব বৃক্ষৈঃ) যজ্ঞস্তু সম্ভৃতঃ (যজ্ঞঃ সম্যক্ সাধিতঃ) [তেষাং] উদ্ভিজ্জজাতীনাং (বৃক্ষাণাং) অস্য (বিরাড্রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ) কেশশ্মশ্রুনখানি শিলালোহাভ্রবিদ্যুতাং (শিলালোহমেঘবিদ্যুতাং ক্ষেত্রমিতি শেষঃ) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—সেই বিরাট্‌পুরুষের লোমরাজি যজ্ঞীয় বৃক্ষসমূহের উৎপত্তিস্থান, তাঁহার কেশ, শ্মশ্রু ও নখ শিলা, লৌহ, মেঘ ও বিদ্যুতের উৎপত্তিস্থান ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—উদ্ভিজ্জজাতীনাং সর্ব্ববৃক্ষাণাম্। যৈর্ব্বৈর্যজ্ঞঃ সম্যক্ সাধিতস্তেষামেব বা। কেশা মেঘানাং ক্ষেত্রং পূর্ব্বং তথোক্তেঃ শ্মশ্রূণি বিদ্যুতাম্। পাদকরনখানি শিলালোহানামিতি সাদৃশ্যাদূহ্যম্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—বাহবঃ (তস্য বিরাড্রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ বাহবঃ) প্রায়শঃ ক্ষেমকর্ম্মণাং (পালনকর্ত্তৃণাং) লোকপালানাং (লোকেশ্বরাণাং) [ক্ষেত্রমিতি শেষঃ] ॥ ৬

মূলানুবাদ।—সেই বিরাট্‌পুরুষের বাহু হইতে সর্ব্বপালক লোকপালগণের উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—ক্ষেত্রকর্ম্মণাং পালনকর্ত্তৃণাম্ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—বিক্রমঃ (তস্য বিরাড্রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ পাদন্যাসঃ) ভূর্ভুবঃ স্বশ্চ (ভূর্ভুবঃ স্ব ইতি) [লোকত্রয়াণাং] ক্ষেমস্য (কল্যাণস্য) শরণস্য (রক্ষকবস্তুনঃ) হরেঃ (তস্যৈব শ্রীভগবতঃ) চরণঃ সর্ব্বকামবরস্যাপি (সর্ব্বেষাং কামানাং বরস্য চ) আস্পদং (স্থানম্) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—সেই বিরাট্‌পুরুষের পাদন্যাস হইতে ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই ত্রিলোক ও সর্ব্ববিধ রক্ষক বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে, তাঁহার চরণ সর্ব্ববিধ কাম্যবস্তু এবং তাহার অর্জ্জন রক্ষাদির আস্পদ ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—বিক্রমঃ পাদন্যাসঃ ভূরাদিলোকানাম্ আস্পদমাশ্রয়ঃ। ভূরাদিশব্দানামব্যয়ত্বাৎ ষষ্ঠ্যা লুক্। ক্ষেমো লব্ধরক্ষণম্। শরণং ভয়াৎ রক্ষণং সর্ব্বেষাং কামানাং বরস্য বরণস্যাপি হরেরঙ্ঘ্রিরাস্পদম্ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—পুংসঃ (বিরাট্‌পুরুষস্য) শিশ্নঃ (লিঙ্গং) অপাং (জলানাং) বীর্য্যস্য (শুক্রস্য) সর্গস্য (লোকসৃষ্টেঃ) পর্জ্জন্যস্য (মেঘস্য) প্রজাপতেঃ চ [আস্পদং] উপস্থঃ তু (বিরাট্‌পুরুষস্য জননে-

পায়ুর্যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য নারদ ।
হিংসায়া নির্ঋতের্মৃত্যোর্নিরয়স্য গুদং স্মৃতম্ ॥ ৯ ॥
পরাভূতেরধর্ম্মস্য তমসশ্চাপি পশ্চিমঃ ।
নাড্যো নদনদীনাঞ্চ গোত্রাণামস্থিসংহতিঃ ॥ ১০ ॥
অব্যক্তরসসিন্ধূনাং ভূতানাং নিধনস্য চ ।
উদরং বিদিতং পুংসো হৃদয়ং মনসঃ পদম্ ॥ ১১ ॥

দ্রিয়ং, প্রজাত্যানন্দনির্বৃতেঃ (প্রজাত্যানন্দেন সন্তানার্থসংপ্রযোগেন নির্বৃতিঃ তাপহানিঃ তস্যাঃ আস্পদমিতি শেষঃ) ॥ ৮

মূলানুবাদ ঃ—সেই বিরাট্ পুরুষের লিঙ্গ হইতে জল, শুক্র, লোকসৃষ্টি, মেঘ ও প্রজাপতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাঁহার জননেন্দ্রিয় সন্তানার্থ মৈথুনজনিত আনন্দের উৎপত্তিস্থান ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ঃ—বীর্য্যস্য শুক্রস্য শিশ্নোঽধিষ্ঠানম্ উপস্থমিন্দ্রিয়ং, প্রজাত্যানন্দঃ সন্তানার্থং সম্ভোগঃ তেন যা নির্ব্বৃতিস্তাপহানিস্তস্যাঃ ॥ ৮

অন্বয়ঃ ঃ—(হে) নারদ ! পায়ুঃ (তস্য বিরাট্ পুরুষস্য গুহ্যেন্দ্রিয়ং) যমস্য মিত্রস্য পরিমোক্ষস্য (মলত্যাগস্য চ) [আস্পদং] গুদং (তস্য বিরাট্ পুরুষস্য গুহ্যং স্থানং) হিংসায়াঃ নির্ঋতেঃ (অলক্ষ্ম্যাঃ) মৃত্যোঃ (মরণস্য) নিরয়স্য (নরকস্য চ) স্মৃতং (আস্পদং স্মৃতং [তত্ত্ববেদিভিরিতি শেষঃ] ॥৯

মূলানুবাদ ঃ—হে নারদ ! বিরাট্ পুরুষের গুহ্যেন্দ্রিয় হইতে যম, মিত্র এবং মলত্যাগ সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার গুহ্যদেশ হিংসা, অলক্ষ্মী, মরণ এবং নরকের আস্পদ ॥ ৯

শ্রীধরটীকা ঃ—পরিমোক্ষস্য মলত্যাগস্য। পায়ুরিন্দ্রিয়ম্। গুদং স্থানম্। নির্ঋতেরলক্ষ্ম্যাঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ ঃ—পশ্চিমঃ (তস্য বিরাট্ পুরুষস্য পৃষ্ঠভাগঃ) পরাভূতেঃ (পরাভবস্য) অধর্ম্মস্য (পাপস্য) তমসঃ (অজ্ঞানস্য চ, নাড্যঃ (তস্য বিরাট্ পুরুষস্য নাড়ীসমূহঃ) নদনদীনাম্ অস্থিসংহতিঃ (তস্য বিরাট্ পুরুষস্য অস্থিসমূহঃ) গোত্রাণাং (পর্ব্বতানাম্) [আস্পদমিতি শেষঃ] ॥ ১০

মূলানুবাদ ঃ—সেই বিরাট্পুরুষের পৃষ্ঠভাগ পরাভব, অধর্ম্ম এবং অজ্ঞানের উৎপত্তিস্থান। তাঁহার নাড়ীসমূহ নদনদীর এবং অস্থিসমূহ পর্ব্বতের উৎপত্তিস্থান ॥ ১০

শ্রীধরটীকা ঃ—তমসোঽজ্ঞানস্য, পশ্চিমঃ পৃষ্ঠভাগঃ। গোত্রাণাং গিরীণাম্ অস্থিসংঘাতঃ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—পুংসঃ (বিরাট্পুরুষস্য) উদরম্ অব্যক্তরসসিন্ধূনাং (অব্যক্তং প্রধানং রসং অন্নাদিসারঃ সিন্ধবঃ সমুদ্রাশ্চ তেষাং) ভূতানাং নিধনস্য (প্রাণিমাত্রলয়স্য চ) [আস্পদং,] হৃদয়ং (তস্য বিরাট্ পুরুষস্য হৃদয়ং) মনসঃ (অস্মদাদিলিঙ্গশরীরস্য) পদং (স্থানং) বিদিতং [তত্ত্ববেদিভিরিতি শেষঃ] ॥ ১১

মূলানুবাদ ঃ--সেই বিরাট্পুরুষের উদর অন্নাদির রস, সমুদ্র এবং প্রাণিমাত্রের নিধনের আস্পদ। তাঁহার হৃদয় হইতে সর্ব্বজীবের লিঙ্গশরীর উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১১

শ্রীধরটীকা ঃ—অব্যক্তং প্রধানং, রসঃ অন্নাদিসারঃ, সিন্ধবঃ সমুদ্রাঃ তেষাম্। নিধনস্য লয়স্য। উদরং পদং স্থানং বিদিতং জ্ঞানিভিঃ। মনসঃ অস্মদাদিলিঙ্গশরীরস্য ॥ ১১

ধর্ম্মস্য মম তুভ্যঞ্চ কুমারাণাং ভবস্য চ।
বিজ্ঞানস্য চ সত্ত্বস্য পরস্যাত্মা পরায়ণম্ ॥ ১২ ॥
অহং ভবান্ ভবশ্চৈব ত ইমে মুনয়োঽগ্রজাঃ।
সুরাসুরনরা নাগাঃ খগা মৃগসরীসৃপাঃ ॥ ১৩ ॥
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো যক্ষা রক্ষোভূতগণোরগাঃ।
পশবঃ পিতরঃ সিদ্ধা বিদ্যাধ্রাশ্চারণা দ্রুমাঃ ॥ ১৪ ॥
অন্যে চ বিবিধা জীবা জলস্থলনভৌকসঃ।
গ্রহর্ক্ষকেতবস্তারাস্তড়িতস্তনয়িত্নবঃ ॥ ১৫ ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ।
তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—পরস্য (বিরাট্‌পুরুষস্য) আত্মা (চিত্তং) ধর্ম্মস্য মম তুভ্যং চ (তব) কুমারাণাং (সনকসনন্দনসনৎকুমারসনাতনানাং) ভবস্য (শ্রীরুদ্রস্য) বিজ্ঞানস্য (বুদ্ধেঃ) সত্ত্বস্য (অস্মদাদি-চিত্তস্য চ) পরায়ণং (স্থানম্) অহং (ব্রহ্মা) ভবান্ (নারদঃ) ভবশ্চৈব (শ্রীশঙ্করঃ) তে (তব) অগ্রজাঃ (জ্যেষ্ঠভ্রাতরঃ) ইমে মুনয়ঃ (সনকাদয়ঃ মরীচ্যাদয়শ্চ) সুরাসুরনরাঃ (দেবাঃ অসুরাঃ মনুষ্যাশ্চ) নাগাঃ (পাতালাদিবাসিনঃ) খগাঃ (পক্ষিণঃ) মৃগসরীসৃপাঃ (পশবঃ সর্পজাতীয়াশ্চ) গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ (গন্ধর্ব্বাঃ অপ্সরসশ্চ) যক্ষাঃ (দেবযোনিবিশেষাঃ) রক্ষোভূত-গণোরগাঃ (রাক্ষসাঃ পিশাচাঃ সর্পজাতীয়বিশেষাঃ) পশবঃ পিতরঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ পিতরঃ) সিদ্ধাঃ বিদ্যাধ্রাঃ চারণাঃ (তত্তন্নামকা উপদেবাঃ) দ্রুমাঃ (বৃক্ষাঃ) অন্যে চ (পূর্ব্বোক্তেভ্য ইতরে) জলস্থল-নভৌকসঃ (জলস্থলবিমানচরাঃ) বিবিধাঃ (নানাজাতীয়াঃ) জীবাঃ গ্রহর্ক্ষকেতবঃ (গ্রহনক্ষত্র-কেতবঃ) তারাঃ (তারকাঃ) তড়িতঃ (বিদ্যুতঃ) স্তনয়িত্নবঃ (মেঘাঃ) ইদং (পূর্ব্বোক্তং সর্ব্বং বস্তু) ভূতং (অতীতং) ভব্যং (ভবিষ্যং) ভবৎ (বর্ত্তমানঞ্চ) যৎ সর্ব্বং (কিঞ্চন বস্তু তৎ সর্ব্বমেব) পুরুষ এব (শ্রীভগবতঃ ন পৃথক্) তেন (পুরুষেণ) ইদং বিশ্বং (জগৎ) আবৃতং বিতস্তিমধি (দশাঙ্গুলমধিকং ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি ॥ ১২—১৬

মূলানুবাদ।—সেই বিরাট্ পুরুষের চিত্ত হইতে ধর্ম্মের, আমার, তোমার, সনক-সনন্দনাদি কুমার ঋষিগণের, রুদ্রের এবং সর্ব্বজীবের চিত্তের উৎপত্তি হইয়াছে। হে নারদ! আমি, তুমি, রুদ্র, তোমার অগ্রজ সনক-সনন্দনাদি এবং মরীচ্যাদি ঋষিবৃন্দ, দেব, অসুর, মনুষ্য, নাগ, পক্ষী, মৃগ, সরীসৃপ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, উরগ, পিতৃগণ, সিদ্ধগণ, বিদ্যাধর, চারণ, বৃক্ষগণ, ইহা ছাড়াও নানাজাতীয় জলচর, স্থলচর, খেচর প্রভৃতি প্রাণিবৃন্দ, গ্রহ, নক্ষত্র, কেতু, তারকা, বিদ্যুৎ,

স্বধিষ্ণ্যং প্রতপন্ প্রাণো বহিশ্চ প্রতপত্যসৌ।
এবং বিরাজং প্রতপংস্তপত্যন্তর্ব্বহিঃ পুমান্ ॥ ১৭ ॥
সোঽমৃতস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ।
মহিমৈষ ততো ব্রহ্মন্ পুরুষস্য দুরত্যয়ঃ ॥ ১৮ ॥

মেঘ প্রভৃতি সমস্ত বস্তু, এমন কি ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহার কিছুই পুরুষ হইতে পৃথক্ পদার্থ নহে। সেই পুরুষ এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী এবং তিনি সকলের উপরে দশাঙ্গুল পরিমিত স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত ॥ ১২—১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—তুভ্যং তব। কুমারাণাং সনকাদীনাম্। ভবস্য শ্রীরুদ্রস্য। আত্মা চিত্তং পরমম্ অয়নম্ ॥ ১২ ॥ এবং তাবৎ পরমেশ্বরাজ্জাতং বিশ্বং ততো ন ভিন্নং, যথা কুণ্ডলং সুবর্ণান্ন পৃথক্ স তু সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বপ্রকাশকো নিত্যমুক্ত ইত্যর্থাদুক্তং ভবতি। এতদেব পুরুষসূক্তার্থকথনেন দ্রঢয়তি—তত্র সহস্রশীর্ষা ইত্যর্দ্ধর্চস্য 'ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ' ইত্যাদেশ্চ শ্লকৃত্রয়স্যার্থঃ পূর্ব্বাধ্যায় এব দর্শিতঃ। 'পুরুষ এবেদং সর্ব্ব" মিত্যস্যার্থং দর্শয়তি অহং ভবানিতি সার্দ্ধত্রিভিঃ। তে তব অগ্রজা ইমে সনকাদয়ো মরীচ্যাদয়শ্চ ॥ ১৩।১৪ ॥ জলঞ্চ স্থলঞ্চ নভশ্চ ওকাংসি যেষাং তে। নভৌকস ইতি সন্ধিরার্ষঃ ॥ ১৫ ॥ সর্ব্বং পুরুষং এব, ন ততঃ পৃথগিত্যর্থঃ। প্রপঞ্চেন তস্যাপরিচ্ছেদং বক্তুং স ভূমিমিত্যস্যার্থমাহ। তেন পুরুষেণ। বিশ্বমিতি ভূমিপদস্যার্থঃ। বিতস্তিমিতি দশাঙ্গুলপদস্য। অধীতি অতিশব্দস্য। আবৃতমিতি বৃত্বেত্যস্য। স চ বিতস্তিমধিকং ব্যাপ্য তিষ্ঠতীতি আধিক্যমাত্রং বিবক্ষিতং, ন প্রমাণম অনুপযোগাদপরিচ্ছিন্নত্বাচ্চ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—অসৌ প্রাণঃ (যথা সূর্য্যঃ) স্বধিষ্ণ্যং (নিজমণ্ডলং) প্রতপন্ (প্রকাশয়ন্) বহিঃ চ (মণ্ডলাৎ বহিশ্চ) প্রতপতি (প্রকাশয়তি) এবং (তথা) পুমান্ (শ্রীভগবান্) বিরাজং (বিরাড্দেহং) প্রতপন্ (প্রকাশয়ন্) অন্তর্ব্বহিশ্চ (ব্রহ্মাণ্ডমন্তর্ব্বহিশ্চ) তপতি (প্রকাশয়তি) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—সূর্য্য যেমন নিজ মণ্ডল প্রকাশিত করিয়া মণ্ডলের বাহিরের স্থানও আলোকিত করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও অন্তর্য্যামিরূপে বিরাড্দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহের অন্তরে ও বাহিরে থাকিয়া সর্ব্বত্র চেতনা সঞ্চার করেন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—এতৎ সদৃষ্টান্তমাহ। অসৌ প্রাণ আদিত্যঃ। 'প্রাণো বা এষ আদিত্য' ইতি শ্রুতেঃ। স্বধিষ্ণ্যং মণ্ডলং প্রকাশয়ন্ যথা বহিশ্চ প্রকাশয়তি, এবং বিরাড্দেহং প্রকাশয়ন্ ব্রহ্মাণ্ডমন্তর্ব্বহিশ্চ প্রকাশয়তি ॥ ১৭

অন্বয়ঃ।—সঃ (পরমেশ্বরঃ) যৎ (যস্মাৎ) মর্ত্ত্যং (মরণধর্ম্মং অনিত্যমিত্যর্থঃ) অন্নং (কর্ম্মফলং) [ত্রিলোক্যাদিরূপং] অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) ততঃ [স ন কেবলং সর্ব্বাত্মকঃ কিন্তু] অভয়স্য (ক্ষয়-

পাদেষু সর্ব্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্দ্ধসু ॥ ১৯ ॥
পাদস্ত্রয়ো বহিশ্চাসন্নপ্রজানাং য আশ্রমাঃ।
অন্তস্ত্রিলোক্যাস্ত্বপরো গৃহমেধো বৃহদ্‌ব্রতঃ ॥ ২০ ॥

ব্যাধিভয়রহিতস্য) অমৃতস্য (নিজানন্দস্যাপি) ঈশঃ (ঈশ্বরঃ) [ভোক্তেত্যর্থঃ] ব্রহ্মন্ (হে নারদ।) পুরুষস্য (পরমপুরুষস্য শ্রীভগবতঃ) এষ মহিমা (প্রপঞ্চাত্মকত্বাপি অমৃতত্বৈশ্বর্য্যাদিরূপং মাহাত্ম্যং) দুরত্যয়ঃ (কেনচিন্মনসাপি চিন্তয়িতুমশক্যঃ) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ ।—সেই পরমেশ্বর কর্ম্মফলের [জন্মমরণাদির] অতীত এবং অক্ষয় অব্যয় পরমানন্দভোক্তা। হে নারদ। তিনি প্রপঞ্চাত্মক হইয়াও প্রপঞ্চধর্ম্মাতীত এই তাঁহার অপার মহিমা ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—নিত্যমুক্তত্বং দর্শয়িতুম্ উতামৃতত্বস্যেত্যস্যার্থমাহ—স ইতি। অভয়স্যেতি মন্ত্রগতামৃতপদব্যাখ্যা। অন্নেনেতি পদং বিভক্তিব্যত্যয়েন ব্যাচষ্টে। মর্ত্ত্যং মরণধর্ম্মকম্ অন্নং কর্ম্মফলং তস্মাদত্যাগাৎ অতিক্রান্তবান্। অতো ন কেবলং সর্ব্বাত্মকঃ কিন্তু অমৃতত্বস্য নিজানন্দস্যাপীশ্বর ইত্যর্থঃ। নন্থু প্রপঞ্চাত্মকস্য কুতো নিত্যমুক্তত্বম্ ইত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারায় এতাবানস্যেত্যস্যার্থমাহ—মহিমেতি। প্রপঞ্চাত্মকস্যাপ্যমৃতেশত্বমিত্যেষ মহিমা দুরত্যয়ঃ অপারঃ প্রপঞ্চানভিভূতত্বাদিতি ভাবঃ। মন্ত্রে চ এতাবানস্য মহিমা বিভূতিঃ স তু জ্যায়ান্ মহত্তর ইতি বদতায়মেবার্থ উক্তঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—স্থিতিপদঃ (তিষ্ঠন্তি ভূতানি অত্র ইতি স্থিতয়ঃ ভূরাদিলোকাঃ পাদা ইব পাদাঃ অংশা যস্য তস্য সর্ব্বভুবনৈকনিলয়স্যেত্যর্থঃ) পুংসঃ পাদেষু (অংশভূতেষু লোকেষু) সর্ব্বভূতানি (সর্ব্বান্ জীবান্) বিদুঃ (স তু পুরুষঃ ত্রিমূর্দ্ধ্নঃ ত্রয়াণাং লোকানাং মূর্দ্ধা মহর্লোকঃ তস্য মূর্দ্ধানঃ তদুপরিলোকাঃ তেষু) ত্রিমূর্দ্ধঃ মূর্দ্ধসু (জনতপঃসত্যলোকেষু যথাক্রমং জনলোকে) অমৃতম্ (অবিনাশি সুখং) [তপোলোকে] ক্ষেমং (দুঃখলেশসম্পর্কশূন্যং সুখং) [সত্যলোকে তু] অভয়ং (মোক্ষসুখং) অধায়ি (নিহিতং) [ত্রিলোকে তু নশ্বরসুখং নিহিতমিতি ভাবঃ] ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ ।- সর্ব্বভুবনৈকনিলয় শ্রীভগবানের একপাদে ভূঃ ভুবঃ প্রভৃতি লোক ও জীবসমূহ অবস্থিত। তিনি মহর্লোকের উপরিতন জন, তপ ও সত্য লোকে যথাক্রমে অমৃত, অভয় এবং মোক্ষসুখ নিহিত রাখিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদেবমীশ্বরো নিত্যমুক্ত ইত্যুক্তং তদাশ্রিতানাং ভূতানাং বন্ধমোক্ষৌ ব্যবস্থেতি দর্শয়ন্ পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীত্যস্যার্থমাহ—পাদেষিতি। তিষ্ঠন্ত্যত্রেতি স্থিতয়ো ভূরাদিলোকাঃ তে পাদা ইব পাদা অংশা যস্য স স্থিতিপাৎ তস্য স্থিতিপদঃ পাদেষু অংশভূতেষু লোকেষু সর্ব্বান্ জীবান্ বিদুঃ, মন্ত্রে তু পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানীতি সামানাধিকরণ্যমধিষ্ঠানাধিষ্ঠেয়াভেদবিবক্ষয়া। পাদ ইত্যেক-

সৃতী বিচক্রমে বিশ্বঙ্‌ সাশনানশনে উভে।
যদবিদ্যা চ বিদ্যা চ পুরুষস্তূভয়াশ্রয়ঃ॥ ২১॥

বচনঞ্চ সামান্যাভিপ্রায়েণেতি। ব্যাখ্যাতং ভবতি। ভূতেষু বলবৈচিত্র্যং দর্শয়ন্ ত্রিপাদস্যামৃতং দিবীত্য-স্যার্থমাহ। অস্যেশ্বরস্য সম্বন্ধি ত্রিপাদমৃতং নিত্যসুখং দিবি উর্দ্ধলোকেষু ন ত্রিলোক্যামিত্যর্থঃ। তদেব ত্রিপাচ্ছব্দেনোক্তং ত্রৈবিধ্যং দর্শয়ন্নাহ। ত্রয়াণাং লোকানাং মূর্দ্ধা মহর্লোকস্তস্য মূর্দ্ধানস্তপবিতনলোকা-স্তেষু ত্রিষু যথাক্রমম্ অমৃতাদিকম্ অধাবি নিহিতম্। তত্র ত্রিলোক্যাং নশ্বরমেব সুখম্। মহর্লোকস্য ক্রমমুক্তিস্থানত্বেঽপি কল্পান্তে তত্রত্যানাং স্থানত্যাগান্নাবিনাশি সুখম্। জনলোকে তু অমৃতমবিনাশি সুখং যাবজ্জীবং ম্বস্থানাপবিত্যাগাৎ। কিন্তু মহর্লোকবাসিনাং কল্পান্তে ত্রিলোকদাহোষ্মপীড়িতানাং তদা তত্র গমনাদক্ষেমদর্শনমস্তি, তপোলোকে তস্যাভাবাৎ ক্ষেমমেব। বক্ষ্যতি হি—"ত্রিলোক্যাং দহ্যমানায়াং শক্ত্যা সঙ্কর্ষণাগ্নিনা। যান্ত্যূষ্মণা মহর্লোকাজ্জনং ভৃগ্বাদয়োঽর্দ্দিতাঃ" ইতি। সত্যলোকে ত্বভয়ং মোক্ষঃ তৎপ্রত্যাসত্তেঃ॥ ১৯॥

অন্বয়ঃ।—যে অপ্রজানাং (ন প্রজায়ন্তে পুত্রাদিরূপেণেত্যপ্রজাঃ ব্রহ্মচারিবানপ্রস্থযতয়ঃ তেষাং) আশ্রমাঃ (প্রাপ্যা লোকাঃ), [শ্রীভগবতঃ তে] ত্রয়ঃ পাদাঃ বহিঃ (ত্রিলোক্যাঃ বহিঃ) আসন্ (বিরাজিতাঃ) অপরঃ (চতুর্থঃ পাদস্তু) ত্রিলোক্যাঃ অন্তঃ (মধ্য এব) [বর্ত্ততে স তু] অবৃহদ্‌ব্রতঃ (ব্রহ্মচর্য্যাদিরহিতঃ) গৃহমেধঃ (গৃহস্থ তৎপ্রাপ্যঃ)॥ ২০॥

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ এবং সন্ন্যাসাশ্রমী ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণই ত্রিলোকের বহিঃ-স্থিত শ্রীভগবানের ত্রিপাদ বিভূতির পরমানন্দ উপভোগ করিবার যোগ্যতা লাভ করেন। সংসারাসক্ত ব্যক্তিগণ ত্রিলোকমধ্যস্থ একপাদ বিভূতির অধিকারী॥ ২০॥

শ্রীধরটীকা।—এতদেব বৈচিত্র্যমবিবারিভেদেনোপপাদয়ন্ ত্রিপাদূর্দ্ধ ইত্যস্যার্থমাহ। ন প্রজায়ন্তে পুত্রাদিরূপেণেত্যপ্রজাঃ নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিবনস্থযতনঃ। তেষামাশ্রমাস্ত্রিলোক্যা বহিরাসন্। গৃহমেধো গৃহস্থস্তুঃ। যস্মাৎ অবৃহদ্‌ব্রতঃ ব্রহ্মচর্য্যব্রতরহিতঃ॥ ২০॥

অন্বয়ঃ।—বিষঙ্ (বিশ্বব্যাপী) পুরুষঃ (পুরুষোত্তমঃ) সাশনানশনে (ভোগাপবর্গরূপে) উভে সৃতী (প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চে) বিচক্রমে (আক্রম্য স্থিতঃ) যৎ (যয়োঃ সৃত্যোঃ) অবিদ্যা (মায়া) বিদ্যা চ (চিচ্ছক্তিশ্চ, [আশ্রয়ঃ] পুরুষঃ তু (পুরুষোত্তমঃ শ্রীভগবাংস্তু) উভয়াশ্রয়ঃ (তয়োর্দ্দ্বয়োরপ্যাশ্রয়ঃ)॥ ২১॥

মূলানুবাদ।—বিশ্বব্যাপী পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ জীবের অবিদ্যা ও বিদ্যা নিমিত্তক ভোগ ও অপবর্গপথের অতীত এবং স্বয়ং তাহার আশ্রয়॥ ২১॥

শ্রীধরটীকা।—অবস্থাবিবারভেদঃ একস্যৈবাবস্থাভেদেন, নত্বত্যন্তভিন্নবিষয় ইতি দর্শয়ন্ ততো বিষঙ্ ইত্যস্যার্থমাহ। বিবিধং সম্যক্ অঞ্চতীতি বিষঙ্ পুরুষঃ ক্ষেত্রজ্ঞঃ, সৃতী মার্গৌ দক্ষিণোত্তরৌ বিচক্রমে চলতি স্ম। কথম্ভূতে সৃতী? সাশনানশনে ভোগাপবর্গপ্রাপ্তিসাধনভূতে। তত্র হেতুত্বেন পুনর্বিশেষণং যদ্যতঃ অবিদ্যা কর্ম্মরূপা একা। বিদ্যা চ তৎসাধনোপাসনারূপান্যা॥ ২১॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—দেবর্ষি নারদের প্রশ্নানুসারে ব্রহ্মা পূর্ব্বাধ্যায়ে মায়াশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্ হইতে সমষ্টি ও ব্যষ্টি বিরাট্ পুরুষের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে অক্রূরকৃত শ্রীভগবৎস্তুতিতে দেখা যায় "ভূস্তোযমগ্নিঃ পবনঃ খমাদির্মহানজাদির্মন ইন্দ্রিয়াণি। সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থা বিবুধাশ্চ সর্ব্বে যে হেতবস্তে জগতোঽঙ্গভূতাঃ॥" পৃথিবী, জল, অগ্নি প্রভৃতি বিরাট্পুরুষের সমস্ত অঙ্গই শ্রীভগবানের অঙ্গ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে। এই সমস্ত তত্ত্ব ভাল করিয়া প্রকাশ করিবার জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যায়ে সামান্যতঃ বিরাট্সৃষ্টির কথা বলিয়া এই অধ্যায়ে শ্রীভগবানের কোন্ অঙ্গ হইতে বিরাট্ পুরুষের কোন্ অঙ্গ সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই বিশেষভাবে বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, এ অধ্যায়ে বিরাট্ পুরুষের কোন্ অঙ্গ হইতে আমাদের কোন্ অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে আপাততঃ মতদ্বৈধ বোধ হইলেও কোনও বিরোধ নাই, কারণ শ্রীধরস্বামিপাদ সমষ্টি হইতে ব্যষ্টির এবং বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীভগবান্ হইতে সমষ্টি বিরাটের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়াছেন। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে পরতত্ত্ব শ্রীভগবান্ সচ্চিদানন্দ-ঘনমূর্ত্তি, সুতরাং সাকার। তাঁহারই সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহের অনুকরণে মায়িক দেহাদির প্রকাশ হইয়া থাকে। যাহা কারণে নাই—তাহা কার্য্যে প্রকাশ হয় না, এ যুক্তি সকলেরই স্বীকৃত, সুতরাং জাগতিক দেহ-ইন্দ্রিয়াদি দেখিলে সকলেরই ধারণা হইবে যে জগৎকারণ শ্রীগোবিন্দেও এ সমস্ত আছে, তবে পার্থক্য এই যে, শ্রীভগবানের দেহ-ইন্দ্রয়াদি সমস্তই সচ্চিদানন্দময় এবং জীবের মায়িক। ক্ষীরের পুতুলের অনুকরণে মাটীর পুতুল নির্ম্মাণ করিলে যেমন দুইটি দেখিতে একরকম হইলেও তত্ত্বে পার্থক্য থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ ও জীবের দেহ-ইন্দ্রিয় দেখিতে এবং কার্য্যতঃ একরকম বোধ হইলেও তত্ত্বে পার্থক্য আছে। "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" এই শ্রুতিবাক্যস্থ "পুরুষবিধঃ" শব্দের মুখ্যার্থ আলোচনা করিলে কেহই পরতত্ত্বের শ্রীমূর্ত্তি অস্বীকার করিতে স্বীকৃত হইবেন না। এই জন্য বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জাগতিক সমস্ত বস্তুরই মূলাবস্থা আনন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানেই পর্য্যবসান করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য-মতানুযায়ী বৈদান্তিকগণের মতে পরতত্ত্ব নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ, সুতরাং তাঁহার আকৃতি স্বীকার করা তাঁহাদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, সেই জন্য তাঁহারা পরতত্ত্বকে নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত ভাবে পৃথক্ রাখিয়া সমষ্টি বিরাট্ হইতে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। দুইমতেই আমাদের বাক্, পাণি, পাদ, প্রভৃতি সমস্ত ইন্দ্রিয়ের কারণরূপে বিরাট্ পুরুষের বাক্, পাণি, পাদ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় স্বীকার করা হইয়াছে এবং এ অধ্যায়ে প্রথম হইতে দ্বাদশ শ্লোক পর্য্যন্ত তাহাই দেখান হইয়াছে।

"সুবর্ণনির্মিত কুণ্ডল যেমন সুবর্ণ হইতে জাত এবং অপৃথক্, সেইরূপ বিশ্বও বিশ্বেশ্বর শ্রীভগবান্ হইতে জাত এবং অপৃথক্"—বর্ত্তমান অধ্যায়ে এই পরমতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

পুরাণ পঞ্চম বেদ, বিশেষতঃ শ্রীমদ্ভাগবত "সর্ব্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে" এই শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে ইহাতে সরস এবং স্পষ্টরূপে বেদার্থই আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয়স্কন্ধের ব্রহ্ম-নারদ-সংবাদ পুরুষসূক্তেরই প্রতিধ্বনি। "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ" প্রভৃতি ঋকের ব্যাখ্যাই পূর্ব্বাধ্যায়ে সমুজ্জ্বল ও সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে। এ অধ্যায়েও "অহং ভবান্ ভবশ্চৈব" প্রভৃতি শ্লোক হইতে "সর্ব্বং পুরুষ এবেদং ভূতং ভব্যং ভবচ্চ যৎ" শ্লোক পর্য্যন্ত

আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে ইহাতে "ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভূতং যচ্চ ভাব্যং" এই বাক্যেরই ব্যাখ্যা প্রকটিত হইয়াছে।

পুরুষসূক্তের "স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃষ্ট্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং", এবং এ অধ্যায়ের "তেনেদমাবৃতং বিশ্বং বিতস্তিমধিতিষ্ঠতি" শ্লোক একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। উভয়েরই বক্তব্য এই যে, শ্রীভগবান্ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া ও তদূর্দ্ধে বিতস্তি (দশাঙ্গুল) পরিমাণে অধিকরূপে বিরাজিত। বিতস্তি কিংবা দশাঙ্গুল শব্দের বিতস্তি কিংবা দশাঙ্গুল পরিমিত স্থানই বক্তব্য নহে—শ্রীভগবান্ যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও আছেন, এই আধিক্যমত দেখানই ইহার উদ্দেশ্য।

„উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥"

এই পুরুষসূক্ত এবং "সোঽমৃতত্বস্যাভয়স্যেশো মর্ত্ত্যমন্নং যদত্যগাৎ" এই শ্লোকে একই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্লোকস্থ "অমৃত" শব্দ এবং শ্রুতিবাক্যস্থ "অমৃতত্ব" শব্দের অর্থ অক্ষয় পরমানন্দ, শ্রীভগবান্ তাহার "ঈশান" অর্থাৎ ভোক্তা এবং দাতা। শ্রীভগবান্ "অন্ন" অর্থাৎ অস্থির কর্ম্মফলের অতীত। এই মহিমাতেই তিনি পুরুষোত্তম এবং সর্ব্বাবাধ্য। "এতাবানস্য মহিমাতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ" এই পুরুষসূক্ত বাক্যেও শ্রীমদ্ভাগবতের এই অর্থ-ই প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীভগবানের মহাবিভূতির একপাদে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড এবং ত্রিপাদে বৈকুণ্ঠাদি ধাম। "পাদোঽস্য বিশ্বাভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের মায়াবিভূতি এবং বৈকুণ্ঠ তাঁহার চিদ্বিভূতি। শ্রীভগবানের কৃপামাত্র সম্বল করিয়া শাস্ত্রতাৎপর্য্য আলোচনা করিলে বুঝা যায় যে, শ্রীভগবানের ত্রিপাদবিভূতি ব্রহ্মাণ্ডের মত অনিত্য নহে, তাহা ঘনীভূত সচ্চিদানন্দমাত্র। নশ্বর সুখ এবং দেহ গেহাদি ব্রহ্মাণ্ডের বস্তু, কিন্তু ত্রিপাদ বিভূতির সুখাদি কিছুই নশ্বর নহে। শ্রীভগবান্ যেন সমস্ত নশ্বরতা মায়িক জগতে ছড়াইয়া দিয়া নিত্যসুখ ও ধাম পার্ষদাদিসহ ত্রিপাদ বিভূতির অন্তরালে সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহে লীলা করিতেছেন। জলচর মৎস্যাদি যেমন রাজপ্রাসাদের অস্তিত্ব এবং সেখানকার সুখের ধারণা করিতে পারে না, সেইরূপ মায়িক জীবও মায়াতীত ত্রিপাদ বিভূতির ধারণা করিতে পারে না।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে দেখা যায়—

ত্রিপাদ্বিভূতের্লোকাস্তু অসংখ্যাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ। শুদ্ধসত্ত্বময়াঃ সর্ব্বে ব্রহ্মানন্দসুখাহ্বয়াঃ॥
সর্ব্বে নিত্যা নির্ব্বিকারা হেয়রাগবিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে হিরন্ময়াঃ শুদ্ধাঃ কোটিসূর্য্যসমপ্রভাঃ॥
সর্ব্ববেদময়া দিব্যাঃ কামক্রোধবিবর্জ্জিতাঃ। নারায়ণপদাম্ভোজভক্ত্যেকরসসেবিতাঃ॥

শ্রীভগবানের ত্রিপাদ বিভূতিতে অসংখ্য লোক (বাসস্থান) বিরাজিত, সেখানকার সকলেই শুদ্ধসত্ত্বময়, কামক্রোধাদিশূন্য, কোটীসূর্য্যতুল্য দীপ্তিশালী এবং শ্রীনারায়ণের চরণসেবনরিত।

"ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎপুরুষঃ পাদোঽস্যেহাভবৎ পুনঃ" এই পুরুষসূক্ত বাক্য সমালোচনা করিলেও এই অর্থ ই স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়।

শ্রীধরস্বামিপাদ ও শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্যাখ্যার বিভিন্নতা এই যে, শ্রীধরস্বামিপাদ, একপাদ বিভূতি ব্রহ্মাণ্ডরূপ এবং ত্রিপাদবিভূত নিরাকার ব্রহ্মস্বরূপ এই ভাবে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, আর বৈষ্ণবাচার্য্যগণ নানাশাস্ত্র সমালোচনা করিয়া ত্রিপাদবিভূতির সচ্চিদানন্দঘনমূর্ত্তিত্ব স্থাপন করিয়াছেন।

যস্মাদণ্ডং বিরাড্ জজ্ঞে ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ।
তদ্দ্রব্যমত্যগাদ্বিশ্বং গোভিঃ সূর্য্য ইবাতপন্ ॥ ২২ ॥
যদাস্য নাভ্যান্নলিনাদহমাসং মহাত্মনঃ।
নাবিদং যজ্ঞসম্ভারান্ পুরুষাবয়বানৃতে ॥ ২৩ ॥
তেষু যজ্ঞস্য পশবঃ সবনস্পতয়ঃ কুশাঃ।
ইদঞ্চ দেবযজনং কালশ্চোরুগুণান্বিতঃ ॥ ২৪ ॥
বস্তূন্যোষধয়ঃ স্নেহা রসলোহমৃদো জলম্।
ঋচো যজূংষি সামানি চাতুর্হোত্রঞ্চ সত্তম ॥ ২৫ ॥
নামধেয়ানি মন্ত্রাশ্চ দক্ষিণাশ্চ ব্রতানি চ।
দেবতানুক্রমঃ কল্পঃ সঙ্কল্পস্তন্ত্রমেব চ ॥ ২৬ ॥
গতয়ো মতয়শ্চৈব প্রায়শ্চিত্তং সমর্পণম্।
পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতা ময়া ॥ ২৭ ॥

শ্রীভগবান্ মৃত্যু ও অমৃত বিভাগ করিয়া একপাদ বিভূতি ও ত্রিপাদ বিভূতিতে রাখিয়াছেন—"ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ নাশনানশনে উভে।"

অবিদ্যা ও বিদ্যার বিনিময়ে শ্রীভগবান্ মৃত্যু ও মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন ॥ ১—২১ ॥

অন্বয়ঃ।—যস্মাৎ (পুরুষাৎ) অণ্ডং (ব্রহ্মাণ্ডং) ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকঃ বিরাট্ (চ) জজ্ঞে [সঃ পুরুষঃ] তৎ দ্রব্যং (অণ্ডং) বিশ্বং (বিরাড্দেহঞ্চ) অতপন্ (প্রকাশয়ন্নপি) গোভিঃ (কিরণৈঃ) সূর্য্য ইব (তদ্বৎ) অত্যগাৎ (অতিক্রান্তবান্) [যথা সূর্য্যঃ কিরণৈঃ জগৎ প্রকাশয়ন্নপি জগদতিক্রম্য স্বমণ্ডলে এব তিষ্ঠতি তথা পুরুষোঽপি অন্তর্য্যামিরূপেণ ব্রহ্মাণ্ডং বিরাড্দেহঞ্চ প্রকাশয়ন্নপি পাদবিভূতি-মতিক্রম্য ত্রিপাদবিভূতাবেব স্থিতঃ ইত্যর্থঃ] ॥ ২২

মূলানুবাদ।—সেই পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ হইতে ব্রহ্মাণ্ড এবং ভূত, ইন্দ্রিয় এবং গুণময় বিরাড্দেহ উৎপন্ন হইয়াছে। সূর্য্য যেমন নিজ মণ্ডলে থাকিয়া কিরণজালে জগৎ আলোকিত করেন, সেইরূপ শ্রীভগবান্ও নিজধামে থাকিয়াই বিরাড্দেহ এবং ব্রহ্মাণ্ডের চৈতন্য সঞ্চার করেন ॥ ২২ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদেবং বিরাডন্তর্ব্বর্ত্তিনাং ফলবৈচিত্র্যমুক্ত্বা তৎকারণেশ্বরস্য তদ্বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িতুং ততো বিরাডজায়তেত্যস্যার্থমাহ। যস্মাদণ্ডং জজ্ঞে, তত্র চ ভূতেন্দ্রিয়গুণাত্মকো বিরাট্ চ জজ্ঞে, স ঈশ্বরঃ, তদ্বিষ্বঙ্ বিরাড্দেহং দ্রব্যম্ অন্নঞ্চ অতিক্রান্তবান্। সূর্য্য ইবেতি পূর্ব্বোক্ত এব দৃষ্টান্তঃ ॥২২॥

অন্বয়ঃ।—যদা অস্য মহাত্মনঃ (বিরাড্দেহান্তর্যামিণঃ গর্ভোদশায়িপুরুষস্য) নাভ্যাৎ (নাভিভবাৎ) নলিনাৎ (পদ্মাৎ) অহং (ব্রহ্মা) আসং (জাতোঽভবং) [তদা] পুরুষাবয়বান্ ঋতে (তস্যৈব গর্ভোদশায়ি পুরুষস্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদিকং বিনা) যজ্ঞসম্ভারান্ (যজ্ঞোপকরণান্ মন্ত্রতদ্বেদ্যজমানকুশপশুসমিধাদীন্) ন অবিদং

(নৈব অপশ্যম্) ॥ ২৩ ॥ (ততস্তু) তেষু (যজ্ঞসম্ভারেষু সাধ্যেষু সৎসু) ["কুতো ময়া যজ্ঞসম্ভারাঃ প্রাপ্যা" ইতি অনুসন্ধানবতে ময়ীত্যর্থঃ] সবনস্পতয়ঃ যজ্ঞস্য পশবঃ (যূপাঃ, যজ্ঞীয়পশবঃ ছাগাদয়শ্চ,) কুশাঃ ইদং চ (পবিদৃশ্যমানং) দেবযজনং (যজ্ঞভূমিঃ) উরুগুণান্বিতঃ কালঃ (বসন্তাদিযজ্ঞীয়কালঃ) বস্তূনি (যজ্ঞপাত্রাদীনি) ওষধয়ঃ (ব্রীহ্যাদয়ঃ) স্নেহাঃ (ঘৃতাদয়ঃ) রসলোহমৃদঃ (মধুরাদয়ো রসাঃ স্বর্ণাদীনি লোহানি মৃদশ্চ) জলং ঋচঃ যজূংষি সামানি [ইতি] ইতি (যজ্ঞবিধিপ্রবর্ত্তকাস্ত্রয়ো বেদাঃ) চাতুর্হোত্রং চ (হোতা চ উদ্গাতা চ, ব্রহ্মা চ ঋত্বিজশ্চ ইতি চতুর্হোতারঃ তেষাং কর্ম্ম চাতুর্হোত্রং) [হে] সত্তম (নারদ।) নামধেয়ানি (জ্যোতিষ্টোমাদীনি) মন্ত্রাশ্চ (স্বাহাকারাদয়ঃ) দক্ষিণাঃ (যথাযোগ্য-কর্ম্মানুসারিণ্যঃ দক্ষিণাঃ) ব্রতানি চ (চাতুর্মাস্যাদীনি) দেবতানুক্রমঃ (যজ্ঞীয়দেবতানামুদ্দেশঃ) কল্পঃ (বোধায়নাদিপদ্ধতিগ্রন্থঃ) সংকল্পঃ (অনেনাহং যক্ষ্যে ইত্যেবং সংকল্পঃ) তন্ত্রং (অনুষ্ঠানপ্রকারঃ) এব চ গতয়ঃ (বিষ্ণুধ্রুবাদ্যা লোকাঃ) মতয়ঃ (দেবতাধ্যানানি) প্রায়শ্চিত্তং (কর্ম্মবৈগুণ্যসমাধানকরঃ কর্ম্মবিশেষঃ) সমর্পণং (কৃতস্য কর্ম্মণঃ শ্রীভগবতি সমর্পণং) ময়া (ব্রহ্মণা) পুরুষাবয়বৈঃ (গর্ভোদশায়িপুরুষস্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গৈঃ) এতে (পূর্ব্বোক্তাঃ) সম্ভারাঃ (যজ্ঞোপকরণাঃ) সম্ভৃতাঃ (সংগৃহীতাঃ) ॥ ২৩—২৭

মূলানুবাদ।—হে নারদ। আমি যখন গর্ভোদশায়ী পুরুষের নাভিকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম, তখন তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন কোনও যজ্ঞসম্ভার [মন্ত্র, তন্ত্র, যজমান্, কুশ, পশু, সমিধ প্রভৃতি) দেখিতে পাই নাই। তদনন্তর যখন আমি যজ্ঞসম্ভারের অনুসন্ধানে রত হইলাম, তখন গর্ভোদশায়ী পুরুষের অবয়ব হইতে যজ্ঞীয় পশু, যূপ, [পশুবন্ধনার্থ কাষ্ঠ] কুশ, যজ্ঞভূমি, বসন্তাদিকাল, যজ্ঞপাত্র, যজ্ঞার্থ ব্রীহি প্রভৃতি, ঘৃতাদি স্নেহবস্তু, মধুরাদি রস, স্বর্ণাদি, মৃত্তিকা, জল, ঋক্, যজুঃ সাম, চাতুর্হোত্র [হোতা উদ্গাতা, ব্রহ্মা ও অধ্বর্য্যু এই সমস্ত চতুর্ব্বেদীয় হোতৃগণের কর্ম্ম জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যজ্ঞের নাম] স্বাহাকারাদি মন্ত্র, দক্ষিণা, ব্রত, অগ্নি সোমাদি দেবতাগণের যথাযথ উদ্দেশ, কল্প [বোধায়নাদি কর্ম্মপদ্ধতি গ্রন্থ] সংকল্প, তন্ত্র [অনুষ্ঠানপদ্ধতি] গতি [বিষ্ণু, ধ্রুব প্রভৃতি লোক] মতি [নানা দেবতার ধ্যান] প্রায়শ্চিত্ত ও সমর্পণ [কৃত কর্ম্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ] প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞসম্ভার যজ্ঞপুরুষ শ্রীহরির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে সংগ্রহ করিলাম ॥ ২৩—২৭

শ্রীধরটীকা।—নন্বেবং পুরুষ এব চেৎ সর্ব্বং তর্হি যজ্ঞস্য তৎসাধনানাধাপৃথগ্ভাবাৎ যজ্ঞৈঃ পুরুষারাধনং ন সিধ্যেদিত্যাশঙ্ক্য তৎপরিহারায় যৎ পুরুষেণ হবিষেত্যাদি মন্ত্রার্থং সংগৃহ্য দর্শয়তি যদেত্যা-দিনা। অস্যেতি বিরাড্দেহান্তর্য্যামিণঃ, তস্যৈব প্রকৃতত্বাৎ। নাভৌ ভবং নাভ্যং তস্মাৎ। যজ্ঞস্য সম্ভারান্ সাধনানি নাপশ্যন্ ॥ ২৩ ॥ তদা তেষু সম্ভারেষু সাধ্যেষু সৎসু পুরুষাবয়বৈরেতে সম্ভারাঃ সম্ভৃতাঃ ময়া ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ। বনস্পতয়ো যূপাঃ। দেবযজনং যজ্ঞভূমিঃ। ইদঞ্চেতি বচনাৎ যজ্ঞার্হে স্থানে উপবিষ্টঃ বর্ণয়তীতি গম্যতে। বহুগুণান্বিতো বসন্তাদিকালঃ ॥ ২৪ ॥ বস্তূনি পাত্রাদীনি। ওষধয়ো ব্রীহ্যাদয়ঃ। স্নেহা ঘৃতাদয়ঃ। রসা মধুরাদয়ঃ। লোহানি স্বর্ণাদীনি, মৃদঞ্চ, জলঞ্চ। চাতুর্হোত্রং হোত্রাদিরং কর্ম্ম ॥ ২৫ ॥ নামধেয়ানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি। ঋগাদীনামুক্তত্বাৎ মন্ত্রা ইতি

ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ পুরুষাবয়বৈরহম্।
তমেব পুরুষং যজ্ঞং তেনৈবাযজমীশ্বরম্ ॥ ২৮ ॥
ততস্তে ভ্রাতর ইমে প্রজানাং পতয়ো নব।
অযজন্ ব্যক্তমব্যক্তং পুরুষং সুসমাহিতাঃ ॥ ২৯ ॥
ততশ্চ মনবঃ কালে ঈজিরে ঋষয়োঽপরে।
পিতরো বিবুধা দৈত্যা মনুষ্যাঃ ক্রতুভির্বিভুম্ ॥ ৩০ ॥

স্বাহাকারাদয়ঃ। দেবতানামনুক্রম উদ্দেশঃ। কল্পো বৌধায়নাদিকর্ম্মপদ্ধতিগ্রন্থঃ। অনেনাহং যক্ষ্য ইত্যেবং সঙ্কল্পঃ। তন্ত্রমনুষ্ঠানপ্রকারঃ॥ ২৬॥ গতয়ো বিষ্ণুক্রমাদ্যাঃ। মতয়ো দেবতাধ্যানানি। প্রায়শ্চিত্তং। কৃতস্য ভগবতি সমর্পণম্॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—পুরুষাবয়বৈঃ (তত্তদ্‌যজ্ঞসম্ভারকারণভূতেভ্যস্তেভ্য এব উপাসিতেভ্যঃ পুরুষাবয়বেভ্যস্তত্তদ্‌রূপেণাবির্ভাবিতৈঃ) ইতি সম্ভৃতসম্ভারঃ (সংগৃহীতপশ্বাদিযজ্ঞোপকরণঃ) অহং তেনৈব (পুরুষাবয়বজাতযজ্ঞোপকরণেন) তমেব যজ্ঞং (যজ্ঞস্বরূপং) ঈশ্বরং (যজ্ঞফলদাতারং) পুরুষং (শ্রীভগবন্তং) অযজং (যষ্টবান্) ॥ ২৮

মূলানুবাদ।—এইরূপে যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করিয়া তাহারই দ্বারা আমি সেই যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করিয়াছিলাম॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—সম্ভৃতাঃ সম্পাদিতাঃ সম্ভারা যেন সোঽহম্। তেনৈব যজ্ঞেনৈব। 'অনেন যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্তে'তি মন্ত্রার্থঃ সূচিতঃ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—ততঃ (মদ্‌যজ্ঞানন্তরং) ইমে প্রজানাং পতয়ঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) তে (তব) নব (নবসংখ্যকাঃ) ভ্রাতরঃ সুসমাহিতাঃ (শ্রদ্ধান্বিতাঃ সন্তঃ) ব্যক্তং (ইন্দ্রাদিযজ্ঞীয়দেবতারূপেণ প্রকটং) অব্যক্তং (বিষ্ণুরূপেণৈব স্থিতং) পুরুষং (যজ্ঞপুরুষং শ্রীভগবন্তং) অযজন্ (যষ্টবন্তঃ।) ততশ্চ (তদনন্তরঞ্চ) কালে (স্বস্বাবসরে) মনবঃ (স্বায়ম্ভুবাদয়ঃ) অপরে (শ্রেষ্ঠাঃ) ঋষয়ঃ পিতরঃ (অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ) বিবুধাঃ (দেবাঃ) দৈত্যাঃ (দানবাঃ) মনুষ্যাঃ (মানবাশ্চ) ক্রতুভিঃ (নিজনিজকামনানুসারিভির্যজ্ঞৈঃ) বিভুং (শ্রীভগবন্তং) ঈজিরে (যষ্টবন্তঃ) ॥ ২৯।৩০

মূলানুবাদ।—(হে নারদ!) তদনন্তর মরীচি প্রভৃতি তোমার নয়জন ভ্রাতা সমাহিতচিত্তে ইন্দ্রাদি যজ্ঞীয় দেবতারূপে ব্যক্ত ও স্বরূপে অব্যক্ত পরমপুরুষের অর্চ্চনা করেন, তদনন্তর যথাসময়ে বৈবস্বত প্রভৃতি মনুগণ, ঋষিগণ, পিতৃগণ, দেবগণ, দৈত্যগণ এবং মনুষ্যগণ নানা যজ্ঞানুষ্ঠানে যজ্ঞপুরুষের অর্চ্চনা করিলেন॥ ২৯।৩০

শ্রীধরটীকা।—তেন দেবা অযজন্তেত্যস্যার্থং সপ্রপঞ্চং দর্শয়তি—তত ইতি দ্বাভ্যাম্। ব্যক্তমিন্দ্রাদিরূপেণ। অব্যক্তং স্বতঃ। অনেন পুরুষং জাতমগ্রত ইত্যস্যার্থো দর্শিতঃ॥ ২৯॥ কালে স্বস্বাবসরে॥ ৩০

নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ ॥ ৩১ ॥
সৃজামি তন্নিযুক্তোহহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥ ৩২ ॥
ইতি তেঽভিহিতং তাত যথেদমনুপৃচ্ছসি।
নান্যদ্ভগবতঃ কিঞ্চিদ্ভাব্যং সদসদাত্মকম্ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—(য এব শ্রীভগবান্) স্বতঃ (স্বরূপতঃ) অগুণঃ (সত্ত্বাদিত্রিগুণসম্পর্করহিতঃ) [কিন্তু] সর্গাদৌ (সৃষ্ট্যাদ্যর্থং) গৃহীতমায়োরুগুণঃ (ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণ স্বীকৃতমায়াগুণঃ) তৎ (তস্মিন্নেব) ভগবতি (মায়াগুণাতীতষড়্গুণৈশ্বর্য্যশালিনি) নারায়ণে ইদং বিশ্বম্ আহিতং (অধিষ্ঠিতম্) ॥ ৩১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ ত্রিগুণাতীত হইয়াও বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবার জন্য ত্রিগুণ অঙ্গীকার করেন। সুতরাং সেই ভগবান্ নারায়ণেই এই বিশ্ব অধিষ্ঠিত॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—যদধিষ্ঠানমিত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরার্থমুপসংহরতি নারায়ণ ইতি। আহিতমধিষ্ঠিতম্। ভগবত্ত্বে হেতুঃ—যঃ স্বতোঽগুণঃ। সর্গাদৌ গৃহীতমায়য়া উরবো গুণা যেন সঃ তস্মিন্ ॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—তন্নিযুক্তঃ (তেন শ্রীভগবতৈবাজ্ঞপ্তঃ সন্) অহং সৃজামি (বিশ্বসৃষ্টিং করোমি) তদ্বশঃ (তদাজ্ঞাধীন এব) হরঃ (শ্রীরুদ্রঃ) হরতি (প্রলয়ে বিশ্বং সংহরতি) ত্রিশক্তিধৃক্ (সৃষ্টিপালন-সংহরণশক্তিশালী শ্রীভগবান্ এব) পুরুষরূপেণ (বিষ্ণুরূপেণ) বিশ্বং (জগৎ) পরিপাতি (পালয়তি) ॥ ৩২

মূলানুবাদ।—সৃজন, পালন ও সংহরণ শক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানের আদেশে আমি বিশ্ব সৃষ্টি করি, রুদ্র সংহার করেন এবং শ্রীভগবান্ই বিষ্ণুরূপে (বিশ্ব) পালন করেন। ৩২

শ্রীধরটীকা।—যৎপরস্ত্বমিত্যেতৎপ্রশ্নোত্তরং যদুক্তং স এব ভগবান্ বিষ্ণুঃ সর্ব্বেষাং মম চেশ্বর ইতি তদুপসংহরতি—সৃজামীতি। পালনন্তু স্বয়মেব করোতীত্যাহ—বিশ্বমিতি। পুরুষরূপেণ বিষ্ণুরূপেণ ত্রিশক্তির্মায়া তাং ধরতীতি তথা সঃ ॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—তাত! (হে বৎস নারদ!) [ত্বং] যথা ইদং (বিশ্বং যদাত্মকং যৎপরমিত্যাদিরূপং) অনুপৃচ্ছসি (জিজ্ঞাসসে) তে (তুভ্যং) ইতি (তজ্জিজ্ঞাসিতসর্ব্বস্যৈব প্রশ্নস্যোত্তরং) ভগবতঃ অন্যৎ (পৃথক্) সদসদাত্মকং (কারণকার্য্যাত্মকং) ভাব্যং (সৃজ্যং সৃষ্টং বা জগৎ) কিঞ্চিৎ (অপি) ন (অস্তি ইতি) অভিহিতং (পূর্ব্বোক্তসন্দর্ভেণ দত্তম্) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—বৎস নারদ! তুমি আমাকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তাহা সমস্তই বলিলাম, কার্য্য ও কারণাত্মক কোন বস্তুই শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—যচ্চেদং বিশ্বং যদাত্মকশ্চ ত্বমিত্যেবমাদিসর্ব্বপ্রশ্নানাং সামান্যেনোত্তরং যদুক্তং 'বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ' ইতি পুরুষ এবেদং সর্ব্বমিতি শ্রুত্যা চ যদ্দৃঢ়ীকৃতং, তদুপসংহরতি—ইতীতি। সদসদাত্মকং কার্য্যকারণাত্মকং ভাব্যং সৃজ্যং ভগবতঃ সকাশাৎ অন্যৎ পৃথক্ নভবতীত্যভিহিতম্ ॥ ৩৩

ন ভারতী মেঽঙ্গ মৃষোপলক্ষ্যতে ন বৈ ক্বচিন্মে মনসো মৃষা গতিঃ।
ন মে হৃষীকাণি পতন্ত্যসৎপথে যন্মে হৃদৌৎকণ্ঠবতা ধৃতো হরিঃ ॥ ৩৪ ॥
সোঽহং সমাম্নায়ময়স্তপোময়ঃ প্রজাপতীনামভিবন্দিতঃ পতিঃ।
আস্থায় যোগং নিপুণং সমাহিতস্তং নাধ্যগচ্ছং যত আত্মসম্ভবঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ। (হে নারদ।) যৎ (যস্মাৎ) মে (ময়া) ঔৎকণ্ঠবতা (ভক্ত্যুদ্রিক্তেন) হৃদা (চেতসা) হরিঃ (শ্রীভগবান্) ধৃতঃ (ধ্যাতঃ) [তস্মাৎ] মে (মম) ভারতী (বাক্) ন মৃষা উপলক্ষ্যতে (অসত্যং নিষ্ফলং বা ন ব্যক্তি) মে (মম) মনসঃ গতি ন মৃষা (মে মনঃ শ্রীহরিচরণারবিন্দং বিনা অন্যত্র ন যাতি) মে (মম) হৃষীকাণি (ইন্দ্রিয়াণি) অসৎপথে (বিষয়পথে) ন পতন্তি (তস্মিন্নাসক্তানি ন ভবন্তি) ॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—হে নারদ! আমি পরম ভক্তিসহকারে শ্রীগোবিন্দের চরণধ্যান করিয়াছিলাম, সেই ধ্যানপ্রভাবেই আমার বাক্য মিথ্যা হয় না, চিন্তা বৃথা হয় না এবং ইন্দ্রিয় অসৎপথে যায় না ॥৩৪

শ্রীধরটীকা।—যদুক্তম্ এতাবত্বং যতো হি মে তমবিজ্ঞায় গামীশ্বরং প্রব্রবীমীতি, তদুপপাদ্যোপসংহরতি—ন ভারতীতি। যদ্যস্মান্মে ময়া ঔৎকণ্ঠ্যং তদ্ভক্ত্যুদ্রেকঃ তদ্যুক্তেন হৃদাঽহরির্ধৃতঃ ধ্যাতঃ। অঙ্গ হে নারদ। অতো মে বাঙ্মনইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তয়ঃ সত্যার্থাঃ, ন তু মৎপ্রভাবেনেত্যর্থঃ ॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—সমাম্নায়ময়ঃ (বেদময়ঃ প্রথমমাম্নায়া মমৈব মুখেভ্যো নির্গতাঃ অন্যেষাম্ভ জ্ঞানং তদনন্তরমেবেত্যর্থঃ।) তপোময়ঃ (তপসা সিদ্ধঃ) প্রজাপতীনাং অভিবন্দিতঃ (প্রজাপতীনামপি জনকত্বেন পূজিতঃ) পতিঃ (লোকপতিঃ) সঃ অহং (এতাদৃশোঽপ্যহং) সমাহিতঃ (একাগ্রচিত্তঃ সন্) নিপুণং যোগম্ আস্থায় (নির্বিকল্পকসমাধিযোগমাস্থায়াপি) যতঃ (যস্মাৎ) আত্মসম্ভবঃ (আত্মনো মম জন্ম) তৎ ন অধ্যগচ্ছং (শতচেষ্টয়াপি ন জ্ঞাতবান্) ॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—যে-বেদপাঠে সকলে মহাবিজ্ঞ হয়, সেই বেদ প্রথমতঃ আমার মুখ হইতেই নির্গত হইয়াছিল, আমি তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছি এবং প্রজাপতিগণ আমাকে বন্দনা করিয়া থাকেন, আমি এত বড এবং উৎকৃষ্ট হইয়াও একাগ্রচিত্তে যোগধারণাতেও যাঁহা হইতে আমার জন্ম তাঁহাকে জানিতে পারি নাই ॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—অত্র স্বানুভবমেবান্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং প্রমাণয়তি দ্বাভ্যাম্। সোঽহং সমাম্নায়াদিভিঃ সর্বোৎকৃষ্টোঽপি যোগং সমাশ্রিত্যাপি যত আত্মনো মম সম্ভবো জন্ম তমেব ন জ্ঞাতবান্, কুতোঽন্যস্য বার্তা? এতচ্চ তৃতীয়স্কন্ধে পদ্মোদ্ভবে বক্ষ্যতে ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী—"প্রাকৃত বা অপ্রাকৃত কোন বস্তুই শ্রীভগবান্ হইতে পৃথক্ নহে" নারদের প্রশ্নানুসারে ব্রহ্মা এই পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। ইহাতে সংশয় হইতে পারে যে, শ্রীভগবানের আরাধনা করিতে হইলে যে সমস্ত যজ্ঞীয় বস্তু প্রয়োজন হয়, তাহা সংগ্রহের উপায় কি? সেই জন্য ব্রহ্মা বলিতেছেন—গঙ্গাতীরে গিয়া যেমন গঙ্গাজল দিয়াই গঙ্গার পাদ্য প্রভৃতি অর্পণ করা হয়, সেইরূপ

নতোঽস্ম্যহং তচ্চরণং সমীয়ুষাং ভবচ্ছিদং স্বস্ত্যয়নং সুমঙ্গলম্।
যো হ্যাত্মমায়াবিভবঞ্চ পর্য্যগাদ্‌যথা নভস্বন্তমথাপরে কুতঃ ॥ ৩৬ ॥

আমিও সৃষ্টির প্রারম্ভে যজ্ঞপুরুষেরই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি হইতে যজ্ঞসম্ভার সংগ্রহ করিয়া তাঁহার উপাসনা করিয়াছিলাম, তাঁহার কৃপা ব্যতীত কিছুই হইতে পারে না।

হে নারদ! তোমরা মনে কর আমিই সৃষ্টিকর্ত্তা, কিন্তু তাহা নহে, শ্রীভগবান্ আমাতে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া সৃষ্টি, নিজে বিষ্ণুরূপে পালন এবং রুদ্রে সংহারশক্তি সঞ্চার করিয়া মহাপ্রলয়ে বিশ্ব লয় করিয়া থাকেন। তুমি আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছ, আমি তাহার সকল কথারই উত্তর দিলাম। স্থির সিদ্ধান্ত এই যে, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকালের যাহা কিছু বস্তু সমস্তই শ্রীভগবান্, তিনি ছাড়া কর্ত্তা, কর্ম্ম, ক্রিয়া প্রভৃতি পৃথক্ আর কিছুই নাই। মূঢ় লোক শ্রীভগবানের তত্ত্ব ভুলিয়া নিজের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্ব পৃথক্ করিয়া শ্রীভগবান্ হইতে দূরে সরিয়া আসিয়া বহির্মুখতার মহাগর্ত্তে নিপতিত হয়। আমি তাঁহারই কৃপায় তাঁহার চরণারবিন্দ হৃদয়ে ধ্যান করিয়া এই তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি। আমি যখন তাঁহার নাভিকমল হইতে জন্মলাভ করি, তখন নির্ব্বিকল্পক সমাধিযোগেও তাঁহার তত্ত্বানুসন্ধানে সক্ষম হইতে পারি নাই, কিন্তু তাঁহার চরণে শরণাপত্তি মাত্রেই সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্বের বিকাশ হইয়া গিয়াছে। অতএব তত্ত্বলিপ্সু ব্যক্তির সর্ব্বাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হওয়াই একমাত্র কর্ত্তব্য ॥ ২২—৩৫

অন্বয়ঃ।—যথা নভঃ (আকাশো যথা) স্বান্তং (স্বস্য সীমানং ন প্রাপ্নোতি তথা) অপরে কুতঃ (অপরস্য কা বার্ত্তা) যে হি (শ্রীভগবান্ স্বয়মেব) আত্মমায়াবিভবং (স্বমায়াবিস্তারং) পর্য্যগাৎ (নৈব জানাতি) [পরিশব্দো নিষেধার্থকঃ] অহং তৎ (তস্য শ্রীভগবতঃ) সমীয়ুষাং (শরণাগতানাং) ভবচ্ছিদং (সংসারনিবর্ত্তকং) স্বস্ত্যয়নং (সর্ব্বাশুভবিমোক্ষণং) সুমঙ্গলং (সর্ব্বমঙ্গলপ্রদং) চরণং (চরণারবিন্দং) নতোঽস্মি (তস্মিন্নাত্মানং সমর্পয়ামি) ॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—আকাশ যেমন নিজের অন্ত পায় না, সেইরূপ অন্যের কথা দূরে থাক্, যিনি নিজেই নিজের মায়াবৈভবের অন্ত পান না, আমি সেই শরণাগত জনের ভববন্ধনমোচনকারী, সর্ব্ব অশুভ নাশকারী, সর্ব্বমঙ্গলবিধাতা শ্রীহরির চরণে প্রণাম করি ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—তদা সমীয়ুষাং শরণাগতানাং সংসারনিবর্ত্তকং মঙ্গলাবহং, সুসেব্যঞ্চ তস্য চরণং নতোঽস্মি। ততঃ অচিন্ত্যমহিমত্বেন জ্ঞানবানস্মীতি কৈমুত্যন্যায়েনাহ—যো হীতি। স্বমায়াবিস্তারং যঃ স্বয়মপি পর্য্যগাৎ। পরিশব্দো নিষেধে। এতাবান্ ইতি ন জ্ঞাতবানিত্যর্থঃ, অপরে কুতো জানীয়ুঃ? তস্য চরণং নতোঽস্মীতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ, নন্বু সর্ব্বজ্ঞঃ কথং ন জানাতি অন্তাভাবাৎ ইতি দৃষ্টান্তেনাহ। যথা স্বস্যান্তং নভো ন প্রাপ্নোতি তদ্বৎ। নহি খপুষ্পাদর্শনং সর্ব্বজ্ঞত্বং বিহন্তীতি ভাবঃ। তথাচ বক্ষ্যতি—দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরেত্যাদি। শ্রুতিশ্চ—যোঽস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্ সোঽঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদেতি ॥ ৩৬

নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদুর্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং বিনির্ম্মিতঞ্চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে ॥ ৩৭ ॥
যস্যাবতারকর্ম্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ ৩৮ ॥
স এষ আদ্যঃ পুরুষঃ কল্পে কল্পে সৃজত্যজঃ।
আত্মাত্মন্যাত্মনাত্মানং স সংযচ্ছতি পাতি চ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—ন অহং ন যূয়ং (নারদাদ্যাঃ) ন বামদেবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) যৎ (যস্য শ্রীভগবতঃ) ঋতাং গতিং (পরমার্থস্বরূপাং) [শ্রীবৈকুণ্ঠং ইতি শ্রীজীবগোস্বামিপাদাঃ] বিদুঃ (জানন্তি,) অপরে (অন্যে) সুরাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) কিমুত (ন জানন্তীতি কিমুত বক্তব্যং) তন্মায়য়া (শ্রীভগবন্মায়য়া) বিনির্ম্মিতং (সৃষ্টং) ইদং (জগৎ) মোহিতবুদ্ধয়ঃ (মায়াপরাভূতজ্ঞানা বয়ং) আত্মসমং (স্বজ্ঞানানুরূপমেব) বিচক্ষ্মহে (বিদ্মঃ) [নতু কৃৎস্নমিতি ভাবঃ] ॥ ৩৭ ॥

মূলানুবাদ ।—আমি ব্রহ্মা, তোমরা নারদাদি ঋষিবৃন্দ, এমন কি সাক্ষাৎ শঙ্কর পর্য্যন্ত যে শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠাদি ধাম, পার্ষদ ও লীলাতত্ত্ব বুঝিতে অক্ষম, তাহা বুঝিবার শক্তি অন্যান্য দেবতা-গণের কোথায় ? সকলেই তাঁহার মায়ায় মোহিত হইয়া নিজের বুদ্ধি অনুসারে এই প্রপঞ্চের স্বরূপ ও তত্ত্ব নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—এতৎ প্রপঞ্চয়তি নাহমিতি দ্বাভ্যাম্। বামদেবঃ শ্রীরুদ্রঃ। যস্য ঋতাং গতিং পরমার্থস্বরূপাম্। কিন্ত্বিদং প্রপঞ্চরূপং তস্য মায়য়া বিনির্ম্মিতং বিচক্ষ্মহে বিদ্মঃ। তদপি আত্মসমং স্বজ্ঞানানুরূপমেব, ন তু কৃৎস্নম্। মোহিতবুদ্ধয় ইত্যযং তদজ্ঞানে প্রপঞ্চজ্ঞানে চ হেতুঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—অস্মদাদয়ঃ (ব্রহ্মশিবাদয়ো বয়ং) যস্য (শ্রীভগবতঃ) অবতারকর্ম্মাণি (শ্রীভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্য্য যানি কর্ম্মাণি করোতি তান্যেব) গায়ন্তি (কীর্ত্তয়ন্তি) [পরন্তু] যং (শ্রীভগবন্তং) তত্ত্বেন (শক্তিস্বরূপাভ্যাং যাথার্থ্যেন) হি (নিশ্চিতং) ন বিদন্তি (ন জানন্তি) তস্মৈ (পরমগুহ্যস্বরূপমহিম্নে) ভগবতে (ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণায় শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ ।—যে-শ্রীভগবানের অবতার-লীলাকথা আমরা কীর্ত্তনই করি, কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব অনুভব করিতে পারি না, তাঁহার চরণে প্রণাম ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ননু সর্ব্বেঽপি ত্বং বর্ণয়ন্তো দৃশ্যন্তে, তত্রাহ—যস্যেতি ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—স এষ (অবিজ্ঞেয়স্বরূপ এষ) আদ্যঃ পুরুষঃ (সর্ব্বকারণকারণঃ শ্রীগোবিন্দঃ) অজঃ (জন্মাদিরহিতোঽপি) কল্পে কল্পে (প্রতিকল্পং) আত্মা (স্বয়মেব কর্ত্তা সন্) আত্মনি (স্বস্মিন্নেবাধি-করণে) আত্মনা (স্বেনৈব) আত্মানং (স্বশক্তিকার্য্যত্বাৎ স্বাভিন্নং জগৎ) সৃজতি (আবিষ্করোতি) পাতি (পালয়তি) সংযচ্ছতি (সংহরতে চ) ॥ ৩৯ ॥

মূলানুবাদ ।—সেই সর্ব্বকারণকারণ শ্রীগোবিন্দ প্রতি-কল্পেই স্বশক্তি দ্বারা স্বয়ং এই বিশ্ব নির্মাণ, পালন ও সংহার করেন ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্ সম্যগবস্থিতম্ ।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমদ্বয়ম্ ॥ ৪০ ॥
ঋষে বিদন্তি মুনয়ঃ প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশয়াঃ ।
যদা তদেবাসত্তর্কৈস্তিরোধীয়েত বিপ্লুতম্ ॥ ৪১ ॥

শ্রীধরটীকা ।—অবতারকর্ম্মাণি সংক্ষেপতো দর্শয়তি। স এষ আদ্যো ভগবান্ যঃ পুরুষাবতারঃ সন্ সৃষ্ট্যাদি করোতি। আত্মাত্মন্যাত্মানাত্মনমিতি কর্ত্তা অধিকরণং সাধনং কর্ম্ম চ স্বয়মেবেত্যর্থঃ। পুরুষোঽবতারঃ সৃষ্ট্যাদীনি চ কর্ম্মাণীতি সংক্ষেপোক্তিঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—ঋষে (হে নারদ !) প্রশান্তাত্মেন্দ্রিয়াশযাঃ (প্রশান্তাঃ শ্রীভগবন্নিষ্ঠাঃ আত্মেন্দ্রিযাশযাঃ দেহেন্দ্রিয়মনসঃ যেষাং তে) মুনযঃ (মননশীলাঃ) বিশুদ্ধং (অবিদ্যাসম্বন্ধশূন্যং) কেবলং (সদৈব একাকারং) প্রত্যক্ (সর্ব্বান্তরং) সম্যগবস্থিতং (সমন্তাৎ সর্ব্বং ব্যাপ্য অবস্থিতং) সত্যং (সর্ব্বস্য সত্তাপ্রদং) পূর্ণং (ভগবত্তয়া সম্ভৃতং) অনাদ্যন্তং (জন্মনাশশূন্যং) নির্গুণং (সত্ত্বাদিত্রিগুণাতীতং) নিত্যং (সর্ব্বকালমেকরূপেণৈব স্থিতং) অদ্বযং (স্বযংসিদ্ধতাদৃশবস্ত্বন্তরশূন্যং) জ্ঞানং (বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি শ্রুতি-প্রতিপাদিতং স্বপ্রকাশপরমানন্দস্বরূপম্ এব) বিদন্তি (তত্ত্বেন জানন্তি) [এতদেব তত্ত্বং] যদা (পরমদুর্ভাগ্যবশাৎ) অসত্তর্কৈঃ (শ্রীভগবদ্ভক্তিলেশশূন্যশুষ্কতর্কৈঃ) বিপ্লুতং (অর্থান্তরেণ আচ্ছাদিতং) [ভবেৎ তদৈব] তৎ (স্বপ্রকাশপরমানন্দস্বরূপং বস্তু) তিরোধীয়েত (স্বপ্রকাশমপ্রকাশতাং গচ্ছেৎ) ॥ ৪০।৪১ ॥

মূলানুবাদ ।—হে নারদ। যাঁহাদের দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনঃ সর্ব্বতোভাবে শ্রীগোবিন্দে সমর্পিত, সেই শ্রীগোবিন্দলীলা-মননপরায়ণ তত্ত্বজ্ঞগণ অবিদ্যাসম্বন্ধহীন, সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, সকলেরই অন্তরাত্মা, সর্ব্বব্যাপী, সত্য, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, আদি-অন্তশূন্য, ত্রিগুণাতীত, নিত্য, অদ্বিতীয়, স্বপ্রকাশ-পরমানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীভগবানের তত্ত্ব জানেন। শ্রীভগবদ্ভক্তিসম্বন্ধশূন্য কুতর্কজালে আবৃত হইলেই এই তত্ত্বজ্ঞান তিরোহিত হয় ॥ ৪০।৪১

শ্রীধরটীকা ।—ন যং বিদন্তি তত্ত্বেনেত্যুক্তম্। কিং তৎ তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—বিশুদ্ধমিতি। জ্ঞানং কেবলং সত্যং তত্ত্বম্। ঘটাদ্যাকারবৃত্তিজ্ঞানব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণানি। বিশুদ্ধং বিষয়াকারশূন্যং যতঃ প্রত্যক্ সর্ব্বান্তরম্, অতএব সম্যক্ সন্দেহাদিরহিতম্। অবস্থিতং স্থিরং, যতো নির্গুণম্। গুণকার্য্যং হি গুণব্যতিকরাচ্চঞ্চলং ভবতি। যদ্যপি বৃত্তিজ্ঞানমপি স্বরূপজ্ঞানমেবেতি ন চাঞ্চল্যাদিদোষযুক্তং তথাপ্যন্তঃকরণবৃত্তিদোষৈস্তথা তথা ভবতীতি ব্যবচ্ছিদ্যতে। এভিরেব বিশেষণৈঃ সত্যত্বমপি সমর্থিতম্। কিঞ্চ যদ্বিকারবৎ তদসত্যং দৃষ্টং ন চাস্য জন্মাদয়ঃ ষড্‌বিকারাঃ সন্তীত্যাহ। অনাদ্যন্তং জন্মনাশ-রহিতম্, অতএব জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণোঽপি বিকারো নাস্তি। বৃদ্ধিবিপরিণামাপক্ষয়াশ্চ ন সন্তি যতঃ পূর্ণম্। সর্ব্বত্র হেতুঃ—নিত্যমদ্বযম্। নিত্যং সর্ব্বদা দ্বৈতপ্রতীতিসময়েঽপি পরমার্থতোঽদ্বয়মিতি ॥ ৪০ ॥ অত্র বিদ্বদনুভবং প্রমাণয়তি। হে ঋষে নারদ! প্রশান্তেন্দ্রিয়াশয়াঃ প্রসন্ন-

আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ।
দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়াণি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ ॥ ৪২ ॥
অহং ভবো যজ্ঞ ইমে প্রজেশা দক্ষাদয়ো যে ভবদাদয়শ্চ।
স্বর্লোকপালাঃ খগলোকপালা নৃলোকপালাস্তললোকপালাঃ ॥ ৪৩ ॥
গন্ধর্ববিদ্যাধরচারণেশা যে যক্ষরক্ষোরগনাগনাথাঃ।
যে বা ঋষীণামৃষভাঃ পিতৃণাং দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ।
অন্যে চ যে প্রেতপিশাচভূত-কুষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ ॥ ৪৪ ॥
যৎ কিঞ্চ লোকে ভগবন্মহস্বদোজঃসহস্বদ্বলবৎ ক্ষমাবৎ।
শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবদদ্ভুতার্ণং তত্ত্বং পরং রূপবদস্বরূপম্ ॥ ৪৫ ॥

দেহেন্দ্রিয়মনসো যদা ভবন্তি তদা বিদন্তি। অন্যদা তদজ্ঞানে কারণমাহ। যদা তু তদেব প্রকাশমানমেব অসতাং তর্কৈর্বিপ্লুতং স্যাৎ তদা তিরোধীয়েতেতি ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—ভূম্নঃ (স্বরূপেণ শক্ত্যা চ সর্ব্বাতিশায়িনঃ) পরস্য (শ্রীভগবতঃ) পুরুষঃ (প্রকৃতি-প্রবর্ত্তকঃ প্রথমপুরুষঃ) আদ্যঃ (প্রথমঃ) অবতারঃ (প্রাকৃতবৈভবে আবির্ভাবঃ) [এবঞ্চ] কালঃ স্বভাবঃ সদসৎ (কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিঃ) মনঃ দ্রব্যং (মহাভূতানি) বিকারঃ (অহঙ্কারঃ গুণঃ) [সত্ত্বাদয়ঃ] ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) বিরাট্ (সমষ্টিশরীরং) স্বরাট্ (সমষ্টিজীবো হিরণ্যগর্ভঃ) স্থাস্নু (স্থাবরং) চরিষ্ণুঃ (জঙ্গমং) [তথা] অহং (ব্রহ্মা) ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) যজ্ঞঃ (শ্রীবিষ্ণুঃ) ইমে প্রজেশাঃ দক্ষাদয়ঃ (দক্ষাদিপ্রজাপতয়ঃ) যে ভবদাদয়শ্চ (নারদাদিঋষয়শ্চ) স্বর্লোকপালাঃ (স্বর্গলোকাধিপতয়ঃ) খগলোকপালাঃ (ভুবর্লোকাধিপতয়ঃ) নৃলোকপালাঃ (পৃথিবীপতয়ঃ) তললোকপালাঃ (পাতালাদ্যধিপতয়ঃ) [তথা] গন্ধর্ববিদ্যাধরচারণেশাঃ (গন্ধর্ব্বাদিদেবযোনীনামধিপাঃ) যে যক্ষরক্ষো-রগনাগনাথাঃ (যক্ষাদীনামধিপতয়ঃ) যে বা ঋষীণাং (মরীচ্যাদীনাং) পিতৃণাং (পিতৃলোকানাঞ্চ) ঋষভাঃ (অধিপাঃ) দৈত্যেন্দ্রসিদ্ধেশ্বরদানবেন্দ্রাঃ (দৈত্যদানবসিদ্ধানাং পতয়ঃ) যে চ অন্যে প্রেত-পিশাচভূতকুষ্মাণ্ডযাদোমৃগপক্ষ্যধীশাঃ (প্রেতাদীনামধীশাঃ) [এবঞ্চ] লোকে (জগতি) যৎকিঞ্চ (যৎকিঞ্চিদপি বস্তু) ভগবৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্তং) মহস্বৎ (তেজোযুক্তং) ওজঃসহস্বৎ (ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ সহঃ মনঃশক্তিঃ তদ্যুক্তং) বলবৎ (শরীরশক্তিযুক্তং) ক্ষমাবৎ (সহনশক্তিযুক্তং) শ্রীহ্রীবিভূত্যাত্মবৎ (শ্রীঃ শরীরশোভা হ্রীঃ অকর্ম্মজুগুপ্সা, বিভূতিঃ সম্পদ্, আত্মা বুদ্ধিঃ, তদ্যুক্তং) অদ্ভুতার্ণং (আশ্চর্য্য-বর্ণবিশিষ্টং) রূপবৎ (সাকারম্ অস্মদাদিকং) অস্বরূপং (নিরাকারং কামাদিকঞ্চ সর্ব্বমেব) পরং তত্ত্বং (শ্রীভগবত এব অংশবিভূতয়ঃ) ॥ ৪২—৪৫

মূলানুবাদ।—জগৎকারণ প্রকৃতির প্রবর্ত্তক সহস্রশীর্ষা পুরুষ সেই স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই অবতার এবং কাল, স্বভাব, কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, সত্ত্বাদি ত্রিগুণ, বিরাট্পুরুষ, হিরণ্যগর্ভ, স্থাবর, জঙ্গম, আমি ব্রহ্মা, রুদ্র, বিষ্ণু, দক্ষাদি প্রজাপতিগণ, তোমরা ঋষিবৃন্দ,

প্রাধান্যতো যানৃষ আমনন্তি লীলাবতারান্ পুরুষস্য ভূম্নঃ ।
আপীয়তাং কর্ণকষায়শোষান্ অনুক্রমিষ্যে ত ইমান্ সুপেশান্ ॥ ৪৬ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মনারদসংবাদে পুরুষবিভূতিবর্ণনং নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬ ॥

স্বর্গের অধিপতিগণ, ভুবর্লোকের অধিপতিগণ, পৃথিবীপতিগণ, পাতালের অধিপতিগণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও চারণ প্রভৃতির অধিপতিগণ, যক্ষ রক্ষ ও নাগগণের অধিপতিগণ, ঋষি, পিতৃলোক, দৈত্য দানব, ও সিদ্ধগণের অধিপতিবৃন্দ, ইহা ছাড়াও প্রেত, পিশাচ, ভূত, কুষ্মাণ্ড, জলচর, বনচর ও খেচরের অধিপতি-গণ, জগতে যে সমস্ত বস্তু, ঐশ্বর্য্য, তেজঃ, বীর্য্য, বল, ক্ষমা, শোভা, লজ্জা, সম্পদ্ ও বুদ্ধিমান্ আশ্চর্য্য মূর্ত্তিধারী, এমন কি সাকার, নিরাকার যত কিছু বস্তু আছে, সবই শ্রীভগবানের বিভূতি ॥ ৪০—৪৫

শ্রীধরটীকা ।—অবতারান্ বিস্তরেণাহ আদ্য ইতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। পরস্য ভূম্নঃ পুরুষঃ প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকঃ। যস্য সহস্রশীর্ষেত্যাদ্যুক্তো লীলাবিগ্রহঃ স আদ্যোঽবতারঃ। বক্ষ্যতি হি—ভূতৈর্যদা পঞ্চভিরাত্মসৃষ্টৈঃ পুরং বিরাজং বিরচয্য তস্মিন্। স্বাংশেন বিষ্টঃ পুরুষাভিধানমবাপ নারায়ণ আদিদেব" ॥ যচ্চোক্তম্—বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। প্রথমং মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ন্ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥ ইতি। যদ্যপি সর্ব্বেষামবিশেষেণাবতারত্বমুচ্যতে তথাপি কালশ্চ স্বভাবশ্চ সদসদিতি কার্য্যকারণরূপা প্রকৃতিশ্চ এতাঃ শক্তয়ঃ। মনআদীনি কার্য্যাণি। ব্রহ্মাদয়ো গুণাবতারাঃ। দক্ষাদয়ো বিভূতয় ইতি বিবেক্তব্যম্। মনো মহত্তত্ত্বম্। দ্রবং মহাভূতানি, ক্রমোঽত্র ন বিবক্ষিতঃ। বিকারোঽহঙ্কারঃ। গুণঃ সত্ত্বাদিঃ। বিরাট্ সমষ্টিশরীরম্। স্বরাট্ বৈরাজঃ। স্থাস্নু স্থাবরং, চরিষ্ণু জঙ্গমঞ্চ ব্যষ্টিশরীরম্ ॥ ৪২ ॥ অহং ব্রহ্মা। ভবঃ শ্রীরুদ্রঃ। যজ্ঞো বিষ্ণুঃ। দক্ষাদয়ো যে ইমে প্রজেশাঃ। তললোকপালাঃ পাতালাদ্যধিপতয়ঃ ॥ ৪৩ ॥ গন্ধর্ব্বাদীনামীশাঃ। যক্ষাদীনাং নাথাঃ। রক্ষোরগেতি সন্ধিরার্ষঃ। ঋষীণাং পিতৄণাঞ্চ শ্রেষ্ঠাঃ। প্রেতাদীনামধীশাঃ ॥ ৪৪ ॥ কিং বহুনা? যৎ কিঞ্চিদ্ভগবদাদি তৎসর্ব্বং পরমেব তত্ত্বমিত্যন্বয়ঃ। ভগবৎ ঐশ্বর্য্যযুক্তম্। মহস্বৎ তেজোযুক্তম্। ওজঃসহস্বৎ ইন্দ্রিয়মনঃশক্তি তদ্যুক্তম্। বলং দার্ঢ্যং (দাক্ষ্যং) তদ্যুক্তম্। শ্রীঃ শোভা, হ্রীরকর্ম্মজুগুপ্সা, বিভূতিঃ সম্পত্তিঃ আত্মা বুদ্ধিঃ, তদ্যুক্তম্। অর্ণো বর্ণঃ। অদ্ভুতার্ণম্ আশ্চর্য্যবর্ণমিত্যর্থঃ। রূপমেব স্বরূপম্। রূপবৎ অস্বরূপঞ্চ যৎ, তৎসর্ব্বং পরং তত্ত্বং তদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—ঋষে (হে নারদ।) ভূম্নঃ পুরুষস্য (অনন্তাবতারাবতারিণঃ স্বয়ং ভগবতঃ) যান্ লীলাবতারান্ (মৎস্যাদ্যবতারান্) প্রাধান্যতঃ (বিশেষতঃ) আমনন্তি (তত্ত্বজ্ঞা বর্ণয়ন্তি) ইমান্ (তান্) সুপেশান্ (সুপেশলান্ মনোহরলীলানিত্যর্থঃ) [অবতারান্] তে (তুভ্যং) অনুক্রমিষ্যে (ক্রমেণ কথয়িষ্যে) কর্ণকষায়শোষান্ (অসদ্বার্ত্তাশ্রবণজনিতকর্ণমলনাশকান্ তদিতরকথাশ্রবণরাগহন্তৄনিত্যর্থঃ তান্) আপীয়তাং (কর্ণপাত্রেণ সম্যক্ পীয়তাম্) ॥ ৪৫।৪৬

ইতি শ্রীধামশান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

মূলানুবাদ।—হে নারদ। সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং শ্রীভগবানের যে সমস্ত লীলাবতারের কথা ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, আমি সেই পরম মনোহর অবতার-কথা তোমার নিকট বর্ণন করি, তুমি অসদ্বার্ত্তা শ্রবণজনিত কর্ণজ্বরহর সেই লীলাকথা শ্রবণ কর॥ ৪৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথবংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতে মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—শুদ্ধসত্ত্বাবতারান্ বক্তুমাহ—প্রাধান্যত ইতি। অসৎকথাশ্রবণৈর্যে কর্ণয়োঃ কষায়া মলাস্তান্ শোষয়ন্তীতি তথা·তান্। সুপেশান্ সুন্দরান্। লকারলোপশ্চার্ষঃ। হে ঋষে। তে তুভ্যম্ অনুক্রমিষ্যে তদনুক্রমেণামৃতং ত্বয়া আপীয়তামিত্যর্থঃ। যদ্বা। আপীয়তামিতি শত্রন্তম্, আপিবতাং কর্ণকষায়শোষানিত্যর্থঃ॥ ৪৬

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া পরিশেষে নারদকে বলিলেন, হে নারদ। শ্রীভগবানের তত্ত্ব অতি দুর্জ্ঞেয়—তাঁহার ধাম, পার্ষদ ও লীলাদির ত কথাই নাই। তুমি, আমি, এমন কি সাক্ষাৎ শঙ্কর পর্য্যন্ত এই দুর্জ্ঞেয় তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিতে অক্ষম—অন্যের ত কথাই নাই। মায়াশক্তির বশীভূত জীব কোনমতেই তাঁহার তত্ত্ব আস্বাদন করিতে পারে না, আমরা তাঁহার অবতারলীলা মাত্র কীর্ত্তন করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহার তত্ত্ব বুঝিতে পারি না। তবে তাঁহার কৃপাশক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিলে কথঞ্চিৎ জানিতে পারা যায়।

শ্রীভগবান্ অপ্রপঞ্চের বস্তু হইলেও প্রপঞ্চের জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন, তাঁহার এই অবতারগণকে লীলাবতার বলা হয়। তাঁহাদের এই লীলা অতি মধুর, শ্রবণে বিষয়াবেশজনিত মলিনতা দূর হইয়া যায়। তোমার নিকট সেই মধুর লীলাকথা বলি, শ্রবণ কর॥ ৩৫—৪৬

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধস্য ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ॥ ৬॥

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ) * (ঃ—

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

যত্রোদ্যতঃ ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় বিভ্রৎ ক্রৌড়ীং তনুং সকলযজ্ঞময়ীমনন্তঃ।
অন্তর্মহার্ণব উপাগতমাদিদৈত্যং তং দংষ্ট্রয়াদ্রিমিব বজ্রধরো দদার॥ ১॥

জাতো রুচেরজনয়ৎ সুযমান্ সুযজ্ঞ আকূতিসূনুরমরানথ দক্ষিণায়াম্।
লোকত্রয়স্য মহতীমহরদ্‌যদার্ত্তিং স্বায়ম্ভুবেন মনুনা হরিরিত্যনুক্তঃ॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—(ব্রহ্মা উবাচ।) যত্র (যদা) অনন্তঃ (অগণিতশ্রীবিগ্রহঃ শ্রীভগবান্) ক্ষিতিতলোদ্ধরণায় (জলমগ্নায়াঃ পৃথিব্যা উদ্ধারার্থং) সকলযজ্ঞময়ীং (স্রুক্‌স্রুবাদিসকলযজ্ঞোপকরণময়ীং) ক্রৌড়ীং (বারাহীং) তনুং (শ্রীমূর্ত্তিং) বিভ্রৎ (প্রকটয়ন্ সন্) উদ্যতঃ (রসাতলগতাং মহীম্ উদ্ধৃত্য দন্তাগ্রে নিধায় সমুদ্রাদুদ্‌গতঃ) [তদা] অন্তর্মহার্ণবে (মহাসমুদ্রমধ্যে) উপাগতং (প্রাপ্তং) তং (সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধং) আদিদৈত্যং (হিরণ্যাক্ষং) বজ্রধরঃ (ইন্দ্রঃ) অদ্রিমিব (বজ্রেণ পর্ব্বতমিব) দংষ্ট্রয়া (দন্তাগ্রেণ) দদার (বিদারয়ামাস)॥ ১

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! শ্রীভগবান্ জলমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করিবার জন্য যখন সর্ব্বযজ্ঞনিকেতন বরাহমূর্ত্তি প্রকট করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি ইন্দ্র যেমন বজ্রপাতে পর্ব্বত বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ দন্তাঘাতে সেই মহাসমুদ্র মধ্যে আগত আদিদৈত্য হিরণ্যাক্ষের বক্ষ বিদীর্ণ করিয়াছিলেন॥ ১

শ্রীধরটীকা।—সপ্তমে ভগবল্লীলাবতারা ব্রহ্মণোদিতাঃ।
নারদায় তু তৎকর্ম্ম প্রয়োজনগুণৈঃ সহ॥

যত্র যদা ক্ষিতিতলোদ্ধরণার্থং বারাহীং তনুং বিভ্রৎ সন্ উদ্যতোঽনন্তঃ তদা তং সুপ্রসিদ্ধং হিরণ্যাক্ষং দংষ্ট্রয়া দদার॥ ১

অন্বয়ঃ।—রুচেঃ (প্রজাপতেঃ সকাশাৎ) আকূতিসূনুঃ (আকূতিগর্ভে জাতঃ) সুযজ্ঞঃ (সুযজ্ঞনাম্না অবতীর্ণঃ সন্) অথ (ততঃ পরং) দক্ষিণায়াং (দক্ষিণা নাম স্বভার্য্যায়াং) সুযমান্ (তন্নাম্না প্রসিদ্ধান্) অমরান্ (দেবান্) অজনয়ৎ (উৎপাদয়ামাস) [ততঃ ইন্দ্রঃ সন্ যদা] লোকত্রয়স্য (ত্রিলোক্যাঃ) মহতীম্ আর্ত্তিং (অসুরোৎপাতজনিতমহাভয়ং) অহরৎ (নিবারয়ামাস) [তেনৈব হেতুনা] স্বায়ম্ভুবেন মনুনা (তদানীন্তনপ্রথমমনুনা নিজমাতামহেন স্বায়ম্ভুবাখ্যেন মনুনা) হরিরিতি অনুক্তঃ (লোকত্রয়ার্ত্তিহরাৎ হরিরিতি নাম কৃতম্)॥ ২

জজ্ঞে চ কর্দ্দমগৃহে দ্বিজ দেবহূত্যাং স্ত্রীভিঃ সমং নবভিবাত্মগতিং স্বমাত্রে।
ঊচে যয়াত্মশমলং গুণসঙ্গপঙ্ক অস্মিন্ বিধূয় কপিলস্য গতিং প্রপেদে ॥ ৩ ॥
অত্রেরপত্যমভিকাঙ্ক্ষত আহ তুষ্টো দত্তো ময়াহমিতি যদ্ভগবান্ স দত্তঃ।
যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা যোগর্দ্ধিমাপুরুভয়ীং যদুহৈহয়াদ্যাঃ ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—তিনি প্রজাপতি রুচির ভার্য্যা আকূতির গর্ভে সুযজ্ঞ নামে জন্মগ্রহণ করেন, পরে স্বীয় ভার্য্যা দক্ষিণার গর্ভে সুযম নামক দেবগণকে উৎপান করেন এবং স্বযং যখন ইন্দ্র হইয়া ত্রিলাকের দুঃখ হরণ করেন, তখন মাতামহ স্বাযম্ভুব মনু তাঁহাকে "হরি" এই নামে অভিহিত করেন॥ ২

শ্রীধরটীকা।—যজ্ঞাবতারমাহ। রুচেঃ প্রজাপতেঃ সকাশাৎ তদ্ভার্য্যায়া আকূতেঃ সূনুঃ সুতঃ সুযজ্ঞো নাম জাতঃ। স চ স্বভার্য্যায়াং দক্ষিণায়াং সুযমান্ দেবান্ অজনয়ৎ। স এব ইন্দ্রঃ সন্ যদা আর্ত্তিমহরৎ তদা পূর্ব্বং সুযজ্ঞ ইত্যুক্তোঽপি অনু পশ্চাৎ মনুনা মাতামহেন হরিরিত্যুক্তঃ। অনেন দেবোৎপাদনং লোকত্রয়ার্ত্তিহরণঞ্চ তস্য কর্ম্ম দর্শিতম্। এবং সর্ব্বত্রাবতারবস্তৎকর্ম্ম চ জ্ঞেয়ম্ ॥ ২

অন্বয়ঃ।—দ্বিজ। (হে নারদ।) নবভিঃ (নবসংখ্যকাভিঃ স্ত্রীভিঃ ভগিনীভিঃ) সমং (সহ) কর্দ্দমগৃহে (কর্দ্দমনামকস্য ঋষের্গৃহে তদ্ভার্য্যায়াং) দেবহূত্যাং জজ্ঞে (শ্রীভগবান্ কপিলরূপেণাবততার) [অবতীর্য্য চ] স্বমাত্রে (নিজজনন্যৈ দেবহূত্যৈ) আত্মগতিং (সাংখ্যতত্ত্বং) ঊচে (উক্তবান্) যয়া (আত্মগত্যা) [সাংখ্যতত্ত্বং শ্রুত্বেত্যর্থঃ, সা] অস্মিন্ (বর্ত্তমান এব জন্মনি) আত্মশমলং (আত্মনঃ মলিনতা-সম্পাদকং) গুণসঙ্গপঙ্কং (ত্রিগুণসঙ্গং প্রকৃতিপুরুষবিবেকং) বিধূয় (হিত্বা) কপিলস্য গতিং (মুক্তিং কপিলবৈকুণ্ঠমিত্যর্থঃ) প্রপেদে (প্রাপ্তবতী) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—হে নারদ। তিনি কর্দ্দম ঋষির ভার্য্যা দেবহূতির গর্ভে নয়টি ভগ্নীসহ জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ জননীকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণে তাঁহার বিষয়সঙ্গজনিত মলিনতা ক্ষালিত হয় এবং কপিলবৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হয় ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—কপিলাবতারমাহ। কর্দ্দমপ্রজাপতের্গৃহে চ তদ্ভার্য্যায়াং দেবহূত্যাং জজ্ঞে। নবভিঃ স্ত্রীভির্ভগিনীভিঃ সহ। স চ স্বমাত্রে আত্মগতিং ব্রহ্মবিদ্যামুক্তবান্। যয়া আত্মগত্যা সা আত্মনঃ শমলং মলিনীকরণং গুণসঙ্গরূপং পঙ্কম্ অস্মিন্নেব জন্মনি বিধূয় কপিলস্য গতিং মুক্তিং প্রাপ্তবতী ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অপত্যম্ অভিকাঙ্ক্ষতঃ (পুত্রম্ ইচ্ছতঃ) অত্রেঃ (তন্নামকস্য ঋষেঃ) তুষ্টঃ (তপসা তুষ্টঃ সন্) শ্রীভগবান্ "ময়া (তুভ্যং) অহং (অহমেব) দত্তঃ (সমর্পিতঃ") ইতি যৎ আহ (কথয়ামাস) [ততঃ] সঃ (শ্রীভগবান্) দত্তঃ (দত্তাত্রেয় ইতি নাম্না প্রসিদ্ধঃ) যৎপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহাঃ (যস্য শ্রীদত্তাত্রেয়স্য শ্রীচরণকমলরেণুনা পূতশরীরাঃ) যদুহৈহয়াদ্যাঃ (যদবঃ হৈহয়াদ্যাশ্চ) উভয়ীং (ঐহিকীং পারলৌকিকীঞ্চ) যোগর্দ্ধিং (যোগসিদ্ধিং ভুক্তিমুক্তিরূপাং) আপুঃ (প্রাপুঃ) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—অত্রিঋষি পুত্র কামনা করিয়া তপস্যা করিলে শ্রীভগবান্ তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে আত্মদান করেন, এই জন্য তিনি এই অবতারে দত্তাত্রেয় নামে অভিহিত হন, তাঁহার চরণধূলিকণিকা স্পর্শে যদু ও হৈহয়গণ যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হন ॥ ৪

তপ্তং তপো বিবিধলোকসিসৃক্ষয়া মে আদৌ সনাৎ স্বতপসঃ স চতুঃসনোঽভূৎ।
প্রাক্কল্পসংপ্লববিনষ্টমিহাত্মতত্ত্বং সম্যগ্ জগাদ মুনযো যদচক্ষতাত্মন্ ॥ ৫ ॥
ধর্ম্মস্য দক্ষদুহিতর্য্যজনিষ্ট মূর্ত্ত্যাং নারায়ণো নব ইতি স্বতপঃপ্রভাবঃ।
দৃষ্ট্বাত্মনো ভগবতো নিয়মাবলোপং দেবস্ত্বনঙ্গপৃতনা ঘটিতুং ন শেকুঃ ॥ ৬ ॥

শ্রীধরটীকা ।—দত্তাত্রেয়াবতারমাহ। মযা অহমেব তুভ্যং দত্ত ইতি যদ্‌যত আহ ততঃ স নাম্না দত্তো জাতঃ। স্বভক্তেভ্যো যোগৈশ্বর্য্যদানং তচ্চবিতঞ্চ দর্শবতি। যস্য পাদপঙ্কজযোর্যঃ পরাগস্তেন পবিত্রা দেহা যেষাং তে। উভযীমৈহিকীমামুষ্মিকীঞ্চ ভুক্তিমুক্তিরূপাং বা ॥ ৪

অন্বয়ঃ ।—মে (মযা) আদৌ (সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং) বিবিধলোকসিসৃক্ষযা (ভুবাদিলোকান্ তত্রত্য প্রজাঃ তাসাং ভোগ্যবস্তুনি চ সৃষ্টিকামনযা) তৎ তপঃ তপ্তং (আচরিতং) [তস্য] স্বতপসঃ (মৎকৃত-তপস্যাযাঃ) সনাৎ (ফলদানাৎ) [সনুদানে ইতি ধাতোঃ সিদ্ধং] সঃ (শ্রীভগবান্) চতুঃসনঃ অভূৎ (সনকসনন্দনসনৎকুমারসনাতন ইতি চতুর্মূর্ত্ত্যা অবততার) [অবতীর্য্য চ] প্রাক্‌কল্পসংপ্লববিনষ্টং (পূর্ব্বকল্পস্য প্রলযে বিনষ্টং) আত্মতত্ত্বং (আত্মজ্ঞানং) ইহ (অস্মিন্ কল্পে) সম্যক্ জগাদ (প্রকাশযামাস,) যৎ (যদ্‌গতিমাত্রং) মুনযঃ (তত্ত্বজ্ঞাঃ) আত্মন্ (মনসি) অচক্ষত ॥ ৫

মূলানুবাদ ।—আমি বিবিধ লোকসৃষ্টি মানসে তপস্যা করিলে শ্রীভগবান্ তুষ্ট হইযা চতুঃসন রূপে [সনৎকুমার, সনক, সনন্দন ও সনাতন] অবতীর্ণ হন এবং পূর্ব্বকল্পের অবসানে বিনষ্টপ্রায় আত্মতত্ত্ব উপদেশ করেন, তাহা শ্রবণমাত্রেই মুনিগণের আত্মতত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হয ॥ ৫

শ্রীধরটীকা ।—কুমারাবতারমাহ। মে মযা আদৌ যৎ তপস্তপ্তং তস্মাৎ স্বতপসঃ মত্তপসো হেতোঃ। স হরিঃ চতুঃসনোঽভূৎ। সনৎকুমারঃ সনকঃ সনন্দনঃ সনাতন ইতি চত্বারঃ সনশব্দা নাম্নি যস্য সঃ কথম্ভূতাৎ স্বতপসঃ। সনাৎ অখণ্ডিতাৎ। যদ্বা। স্বতপসঃ সনাদ্দানাৎ সমর্পণাদিত্যর্থঃ। ষণু দানে। স চ পূর্ব্বকল্পস্য সংপ্লবে প্রলয়ে বিনষ্টম্ উৎসন্নসম্প্রদাযমাত্মতত্ত্বম্ ইহ অস্মিন্ কল্পে সম্যক্ জগাদ উক্তবান্। সম্যক্ত্বং দর্শযতি। যদ্গতিমাত্রমেব মুনয আত্মন্ আত্মনি মনসি অচক্ষত সাক্ষাদপশ্যন্ ॥ ৫

অন্বয়ঃ ।—ধর্ম্মস্য [পত্ন্যাং] দক্ষদুহিতরি (দক্ষকন্যাযাং) মূর্ত্ত্যাং (মূর্ত্তিসংজ্ঞাযাং) স্বতপঃপ্রভাবঃ (অসাধারণতপঃপ্রভাবশালী) নারাযণঃ নব ইতি (নবঃ নারাযণশ্চেতি মূর্ত্তিদ্বযেন) অজনিষ্ট (প্রকটো বভূব শ্রীভগবানিতি শেষঃ) অনঙ্গপৃতনা (মদনস্য সেনানীরূপাঃ) দেব্যঃ (অপ্সরসঃ) ভগবতঃ (নরনারায়ণরূপস্য ভগবতঃ সকাশাৎ) আত্মনঃ (স্বস্য) [প্রতিরূপাঃ উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ স্ত্রীঃ] দৃষ্ট্বা নিযমাবলোপং (নরনারায়ণরূপস্য শ্রীভগবতঃ তপোভঙ্গং) ঘটিতুং (ঘটযিতুং সাধযিতুমিত্যর্থঃ) ন শেকুঃ (ন সমর্থা বভূবুঃ) ॥ ৬

মূলানুবাদ ।—ধর্ম্মের পত্নী দক্ষকন্যা মূর্ত্তির গর্ভে অসাধারণ তপঃপ্রভাবসম্পন্ন নর ও নারায়ণ রূপে তিনি অবতীর্ণ হন। উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরাগণ তাঁহাদের তপোভঙ্গ করিতে আসিযা তাঁহাদের অঙ্গে নিজেদের মত অসংখ্য অপ্সরাগণ দেখিযা বিস্মযাপন্ন হইয়া তপোভঙ্গ করিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৬

কামং দহন্তি কৃতিনো ননু রোষদৃষ্ট্যা রোষং দহন্তমুত তে ন দহন্ত্যসহ্যম্।
সোঽয়ং যদন্তরমলং প্রবিশন্ বিভেতি কামঃ কথং নু পুনরস্য মনঃ শ্রয়েত ॥ ৭
বিদ্ধঃ সপত্ন্যুদিতপত্রিভিরন্তি রাজ্ঞো বালোঽপি সন্নুপগতস্তপসে বনানি।
তস্মা অদাদ্ ধ্রুবগতিং গৃণতে প্রসন্নো দিব্যাঃ স্তুবন্তি মুনয়ো যদুপর্য্যধস্তাৎ ॥ ৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নরনারায়ণাবতারমাহ দ্বয়েন। ধর্ম্মস্য পত্ন্যাং দক্ষদুহিতরি মূর্ত্তিসংজ্ঞায়াং নারায়ণো নর ইতি মূর্ত্তিদ্বয়েন জাতঃ। কথম্ভূতঃ? স্বঃ অসাধারণঃ তপঃপ্রভাবো যস্য। তদেবাহ অনঙ্গস্য পৃতনাঃ দেব্যোঽপ্সরসঃ ভগবতঃ সকাশাদাত্মনঃ স্বপ্রতিরূপা উর্ব্বশ্যাদ্যাঃ স্ত্রীর্দৃষ্ট্বা তস্য নিয়মা-বলোপং ব্রতভঙ্গং ঘটয়িতু সাধয়িতুং ন শেকুঃ। যদ্বা আত্মনঃ স্বস্য যো নিয়মস্তপোনাশরূপস্তস্যাবলোপং তত্র দৃষ্ট্বা ভগবতস্তং ঘটয়িতুং ন শেকুরিতি। এতচ্চ ব্যাখ্যানমেকাদশে ভবিষ্যতি ॥ ৬ ॥

অন্বয়ঃ ।—কৃতিনঃ (কুশলাঃ শ্রীরুদ্রাদয়ঃ) রোষদৃষ্ট্যা (রোষযুক্তয়া দৃষ্ট্যা) কামং দহন্তি ননু (কামং নিরাকৃতবান্) [কিন্তু] দহন্তমুত (আত্মানং দহন্তমপি) অসহ্যং (দুঃসহং) রোষং (ক্রোধং) তে (কামবিজয়িনোঽপি রুদ্রাদয়ঃ) ন দহন্তি (ন নিরাকুর্ব্বন্তি, ক্রোধেনাভিভূয়ন্তে ইত্যর্থঃ) সোঽয়ং (দুর্ব্বারোঽপি ক্রোধঃ) যদন্তরং (যস্য শ্রীভগবতঃ মনসি) প্রবিশন্ (প্রবেষ্টুং) অলং বিভেতি (অত্যর্থং ভীতো ভবতি) অস্য পুনঃ (ক্রোধজয়িনোঽপি শ্রীভগবতঃ) মনঃ কামঃ কথং নু (কেনোপায়েন) শ্রয়েত (আশ্রয়েত) ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ ।—মহাদেব রোষদৃষ্টিতে কামকে ভস্মীভূত করেন বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং ক্রোধা-নলে দগ্ধ হইয়াও ক্রোধ নিবারণ করিতে পারেন না। সেই ক্রোধও যাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিতে ভীত হয়, তাঁহার কি আর কামকৃত পরাভব সম্ভব হয়? [সেই জন্যই উর্ব্বশী প্রভৃতি নরনারায়ণের ধ্যান ভঙ্গ করিতে পারেন নাই] ॥ ৭ ॥

শ্রীধরটীকা ।—যত্র কামবিজয়ী ক্রোধোঽপি বিভেতি তত্র বরাকঃ কামো ন প্রভবতীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কামমিতি। কৃতিনঃ শ্রীরুদ্রাদয়ো রোষযুক্তয়া দৃষ্ট্যা কামং দহন্তি। রোষাস্ত্বাত্মানং দহন্ত-মপি তে ন দহন্তি, ক্রোধেনাভিভূয়ন্ত ইত্যর্থঃ। ননু অহো। সোঽয়ং রোষঃ যদন্তরং যন্মধ্যং প্রবি-শন্নলং বিভেতি। যদ্বা যস্যান্তর্মনঃ কথম্ভূতম্? অমলং নির্ম্মলং প্রবিশন্নিতি ॥ ৭ ॥

অন্বয়ঃ ।—রাজ্ঞঃ (স্বপিতুঃ উত্তানপদঃ) অন্তি (সমীপে) সপত্ন্যুদিতপত্রিভিঃ (মাতুঃ সপত্ন্যাঃ সুরুচ্যা বাক্যবাণৈঃ) বিদ্ধঃ (সন্) বালোঽপি (পঞ্চবর্ষবয়স্কোঽপি) তপসে (শ্রীগোবিন্দারাধনার্থং) বনানি উপগতঃ, [শ্রীভগবান্] গৃণতে (স্তুবতে) তস্মৈ (বালকায় ধ্রুবায়) প্রসন্নঃ (সন্) উপরি (উপরিস্থিতাঃ) যৎ (যাং) অধস্তাৎ (অধঃস্থিতাঃ) দিব্যাঃ (স্বর্গস্থাঃ) মুনয়ঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) স্তুবন্তি [তাং] ধ্রুবগতিং (ধ্রুবলোকাখ্যনিত্যস্থলং) অদাৎ (দদৌ) ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ।—উত্তানপাদ রাজার পুত্র ধ্রুব পিতার সমক্ষে বিমাতার বাক্যবাণে বিদ্ধ হইয়া বাল্যকালেই তপস্যার্থ বনে গমন করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ পৃশ্নিগর্ভ অবতারে তাঁহাকে ধ্রুবপদ প্রদান করেন—যে পদ ভৃগু প্রভৃতি সপ্তর্ষি অদ্যাপি প্রদক্ষিণ করেন ॥ ৮ ॥

যদ্বেণমুৎপথগতং দ্বিজবাক্যবজ্রনিষ্প্লুষ্টপৌরুষভগং নিরয়ে পতন্তম্ ।
ত্রাত্বার্থিতো জগতি পুত্রপদঞ্চ লেভে দুগ্ধা বসূনি বসুধা সকলাপি যেন ॥ ৯ ॥
নাভেরসাবৃষভ আস সুদেবিসূনুর্যো বৈ চচার সমদৃগ্ জড়যোগচর্য্যাম্ ।
যৎ পারমহংস্যমৃষয়ঃ পদমামনন্তি স্বস্থঃ প্রশান্তকরণঃ পরিমুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—চরিত্রেণৈব কমপ্যবতারং সূচয়তি । মাতুঃ সপত্ন্যা সুরুচ্যা উদিতানি উক্তানি বাক্যান্যেব পত্রিণো বাণাস্তৈর্বিদ্ধো ধ্রুবঃ, রাজ্ঞঃ উত্তানপদঃ অন্তি সমীপে । তপসে তপস্তপ্তুম্ । ধ্রুবগতিং ধ্রুবপদম্ । যৎ যামুপরিস্থিতাম্ অধস্তাৎ স্থিতাঃ দিবি ভবা দিব্যাঃ সপ্তর্ষয়ঃ স্তুবন্তি । যদ্বা উপরি ভৃগ্বাদয়ঃ অধস্তাৎ সপ্তর্ষয় ইতি ॥ ৮ ॥

অন্বয়ঃ ।—যৎ (যদা) অর্থিতঃ (ঋষিভির্যাচিতঃ) [তদা) উৎপথগতং (উচ্ছাস্ত্রবর্ত্তিনং) দ্বিজবাক্যবজ্রনিষ্প্লুষ্টপৌরুষভগং (ব্রাহ্মণানাং শাপরূপবজ্রেণ দগ্ধবীর্য্যৈশ্বর্য্যং) নিরয়ে পতন্তং (নরকগামিনং) বেণং (তন্নামকং কঞ্চিৎ) ত্রাত্বা (নরকাদুদ্ধৃত্য) জগতি পুত্রপদং লেভে (পিতরং নরকাদুদ্ধৃত্য পুত্রপদং সার্থকং চকার) [এবঞ্চ] যেন (অবতারেণ) সকলাপি বসুধা (পৃথিবী) বসূনি (অন্নাদিদ্রব্যাণি) দুগ্ধা (দুদুহে) ॥ ৯ ॥

মূলানুবাদ ।—ব্রাহ্মণগণের বাক্যবজ্রে পৌরুষ ও ঐশ্বর্য্য দগ্ধ হইয়া উৎপথগামী বেণ নরকগামী হইলে, শ্রীভগবান্ পৃথু অবতারে তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং পুত্র নামের সার্থকতা সম্পাদন করেন। তদনন্তর তিনি রাজা হইয়া গোরূপা পৃথিবী হইতে ধন ও অন্নাদি দোহন করেন ॥ ৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—পৃথ্ববতারমাহ । যদ্যদা ঋষিভিরর্থিতস্তদা বেণং ত্রাত্বা অন্বর্থং পুত্র ইতি পদং নাম লেভে । "পুন্নাম্নো নরকাদ্যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ । তস্মাৎ পুত্র ইতি প্রোক্ত স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবে"তি হি পুত্রপদব্যুৎপত্তিঃ । কথম্ভূতম্ ? দ্বিজানাং শাপবাক্যমেব বজ্রং, তেন নিষ্প্লুষ্টং দগ্ধং পৌরুষং ভগমৈশ্বর্য্যঞ্চ যস্য তম্ । চরিত্রান্তরমাহ । যেন চ জগতি জগদর্থং বসূনি অন্নাদিদ্রব্যাণি দুগ্ধা ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—অসৌ (শ্রীভগবান্) নাভেঃ (আগ্নীধ্রপুত্রাৎ) সুদেবীসূনুঃ (মেরুদেব্যাঃ পুত্রঃ) ঋষভঃ (ঋষভনামাবতারঃ) আস (অভূৎ) যো বৈ (য এষ ঋষভদেবঃ) সমদৃক্ (সর্ব্বত্র সমদর্শী) স্বস্থঃ (সদৈব স্বস্বরূপনিষ্ঠঃ) প্রশান্তকরণঃ (বিষয়লালসাশূন্যেন্দ্রিয়ঃ) পরিমুক্তসঙ্গঃ (সর্ব্বসঙ্গবিবর্জ্জিতশ্চ সন্) জড়যোগচর্য্যাং (জড়বৎ যোগেন নিত্যসমাধিনা চর্য্যাম্ আচরণং) চচার (অনুষ্ঠিতবান্) যৎ (যস্য) পারমহংস্যং পদং (চিহ্নং) ঋষয়ঃ আমনন্তি (অভ্যস্যন্তি) ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবান্ ঋষভ অবতারে আগ্নীধ্র পুত্র নাভি হইতে সুদেবী গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ও মুক্তসঙ্গ, সমদর্শী এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া সমাধি অবলম্বন করেন, ঋষিগণ ইঁহাকেই পারমহংস্য পদ বলিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা ।—ঋষভাবতারমাহ । অসৌ হরির্নাভেরাগ্নীধ্রপুত্রাৎ সুদেব্যাঃ সূনুরাস । নাভের্ভার্য্যায়া মেরুদেব্যা এব সুদেবীত্যপি সংজ্ঞা । জড়বদ্যোগেন নিত্যসমাধিনা চর্য্যাম্ । যদিতি

সত্রে মমাস ভগবান্ হয়শীরথাথো সাক্ষাৎ স যজ্ঞপুরুষস্তপনীয়বর্ণঃ।
ছন্দোময়ো মখময়োঽখিলদেবতাত্মা বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোঽস্য নস্তঃ ॥১১॥
মৎস্যো যুগান্তসময়ে মনুনোপলব্ধঃ ক্ষৌণীময়ো নিখিলজীবনিকায়কেতঃ।
বিস্রংসিতানুরুভয়ে সলিলে মুখান্মে আদায় তত্র বিজহার হ বেদমার্গান্ ॥ ১২ ॥

যাম্। তত্র হেতুঃ সমদৃক্। তথাপি হেতুঃ স্বস্থঃ স্বস্বরূপস্থিতঃ যতঃ প্রশান্তেন্দ্রিয়ঃ। তৎ কুতঃ? যতঃ পবিতো মুক্তসঙ্গঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—সঃ (স এব) সাক্ষাৎ (স্বয়মেব) ভগবান্ মম (ব্রহ্মণঃ) সত্রে (যজ্ঞে) যজ্ঞপুরুষঃ (সর্ব্বযজ্ঞফলদাতা) তপনীয়বর্ণঃ (স্বুবর্ণবর্ণঃ) ছন্দোময়ঃ (বেদময়ঃ) মখময়ঃ (বেদবিধেয়যজ্ঞময়ঃ) অখিলদেবতাত্মা (যজ্ঞৈর্যজনীয়া যে দেবাঃ তদাত্মা) হয়শী [রষা] র্ষা (হয়গ্রীবনামাবতারঃ) আস (বভূব,) অথো অস্য (হয়গ্রীবস্য) শ্বসতঃ (শ্বাসং মুঞ্চতঃ) নস্তঃ (নাসাপুটতঃ) উশতীঃ (উশত্যঃ কমনীয়া ইত্যর্থঃ) বাচঃ (বেদলক্ষণা বাচঃ) বভূবুঃ (প্রকটা আসন্) ॥ ১১ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্ববেদ, বেদোক্ত যজ্ঞ ও যজ্ঞীয় দেবতাস্বরূপ যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবান্ স্বুবর্ণবর্ণ হয়গ্রীবরূপে আমার যজ্ঞস্থলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার নিশ্বাস হইতে বেদবাক্য-সমূহ প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল ॥ ১১ ॥

শ্রীধরটীকা।—হয়গ্রীবাবতারমাহ সত্রে ইতি। অথো ইত্যর্থান্তরে। স এব সাক্ষাৎ ভগবান্ মম ব্রহ্মণঃ সত্রে যজ্ঞে হয়শীর্ষা আস। তপনীয়ং স্বুবর্ণং তদ্বর্ণং যস্য। ছন্দোময়ঃ বেদময়ঃ। তদ্বিধেয়া যে মখাস্তন্ময়ঃ। অমৃতময়ং ইতি বা পাঠঃ। মখৈর্যজনীয়া যে অখিলদেবাস্তদাত্মা চ। অস্য শ্বসতঃ শ্বাসং মুঞ্চতঃ নাসাপুটতঃ উশতীরুশত্যঃ কমনীয়া বেদলক্ষণা বাচো বভূবুঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—যুগান্তসময়ে (চাক্ষুষমন্বন্তরাবসানে নৈমিত্তিকপ্রলয়ে) ক্ষৌণীময়ঃ (পৃথিবীপ্রধানঃ তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ) [অতএব] নিখিলজীবনিকায়কেতঃ (নিখিলানাং চতুর্ব্বিধানামেব জীবনিকায়ানাং অণ্ডজস্বেদজাদিজীবসমূহানাং কেতঃ আশ্রয়ঃ সর্ব্বজীবাশ্রয় ইত্যর্থঃ) মৎস্যঃ (মৎস্যনামা মৎস্যা-কারশ্চাবতারঃ সন্) মনুনা (ভাবিনা বৈবস্বতেন মনুনা) উপলব্ধঃ (দৃষ্টঃ) [যঃ] উরুভয়ে (প্রলয়-নিমিত্তমহাভয়ে সম্প্রাপ্তে সতি) [তস্মাদেব] মে (মম) মুখাৎ সলিলে (প্রলয়পয়োধৌ) বিস্রংসিতান্ (বিগলিতান্) বেদমার্গান্ (বেদান্) আদায় (গৃহীত্বা) তত্র (প্রলয়পয়োধিজলে) বিজহার হ (বিহারং কৃতবানিতি প্রসিদ্ধম্) ॥ ১২ ॥

মূলানুবাদ।—প্রলয়কালে শ্রীভগবান্ পৃথিবী ও পৃথিবীস্থ যাবতীয় জীবের আশ্রয় মৎস্য-রূপে অবতীর্ণ হন। সত্যব্রত রাজা সেই রূপ প্রথম দর্শন করেন। প্রলয়কালে মহাভয়ে আমার মুখ হইতে বেদ স্খলিত হইয়াছিল, শ্রীভগবান্ মৎস্যরূপে তাহা ধারণ করিয়া প্রলয়পয়োধিজলে বিচরণ করেন ॥ ১২ ॥

শ্রীধরটীকা।—মৎস্যাবতারমাহ। মৎস্যো ভাবিনা বৈবস্বতেন মনুনা দৃষ্টঃ। ক্ষৌণীময়ঃ

ক্ষীরোদধাবমবদানবযূথপানামুন্মথ্নতামমৃতলব্ধয় আদিদেবঃ।
পৃষ্ঠেন কচ্ছপবপুর্বিদধাব গোত্রং নিদ্রাক্ষণোঽদ্রিপবিবর্ত্তকষাণকণ্ডুঃ ॥ ১৩ ॥
ত্রৈপিষ্টপোরুভয়হা স নৃসিংহরূপং কৃত্বা ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রম্।
দৈত্যেন্দ্রমাশু গদয়াভিপতন্তমারাদূরৌ নিপাত্য বিদদার নখৈঃ স্ফুরন্তম্ ॥ ১৪ ॥
অন্তঃসরস্যুরুবলেন পদে গৃহীতো গ্রাহেণ যূথপতিরম্বুজহস্ত আর্ত্তঃ।
আহেদমাদিপুরুষাখিললোকনাথ তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গলনামধেয় ॥ ১৫ ॥

পৃথ্বীময়ঃ পৃথিবীপ্রধানঃ তদাশ্রয় ইত্যর্থঃ, অতএব নিখিলজীবনিকাযানামাশ্রযঃ। যে মুখাদ্বিস্রংসিতান্ গলিতান্ বেদস্য মার্গান্ বেদদানায তত্র যুগান্তসলিলে বিজহার। হ হর্ষে ॥ ১২ ॥

অন্বয়ঃ।—অমৃতলব্ধযে (অমৃতপ্রাপ্ত্যাশযা) উন্মথ্নতাং (ক্ষীরোদসাগরং মথ্নতাং) অমরদানবযূথপানাং (দেবাসুরাণাং) [মন্থনকার্য্যসিদ্ধ্যর্থং] আদিদেবঃ (শ্রীভগবান্) নিদ্রাক্ষণঃ (নিদ্রালুঃ) অদ্রিপবিবর্ত্তকষাণকণ্ডুঃ (অদ্রেঃ পর্ব্বতস্য পবিবর্ত্তনেন পবিভ্রমণেন কষণা কষ্যমাণা দূরাসীযমানেত্যর্থঃ কণ্ডুর্যস্য তথাবিধঃ) কচ্ছপবপুঃ (কূর্ম্মরূপঃ সন্) ক্ষীরোদধৌ (ক্ষীরোদসাগরমধ্যে) [স্থিত্বা] পৃষ্ঠেন গোত্রং (মন্দরপর্ব্বতং) বিদধাব (ধৃতবান্) ॥ ১৩ ॥

মূলানুবাদ।—অমৃতপ্রাপ্তির আশায় দেবতা ও অসুরগণ সমুদ্র মন্থন করিতে উদ্যত হইলে শ্রীভগবান্ কূর্ম্মমূর্ত্তিতে ক্ষীরোদ সাগর মধ্যে অবতীর্ণ হইয়া নিজপৃষ্ঠে মন্দর পর্ব্বত ধারণ করেন ও দেবতা এবং অসুরগণ সমুদ্রমন্থনে নিযুক্ত হইলে, পর্ব্বত-ঘর্ষণে পৃষ্ঠকণ্ডুয়নসুখে নিদ্রিত হইয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—কূর্ম্মাবতারমাহ ক্ষীরোদধৌ কচ্ছপবপুঃ সন্ গোত্রং মন্দরগিরিং মন্থনার্থং পৃষ্ঠেন বিধৃতবান্। কদা? অমৃতলব্ধযে ক্ষীরাব্ধিমুন্মথ্নতাং সতাম্। নিদ্রাযাঃ ক্ষণঃ অবসরঃ উৎসবো বা যস্য সঃ। কুতস্তত্রাহ? অদ্রেঃ পবিবর্ত্তঃ পবিভ্রমঃ স এব কষাণঃ কর্ষণং ঘর্ষণসুখপ্রদো যস্যাং সা কণ্ডূর্যস্য সঃ। যদ্বা অদ্রিপবিবর্ত্ত এব কষঃ কর্ষণং তেন অণতি অপযাতীতি কষাণা সা কণ্ডূর্যস্য ॥১৩॥

অন্বয়ঃ।—ত্রৈপিষ্টপোরুভযহা (দেবগণভয়হারী) সঃ (শ্রীভগবান্) নৃসিংহরূপং (মূর্ত্তিং) কৃত্বা (প্রকটয্য) ভ্রমদ্ভ্রুকুটিদংষ্ট্রকরালবক্ত্রং (ভ্রমন্তৌ ভ্রুকুট্যৌ দংষ্ট্রাশ্চ যস্মিন্ তৎ করালং ভযানকবক্ত্রংযস্য তং) আরাৎ (সমীপত এব) গদযা (সহ) অভিপতন্তং (আক্রান্তমাগতং) স্ফুরন্তং (বিক্রমান্বিতং) দৈত্যেন্দ্রং (হিরণ্যকশিপুং) আশু (তৎক্ষণাদেব) ঊরৌ নিপাত্য (নিজোরৌ পাতয়িত্বা) নখৈঃ বিদদার (নখৈস্তদ্বক্ষঃস্থলং বিদীর্ণং চকার) ॥ ১৪ ॥

মূলানুবাদ।—দেবতাগণের ভযহারী হরি নরসিংহরূপে অবতীর্ণ হইযা ভীষণ ভ্রুকুটি সহকারে করাল দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে করাল বদনে গদাহস্তে ভীষণ বেগে আক্রমণ করিতে উদ্যত দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে নিজ উরুতে নিপাতিত করিযা নখ দ্বারা তাহার বক্ষোবিদারণ করিযাছিলেন ॥১৪॥

শ্রীধরটীকা।—শ্রীনৃসিংহাবতারমাহ। ত্রৈপিষ্টপা দেবাঃ তেষামুরুভয়ং হন্তীতি তথা স ভগবান্। কথম্ভূতং রূপম্? ভ্রমন্তৌ ভ্রুকুট্যৌ দংষ্ট্রাশ্চ যস্মিংস্তৎ করালং বক্ত্রং যস্মিন্ তৎ। দৈত্যেন্দ্রং স্ফুরন্তম্ আরাৎ সমীপ এব গদযা উপলক্ষিতম্ অভিপতন্তং নখৈর্বিদদার ॥ ১৪ ॥

শ্রুত্বা হরিস্তমরণার্থিনমপ্রমেয়শ্চক্রায়ুধঃ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ।
চক্রেণ নক্রবদনং বিনিপাট্য তস্মাদ্ধস্তে প্রগৃহ্য ভগবান্ কৃপয়োজ্জহার ॥ ১৬ ॥
জ্যায়ান্ গুণৈরবরজোঽপ্যদিতেঃ সুতানাং লোকান্ বিচক্রম ইমান্ যদথাধিযজ্ঞঃ।
ক্ষ্মাং বামনেন জগৃহে ত্রিপদচ্ছলেন যাচ্ঞামৃতে পথিচরন্ প্রভুভির্ন চাল্যঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অন্তঃসরসি (সরোবরমধ্যে) উরুবলেন (মহাবলশালিনা) গ্রাহেণ (নক্রেণ) পদে গৃহীতঃ (চরণে আক্রান্তঃ, অম্বুজহস্তঃ। শুণ্ডে ধৃতপদ্মঃ) যূথপতিঃ (গজেন্দ্রঃ) আর্ত্তঃ (ভীতঃ সন্) আদিপুরুষ (হে পুরুষোত্তম।) অখিললোকনাথ (হে অনন্তব্রহ্মাণ্ডপতে।) তীর্থশ্রবঃ (হে পবিত্র-কীর্ত্তে।) শ্রবণমঙ্গলনামধেয় (হে সর্ব্বাশুভহরনামন্।) ইদং (ইতি নাম চতুষ্টয়ং) আহ (উচ্চৈঃ কীর্ত্তযামাস) ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদ।—সরোবর মধ্যে মহাবলশালী কুম্ভীর কর্তৃক চরণে আক্রান্ত হইয়া যূথপতি [গজেন্দ্র] কাতরভাবে হে আদিপুরুষ। হে সর্ব্বলোকনাথ। হে তীর্থাশ্রয়। হে শ্রবণমঙ্গলনামধেয়। এই বলিয়া শুণ্ডে পদ্ম ধারণপূর্ব্বক আর্ত্তনাদ করিতেছিল ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—হরিসংজ্ঞকাবতারমাহ—অন্তরিতি যুগলেন। গজযূথস্য পতিঃ। তীর্থরূপং শ্রবো যশো যস্য স তীর্থশ্রবাঃ হে তীর্থশ্রবঃ। শ্রবণেনৈব মঙ্গলং নামধেয়ং যস্য ॥ ১৪ ॥

অন্বয়ঃ।—শ্রুত্বা (আর্ত্তগজপতের্মুখাৎ স্বনামকীর্ত্তনং শ্রুত্বা) অপ্রমেয়ঃ (অনন্তঃ) চক্রায়ুধঃ (চক্রধারী) হরিঃ (হরিনামাবতাররূপঃ) ভগবান্ পতগরাজভুজাধিরূঢ়ঃ (গরুড়স্কন্ধারূঢ় সন্) [তত্রাগত্য] চক্রেণ (নিজায়ুধেন) নক্রবদনং বিনিপাট্য (বিদার্য্য) তস্মাৎ (নক্রবদনাৎ) অমরণার্থিনং (শরণার্থিনং) তং (গজপতিং) হস্তে প্রগৃহ্য (শুণ্ডে ধৃত্বা) কৃপয়া উজ্জহার (উদ্ধৃতবান্) ॥ ১৬ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ তাহার কাতরবাক্য শ্রবণে শরণাগত বুঝিয়া হরি নামক অবতার রূপে গরুড়পৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং সুদর্শন চক্রদ্বারা কুম্ভীরের বদন বিদীর্ণ করিয়া গজপতিকে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীধরটীকা।—তদ্বচনং শ্রুত্বা শরণার্থিনং তং হস্তে শুণ্ডায়াং প্রগৃহ্য। কিং কৃত্বা? নক্রস্য গ্রাহস্য বদনং বিনিপাট্য বিদার্য্য। তস্মাৎ বদনাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়ঃ।—অথ যৎ (যতঃ) ইমান্ লোকান্ (ত্রিলোকীং) বিচক্রমে (পাদন্যাসৈরাক্রান্তবান্) [অতঃ] অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ) [প্রকটলীলায়াং] অদিতেঃ সুতানাং (দ্বাদশাদিত্যানাং) অবরজঃ অপি (বয়সা কনিষ্ঠোঽপি) স্বরূপৈশ্বর্য্যৈঃ। জ্যায়ান্ (শ্রেষ্ঠতমঃ) পথিচরন্ (ধর্ম্মমার্গে বর্ত্তমানঃ) [জনঃ] প্রভুভিঃ (নিগ্রহসমর্থৈরপি) ন চাল্যঃ (ঐশ্বর্য্যাৎ ন ভ্রংশনীয়ঃ) [ইতি যঃ ভগবান্] বামনেন (বামনরূপেণ) ত্রিপদচ্ছলেন (ত্রিপদযাচ্ঞাচ্ছলেন) যাচ্ঞাং ঋতে ক্ষ্মাং (বলেঃ রাজ্যং) জগৃহে (গৃহীতবান্) ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ।—যজ্ঞপুরুষ শ্রীভগবান্ বামনাবতারে অদিতিপুত্র দ্বাদশ আদিত্যগণের বয়ঃ-কনিষ্ঠ হইয়াও গুণে বরিষ্ঠ ছিলেন, যেহেতু তাঁহার পাদন্যাসেই ত্রিভুবন আক্রান্ত হইয়াছিল। শ্রীভগবান্

নার্থো বলেরয়মুরুক্রমপাদশৌচমাপঃ শিখাধৃতবতো বিবুধাধিপত্যম্।
যো বৈ প্রতিশ্রুতমৃতে ন চিকীর্ষদন্যদাত্মানমঙ্গ মনসা হরয়েঽভিমেনে ॥ ১৮ ॥
তুভ্যঞ্চ নারদ ভৃশং ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিতুষ্ট উবাচ যোগম্।
জ্ঞানঞ্চ ভাগবতমাত্মসতত্ত্বদীপং যদ্বাসুদেবশরণা বিদুরঞ্জসৈব ॥ ১৯ ॥

ধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে কখনই বলপূর্ব্বক পদভ্রষ্ট করেন না, সেই জন্য এই বামনমূর্ত্তিতেই বলির যজ্ঞস্থলে গিয়া ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞাচ্ছলে তাহার রাজ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—বামনাবতারমাহ। অদিতেঃ সুতানাং দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে অধিযজ্ঞো যজ্ঞাধিষ্ঠাতা বিষ্ণুঃ অবরজঃ কনীয়ানপি গুণৈর্জ্যায়ান্ জ্যেষ্ঠঃ। গুণানেবাহ। যদ্‌যতঃ ইমান্ লোকান্ বিচক্রমে। পাদন্যাসৈরাক্রান্তবান্। অথ প্রতিশ্রুতানন্তরমেব। অত্র হেতুঃ। বলেঃ ক্ষ্মাং বামনরূপেণ জগৃহে। নন্বীশ্বরঃ স্বয়ং কিমিতিদুর্ব্বলবৎ তথা চক্রে? তত্রাহ। যাচ্ঞাং বিনা ধর্ম্মমার্গে বর্ত্তমানে ন চাল্যাঃ ঐশ্বর্য্যান্ন ভ্রংশনীয় ইতি ॥ ১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—(যৎ) বিবুধাধিপত্যং (ইদানীং বলাৎ প্রাপ্তং মন্বন্তরাবসানে শ্রীভগবতা দীয়মানঞ্চ স্বর্গরাজ্যং) অয়ং (এতদেব) উরুক্রমপাদশৌচং (শ্রীভগবতঃ চরণক্ষালনরূপাঃ) অপঃ (উদকং) আ (সম্যক্‌প্রকারেণ) শিখাধৃতবতঃ (মূর্দ্ধ্নি ধারয়মাণস্য) বলেঃ (তন্নামকত্রিলোকপতেঃ) ন অর্থঃ (নৈব পুরুষার্থঃ) অঙ্গ (হে নারদ!) যঃ বৈ (স্বকুলগুরুণা শুক্রাচার্য্যেণ বারিতোঽপি যো মহাত্মা) প্রতিশ্রুতং ঋতে (ত্রিপদভূমিং দাস্যামীতি অঙ্গীকারং বিনা) অন্যৎ (স্বগুরুবাক্যপালনমপি) ন চিকীর্ষৎ (নৈব কর্ত্তুং ইচ্ছন্) হরয়ে (বামনায়) আত্মানং (স্বদেহমপি) মনসা অভিমেনে (দ্বাভ্যামেব পাদাভ্যাং ত্রৈলোক্যমাক্রান্তবতঃ ত্রিবিক্রমস্য তৃতীয়পাদপূরণার্থং মনসা অঙ্গীকৃতবান্) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—হে নারদ! যে বলি শ্রীভগবানের পাদপ্রক্ষালনোদক নিজ মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি শুক্রাচার্য্যের বহু বারণ সত্ত্বেও নিজের প্রতিশ্রুতি-হইতে চ্যুত হন নাই এবং মনে মনে শ্রীহরি চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাছে রাজ্য কিংবা ইন্দ্রপদ অতি তুচ্ছ ॥ ১৮।

শ্রীধরটীকা।—নন্বু তর্হি যাচ্ঞয়াপি চালনমনুচিতমিত্যাশঙ্ক্য ততোঽধিকঞ্চ স্বসালোক্যাদি দাস্যামীত্যাশয়েন কৃতবানিত্যাহ—নার্থ ইতি। যদ্বিবুধাধিপত্যম্ ইদানীং বলাৎ প্রাপ্তম্ অগ্রে দীয়মানঞ্চ অয়ং বলেঃ পুরুষার্থো ন ভবতি। কুত ইত্যত আহ। আ অপ ইতি চ্ছেদঃ। উরুক্রমস্য পাদশৌচং চরণক্ষালনরূপা অপঃ আ সর্ব্বতো ধৃতবতঃ। ক্ব? শিখায়াং মূর্দ্ধ্নীত্যর্থঃ। কিঞ্চ শুক্রেণ বারিতোঽপি অঙ্গ হে নারদ! প্রতিশ্রুতং বিনা অন্যৎ ন চিকীর্ষৎ কর্ত্তুং নেচ্ছন্ যস্তৃতীয়পাদপূরণার্থং হরয়ে স্বাত্মানং দেহমপি অভিমেনে অঙ্গীকৃতবান্। এবং সদেহং ত্রৈলোক্যং শ্রদ্ধয়া দত্তবতো বিবুধাধিপত্যম্ অর্থো ন ভবতীত্যর্থঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—(হে) নারদ! ভৃশং বিবৃদ্ধভাবেন (অত্যুদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা) পরিতুষ্টঃ (সুপ্রসন্নঃ) ভগবান্ তুভ্যঞ্চ (তদবতারাপি তুভ্যং) যোগং (ভক্তিযোগং,) বাসুদেবশরণাঃ (শ্রীভগবচ্চরণাশ্রিতাঃ জনাঃ ক্ষুদ্রা অপি) যৎ (তত্ত্বং) অঞ্জসৈব (অনায়াসেনৈব) বিদুঃ (জানন্তি) [তৎ] ভাগবতং (শ্রীভগ-

চক্রঞ্চ দিক্ষ্বিহতং দশসু স্বতেজো মন্বন্তরেষু মনুবংশধরো বিভর্ত্তি।
দুষ্টেষু রাজসু দমং ব্যদধাৎ স্বকীর্ত্তিং সত্যে ত্রিপৃষ্ঠ উশতীং প্রথয়ংশ্চরিত্রৈঃ ॥২০
ধন্বন্তরিশ্চ ভগবান্ স্বয়মেব কীর্ত্তির্নাম্না নৃণাং পুরুরুজাং রুজ আশু হন্তি।
যজ্ঞে চ ভাগমমৃতায়ুরবাবরুন্ধে আয়ুষ্যবেদমনুশাস্ত্যবতীর্য্য লোকে ॥ ২১ ॥

বদনুভবরূপং) আত্মতত্ত্বদীপং (জীবাত্মনঃ স্বরূপানুভবরূপং চ) জ্ঞানং সাধু (যথা ভবতি তথা) উবাচ (হংসাবতাররূপেণ উপদিষ্টবান্) ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—হে নারদ। শ্রীভগবান্ তোমার ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া হংসাবতারে তোমাকে ভক্তিযোগ ও আত্মতত্ত্বসমন্বিত ভাগবত জ্ঞান উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন ব্যক্তিগণ অনায়াসে এই জ্ঞানের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা।—হংসাবতারমাহ—তুভ্যমিতি। ভৃশং বিবৃদ্ধেন ভাবেন অত্যুদ্রিক্তয়া ভক্ত্যা পরিতুষ্টঃ সন্ ভক্তিযোগং সাধু যথা ভবতি তথা উবাচ। জ্ঞানঞ্চেতি জ্ঞানসাধনম্। কিং তৎ? ভাগবতং নাম। কথম্ভূতম্? সত্ত্বমেব সতত্ত্বম্, আত্মতত্ত্বদীপকম্। বিবৃদ্ধভাবেনেতি বিশেষণস্য ফলমাহ যদিতি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—(শ্রীভগবান্) মন্বন্তরেষু (বৈবস্বতাদিচতুর্দ্দশমন্বন্তরেষু) মনুবংশধরঃ (মনুবংশ-পালকঃ মন্বন্তরাবতারঃ সন্) দশসু দিক্ষু (সর্ব্বত্রৈব) অবিহতং (অপ্রতিহতং) স্বতেজঃ (স্বীয়াচিন্ত্য-প্রভাবং) চক্রং চ (সুদর্শনং চ) বিভর্ত্তি (সুদর্শনচক্রবৎ অপ্রতিহতং স্বতেজঃ বিভর্ত্তীতি বা যোজনা) চরিত্রৈঃ (নিজমধুরাচরণৈঃ) ত্রিপৃষ্ঠে (ত্রয়াণাং মহর্জনস্তপোলোকানাম্ উপরি) সত্যে (সত্যলোকে) উশতীং (কমনীয়াং) স্বকীর্ত্তিং প্রথয়ন্ (বিস্তারয়ন্) দুষ্টেষু (উন্মার্গগামিষু) রাজসু দমং (দণ্ডং) ব্যদধাৎ (বিহিতবান্) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ মন্বন্তরাবতাররূপে সুদর্শন চক্রতুল্য অপ্রহিত তেজে মনুবংশ-পালন ও দুষ্ট রাজগণের দণ্ডবিধান করেন। তাঁহার কমনীয়া কীর্ত্তি সত্যলোক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—তত্তন্মন্বন্তরাবতারমাহ—চক্রমিতি। স্বতেজঃ নিজপ্রভাবমেব চক্রং সুদর্শনং বিভর্ত্তি। চক্রবদপ্রতিহতং প্রভাবং বিভর্ত্তীত্যর্থঃ। তদেবাহ। মনুবংশপালকঃ সন্ ত্রয়াণাং মহর্জন-তপোলোকানাং পৃষ্ঠে উপরি স্থিতে সত্যলোকেঽপি কমনীয়াং স্বকীর্ত্তিং বিস্তারয়ন্ রাজসু দণ্ডং বিধত্তে ॥ ২০

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (শ্রীহরিঃ) স্বয়মেব কীর্ত্তিঃ (কীর্ত্তিবাহুল্যাৎ মূর্ত্তিমৎ কীর্ত্তিরূপঃ) ধন্বন্তরিঃ (ধন্বন্তরিরূপেণাবতীর্য্য) নাম্না (ধন্বন্তরিরিতি স্মরণাদেব কিং পুনঃ স্পর্শাদিনা কিমুত তদ্দত্তৌষধাদি-প্রয়োগেণ) পুরুরুজাং (মহারোগিণামপি) নৃণাং (জনানাং) আশু (তৎক্ষণাদেব) রুজঃ (ব্যাধিজালং) হন্তি (নাশয়তি) অমৃতায়ুঃ (অমৃতদানে দেবানামমরত্ববিধাতা স ধন্বন্তরিঃ) লোকে (জগতি) অবতীর্য্য (প্রকটো ভূত্বা) যজ্ঞে চ (অশ্বমেধাদিযজ্ঞে) অব (মহাবলশালিদৈত্যোদ্ধরকত্বং)

ক্ষত্রং ক্ষয়ায় বিধিনোপভৃতং মহাত্মা ব্রহ্মধ্রুগুজ্ঝিতপথং নরকার্ত্তিলিপ্সু।
উদ্ধন্ত্যসাববনিকণ্টকমুগ্রবীর্য্যস্ত্রিঃসপ্তকৃত্ব উরুধারপরশ্বধেন ॥ ২২ ॥
অস্মৎপ্রসাদসুমুখঃ কলয়া কলেশ ইক্ষ্বাকুবংশ অবতীর্য্য গুরোর্নিদেশে।
তিষ্ঠন্ বনং সদয়িতানুজ আবিবেশ যস্মিন্ বিরুধ্য দশকন্ধর আর্ত্তিমার্চ্ছৎ ॥ ২৩

ভাগং (অগ্নিসোমাদিদেবানাং স্বং স্বং যজ্ঞভাগং) অবরুন্ধে (তান্ পুনঃ প্রত্যর্পযামাস) আযুষ্যবেদং (আযুর্ব্বেদং) অনুশাস্তি (চবকাদিভিশ্চ ঋষিভিঃ প্রবর্ত্তযামাস) ॥ ২১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্, মূর্ত্তিমান্ কীর্ত্তিতুল্য ধন্বন্তবিরূপে অবতীর্ণ হন। তাঁহাব নাম মাত্রেই লোকেব মহাবোগ আবোগ্য হয। তিনি দেবগণকে অমব কবেন এবং অসুবকবলিত যজ্ঞভাগ দেবগণকে প্রদান কবেন ও জগতে আযুর্ব্বেদ প্রবর্ত্তন কবেন ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—ধন্বন্তর্য্যবতাবমাহ। লোকেঽবতীর্য্য ধন্বন্তবিঃ সন্ পুরুরুজাং মহাবোগিণাং লোকানাং স্বনাম্নৈব রুজো বোগান্ হন্তি। স্বযমেব কীর্ত্তিবিতি কীর্ত্ত্যতিশযোক্তিঃ। অমৃতং মরণশূন্যম্ আযুর্যস্মাৎ সঃ অব অবসন্নং পূর্ব্বং দৈত্যৈঃ প্রতিরুদ্ধং যজ্ঞে ভাগঞ্চ অবরুন্ধে লভতে। অবাপ রুদ্ধমিতি পাঠেঽপ্যযমেবার্থঃ। আযুর্বিষযং বেদঞ্চানুশাস্তি প্রবর্ত্তযতি ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—মহাত্মা (সর্ব্বেষাং স্বাভাবিকহিতকাবী) অসৌ (শ্রীভগবান্) উগ্রবীর্য্যঃ (ধ্রুবস্তঃ বিক্রমঃ পরশুবামো ভূত্বা) ক্ষয়ায বিধিনা উপভৃতং (নাশার্থং বিধিনৈব উপঢৌকিতং) ব্রহ্মধ্রুক্ (ব্রহ্মণো হন্তৃ) উজ্ঝিতপথং (ত্যক্তবেদমার্গং) নবকার্ত্তিলিপ্সু (নবকভাগি) অবনিকণ্টকং (দৌবাত্ম্যেন পৃথিব্যাঃ কণ্টকতুল্যং) ক্ষত্রং (ক্ষত্রিযকুলং) উরুধারপবশ্বধেন (তীক্ষ্ণধাবেণ পবশুনা) ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ (একবিংশতিবাবান্) উদ্ধন্তি (উৎপাটযতি) ॥ ২২

মূলানুবাদ।—যে সমযে ক্ষত্রিযগণ ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন কবিযা উৎপথগামী হইয়া নিজ নবক ও মবণের দ্বাব উদ্ঘাটন কবে, শ্রীভগবান্ তখন পবশুবামরূপে অবতীর্ণ হইযা তীক্ষ্ণধাব পবশু ধাবণ কবিযা একবিংশতিবাব ক্ষত্রিয নাশ কবিযা পৃথিবীব কণ্টক উদ্ধাব কবেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—পবশুবামাবতাবমাহ। জগতঃ ক্ষযায বিধিনা দৈবেনোপভৃতং সংবর্দ্ধিতং, মৃত্যবে সমর্পিতমিতি বা ব্রাহ্মণেভ্যোঽপি দ্রুহ্যতীতি তথা। অত উজ্ঝিতঃ পন্থা বেদমার্গো যেন। অতএব নবকীর্ত্তিং লিপ্সতীব। এবম্ভূতম্ অবনেঃ কণ্টকতুল্যং ক্ষত্রম্ অসৌ মহাত্মা হবিঃ উদ্ধন্তি উৎপাটযতি তীক্ষ্ণধারেণ পবশুনা ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—অস্মৎপ্রসাদসুমুখঃ (অস্মাসু ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তেষু যঃ প্রসাদঃ অনুগ্রহঃ তেন সুমুখঃ, পবমকরুণাবতার ইত্যর্থঃ) কলেশঃ (পূর্ণব্রহ্মসনাতনঃ) কলয়া (ভবতাদিনিজাংশেন সহ) ইক্ষ্বাকু-বংশে (সূর্য্যবংশে) অবতীর্য্য (প্রকটো ভূত্বা) গুরোর্নিদেশে তিষ্ঠন্ (পিতুবাজ্ঞাং পরিপালযন্) সদযিতানুজঃ (সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সহ) বনম্ আবিবেশ (প্রবিষ্টবান্) যস্মিন্ (শ্রীবামচন্দ্ররূপে ভগবতি) বিরুধ্য (বিবোধং কৃত্বা) দশকন্ধবঃ (বাবণঃ) আর্ত্তিম্ আর্চ্ছৎ (নাশং প্রাপ্তঃ) ॥ ২৩

যস্মা অদাদুদধিরূঢ়ভয়াঙ্গবেপো মার্গং সপদ্যরিপুরং হরবদ্দিধক্ষোঃ।
দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ ॥ ২৪ ॥
বক্ষঃস্থলস্পর্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহদন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষ ঊঢ়হাসম্।
সদ্যোঽসুভিঃ সহ বিনেষ্যতি দারহর্ত্তুর্বিস্ফূর্জিতৈর্ধনুষ উচ্চরতোঽধিসৈন্যে ॥ ২৫ ॥

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবান্ আমাদের প্রতি সদয় হইয়া লক্ষ্মণ প্রভৃতি নিজ অংশসহ শ্রীরামচন্দ্র রূপে ইক্ষ্বাকুবংশে অবতীর্ণ হইয়া পিতার আদেশে নিজ পত্নী ও কনিষ্ঠ ভ্রাতার সহিত বনে গমন করেন। তাঁহার সহিত বিরোধাচরণ করিয়া দশানন সমূলে বিনষ্ট হয় ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা ।—শ্রীরামাবতারমাহ ত্রিভিঃ। অস্মাকং ব্রহ্মাদীনাং প্রসাদে সুমুখঃ, কলয়া ভরতাদিরূপয়া সহ, কলা মায়া তস্যা ঈশঃ গুরোর্দশরথস্যাজ্ঞায়াং তিষ্ঠন্ সীতালক্ষ্মণাভ্যাং সহিতো বনমাবিবেশ। যস্মিন্ বিরোধং কৃত্বা রাবণো নাশং প্রাপ্তঃ ॥ ২৩

অন্বয়ঃ ।—ঊঢ়ভয়াঙ্গবেপঃ (ঊঢ়ং প্রাপ্তং যৎ ভয়ং তেন বেপঃ অঙ্গেষু কম্পো যস্য সঃ ভয়েন কম্পিতকলেবরঃ ইত্যর্থঃ) দূরে সুহৃন্মথিতরোষসুশোণদৃষ্ট্যা তাতপ্যমানমকরোরগনক্রচক্রঃ (দূরে পারে সমুদ্রং লঙ্কায়াং বর্ত্তমানা সুহৃৎ সীতা তয়া নিমিত্তভূতয়া মথিতঃ ক্ষুভিতঃ যো রোষঃ তেন সুশোণা অত্যরুণা যা দৃষ্টিঃ তয়া তাতপ্যমানম্ অত্যন্তং তপ্যমানং মকরাণাম্ উরগাণাং নক্রাণাঞ্চ চক্রং সমূহং যস্মিন্ সঃ) উদধিঃ (সমুদ্রঃ) হরবৎ (ত্রিপুরং দিধক্ষোঃ হরস্যেব) অরিপুরং (রাবণরাজধানীং লঙ্কাপুরং) দিধক্ষোঃ (দিধক্ষবে) যস্মৈ (শ্রীরামচন্দ্রায়) সপদি (শীঘ্রমেব) মার্গং (সেতুবন্ধস্বীকারেণ লঙ্কাগমনপন্থানং) অদাৎ (দদৌ) ॥ ২৪

মূলানুবাদ ।—ত্রিপুরদহনেচ্ছু শঙ্করের ন্যায় শ্রীরামচন্দ্র লঙ্কাপুর ধ্বংস করিবার জন্য সমুদ্রকূলে উপস্থিত হইলে, তাঁহার প্রিয়াবিয়োগজনিত ক্রোধারক্ত দৃষ্টিতে সমুদ্রমধ্যস্থ মীনমকরাদি পর্য্যন্ত পরিতপ্ত হইয়াছিল এবং সমুদ্র ভয়কম্পিত কলেবরে তাঁহার লঙ্কাগমনের পথ প্রদান করিয়াছিল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা ।—যস্মৈ রামায় উদধির্মার্গং দদৌ। সপদি শীঘ্রং হরো যথা ত্রিপুরং দিধক্ষুস্তদ্বৎ অরিপুরং লঙ্কাং দগ্ধুমিচ্ছোঃ। ষষ্ঠী চতুর্থ্যর্থে। কথম্ভূত উদধিঃ? ঊঢ়ং প্রাপ্তং যদ্ভয়ং তেনাঙ্গেষু বেপঃ কম্পো যস্য। যদ্বা পঞ্চমীয়ম্। দিধক্ষো রামাদ্যদ্ভয়ং প্রাপ্তং তেনাঙ্গেষু কম্পো যস্যেতি। অত্র হেতুঃ। দূরে বর্ত্তমানা সুহৃৎ সীতা, তয়া নিমিত্তভূতয়া মথিতঃ ক্ষুভিতো রোষঃ, তেন সুশোণা অত্যরুণা দৃষ্টিঃ তয়া অত্যন্তং তপ্যমানং মকরাণামুরগাণাং নক্রাণাঞ্চ চক্রং যস্মিন্ ॥ ২৪

অন্বয়ঃ ।—(যঃ শ্রীরামচন্দ্রঃ) অধিসৈন্যে (স্বপরসৈন্যমধ্যে) উচ্চরতঃ (উৎকর্ষেণ বিচরতঃ) বক্ষঃস্থলস্প[স্পর্শ]র্শরুগ্নমহেন্দ্রবাহদন্তৈর্বিড়ম্বিতককুব্জুষঃ (বক্ষঃস্থলস্পর্শেন যুদ্ধে রাবণস্য বক্ষঃস্থলস্পর্শেন রুগ্নাঃ ভগ্নাঃ যে মহেন্দ্রবাহস্য ঐরাবতস্য দন্তাঃ তৈঃ বিড়ম্বিতাঃ স্বধবলিম্না ধবলীকৃতাঃ তত্র তত্র পতিতৈঃ প্রকাশিতাঃ যাঃ ককুভঃ দিশঃ তাঃ জুষতে সেবতে পালয়তীতি তথা তস্য) দারহর্ত্তুঃ (সীতাহরণকারিণঃ রাবণস্য) ঊঢ়হাসং (অহো মৎসমঃ কোঽস্তীতি মহাগর্ব্বেণ প্রাপ্তং হাসং) ধনুষঃ বিস্ফূর্জিতৈঃ (টঙ্কারঘোষৈরেব) অসুভিঃ সহ (প্রাণৈঃ সমং) সদ্যঃ (শীঘ্রমেব) বিনেষ্যতি (অপনেষ্যতি) ॥ ২৫

মূলানুবাদ ।—লঙ্কাপতি রাবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, তাহার কঠিন বক্ষঃস্থল স্পর্শে ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের দন্ত ভগ্ন হইয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষিপ্ত হয় এবং তাহার ধবল-বর্ণে চতুর্দ্দিক্ ধবলিত হয়, এই গর্ব্বে মত্ত হইয়া সে নিজ ও পরসৈন্য মধ্যে নির্ভয়ে বিচরণ করে। শ্রীরামচন্দ্র ধনুকটঙ্কার মাত্রেই সেই পত্নীহারী রাবণের প্রাণনাশ করিয়াছিলেন ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা ।—কিঞ্চ যুদ্ধে রাবণস্য বক্ষঃস্থলস্পর্শেন রুগ্না ভগ্না যে মহেন্দ্রবাহস্য ঐরাবতস্য দন্তাস্তৈর্বিড়ম্বিতাঃ স্বধবলিম্না ধবলীকৃতাঃ, তত্তদ্দিক্ষু পতিতৈঃ প্রকাশিতা ইত্যর্থঃ। যা এবম্ভূতাঃ ককুভো দিশস্তা জুষতে সেবতে পালয়তীতি বা, তথা তস্য দারহর্ত্তুর্ৰাবণস্য অহো মৎসমঃ কোহন্যোহস্তীতি মহাগর্ব্বেণ উচ্চং প্রাপ্তং হাসম্ অসুভিঃ প্রাণৈঃ সহ সদ্যঃ শীঘ্রং বিনেষ্যতি অপনেষ্যতি। কৈঃ? ধনুষো বিস্ফূর্জ্জিতৈঃ টঙ্কারঘোষৈরেব। কথম্ভূতস্য? অধিসৈন্যে স্বপরসৈন্যমধ্যে উচ্চরতঃ উৎকর্ষেণ বিচরতঃ। ককুব্‌জুষ-রূঢ়হাসমিতি পাঠে দন্তৈরুজ্জ্বলিতানাং ককুভাং জয়েন যো রূঢো হাসঃ সঞ্জাতো গর্ব্বস্তমপনেষ্যতীত্যর্থঃ ॥২৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—শ্রীভগবান্ অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিলে তাঁহাকে অবতার বলা হয়। শ্রীভগবানের পুরুষাবতার প্রভৃতি অবতারবৃন্দের কার্য্য সূক্ষ্মপ্রপঞ্চে এবং লীলাবতার, মন্বন্তরাবতার প্রভৃতির কার্য্য স্থূলপ্রপঞ্চে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডে। নারদের প্রশ্নানুসারে ব্রহ্মা পুরুষাবতার ও তাঁহার লীলা বর্ণন করিয়া এবং সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের কার্য্য বর্ণনা করিয়া, ব্রহ্মাণ্ডে প্রকাশিত শ্রীভগবানের লীলাবতার কার্য্য বর্ণনা করিবার জন্য পূর্ব্বাধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন,—"হে নারদ! শ্রীভগবানের লীলাবতারকার্য্য পরম করুণার লীলা, তাহা শ্রবণে জীবের মনোভ্রম দূরীভূত হয় ও ক্রমে ক্রমে কৃতার্থতার পথে অগ্রসর হয়।" এই কথা বলিয়া তিনি লীলাবতার কার্য্যের ইঙ্গিত মাত্র করিয়া, এই অধ্যায়ে লীলাবতারগণের নাম ও সংক্ষিপ্তভাবে তাঁহাদের লীলা বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধ তৃতীয়াধ্যায়ে নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের নিকট শ্রীসূত মহাশয়ও এই অবতারগণের নাম ও সংক্ষিপ্তভাবে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ অবতার কোন্ যুগের কিংবা কোন্ মন্বন্তরের তাহা সেখানেই বিস্তৃতভাবে যথাসাধ্য আলোচনা করা হইয়াছে। প্রথমস্কন্ধ তৃতীয়াধ্যায়ে যে ক্রমানুসারে অবতার বর্ণনা করা হইয়াছে, এখানে তাহার কিছু বৈলক্ষণ্য আছে, কিন্তু তাহাতে কিছু-মাত্র অসামঞ্জস্য নাই, কারণ, ঠিক যে অবতারের পর যে অবতার আবির্ভূত হইয়াছেন, সে ভাবে বর্ণনা করা হয় নাই। শ্রীভগবানের অনন্ত অবতার, তাঁহার কৃপায় যখন যে অবতারের কথা মনে আসিয়াছে, তখনই সেই অবতারের নামোল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথমস্কন্ধে অবতার বর্ণনায় প্রথমতঃ সনৎকুমারাদি ও দ্বিতীয়ে বরাহ এইরূপ বর্ণিত আছে। এখানকার বর্ণনায় প্রথমতঃ বরাহ ও পঞ্চমে সনৎকুমারাদির কথা উল্লিখিত আছে। প্রথমস্কন্ধের পঞ্চমাবতার কপিলের নাম এখানে তৃতীয়ে উল্লিখিত হইয়াছে এবং তিনি নিজ জননী দেবহূতিকে যে তত্ত্বোপদেশ করেন, তাহা এখানে বর্ণিত আছে। কপিলের এই তত্ত্বকথাই সাংখ্যযোগ নামে খ্যাত।

ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির জন্য তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার মানসপুত্ররূপে শ্রীভগবান্ সনক, সনন্দন, সনৎকুমার ও সনাতন এই চারিমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হন এবং এই চারিজনেই দুশ্চর তপস্যা করিয়া আত্মতত্ত্ব প্রচার করেন, এই বিশেষ বিবরণ এখানে উল্লিখিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ধর্ম্মের ঔরসে দক্ষকন্যা

মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ এই দুই মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়া দুশ্চর তপস্যা করেন। এখানে তাঁহাদের তপস্যার অলৌকিক প্রভাব বর্ণিত হইয়াছে এই যে, নর ও নারায়ণ ঋষি মহা তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলে উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি অপ্সরাগণ তাঁহার তপোভঙ্গ করিতে আসিয়া নানারূপ হাবভাব প্রভৃতি দেখাইতে আরম্ভ করিয়া নর ও নারায়ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল যে, তাহাদের মত অসংখ্য উর্ব্বশী মেনকা প্রভৃতি অপ্সরা নর-নারায়ণের অঙ্গ হইতে প্রকাশিত হইয়া মনোমুগ্ধকর নৃত্য গীতাদি করিতেছে। তাহা দেখিয়া স্বর্গের অপ্সরাগণ নর-নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করা অসম্ভব মনে করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গিয়াছিলেন। শ্রীশঙ্করের তপস্যা ভঙ্গ করিতে গিয়া মদন হরকোপানলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু সে কোপানল শ্রীমহাদেবকেও ছাড়ে নাই, কারণ ক্রোধ সঞ্চার হইলেই তাহার বিকার অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। নর-নারায়ণও সাক্ষাৎ মদনসেনানীর ন্যায় উর্ব্বশী প্রভৃতিকে দমন করিয়াছেন, কিন্তু ক্রোধে নহে—সংযমে, এই ইঁহাদের বিশেষত্ব। ক্রোধের উদয়ে কাম অন্তর্হিত হয়, কিন্তু যেখানে ক্রোধের স্থান নাই, যেখানে সংযমের শান্তি নিত্যপ্রতিষ্ঠিত, যেখানে কামের আগমন-সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত।

ভক্তচূড়ামণি ধ্রুবকে কৃতার্থ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ প্রকট হইয়াছিলেন, একথা প্রথমস্কন্ধে নাই। এখানেও "ধ্রুবকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন" এই লীলামাত্র বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু কোনও নামোল্লেখ নাই। টীকাকার শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"চরিত্রেণৈব কমপ্যবতারং সূচয়তি" অর্থাৎ "চরিত্র বর্ণনা করিয়া কোনও অবতারের সূচনা করা হইতেছে" এই মাত্র বলিয়াই শ্রীধরস্বামিপাদ শ্লোক ব্যাখ্যায় রত হইয়াছেন, অবতারের নামোল্লেখ করেন নাই। ক্রমসন্দর্ভকার শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—ধ্রুব, দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্রে উপাসনা করিয়া শ্রীভগবান্‌কে পাইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার সাধনপ্রণালী আলোচনা করিলে বুঝা যায়, ধ্রুবলোকাধিষ্ঠাতা বাসুদেবই ধ্রুবকে কৃতার্থ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। লঘুভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন যে, শ্রীভগবান্ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে পৃশ্নিগর্ভ রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বসুদেব ও দেবকীকে বলিয়াছেন, কিন্তু পৃশ্নিগর্ভ অবতারে তিনি কি করিয়াছেন তাহা সেখানে বর্ণিত নাই। ধ্রুবও স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরেই তপস্যা করিয়াছিলেন এবং শ্রীভগবানের কৃপা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ধ্রুবানুগ্রহকারী অবতারের নাম জানা যায় না। ধ্রুবপ্রিয় ভগবানের কোনও নাম আছে ইহাও সত্য, পৃশ্নিগর্ভের কোনও লীলা আছে ইহাও সত্য, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতে একই মন্বন্তরে একজনের নাম ও একজনের লীলা-কথা জানা যাইতেছে, অতএব অনুমানে বুঝা যায় যে, পৃশ্নিগর্ভই ধ্রুবকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মার যজ্ঞে শ্রীভগবান্ হয়গ্রীবরূপে অবতীর্ণ হন, এবং তাঁহারই নিঃশ্বাস হইতে চতুর্ব্বেদ প্রকাশ হয়, শ্রীভগবানের এ লীলা ও নাম প্রথম স্কন্ধে নাই। "অস্যৈব মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্‌বেদঃ সামবেদঃ" ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যেও ইহারই উদ্দেশ পাওয়া যায়।

শ্রীভগবান্ গজেন্দ্রমোক্ষণ করিয়াছিলেন, এ লীলা শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে কিন্তু প্রথমস্কন্ধে এ অবতারের নাম নাই। এখানে এ অবতারের লীলা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু স্পষ্টতর নামোল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত অষ্টমস্কন্ধ প্রথমাধ্যায়ে দেখা যায়—শ্রীভগবান্ হরিমেধা নামক

ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ কর্ম্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি ॥ ২৬॥

কোনও ভাগ্যবান্ ব্যক্তির ঔরসে হরিণীর গর্ভে "হরি" রূপে অবতীর্ণ হন ও গজেন্দ্রকে মোচন করেন। তখন মন্বন্তরের ও মন্বন্তরাবতারের নামও হরি, গজেন্দ্রমোক্ষণ লীলাও তামস মন্বন্তরেই হইয়াছিল, সুতরাং গজেন্দ্রমোক্ষণকারী হরি মন্বন্তরাবতার। শ্রীভগবান্ বামনাবতারে বলির নিকট ত্রিপাদ ভূমি যাচ্ঞাচ্ছলে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও রসাতল গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা প্রথমস্কন্ধে অবতার গণনায় সংক্ষেপে এবং অষ্টম স্কন্ধে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। এখানে একটি বিশেষ কথা পাওয়া যায় এই যে, শ্রীভগবান্ বলপূর্ব্বক বলির রাজ্য গ্রহণ না করিয়া যাচ্ঞা করিয়া লইলেন, তাহার কারণ এই যে, যদি কোনও ব্যক্তি শাস্ত্রপথে ও শাস্ত্রীয় আচরণে থাকে, তাহা হইলে সে বিষম অত্যাচারি হইলেও শ্রীভগবান্ তাহাকে বলপূর্ব্বক পদচ্যুত করেন না। শাস্ত্রানুসারে যজ্ঞানুষ্ঠানশীল বলির নিকট সেইজন্য শ্রীভগবান্ ভিক্ষা করিয়া স্বর্গরাজ্য গ্রহণ করিলেন।

শ্রীভগবান্ হংসাবতারে নারদকে তত্ত্বোপদেশ করিয়াছিলেন, ইহার কথা প্রথমস্কন্ধের অবতার গণনায় নাই। প্রথমস্কন্ধে নারদকেও শ্রীভগবানের অবতাররূপে নির্দ্দেশ করা আছে। এখানেও হংসাবতারের কথা বলিতে গিয়া ব্রহ্মা তাহা ইঙ্গিতে নারদকে বলিয়াছেন। ব্রহ্ম-কথিত অবতার-কথায় নারদই শ্রোতা বলিয়া ব্রহ্মা স্পষ্ট ভাবে নারদাবতারের কথা বলেন নাই।

চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই শ্রীভগবান্ মন্বন্তরস্থ প্রজাপালন করিবার জন্য মন্বন্তরাবতাররূপে অবতীর্ণ হন; এখানে এই শ্লোকে মন্বন্তরাবতারের লীলাকথা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, কোনও মন্বন্তরাবতারেরই নামোল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টমস্কন্ধে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে সমস্ত মন্বন্তরাবতারের নাম ও সংক্ষিপ্ত লীলা বর্ণিত আছে।

প্রথমস্কন্ধে ধন্বন্তরি অবতারের নামোল্লেখ মাত্র আছে, এখানে তাঁহার আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রবর্ত্তন এবং নামোচ্চারণ মাত্রেই জীবের ব্যাধিহরণরূপ লীলা ও মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। পরশুরাম ও শ্রীরামচন্দ্রের কথা প্রথমস্কন্ধে এবং এখানে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নবমস্কন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে ইহাদের লীলা বর্ণিত আছে॥ ১—২৫

অন্বয়ঃ।—সুরেতরবরূথবিমর্দ্দিতায়াঃ (অসুরসেনানিপীড়িতায়াঃ) ভূমেঃ (পৃথিব্যাঃ) ক্লেশব্যয়ায় (ভারহরণায়) জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ (অস্মদাদীনামপ্যগোচরলীলঃ) সিতকৃষ্ণকেশঃ (স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ) কলয়া (অংশেন শ্রীবলদেবেন সহ) জাতঃ (প্রাদুর্ভূতঃ সন্) আত্মমহিমোপনিবন্ধনানি (নিজা-সাধারণমাধুর্য্যমহিমদ্যোতকানি) কর্ম্মাণি (লীলাঃ) করিষ্যতি [অষ্টাবিংশচতুর্যুগীয়দ্বাপরান্তে জগতি প্রকটয়িষ্যতি) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—অসুরসেনা-নিপীড়িত পৃথিবীর ভার হরণের জন্য স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলদেবের সহিত অবতীর্ণ হইয়া নিজ অসাধারণ মাধুর্য্য ও মহিমা প্রকাশ করিয়া লীলা করিবেন। তাঁহার লীলা আমাদেরও দুর্জ্ঞেয় ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—শ্রীকৃষ্ণাবতারমাহ—ভূমেরিতি দশভিঃ। সুরেতরা অসুরাংশভূতা রাজানস্তেষাং বরূথৈঃ সৈন্যৈর্বিমর্দ্দিতায়া ভারেণ পীড়িতায়াঃ। কলয়া রামেণ সহ জাতঃ সন্। কোঽসৌ জাতঃ? সিতকৃষ্ণৌ কেশৌ যস্য ভগবতঃ স এব সাক্ষাৎ। সিতকৃষ্ণকেশত্বং শোভৈব, ন তু বয়ঃপরিণামকৃতম্ অবিকারিত্বাৎ। যদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবলঃ" ইতি। যচ্চ ভারতে —"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চবর্ত্ত, একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্। তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং, কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ॥ তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব, যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ। কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব, কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্ত॥ ইতি। তচ্চ ন কেশমাত্রাবতারাভিপ্রায়ং, কিন্তু ভারাবতরণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎকেশাবেব তৎ কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্ব্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধরণমিতি গম্যতে। অন্যথা তত্রৈব পূর্ব্বাপরবিরোধাপত্তেঃ। কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়মিতি বিরোধাচ্চ। কথম্ভূতঃ? পরমেশ্বরতয়া জনৈরনুপলক্ষ্যো মার্গো যস্য। তদীশ্বরত্বে কিং প্রমাণম্? অতিমানুষকর্ম্মাণ্যথানুপপত্তিরেবেত্যাহ। আত্মনো মহিমা উপনিবধ্যতে অভিব্যজ্যতে যেষু তানি॥ ২৬॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সর্ব্বাবতারাবতারী স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বাপরের শেষে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া ভূভারহরণ, অসুরমারণ এবং শ্রীবৃন্দাবনে যে প্রেমরসাস্বাদন লীলা করিয়াছেন, তাহা শ্রীমদ্ভাগবতের নানা স্থানে এবং বিষ্ণুপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপুরাণ, মহাভারত, হরিবংশ প্রভৃতি নানা পুরাণে ও ইতিহাসে নানাভাবে বর্ণিত আছে। সমস্ত পুরাণ ও ইতিহাসেরই প্রণেতা ব্যাসদেব, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের লীলা কিংবা স্বরূপ সম্বন্ধে যে মতানৈক্য নাই তাহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথমস্কন্ধে অবতার বর্ণন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"— শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ অর্থাৎ তিনি কাহারও অংশ বা কলা নহেন। অনন্ত বৈকুণ্ঠে যত অবতার আছেন এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত অবতার হইয়াছেন কিংবা হইবেন, তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ কিংবা কলাদি। কিন্তু বর্ত্তমান শ্লোকে দেখা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণাবতার-কথা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইতেছে "সিতকৃষ্ণকেশঃ"। এ শব্দটীর অর্থ সমালোচনা করিতে গেলে শ্রীমহাভারতের কয়েকটি শ্লোক মনে হয়—

"স চাপি কেশৌ হরিরুচ্চবর্ত্ত, একং শুক্লমপরঞ্চাপি কৃষ্ণম্।
তৌ চাপি কেশাবাবিশতাং যদূনাং, কুলে স্ত্রিয়ৌ রোহিণীং দেবকীঞ্চ।
তয়োরেকো বলভদ্রো বভূব, যোঽসৌ শ্বেতস্তস্য দেবস্য কেশঃ।
কৃষ্ণো দ্বিতীয়ঃ কেশবঃ সম্বভূব কেশো যোঽসৌ বর্ণতঃ কৃষ্ণ উক্তঃ॥"

"দৈত্যভারাক্রান্তা পৃথিবীর ত্রাণের জন্য দেবগণ নারায়ণের শরণাপন্ন হইলে, তিনি নিজ মস্তক হইতে শুক্ল ও কৃষ্ণবর্ণ কেশ উৎপাটন করিয়া ত্যাগ করিলেন, সেই কেশদ্বয় যদুবংশে রোহিণী ও দেবকী-গর্ভে প্রবেশ করিল এবং যথাকালে শুক্লকেশ বলদেবরূপে ও কৃষ্ণকেশ কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর ভার হরণ করিলেন।" বিষ্ণুপুরাণেও দেখা যায়—"উজ্জহারাত্মনঃ কেশৌ সিতকৃষ্ণৌ মহাবলঃ" 'শ্রীনারায়ণ নিজ মস্তক হইতে শুক্ল এবং কৃষ্ণকেশ উৎপাটন করিলেন'। এই সমস্ত শাস্ত্র-বাক্য আলোচনা করিলে আপাততঃ মনে হয়, শ্রীকৃষ্ণ ও বলরাম শ্রীনারায়ণের কেশাবতার, কিন্তু

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়াস্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্ব্বা উন্মূলনন্ত্বিতরথার্জ্জুনয়োর্ন ভাব্যম্ ॥ ২৭ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং"। সুতরাং এই দুই বিরুদ্ধ সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করা একান্ত প্রয়োজন। শ্রীধরস্বামিপাদ আলোচ্য শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন—"যত্তু বিষ্ণুপুরাণে ভারতে চ উক্তং তচ্চ ন কেশাবতারাভিপ্রায়ং কিন্তু ভারাবতারণরূপং কার্য্যং কিয়দেতৎ মৎকেশাবের তৎ কর্ত্তুং শক্তাবিতি দ্যোতনার্থং রামকৃষ্ণয়োর্ব্বর্ণসূচনার্থঞ্চ কেশোদ্ধারণমিতি গম্যতে" "বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতে যে শ্রীনারায়ণের কেশোদ্ধারণের যে বৃত্তান্ত দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ, নারায়ণের কেশাবতার ইহাই তাহার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু ভূভারহরণের জন্য দেবগণ প্রার্থনা করিলে শ্রীনারায়ণ কেশোৎপাটন করিয়া ইঙ্গিত করিলেন যে ভূভার হরণ কি কঠিন কার্য্য, তাহা আমার কেশ হইতেই হইতে পারে এবং শ্রীভগবান্ বলরাম ও কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইবেন, তাঁহাদের অঙ্গের বর্ণ শুক্ল ও কৃষ্ণ ইহাও কেশোৎপাটনে ইঙ্গিত পাওয়া গেল।" মোট কথা শ্রীধরস্বামিপাদের মতে শ্রীকৃষ্ণ যে স্বয়ং ভগবান্ ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের কেশাবতার ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র সম্মতি নাই।

ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন—দেবগণ ক্ষীরোদ সাগর তীরে উপস্থিত হইয়া পৃথিবীর ভারহরণজন্য ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলে, তিনি নিজ কেশ উৎপাটন করিয়া জানাইলেন যে, এবার আমার শিরোধার্য্য শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম অবতীর্ণ হইবেন। শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কেশ শব্দ হইতে যে ভাব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা স্বীকার না করিয়া যথাশ্রুত অর্থ গ্রহণ করিলে সামঞ্জস্য করা বড়ই দুষ্কর—কারণ দেবতামাত্রেরই নাম নির্জর, অর্থাৎ তাঁহাদের জরা নাই, শ্রীভগবানের সম্বন্ধে ত কথাই নাই, বার্দ্ধক্য ব্যতীত কেশ শুক্ল হয় না, সুতরাং জরাশূন্য ভগবানের কেশ শুক্ল হওয়ার কোনই কারণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতেই শ্রীভগবানের স্বরূপ বর্ণিত আছে যে, "সন্তং বয়সি কৈশোরে" শ্রীভগবান্ সর্ব্বদাই কৈশোরাবস্থ। অতএব তাঁহার পক্ক কেশের সম্ভাবনা নাই। যদি কেহ মনে করেন যে, স্বভাবতঃই তাঁহার কেশ কিয়দংশ শুক্ল ও কিয়দংশ কৃষ্ণ, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এতাদৃশ অনুমান বা কল্পনা ভিত্তিহীন। চিকুর, কুন্তল প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া সর্ব্বত্রই কেশ শব্দ প্রয়োগ করায় কেশ শব্দের "অংশবো যে প্রকাশন্তে মম তে কেশসংজ্ঞিতাঃ" "আমার অঙ্গ হইতে যে জ্যোতিশ্ছটা প্রকাশ পায় তাহার নাম কেশ" এই মহাভারতীয় ব্যাখ্যাই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ "বসুদেবস্য দেবক্যামবতীর্য্য যদোঃ কুলে। সিতকৃষ্ণে চ মচ্ছক্তী কংসাদ্যান্ ঘাতয়িষ্যতঃ" এই নৃসিংহপুরাণীয় পদ্যে কেশ শব্দের পরিবর্ত্তে শক্তি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। অতএব কেশ শব্দের যথাশ্রুত অর্থ অপেক্ষা শ্রীধরস্বামিপাদ প্রভৃতির মতানুসারেও ভাব ব্যাখ্যা দ্বারা অর্থ গ্রহণ করিলেই সমধিক মাধুর্য্যাস্বাদন করা যাইতে পারে ॥ ২৬ ॥

অন্বয়ঃ ;—তোকেন (বালকেন) যৎ উলূকিকায়াঃ (পূতনায়াঃ) জীবহরণং (প্রাণনাশঃ), ত্রৈমাসিকস্য চ (ত্রিমাসমাত্রবয়স্কবালকস্য) পদা (মৃদুলতরপদাঘাতেন) শকটঃ (ক্ষেত্রাৎ ধান্যাদ্যানয়নার্থং নন্দালয়স্থমহাশকটঃ) অপবৃত্তঃ (বিপর্য্যস্ততয়া পাতিতঃ) রিঙ্গতা (জানুভ্যাং গচ্ছতা,) অন্তর-

নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্‌গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ৩১ ॥
গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায় দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্ত্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্ত দিনানি সপ্তবর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥
ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং হর্ত্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—বরুণস্য (জলাধিষ্ঠাতুঃ) পাশাৎ (পাশহেতুকাৎ) ভয়াৎ নন্দং (স্বপিতরং) ময়সূনুনা (ময়নামকাসুরপুত্রেণ ব্যোমাসুরেণ) বিলেষু (পর্ব্বতাদিগর্ত্তেষু) পিহিতান্ (সংগোপ্য রক্ষিতান্) গোপান্ (ব্রজবাসিনশ্চ) মোক্ষ্যতি (মোচয়িষ্যতি) অহ্নি (দিবসে) আপৃতং (নানাকর্ম্মণি ব্যাপৃতং) নিশি (রাত্রৌ) অতিশ্রমেণ দিবসকর্ম্মজনিতশ্রমাধিক্যেণ) শয়ানং (নিদ্রিতং) [নতু কস্মিংশ্চিদপি সাধনব্যাপারে ব্যাপৃতং সমাধিমগ্নং বেতি ভাবঃ] গোকুললোকং (ব্রজবাসিজীবমাত্রং) বিকুণ্ঠং (স্বধাম) উপনেষ্যতি স্ম (প্রাপয়িষ্যতি) [স্ম ইত্যাশ্চর্য্যে] ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বরুণের পাশভয় হইতে নন্দকে মোচন করিবেন, ময়দানবের পুত্র ব্যোমাসুর কর্ত্তৃক পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত গোপগণকে মোচন করিবেন, দিবসে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত এবং অতি শ্রমে রাত্রিতে নিদ্রিত গোকুলবাসিগণকে নিজধাম প্রাপ্ত করাইবেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা।—বরুণস্য পাশাদ্যদ্ভয়ং তস্মান্মোচয়িষ্যতি। ময়সূনুনা ব্যোমনাম্না। অহ্নি দিবসে আপৃতং ব্যাপৃতম্, নিশি শয়ানমিতি চ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিসাধনানুষ্ঠানাং ভাবো দর্শিতঃ। উপনেষ্যতি প্রাপয়িষ্যতি গোকুল-বাসিনো জনান্। স্মেত্যাশ্চর্য্যে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—অনঘ (হে নিষ্পাপ নারদ!) গোপৈঃ (নন্দাদিভিঃ) মখে (ইন্দ্রযাগে) প্রতিহতে (শিশুকৃষ্ণেচ্ছয়া অবরুদ্ধা শ্রীগোবর্দ্ধনযাগে প্রবর্ত্তিতে) দেবে (কুপিতে দেবরাজে) ব্রজবিপ্লবায় (ব্রজনাশায়) অভিবর্ষতি (অতিবৃষ্টিং কুর্ব্বতি) কৃপয়া (স্বজনবাৎসল্যেন) পশূন্ (ব্রজবাসিনঃ) রিরক্ষুঃ (রিরক্ষিষুঃ) সপ্তবর্ষঃ (সপ্তবর্ষবয়স্কঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সপ্ত দিনানি (সপ্তাহং ব্যাপ্য) উচ্ছিলীন্ধ্রমিব (উচ্ছ্রিতং ছত্রাকমিব) এককরে (বামকরৈকদেশে) মহীধ্রং (গোবর্দ্ধনগিরিং) সলীলং (অনায়াসেনৈব) ধর্ত্তা (ধারয়িষ্যতি) ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—হে নারদ! যে সময়ে ব্রজবাসী গোপগণ ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তন করিবেন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া ব্রজবাসিগণকে ধ্বংস করিবার মানসে অতি-বর্ষণ করিবেন। শ্রীভগবান্ ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য সাতবৎসর মাত্র বয়সে ছত্রধারণের ন্যায় অবলীলাক্রমে সাত দিন বামকরে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরটীকা।—দেবে ইন্দ্রে। পশূন্ রিরক্ষুঃ রিরক্ষিষুরিত্যর্থঃ। অনঘে শ্রমরহিতে একস্মিন্নেব করে সলীলং যথা স্যাৎ তথা মহীধ্রং গোবর্দ্ধনং ধর্ত্তা ধারয়িষ্যতি উচ্ছিলীন্ধ্রম্ উচ্ছ্রিতং ছত্রাকমিব। সপ্তবর্ষাণি বয়ো যস্য সঃ ॥ ৩২ ॥

গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা শুল্বং সুতস্য নতু তত্তদমুষ্য মাতি ।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী সংবীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ ॥ ৩০ ॥

তাবাং] নেত্রে পিধাপ্য (গোপবালকান্ মুদ্রিতনেত্রান্ বিধায) সবলঃ (সরামঃ) অনধিগম্যবীর্য্যঃ (অচিন্ত্যমহাশক্তিশালী শ্রীকৃষ্ণঃ) [উন্নেষ্যতীতি পূর্ব্বেণানুষঙ্গঃ] তৎ কর্ম্ম (দাবাগ্নেঃ ব্রজবাসিমোচনরূপং কর্ম্ম) দিব্যমিব (অলৌকিকমেব) ॥ ২৯ ॥

মূলানুবাদ :—কালিযদমনের দিন রাত্রিকালে গ্রীষ্মতাপশুষ্ক বনে দাবাগ্নি প্রজ্বলিত হইলে নিদ্রিত ও নিশ্চিতমৃত্যু ব্রজবাসিগণকে উদ্ধার করিবেন এবং দিনান্তরে মুঞ্জাটবীতে দাবাগ্নি প্রকাশিত হইলে, গোপবালকগণকে চক্ষু মুদ্রিত করাইয়া অচিন্ত্যশক্তিশালী রাম-কৃষ্ণ দুই ভাই উদ্ধার করিবেন। শ্রীভগবানের এইরূপ সমস্ত লীলাই অলৌকিক ॥ ২৯ ॥

শ্রীপ্রবটীকা :—দিব্যমলৌকিকমিবেতি লোকোক্তিঃ। উন্নেষ্যতি উদ্ধরিষ্যতি। শুচিগ্রীষ্মঃ, তৎসম্বন্ধিনি বনে, শুষ্ক ইত্যর্থঃ। অতো দাবাগ্নের্হেতোরবসিতো নিশ্চিতোঽন্তকালো যস্য তম্। সবলঃ সরামঃ। অনধিগম্যং দুর্জ্ঞেয়ং বীর্য্যং যস্য সঃ। তত্র নিশি নিঃশযানমিতি কালিযদমনে রাত্র্যাং যমুনা-তীরে। নেত্রে পিধাপ্য পিহিতে কারযিত্বা ইতি মুঞ্জাটব্যামিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ :—অমুষ্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) মাতা (যশোদা) যৎ যৎ উপবন্ধং শুল্বং (বন্ধনার্থং দাম) গৃহ্ণীত (গৃহ্ণাতি) তৎ তৎ অমুষ্য সুতস্য (শ্রীকৃষ্ণাখ্যস্য অদ্ভুতবালকস্য) ন মাতি (বন্ধনে ন সংমিতং ভবতি।) যৎ (অপরঞ্চ) গোপী (যশোদা) জৃম্ভতঃ (জৃম্ভয়া মুখং ব্যাদতঃ) অস্য (শ্রীকৃষ্ণস্য) বদনে (শ্রীমুখ-বিবরে) ভুবনানি (অনন্তব্রহ্মাণ্ডতদন্তর্গতভূবাদিলোকতৎস্থনদনদীভূধরজ্যোতিশ্চক্রাদীনি) সংবীক্ষ্য (সম্যগ্ দৃষ্ট্বা) শঙ্কিতমনাঃ (পুত্রস্য গ্রহাদ্যাবেশশঙ্কাকুলিতমানসা সতী , প্রতিবোধিতা (প্রতিরূপং পুত্রস্নেহানুরূপমেব বোধিতা) আসীৎ [তদপি ইতরথা ন ভাব্যমিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ] ॥ ৩০ ॥

মূলানুবাদ :—শ্রীকৃষ্ণ-জননী যশোদা নিজপুত্রকে বন্ধন করিবার জন্য রজ্জু সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন, কিন্তু কিছুতেই বন্ধন সংঘটিত হয নাই। আর একদিন নিদ্রাবেশে শ্রীকৃষ্ণ হাই তুলিলে, যশোদা মুখমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া পুত্রের গ্রহাবেশ হইয়াছে মনে করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া নিজ প্রেমানুরূপ মাধুর্য্যাবলম্বন করিয়াছিলেন , ইহাও শ্রীকৃষ্ণের নিজ মাধুর্য্য প্রকাশেচ্ছা ব্যতীত সম্ভবপর হয না ॥ ৩০ ॥

শ্রীপ্রবটীকা :—উপবধ্যতেঽনেনেতি উপবন্ধঃ তৎসাধনং শুল্বং দাম অমুষ্য মাতা যশোদা গৃহ্ণাতি, তত্তদমুষ্য ন মাতি বন্ধনে সম্মিতং ন ভবতি, ন পর্য্যাপ্তমিত্যর্থঃ। গোপী যশোদা সংবীক্ষ্য দৃষ্ট্বা প্রতিবোধিতা নিজৈশ্বর্য্যং জ্ঞাপিতা আসীদিতি যৎ তচ্চ কর্ম্ম দিব্যমিবেতি সর্ব্বত্র পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ৩০ ॥

নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশাদ্গোপান্ বিলেষু পিহিতান্ ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম ॥ ৩১ ॥
গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায় দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্ত্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্ত দিনানি সপ্তবর্ষো মহীধ্রমনঘৈককরে সলীলম্ ॥ ৩২ ॥
ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন।
উদ্দীপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং হর্ত্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ।—বরুণস্য (জলাধিষ্ঠাতুঃ) পাশাৎ (পাশহেতুকাৎ) ভয়াৎ নন্দং (স্বপিতরং) ময়সূনুনা (ময়নামকাসুরপুত্রেণ ব্যোমাসুরেণ) বিলেষু (পর্ব্বতাদিগর্ত্তেষু) পিহিতান্ (সংগোপ্য রক্ষিতান্) গোপান্ (ব্রজবাসিনশ্চ) মোক্ষ্যতি (মোচয়িষ্যতি) অহ্নি (দিবসে) আপৃতং (নানাকর্ম্মণি ব্যাপৃতং) নিশি (রাত্রৌ) অতিশ্রমেণ (দিবসকর্ম্মজনিতশ্রমাধিক্যেণ) শয়ানং (নিদ্রিতং) [ন তু কস্মিংশ্চিদপি সাধনব্যাপারে ব্যাপৃতং সমাধিমগ্নং বেতি ভাবঃ] গোকুললোকং (ব্রজবাসিজীবমাত্রং) বিকুণ্ঠং (স্বধাম) উপনেষ্যতি স্ম (প্রাপয়িষ্যতি) [স্ম ইত্যাশ্চর্য্যে] ॥ ৩১ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বরুণের পাশভয় হইতে নন্দকে মোচন করিবেন, ময়দানবের পুত্র ব্যোমাসুর কর্ত্তৃক পর্ব্বতগুহায় লুক্কায়িত গোপগণকে মোচন করিবেন, দিবসে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত এবং অতি শ্রমে রাত্রিতে নিদ্রিত গোকুলবাসিগণকে নিজধাম প্রাপ্ত করাইবেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা।—বরুণস্য পাশাদ্যদ্ভয়ং তস্মান্মোচয়িষ্যতি। ময়সূনুনা ব্যোমনাম্না। অহ্নি দিবসে আপৃতং ব্যাপৃতম্, নিশি শয়ানমিতি চ বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তিসাধনানুষ্ঠানাং ভাবো দর্শিতঃ। উপনেষ্যতি প্রাপয়িষ্যতি গোকুল-বাসিনো জনান্। স্মেত্যাশ্চর্য্যে ॥ ৩১ ॥

অন্বয়ঃ।—অনঘ (হে নিষ্পাপ নারদ।) গোপৈঃ (নন্দাদিভিঃ) মখে (ইন্দ্রযাগে) প্রতিহতে (শ্রীকৃষ্ণেচ্ছয়া অবলুপ্য শ্রীগোবর্দ্ধনযাগে প্রবর্ত্তিতে) দেবে (কুপিতে দেবরাজে) ব্রজবিপ্লবায় (ব্রজনাশায়) অভিবর্ষতি (অতিবৃষ্টিং কুর্ব্বতি) কৃপয়া (স্বজনবাৎসল্যেন) পশূন্ (ব্রজবাসিনঃ) রিরক্ষুঃ (রিরক্ষিষুঃ) সপ্তবর্ষঃ (সপ্তবর্ষবয়স্কঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) সপ্ত দিনানি (সপ্তাহং ব্যাপ্য) উচ্ছিলীন্ধ্রমিব (উচ্ছ্রিতং ছত্রাকমিব) এককরে (বামকরৈকদেশে) মহীধ্রং (গোবর্দ্ধনগিরিং) সলীলং (অনায়াসেনৈব) ধর্ত্তা (ধারয়িষ্যতি) ॥ ৩২ ॥

মূলানুবাদ।—হে নারদ। যে সময়ে ব্রজবাসী গোপগণ ইন্দ্রযাগের পরিবর্ত্তে গোবর্দ্ধন যাগ প্রবর্ত্তন করিবেন, সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া ব্রজবাসিগণকে ধ্বংস করিবার মানসে অতি-বর্ষণ করিবেন। শ্রীভগবান্ ব্রজবাসিগণকে রক্ষা করিবার জন্য সাতবৎসর মাত্র বয়সে ছত্র-ধারণের ন্যায় অবলীলাক্রমে সাত দিন বামকরে গোবর্দ্ধনগিরি ধারণ করিবেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরটীকা।—দেবে ইন্দ্রে। পশূন্ রিরক্ষুঃ রিরক্ষিষুরিত্যর্থঃ। অনঘে শ্রমরহিতে একস্মিন্নেব করে সলীলং যথা স্যাৎ তথা মহীধ্রং গোবর্দ্ধনং ধর্ত্তা ধারয়িষ্যতি উচ্ছিলীন্ধ্রম্ উচ্ছ্রিতং ছত্রাকমিব। সপ্তবর্ষাণি বয়ো যস্য সঃ ॥ ৩২ ॥

যে চ প্রলম্বখরদর্দ্দুরকেশ্যরিষ্টমল্লেভকংসযবনাঃ কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ ।
অন্যে চ সাল্বকুজবল্বলদন্তবক্রসপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ ॥ ৩৪ ॥
যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ং তদীয়ম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়ঃ ।—নিশাকররশ্মিগৌর্য্যাং (পূর্ণচন্দ্রচন্দ্রিকাবিচলিতায়াং) নিশি (রাত্রৌ) রাসোন্মুখঃ (রাসবিহারেচ্ছুঃ সন) বনে (শ্রীবৃন্দাবনে) ক্রীড়ন্ (বিহরন্ শ্রীকৃষ্ণঃ) কলপদায়তমূর্চ্ছিতেন (মধুরা-স্ফুটগীতমূর্চ্ছনয়া) উদ্দীপিতস্মররুজাং (প্রকটিতমদনব্যথানাং) ব্রজভৃদ্বধূনাং (ব্রজগোপিকানাং) হর্ত্তুঃ (হরণেচ্ছোঃ) ধনদানুগস্য (শঙ্খচূড়দৈত্যস্য) শিরঃ (মস্তকং) হরিষ্যতি (কর্ত্তিষ্যতি) ॥ ৩৩ ॥

মূলানুবাদ ।—পূর্ণচন্দ্র-জ্যোৎস্নাধবলিত রজনীতে শ্রীভগবান্ রাসবিহার মানসে মধুর-বংশীনাদাকৃষ্ট ও বিগলিতধৈর্য্য ব্রজবনিতাগণের সহিত শ্রীবৃন্দাবনে ক্রীড়া আরম্ভ করিলে কুবেরানুচর শঙ্খচূড় দৈত্য ব্রজবধূহরণ মানসে উপস্থিত হইলে শ্রীভগবান্ তাহার শিরশ্ছেদন করিবেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীধরটীকা ।—নিশি রাত্রৌ নিশাকররশ্মিভিঃ গৌর্য্যাং ধবলায়াম্ । বনে ক্রীড়ন্ কলানি মঞ্জুলানি পদানি যস্মিন্ তচ্চ তৎ আয়তং দীর্ঘং মূর্চ্ছিতঞ্চ আলাপবিশেষযুক্তং যদ্গীতং তেন উদ্দীপিতঃ স্মর এব রুক্ যাসাং তাসাং গোপীনাং হর্ত্তুঃ শঙ্খচূড়স্য শিরো হরিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—যে চ প্রলম্বখরদর্দ্দুরকেশ্যরিষ্টমল্লেভকংসযবনাঃ (প্রলম্বশ্চ খরশ্চ দর্দ্দুরশ্চ কেশী চ অরিষ্টশ্চ মল্লঃ কংসসভাস্থচাণূরাদিশ্চ ইভঃ কুবলয়াপীড়শ্চ কংসশ্চ যবনঃ কালযবনশ্চ তে তন্নামকা অসুরাঃ আসুরস্বভাবা জনাশ্চ) কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ (কপিঃ দ্বিবিদঃ পৌণ্ড্রকাদ্যাশ্চ) তে অন্যে চ সাল্বকুজ-বল্বলদন্তবক্রসপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ (তন্নামকাঃ অসুরাঃ) যে বা মৃধে (যুদ্ধে) সমিতিশালিনঃ (রণশ্লাঘাবন্তঃ) আত্তচাপাঃ (ধনুর্দ্ধারিণঃ) কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ (তন্নামকা মহাযোধাঃ) বলপার্থভীমব্যাজাহ্বয়েন (বলদেবার্জ্জুনভীমাদিরূপেণ) হরিণা (শ্রীকৃষ্ণেন) অদর্শনং (লোকাতীতং) তদীয়ং নিলয়ং (শ্রীভগবদ্ধাম) অলং (মরণসময়ে দর্শনমাত্রেণৈব) যাস্যন্তি (প্রাপ্স্যন্তি) ॥৩৪।৩৫॥

মূলানুবাদ ।—শ্রীভগবান্ প্রলম্ব, খর, দর্দ্দুর, কেশী, অরিষ্ট, চাণূরাদি মল্ল, কুবলয়াপীড়, কংস, কালযবন, দ্বিবিদ, পৌণ্ড্রক, সাল্ব, কুজ, বল্বল, দন্তবক্র, সপ্তোক্ষ, সম্বর, বিদূরথ, রুক্মী প্রভৃতি অসুরগণকে স্বয়ং, এবং কাম্বোজ, মৎস্য কুরু, সৃঞ্জয়, কৈকয় প্রভৃতি রণবিজয়ী ধনুর্দ্ধারিগণকে বলদেব, অর্জ্জুন-ভীমাদিরূপে সংহার করিয়া লোকাতীত নিজধাম প্রাপ্ত করাইবেন ॥ ৩৪।৩৫ ॥

শ্রীধরটীকা ।—যে চ প্রলম্বাদয়স্তে সর্ব্বে হরিণা হেতুভূতেন তদীয়ং নিলয়ম্ অদর্শনং দর্শনা-যোগ্যং বৈকুণ্ঠম্ অলং যাস্যন্তীত্যন্বয়েনান্বয়ঃ । খরো ধেনুকঃ । দর্দ্দুর ইব দর্দ্দুরো বকঃ । ইভঃ কুবলয়াপীড়ঃ । কপির্দ্বিবিদঃ । কুজো নরকঃ ॥ ৩৪ ॥ যে চ মৃধে আত্তচাপাঃ । সমিতৌ সংগ্রামে শালন্তে শ্লাঘন্তে সমিতিশালিনঃ । ননু প্রলম্বখরকপিবল্বলরুক্মিপ্রমুখা বলভদ্রেণ নিহতাঃ, কাম্বোজাদয়শ্চ ভীমার্জ্জুনাদিভিঃ, সম্বরঃ প্রদ্যুম্নেন, যবনো মুচুকুন্দেন, ন তু হরিণা । তত্রাহ । বলপার্থভীমেত্যাদয়ো

কালেন মীলিতধিয়ামবমৃশ্য নৄণাং স্তোকায়ুষাং স্বনিগমো বত দূরপারঃ।
আবির্হিতস্ত্বনুযুগং স হি সত্যবত্যাং বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম॥ ৩৬॥

ব্যাজাহ্বয়াঃ কপটনামানি যস্য তেন। সপ্তোক্তাগস্ত তেন দমিতাঃ কালান্তরে যাস্যন্তীত্যর্থঃ। এতচ্চ সর্ব্বমপি কর্ম দিব্যমিব—তত্ত্বিবথা ন ভাব্যমিতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—"ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ' প্রভৃতি শ্লোক আলোচনা করিলে মনে হয়, কেবলমাত্র ভূভারহরণ করিবার জন্যই শ্রীকৃষ্ণ ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছেন। কিন্তু যে-শ্রীকৃষ্ণের অংশাংশ মহাবিষ্ণুর ইঙ্গিত মাত্রে অনন্ত কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হয়, ভূভার-হরণ কার্য্য তাঁহার পক্ষে এত কিছু কঠিন নহে যে জন্য তাঁহার স্বয়ং অবতীর্ণ হইতে হয়। বিশেষতঃ "মুহূর্ত্তেনাপি সংহর্ত্তুং শক্নোমি দানবান্ বলান্। মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥" এই পদ্মপুরাণীয় শ্রীভগবদ্বাক্যেও জানা যায় যে, কেবলমাত্র ভূভারহরণই তাঁহার অবতারের হেতু নহে, ইহা ছাড়া ভক্তবিনোদন কার্য্যও আছে। যুগে যুগে শ্রীভগবান্ নিজ অংশ দ্বারা ভূভারহরণ কার্য্য করিয়া থাকেন, এবারও তাহাই করিতে পারিতেন, কিন্তু ভক্তবিনোদন কার্য্য স্বয়ং ছাড়া হয় না, সেইজন্য এবার তিনি স্বয়ং অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও ঠিক এই সিদ্ধান্তই দেখা যায়—"ভূভারহরণ কার্য্য হয় অংশ হৈতে। আমা বিনা অন্যে নারে ব্রজে প্রেম দিতে"।

এই জন্য শ্রীব্রহ্মাও নারদের নিকট প্রথমতঃ তাঁহার ভূভারহরণরূপ অবতারের বহিরঙ্গ হেতু দেখাইয়া "তোকেন জীবহরণং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণাবতারের অন্তরঙ্গ হেতু নির্দ্দেশ করিতেছেন। শ্রীভগবান্ পূতনাবধ, শকটভঞ্জন, যমলার্জ্জুনভঞ্জন প্রভৃতি লীলায় বাল্যভাবে বালক মূর্ত্তিতে ব্রজবাসিগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া নিজ অসাধারণ মাধুর্য্যই প্রকাশ করিয়াছেন। যদি কেবলমাত্র অসুরমারণ কার্য্যই তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে বাল্যভাবে ও বালকমূর্ত্তিতে না করিয়া তিনি নৃসিংহ, ত্রিবিক্রম প্রভৃতি লীলার ন্যায় কার্য্যোপযোগী শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াই উহা করিতে পারিতেন। "অতএব বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে। বিষ্ণু দ্বারা কৃষ্ণ করে অসুর সংহারে।" এই শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত সিদ্ধান্ত আলোচনায়ও স্পষ্টই বুঝা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণ বাল্যভাবে ব্রজবাসিগণের বাৎসল্য, প্রেম-রসাস্বাদনেই রত আছেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অভ্যন্তরস্থ বিষ্ণুশক্তি দ্বারাই অসুরমারণ প্রভৃতি কার্য্য নির্ব্বাহ হইতেছে। কালিয়দমন, দাবাগ্নিমোক্ষণ, গোবর্দ্ধনধারণ প্রভৃতি শ্রীবৃন্দাবনের সমস্ত লীলাই শ্রীভগবানের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যই পোষণ করিতেছে। ব্রহ্মা নারদের নিকট এই মাধুর্য্যবার্ত্তা বর্ণনা প্রসঙ্গে কতিপয় শ্রীবৃন্দাবন লীলার উল্লেখ করিয়াছেন। (দশমস্কন্ধে এই সমস্ত মাধুর্য্যময়ী লীলা বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে)॥ ২৬—৩৫

অন্বয়ঃ।—অনুযুগং (কল্পেকল্পে) কালেন (কালবশাৎ) মীলিতধিয়াং (সঙ্কুচিতবুদ্ধীনাং) স্তোকায়ুষাং (স্বল্পজীবিতানাং) নৃণাং স্বনিগমঃ (স্বকৃতো বেদরাশিঃ) দূরপারঃ (দুরধিগমঃ) [ইতি] অবমৃশ্য (নিশ্চিত্য) স হি (শ্রীভগবান্) সত্যবত্যাং (সত্যবতীগর্ভে) আবির্হিতঃ (পরাশরাৎ জাতঃ সন্) বেদদ্রুমং (বেদকল্পতরুং) বিটপশঃ (শাখাভেদেন) বিভজিষ্যতি স্ম (বিভক্তং কৃতবান্) ৩৬

দেবদ্বিষাং নিগমবর্ত্মনি নিষ্ঠিতানাং পূর্ভির্ময়েন বিহিতাভিবদৃশ্যতূর্ভিঃ।
লোকান্ ঘ্নতাং মতিবিমোহমতিপ্রলোভং বেশং বিধায় বহু ভাষ্যত ঔপধর্ম্ম্যম্ ॥ ৩৭॥
বর্হ্যালয়েষ্বপি সতাং ন কথা হরেঃ স্যুঃ পাষণ্ডিনো দ্বিজজনা বৃষলা নৃদেবাঃ।
স্বাহা স্বধা বষড়িতি স্ম গিরো ন যত্র শাস্তা ভবিষ্যতি কলের্ভগবান্ যুগান্তে ॥ ৩৮ ॥

মূলানুবাদ।—কালক্রমে প্রতিকল্পে জীবের বুদ্ধিবৃত্তি সঙ্কুচিত এবং পরমায়ু অল্পপরিমিত হইলে, তখন আর কেহ শ্রীভগবানের আজ্ঞারূপ বেদবাক্য বুঝিতে পারে না, সেইজন্য শ্রীভগবান্ পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে বেদব্যাসরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া বেদবৃক্ষের শাখা বিভাগ করিবেন ॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—ব্যাসাবতারমাহ। অল্পযুগং মীলিতা সঙ্কুচিতা ধীর্যেষাং স্তোকমল্পমায়ুর্যেষাং তেষাং, স্বনিগমঃ স্বকৃতো বেদরাশিঃ বত অহো দূরে পারং যস্যেতি দুর্গম ইত্যবমৃশ্য সত্যবত্যামাবির্ভূতঃ সন্ স এব হরিঃ। বিটপশঃ শাখাভেদেন ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—নিগমবর্ত্মনি (বেদমার্গে) নিষ্ঠিতানাং (নিষ্ঠাশীলানাং। ময়েন (তন্নামকাসুর-শিল্পিনা) বিহিতাভিঃ (কৃতাভিঃ) অদৃশ্যতূর্ভিঃ (অলক্ষ্যবেগাভিঃ) পূর্ভিঃ (পুরীভিঃ) লোকান্ (জীবান্) ঘ্নতাং (নাশয়তাং) দেবদ্বিষাং (অসুরাণাং) মতিবিমোহমতিপ্রলোভং (বুদ্ধিমোহনং লোভজনকঞ্চ) বেশং (পাষণ্ডবেশং) বিধায় (স্বীকৃত্য, [শ্রীভগবান্ বুদ্ধরূপেণ] ঔপধর্ম্ম্যং (পাষণ্ডধর্ম্মং) বহু ভাষ্যতে (বহু ভাষিষ্যতে) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—বেদমার্গে নিষ্ঠাসম্পন্ন অসুরগণ বেদোক্ত সাধনবলে ময় নামক অসুর-শিল্পি-নির্ম্মিত অদৃশ্যগতি বিবিধ পুরী (নিরাপদ স্থান কিংবা যান বিশেষ) লাভ করিয়া তাহার সাহায্যে লোকক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলে, শ্রীভগবান্ তাহাদের বুদ্ধিমোহনকারী পরম লোভনীয় পাষণ্ডবেশ ধারণপূর্ব্বক বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া নানাবিধ উপধর্ম্ম প্রচার করিবেন ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—বুদ্ধাবতারমাহ। দেবদ্বিষাং দৈত্যানাং নিগমবর্ত্মনি বেদমার্গে নিষ্ঠিতানাং নিতরাং স্থিতানাম্। তদ্বলেন চ পূর্ভিঃ পুরীভিঃ অদৃশ্যতূর্ভিরলক্ষ্যবেগাভিঃ। মতের্বিমোহঃ যোগ্যতা-ত্যাগো যস্মাৎ, মতেঃ প্রলোভশ্চ অযুক্তস্বীকারো যস্মাৎ তং পাষণ্ডবেশং বিধায় তেন ঔপধর্ম্ম্যম্, স্বার্থে ষ্যঙ্, বহু ভাষিষ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—বর্হি (যদা) সতাং (মহতাং) অপি আলয়েষু (গৃহেষু) হরেঃ কথাঃ ন স্যুঃ (ন ভবেয়ুঃ), দ্বিজজনাঃ (ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যাঃ) পাষণ্ডিনঃ (বেদমার্গবহির্ভূতাঃ) [স্যুঃ] বৃষলাঃ (শূদ্রাশ্চ ম্লেচ্ছপর্য্যন্তাঃ) নৃদেবা (রাজ্যশাসনকর্ত্তারঃ) [স্যুঃ] যত্র চ (কালে) স্বাহা স্বধা বষট্ ইতি গিরঃ (বেদবাক্যানি) ন [উচ্চারিতানি ন ভবেয়ুঃ, তদা] কলেঃ যুগান্তে (সত্যসন্ধিসময়ে) ভগবান্ (কল্কি-রূপেণ) শাস্তা (উৎপথগামিনাং শাসনকর্ত্তা) ভবিষ্যতি ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—যখন ব্রাহ্মণাদি বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণের গৃহেও হরিকথা শুনিতে পাওয়া যাইবে না, যখন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যগণ শাস্ত্রাচারভ্রষ্ট, ও শূদ্র, এমন কি ম্লেচ্ছগণ পর্য্যন্ত রাজ্য-

সর্গে তপোঽহমৃষয়ো নব যে প্রজেশাঃ স্থানেঽথ ধর্ম্মমখমন্বমরাবনীশাঃ।
অন্তে ত্বধর্ম্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যা মায়াবিভূতয় ইমাঃ পুরুশক্তিভাজঃ॥ ৩৯॥

শাসনভার প্রাপ্ত হইবে, যখন স্বাহা স্বধা বষট্‌কার প্রভৃতি বেদমন্ত্রবাক্য কুত্রাপি শুনিতে পাওয়া যাইবে না, তখন শ্রীভগবান্ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডগণকে শাসন করিবেন॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা।—কল্ক্যবতারমাহ। যর্হি যদা সতামগ্যাপ্যালয়েষু গৃহেষু হরেঃ কথা ন স্যুঃ, ত্রৈবর্ণিকাঃ পাষণ্ডিনঃ স্যুঃ, শূদ্রাশ্চ রাজানঃ স্যুঃ, তদা কল্কিরূপেণ কলেঃ শাস্তা ভবিষ্যতি। অত্র চ ব্রহ্মনারদসংবাদাৎ প্রাগ্‌ভাবিনো বরাহাদয়ঃ। মন্বন্তরাবতারাস্তু ভূতা ভাবিনশ্চ। ধন্বন্তরিপরশুরামৌ তদা বর্ত্তেতে। শ্রীরামাদয়স্তু ভাবিনঃ। তত্র কচিদ্ভূতাদিনির্দ্দেশশ্ছান্দস ইতি দ্রষ্টব্যম্॥ ৩৮

অন্বয়ঃ।—সর্গে (সৃষ্টৌ) তপঃ (তপস্যা) অহং (ব্রহ্মা) ঋষয়ঃ যে নব (নবসংখ্যকাঃ) প্রজেশাঃ (প্রজাপতয়ঃ) অথ স্থানে (স্থিতৌ) ধর্ম্মমখমন্বমরাবনীশাঃ (ধর্ম্মশ্চ মখঃ বিষ্ণুশ্চ মনবশ্চ অমরা দেবাশ্চ অবনীশা রাজানশ্চ) [তে] অন্তে তু (প্রলয়ে) অধর্ম্মহরমন্যুবশাসুরাদ্যাঃ (অধর্ম্মশ্চ হরঃ শ্রীরুদ্রশ্চ মন্যুবশাঃ সর্পাদয়শ্চ অসুরাদ্যাশ্চ সর্ব্ব এব) পুরুশক্তিভাজঃ (অনন্তশক্তিশালিনঃ শ্রীভগবতঃ) মায়াবিভূতয়ঃ (বহিরঙ্গশক্তিবিভূতয়ঃ)॥ ৩৯

মূলানুবাদ।—হে নারদ! বিশ্বসৃষ্টির জন্য তপস্যা, ঋষিগণ, আমি ও নবজন প্রজাপতি, পালনের জন্য ধর্ম্ম, বিষ্ণু, মনুগণ, দেবতাগণ ও রাজগণ, এবং সংহারের জন্য অধর্ম্ম, রুদ্র, ক্রোধবশ সর্পাদি হিংস্র জন্তু এবং অসুরগণ—এই সমস্তই অখিলশক্তিধারী হরির মায়াবিভূতি॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা।—সৃষ্ট্যাদিকার্য্যভেদেন মায়াগুণাবতারবিভূতীরাহ—সর্গ ইতি। স্থানে স্থিতৌ। মখো বিষ্ণুঃ। ধর্ম্মশ্চ মখশ্চ মনবশ্চ অমরাশ্চ অবনীশাশ্চ। অন্তে সংহারে। হরো রুদ্রঃ। মন্যুবশাঃ সর্পাঃ। বহুশক্তিধারিণো ভগবত ইমা মায়াবিভূতয়ঃ॥ ৩৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—অনাদি বহির্মুখ জীব পরমগুহ্য পরতত্ত্বের অনুসন্ধান পাইবে না বলিয়া, শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক সৃষ্টির প্রথমে চারিবেদ আবির্ভাবিত করেন, কিন্তু জীবেরও দুর্ভাগ্যের সীমা নাই, প্রতিকল্পে তাহাদের বুদ্ধি মলিন হইয়া যায়, তখন আর তাহারা বেদার্থ গ্রহণ করিতেসমর্থ হয় না। বেদে অবিশ্বাস, বেদের কল্পিত অর্থ করা, বেদ পাঠ করিয়াও বেদবেদ্য শ্রীগোবিন্দ ভজন না করা প্রভৃতি সমস্তই এই বুদ্ধিমালিন্যের ফল। শ্রীভগবান্ অপার করুণাময়, তাই তিনি এই মলিনবুদ্ধি জীবগণকে কৃতার্থ করিবার জন্য ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদবিভাগ এবং সহজে বেদার্থ গ্রহণ করিবার উপায় স্বরূপ পুরাণ প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়া আবার জীবকে প্রকৃত ভজনের পথে উঠাইয়া দিয়া যান। স্কন্দ পুরাণে দেখা যায়—

গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতাং গতে।
সংকীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্রপুরঃসরাঃ॥
শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্।
তৈর্বিজ্ঞাপিতকার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥
অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥

বিষ্ণোর্নু বীর্য্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরহসাস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং যস্মাৎ ত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্‌॥ ৪০॥

গৌতম ঋষির শাপে বেদজ্ঞান অজ্ঞানাবৃত হওযায়, ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইযা শরণাগতপরিপালক শ্রীনারায়ণের শরণাপন্ন হন, তখন শ্রীভগবান্‌ তাঁহাদের নিকট সমস্ত শুনিযা পরাশর ঋষির ঔরসে সত্যবতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া আবার বিলুপ্তপ্রায় বেদ উদ্ধার করেন।

গৌতম ঋষির শাপ-বৃত্তান্ত বরাহ-পুরাণে দেখা যায় যে—গৌতমঋষি কোনও দেবতা-বিশেষের বরলাভ করিযাছিলেন, তাহাতে তাঁহার ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্য জন্মিত, কোনও সময়ে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, অনেক ব্রাহ্মণ তাঁহারই আশ্রমে ছিলেন ও তিনি অন্নদানে সকলকে পোষণ করিতেন। দুর্ভিক্ষের অবসানে ব্রাহ্মণগণ স্বস্থানে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও গৌতম ঋষি কিছুতেই তাঁহাদের যাইতে দেন না। পরিশেষে ব্রাহ্মণগণ একটি মায়িক-গাভী সৃষ্টি করিয়া গৌতমের যাতায়াতের পথে বাঁধিয়া রাখিলেন। গৌতম আশ্রমে আসিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অঙ্গস্পর্শে গাভীটি ভূমিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। তখন ব্রাহ্মণগণ গৌতম কর্ত্তৃক গোহত্যা হইযাছে বলিযা আশ্রম ত্যাগ করিলেন। গৌতম যথাবিধি গোহত্যার প্রায়শ্চিত্ত করিয়া পরিশেষে জানিতে পারিলেন যে, গাভীটি সত্য নহে, কেবল মাত্র ব্রাহ্মণগণের কপটতা মাত্র, তখন তিনি অভিশাপ দিলেন যে, ব্রাহ্মণগণের জ্ঞান অজ্ঞানে আবৃত হউক।

অসুর এবং অসুরবুদ্ধি ব্যক্তিগণ যখন বেদোক্ত সকাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিযা শক্তিশালী হয় এবং সেই শক্তি কেবলমাত্র পরপীড়নেই নিয়োগ করে, তখন ভগবান্‌ বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইযা বেদবিরুদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার করেন এবং অসুরবুদ্ধি জীবগণের বুদ্ধিমোহ করিয়া বেদবাক্যে তাহাদের অবিশ্বাস জন্মাইযা দিয়া বেদমার্গ হইতে দূরে নিক্ষেপ করেন।

ক্রমে ক্রমে কলির বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন ব্রাহ্মণাদি দ্বিজাতিগণ একেবারে হীন ও নিন্দিত আচার-সম্পন্ন হইযা পড়েন, জগতে ভুবনমঙ্গল গোবিন্দনামের লেশও থাকে না, স্বাহা স্বধা বষট্‌ প্রভৃতি বেদোক্ত মন্ত্র সকল কাহারও ব্যবহার্য্য বলিয়াই বোধ হয না, শূদ্র হইতে আরম্ভ করিযা ম্লেচ্ছ পর্য্যন্ত সকলেই রাজ্যশাসনভার গ্রহণ করিয়া বেদপথ একেবারে লোপ করিতে সচেষ্ট এবং দৃঢ়সংকল্প হইয়া উঠে, তখন শ্রীভগবান্‌ কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া পাষণ্ডগণের উচ্ছেদ সাধন করিযা আবার সনাতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন।

হে নারদ! শ্রীভগবান্‌ অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিশালী, তাঁহার মাযাবিভূতি আমি আর কত বর্ণনা করিব। তিনি সৃষ্টিকালে তপস্যায, ঋষিগণে ও আমাতে শক্তি সঞ্চার করেন, পালনকালে বিষ্ণু, ধর্ম্ম, যজ্ঞ, মন্বন্তরাধিপতি ও রাজন্যবর্গে নিজ শক্তি সঞ্চার করেন এবং নাশকালে অধর্ম্ম, রুদ্র এবং ক্রোধবশ হিংস্রপ্রকৃতি সর্প ব্যাঘ্রাদি জন্তু, অসুর ও আসুরস্বভাব ব্যক্তিগণে শক্তি সঞ্চার করেন। এইরূপে তাঁহার সৃষ্টি, স্থিতি, ও সংহার লীলার অভিনয হয॥ ৩৬—৩৯

অন্বয়ঃ।—নু (হে নারদ!) যঃ (শ্রীভগবান্‌) যস্মাৎ (ত্রিবিক্রমলীলাযাং যস্মাদেব স্বচরণ-বেগাৎ) ত্রিসাম্যসদনাৎ (প্রকৃত্যাবরণমারভ্য সত্যলোকপর্য্যন্তং) উরুকম্পয়ানং (অতিকম্পমানং)

নান্তং বিদাম্যহমমী মুনযোঽগ্রজাস্তে মাযাবলস্য পুরুষস্য কুতোঽবরা যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ৪১ ॥

ত্রিপৃষ্ঠং (সত্যলোকং) অস্খলতা (প্রতিঘাতশূন্যেন) স্বরংহসা (স্বপাদবেগেন) চস্কম্প (রুদ্ধা স্থিরীচকার) [তস্য] বিষ্ণোঃ (শ্রীভগবতঃ) বীর্য্যগণনাং (বিভূতিমাহাত্ম্যাদিসংখ্যানং) যঃ কবিঃ (কুশলো জনঃ) পার্থিবানি রজাংসি অপি (পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি) বিমমে (বিগণিতবান্) [তাদৃশঃ] কতমঃ (বহূনাং কবীনাং মধ্যে কঃ) অর্হতি (কর্ত্তুং শক্নোতি) ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—হে নারদ। যে-শ্রীভগবানের ত্রিবিক্রম লীলায় চরণবেগে প্রকৃত্যাবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল এবং যিনি আবার নিজচরণে তাহা স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই শ্রীভগবানের গুণাবলী কে গণনা করিতে সমর্থ হয়? কোনও মহাশক্তি-শালী ব্যক্তি পৃথিবীর ধূলিকণা গণনে সমর্থ হইতে পারেন বটে, কিন্তু এইরূপ বহুশক্তিশালী ব্যক্তিগণের মধ্যেও শ্রীগোবিন্দগুণগণনের শক্তি কাহারও নাই ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—ইদং ময়া সংক্ষেপেণোক্তং, বিস্তরেণ বক্তুং ন কোঽপি সমর্থ ইত্যাহ—বিষ্ণোরিতি। পৃথিব্যাঃ পরমাণূনপি যো বিমমে বিগণিতবান্ তাদৃশোঽপি কো নু বিষ্ণোর্বীর্য্যগণনাং কর্ত্তুমর্হতি। কথম্ভূতস্য? যো বিষ্ণুঃ ত্রিপৃষ্ঠং সত্যলোকং চস্কম্ভ ধৃতবান্ তস্য। কিমিতি চস্কম্ভ? যস্মাৎ ত্রৈবিক্রমে অস্খলতা প্রতিঘাতশূন্যেন স্বরংহসা স্বপাদবেগেন ত্রিসাম্যরূপং সদনমধিষ্ঠানং প্রধানং তস্মাদারভ্য উরু অধিকং কম্পযানং কম্পমানম্। কম্পেন যানং যস্যেতি বা। অতঃ কারণাচ্চস্কম্ভ। আ ত্রিপৃষ্ঠমিতি বা ছেদঃ। সত্যলোকমভিব্যাপ্য যঃ সর্ব্বং ধৃতবানিত্যর্থঃ। তথাচ মন্ত্রঃ,—বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যাণি প্রবোচং যঃ পার্থিবানি বিমমে রজাংসি। যোঽস্কম্ভযদুত্তরং সধস্থং বিচংক্রমাণস্ত্রেধোরুগায ইা বিষ্ণবে ইতি॥ অস্যার্থঃ—বিষ্ণোর্নু বীর্য্যাণি কং প্রবোচং কঃ প্রবোচদিত্যর্থঃ। যঃ পার্থিবানি রজাংস্যপি বিমমে সোঽপি। যো বিষ্ণুস্ত্রেধা বিচক্রমাণঃ বিক্রমং ত্রিঃ কুর্ব্বন্ উত্তরং লোকম্ অস্কম্ভয়ং অবষ্টব্ধবান্। কথম্ভূতম্। সধস্থম্? সহস্থ সধাদেশঃ। তিষ্ঠন্তীতি স্থাঃ। তত্রস্থৈর্দেবৈঃ সহ বর্ত্তমানমিতি॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—অহং (ব্রহ্মা) অমী তে অগ্রজাঃ (মরীচ্যাদয়ঃ) মুনয়ঃ (চ) পুরুষস্য (শ্রীভগবতঃ) মাযাবলস্য (মাযাশক্তিবিভূতিসিন্ধোঃ) অন্তং (পারং) ন বিদামি (অনুসন্ধানমপি নৈব জানামি) যে অবরাঃ (পরবর্ত্তিকালোদ্ভবাঃ দেবা ঋষযঃ মনুষ্যাশ্চ তে) কুতঃ (কস্মাৎ) [জানন্তি] আদিদেবঃ (সর্ব্বদেবনমস্যঃ) দশশতাননঃ (সহস্রবদনঃ) শেষঃ (সংকর্ষণোঽপি) গুণান্ (শ্রীভগবতো গুণাবলীং) গায়ন্ (সহস্রবদনৈঃ কীর্ত্তযন্) অধুনাপি (অদ্যাপি) অস্য (শ্রীগোবিন্দগুণসিন্ধোঃ) পারং (সীমানং) ন সমবস্যতি (নৈব প্রাপ্নোতি) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—আমি এবং তোমার অগ্রজ এই মরীচি প্রভৃতি ঋষিগণের মধ্যে কেহই শ্রীভগবানের মাযাশক্তি-বৈভবসিন্ধুর পারের সংবাদ জানি না, অন্যের কথা ত অতি দূরে। এমন কি

যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্ ।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥ ৪২ ॥
বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ প্রাচীনবর্হি ঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ ॥ ৪৩ ॥
ইক্ষ্বাকুরৈলমুচুকুন্দবিদেহগাধিরঘ্বম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা দেবব্রতো বলিরমূর্ত্তরয়ো দিলীপঃ ॥ ৪৪ ॥
সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদসারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ ।
যেঽন্যে বিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্তপার্থার্ষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্য্যাঃ ॥ ৪৫ ॥
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাস্তির্য্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ ৪৬ ॥

আদিদেব, সহস্রবদন শ্রীসংকর্ষণ পর্য্যন্ত সহস্রবদনে নিয়ত কীর্ত্তন করিয়াও অদ্যাপি তাহার অন্ত পান নাই ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—এতৎ প্রপঞ্চয়তি—নান্তমিতি। পুরুষস্য যন্মায়াবলং তস্য অন্তং ন বিদামি ন বেদ্মি। দশশতান্যাননানি যস্য স শেষোঽপি অস্য গুণান্ গায়ন্ অধুনাপি পারং ন সমবস্যতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪১

অন্বয়ঃ।—স এষঃ (সর্ব্বলোকবেদপ্রসিদ্ধঃ) অনন্তঃ (অপরিসীমগুণলীলাস্বরূপঃ) ভগবান্ যেষাং (ভাগ্যবতাং) দয়য়েৎ (দয়াং কুর্য্যাৎ) [তেঽপি] যদি নির্ব্যলীকং (নিষ্কপটং) [সর্ব্ববিধকামনা-বাসনাশূন্যতয়েত্যর্থঃ] সর্ব্বাত্মনা (কায়মনোবাক্যৈঃ) আশ্রিতপদঃ (তবাস্মীতি সমাশ্রিতশ্রীভগবচ্চরণ-কমলঃ) [স্যাৎ তর্হি] তে (শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রিতা ভাগ্যবন্তঃ) দুস্তরাং (সর্ব্বেষামেব দুষ্পারণীয়াং) দেবমায়াং (সর্ব্বজনমোহিনীং মায়াং) অতিতরন্তি চ (মায়ায়াঃ পারং গচ্ছতি তদ্বৈভবং জানন্তি চ) [এবঞ্চ] এষাং (সমাশ্রিতশ্রীগোবিন্দচরণতরণীনাং ভাগ্যবতাং) শ্বশৃগালভক্ষ্যে (কুক্কুরাদিভোগ্যে পাঞ্চভৌতিকদেহে) মম অহং ইতি ধীঃ (দেহে অহন্তামমতালক্ষণকুবুদ্ধিঃ) ন (নৈব ভবতি) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—সেই সর্ব্ববেদবেদ্য শ্রীগোবিন্দ যদি কাহারও প্রতি কৃপাদৃষ্টি করেন এবং সে যদি অকপট ভাবে কায়মনোবাক্যে শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় করে, তাহা হইলে সে শ্রীভগবানের যোগমায়াবৈভব জানিতে পারে এবং তাহার পারে যাইতে সমর্থ হয়। এতাদৃশ ভাগ্যবান্ ব্যক্তির কখনও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য দেহে 'আমি আমার' বুদ্ধি হয় না ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—যদি ন কেঽপি বিদন্তি তর্হি কথং মুচ্যেরন্? তৎকৃপয়ৈবেত্যাহ—যেষামিতি দয়য়েৎ দয়াং কুর্য্যাৎ। তে চ যদি নিষ্কপটমাশ্রিতচরণা ভবন্তি। তে দুস্তরাং দেবমায়াম্ অতিতরন্তি চকারান্মায়াবৈভবং বিদন্তি চ। অথেতি বা পাঠঃ। প্রত্যক্ষমেব তেষাং মায়াতিতরণমিত্যাহ—নৈষামিতি। শ্বশৃগালানাং ভক্ষ্যে দেহে ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—অঙ্গ। (হে নারদ।) অহং (ব্রহ্মা) পরমস্য (সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীভগবতঃ) যোগমায়াং (মায়া-বৈভবং কৃপাবৈভবঞ্চ নতু তৎপারং) বেদ (তৎকৃপয়া কথঞ্চিজ্জানামি,) অথ (এবঞ্চ) যূয়ং (নারদাদ্যাঃ) ভগবান্ (শ্রীভগবতো গুণাবতারঃ) ভবঃ (শ্রীরুদ্রঃ) দৈত্যবর্য্যঃ (প্রহ্লাদঃ) মনোঃ পত্নী (স্বায়ম্ভুবমনোঃ পত্নী শতরূপা চ), স চ মনুশ্চ (স্বায়ম্ভুবমনুশ্চ) তদাত্মজাশ্চ (প্রিয়ব্রতোত্তানপাদ-দেবহূত্যাদয়ঃ) প্রাচীনবর্হিঃ ঋভুঃ অঙ্গঃ (পৃথুরাজস্য পিতামহঃ) উত (এবং) ধ্রুবশ্চ ইক্ষ্বাকুবৈল-মুচুকুন্দবিদেহগাধিরঘ্বম্বরীষসগরাঃ (তত্তন্নামকা ভক্তচূড়ামনয়শ্চ) গয়নাহুষাদ্যাঃ মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনু-রন্তিদেবাঃ দেবব্রতঃ (ভীষ্মঃ) বলিঃ অমূর্ত্তরয়ঃ দিলীপঃ সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদসারস্বতোদ্ধব-পরাশরভূরিষেণাঃ (তত্তন্নামকা মহাত্মানঃ) যেঽন্যে (যে চাপরে) বিভীষণহনুমদুপেন্দ্রদত্তপার্থার্ষ্টিষেণ-বিদুরশ্রুতদেববর্য্যাঃ (তত্তন্নামকা মহাত্মানঃ) তে বৈ (পূর্ব্বোক্তা মহাত্মানঃ) দেবমায়াং (শ্রীভগবতো বৈভবং) বিদন্তি (জানন্তি) অতিতরন্তি চ (তস্যৈব শ্রীচরণতরণীসমাশ্রয়াৎ তীর্ত্বাপি গচ্ছন্তি) স্ত্রীশূদ্র-হূণশবরাঃ (সর্ব্বথা যোগাদিসাধনমার্গে অনধিকারিণঃ স্ত্রীশূদ্রাদয়শ্চ) [কিং বহুনা] পাপজীবাঃ (অত্যন্ত-নিন্দিতকর্ম্মাণঃ অপি) তির্য্যগ্জনাঃ (পশ্বাদয়োঽপি) যদি (অনির্ব্বচনীয়সৌভাগ্যলেশবলেন) অদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষাঃ (আশ্চর্য্যচরিতশ্রীগোবিন্দচরণসেবনপরায়ণজনানাং মতানুসারিণঃ) [ভবন্তি] [তর্হি তেঽপি তৎকৃপয়া শ্রীভগবতো মায়াবৈভবং জানন্তি] যে তু (পরমভাগ্যবন্তঃ) শ্রুতধারণাঃ (শ্রীভগবদ্ভক্তচূড়ামণিমুখতঃ শ্রুতে শ্রীগোবিন্দনামরূপাদৌ মনোনিয়মনাভ্যাসশীলাঃ) কিমু (তে বিদন্তীতি কিমুত বক্তব্যন্)॥ ৪৩—৪৬

মূলানুবাদ।—হে নারদ। আমি শ্রীভগবানের মায়াসিন্ধুর পারে যাই নাই সত্য, কিন্তু তাঁহার কৃপায় এই মায়াবৈভব কিছু জানিতে পারিয়াছি এবং তোমরা আমার মানসপুত্রগণ, শ্রীরুদ্র, প্রহ্লাদ, স্বায়ম্ভুব মনু ও তাঁহার পত্নী শতরূপা এবং তাঁহাদের আত্মজ প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, দেবহূতি প্রভৃতি, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নাহুষ প্রভৃতি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্ত্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, হনূমান্, উপেন্দ্রদত্ত, পার্থ, আর্ষ্টিষেণ, বিদুর, শ্রুতদেব প্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ শ্রীভগবানের অপার কৃপায় তাঁহার মায়াবৈভব জানেন ও তাহা অতিক্রম করিয়াছেন। স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর প্রভৃতি যোগজ্ঞানাদি সর্ব্ববিধ সাধনের অনধিকারী ব্যক্তিগণ, এমন কি পশু প্রভৃতি তির্য্যগ্যোনিজাত জীবও যদি শ্রীভগবানের চরণাশ্রিত ব্যক্তিগণের মতানুসরণ করে এবং তাহারা যদি অতি নিন্দিতকর্ম্মাও হয়, তাহা হইলে তাহারাও তাঁহার মায়াবৈভব জানিতে ও তাহার পার হইতে সক্ষম হয়। কোনও অনির্ব্বচনীয় ভাগ্যবলে যদি কেহ শ্রীভগবদ্ভক্তচূড়ামণির মুখে শ্রুত শ্রীগোবিন্দনামরূপ-গুণ-লীলাদিতে মনোধারণা করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে তাঁহার মায়াবৈভব জানিতে ও পার হইতে পারিবেন, তাহাতে আর কি বক্তব্য আছে॥ ৪৩—৪৬

শ্রীধরটীকা।—তত্ত্বজ্ঞানাভাবেঽপি মায়েয়মিতি জ্ঞানং তৎকৃপয়া বহূনামস্তীত্যাহ—বেদাহমিতি ত্রিভিঃ। যূয়মিতি সনকাদীনন্তর্ভাব্য বহুত্বম্। দৈত্যবর্য্যঃ প্রহ্লাদঃ। মনুঃ স্বায়ম্ভুবঃ, তস্য

পত্নী শতরূপা চ। তদাত্মজাঃ প্রিয়ব্রতোত্তানপাদৌ পুত্রৌ কন্যাশ্চ। প্রাচীনবর্হিষো বিসর্গলোপশ্ছান্দসঃ। অঙ্গো বেণপিতা ॥ ৪৩ ॥ শতধন্বশ্চ অনুশ্চ সন্ধিবার্যঃ। বস্তিদেবা ইতি পাঠঃ সুগমঃ। ঐকপদ্যে এতৈঃ সহিতো দেবব্রত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৪ ॥ উপেন্দ্রদত্তঃ শুকঃ। বিভীষণাদয়ো বর্গ্যা মুখ্যা যেষাং তেঽপি বিদন্তীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥ কিং বহুনা, সৎসঙ্গেন সর্ব্বেঽপি বিদন্তি ইত্যাহ—তে বা ইতি। অদ্ভুতাঃ ক্রমাঃ পাদন্যাসা যস্য হরেস্তৎপরায়ণাস্তদ্ভক্তাস্তেষাং শীলে শিক্ষা যেষাং তে তথা যদি ভবন্তি, তর্হি তেঽপি বিদন্তীত্যর্থঃ। শ্রুতে ভগবতো রূপে ধারণা মনোনিয়মনং যেষাং তে বিদন্তীতি কিমু বক্তব্যম্? ॥ ৪৬

শ্রীভাগবতাম্বুভবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের অবতার অনন্ত, তাহার মধ্যে ব্রহ্মা কতিপয় অবতারের লীলা সংক্ষেপে নারদের নিকট বর্ণনা করিয়া পরিশেষে বলিতেছেন,—হে নারদ! শ্রীভগবান্ অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী বলিয়া তাঁহার নাম বিষ্ণু, সুতরাং তাঁহার লীলা সমগ্র বর্ণনা করা কি সম্ভব? শ্রীভগবান্ কি জন্য কি ভাবে কোন্ লীলা করেন, তাহা কেহই বুঝিতে বা প্রকাশ করিতে সক্ষম হয় না, আমরা যাহা করি তাহার নাম ধর্ম্ম, তাহার কোনও বিধিবদ্ধ নিয়ম বা প্রণালী আছে, কিন্তু শ্রীভগবান্ যাহা করেন তাহা লীলা, তাহার কোন প্রকার নিয়ম বা প্রণালী কাহারও বুঝিবার সাধ্য নাই। শ্রীভগবান্ যখন দৈত্য রাজাবলির নিকট ত্রিপাদভূমি যাচ্ঞা করিয়া বলির সম্মতিক্রমে ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ করিতে উদ্যত হন, তখন তিনি ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পদসঞ্চার করিলে, পদবেগে প্রকৃতির আবরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যলোক পর্য্যন্ত কম্পান্বিত হইয়াছিল, কিন্তু চরণবেগে ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইবে বলিয়া তিনি আবার নিজচরণেই তাহা স্থির করেন। একই পদসঞ্চারে সংহার ও স্থিতি এই উভয়বিধ বিরুদ্ধ কার্য্য করা কেবল তাঁহাতেই সম্ভব। কোনও শক্তিশালী ব্যক্তি পৃথিবীর ধূলিকণা গণনা করিতে সক্ষম হইতে পারেন, কিন্তু এমন কেহই নাই, যিনি শ্রীভগবানের লীলাবলী গণনা করিয়া তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে পারেন। আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিতে পারি, তোমার অগ্রজ ঋষিগণ যোগবলে সকলেই মহাশক্তিশালী, কিন্তু শ্রীভগবানের মায়াসিন্ধুর এক বিন্দুরও অন্ত পাইতে কেহই সক্ষম নহেন। অধিক আর কি বলিব, সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণ যাঁহার গুণগানেচ্ছায় অনাদিকাল হইতে সহস্রবদনে বিরাজিত, তিনিও আজ পর্য্যন্ত তাঁহার গুণগান গণনার অন্ত পান নাই।

নিজশক্তিতে তাঁহার গুণলীলাদি গণনা করিতে কেহই সক্ষম নহে, এমন কি তিনি নিজে পর্য্যন্ত সক্ষম কিনা তাহাতেও সন্দেহ আছে, কারণ তিনিই নিজমুখে বলিয়াছেন—"জন্মকর্ম্মাভিধানানি সন্তি মেঽঙ্গ সহস্রশঃ। ন শক্যন্তেঽনুসংখ্যাতুমনন্তত্বান্ময়াপি হি॥" "আমার জন্ম, লীলা ও নামের আমিও সংখ্যা গণনা করিতে পারি না, যেহেতু সমস্তই অনন্ত।" কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কেহ যদি কায়মনোবাক্যে তাঁহার চরণে শরণাপন্ন হয়, সে অতি ক্ষুদ্র হইলেও তাঁহার কৃপায় সে তাঁহার মায়াবিভূতির পার পাইতে পারে। শ্রীভগবান্ গীতায় অর্জ্জুনকে নিজমুখেই বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" হে নারদ! শরণাপত্তির অভাবে আমি তাঁহার মায়াবিভূতি জানিতে অক্ষম, কিন্তু তুমি শ্রীরুদ্র, প্রহ্লাদ, মনু, প্রাচীনবর্হি, বিভীষণ, হনূমান্, অর্জ্জুন, বিদুর প্রভৃতি ভক্তচূড়ামণিগণ তাঁহার কৃপায় মায়াবিভূতির পার পাইয়াছেন। জীবের দেহ শৃগাল কুকুরাদির ভক্ষ্য বস্তু, সুতরাং অতি তুচ্ছ; জীবের জ্ঞান শ্রীভগবানের স্বরূপভূত জ্ঞান-সমুদ্রেরই বিন্দুমাত্র জীবের শক্তি, সেই অচিন্ত্য অনন্ত-

শশ্বৎপ্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্ ॥ ৪৭ ॥

শক্তিসমন্বিত শ্রীভগবানেরই দত্ত। যদি কোনও ব্যক্তি নিজের দেহ, শক্তি কিংবা জ্ঞানের অভিমানে মুগ্ধ হইয়া যান, তাহা হইলে তিনি কিছুতেই শ্রীভগবানের মায়াবিভূতির পার পাইতে সক্ষম হইবেন না। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন, যাঁহারা নিজের দেহগেহাদি কোন বস্তুতেই অভিমানগ্রস্ত নহেন, তাঁহারা তাঁহাদের সমস্ত অভিমান শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দের দাস্যে নিয়োজিত করিয়া সর্ব্বশক্তিবরীয়স্য শ্রীগোবিন্দের কৃপাশক্তির আশ্রয় পান ও তাহাতেই মায়াবিভূতির পারে যান।

শ্রীভগবানের লীলাদিতে মায়া শব্দের উল্লেখ থাকায় অনেকেই মায়াহত হইয়া গিয়া তাঁহার লীলা মায়িক বলিয়া বুঝিয়া মায়াকূপে পতিত হন। সে জন্য বৈষ্ণবদার্শনিকগণ যুক্তি দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন যে, শ্রীভগবানের মায়া অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। অন্তরঙ্গ মায়া স্বরূপশক্তি এবং বহিরঙ্গ মায়া জড়শক্তি। বহিরঙ্গ মায়ায় জগৎ এবং অন্তরঙ্গ মায়ায় তাঁহার অনন্ত লীলা হইয়া থাকে। তটস্থা শক্তি জীব যতদিন বহিরঙ্গ মায়ার বশীভূত থাকে, ততদিন অন্তরঙ্গ মায়ার উদ্দেশ পায় না। জীবের জ্ঞান, সামর্থ্য প্রভৃতি সমস্তই বহিরঙ্গ মায়ার কার্য্য, সুতরাং ইহাতে অভিমান হইলে অন্তরঙ্গ জগতের অনুসন্ধান পাওয়া যায় না। যে ব্যক্তি বহিরঙ্গ মায়ার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণে শরণাপন্ন হয়, শ্রীভগবানের কৃপায় সে বহিরঙ্গ-মায়া-সমুদ্র পার হইয়া অন্তরঙ্গ-মায়াকার্য্য লীলাসিন্ধুতে ভাসমান হয় এবং আনন্দময়ের মাধুর্য্যানুভবে কৃতার্থ হয়। শ্রীভগবানের চরণে শরণাপন্ন একনিষ্ঠ ভক্তগণের চরণে শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাদের আদেশ ও শিক্ষানুসারে ভক্তিপথে অগ্রসর হইলে স্ত্রী, শূদ্র, ম্লেচ্ছ, চণ্ডাল প্রভৃতি, এমন কি পশু, পক্ষী প্রভৃতি জড়জীবও মায়া-বৈভব অতিক্রম করিতে পারে। ইহা ছাড়া আত্মশক্তির অভিমানে কোন দিনই কেহ এই দুস্তর সিন্ধু পার হইতে পারে না॥ ৪০—৪৬

অন্বয়ঃ।—অজস্রসুখং (নিত্যসুখরূপং) বিশোকং (শোকরহিতং) শশ্বৎপ্রশান্তং (নিত্যমেব ক্ষোভরহিতং) অভয়ং (ভয়শূন্যং) প্রতিবোধমাত্রং (জ্ঞানৈকরসং) শুদ্ধং (বিষয়সম্বন্ধশূন্যং) সমং সদসতঃ পরং (কার্য্যকারণাতীতং) পরম্ আত্মতত্ত্বং (আত্মস্বরূপং), ক্রিয়ার্থঃ (যজ্ঞাদ্যর্থঃ) পুরুকারকবান্ (বহুকারকসাধ্যক্রিয়াফলযুক্তঃ) শব্দঃ যত্র ন (যত্র ব্রহ্মণি ন প্রবর্ত্ততে) মায়া (অজ্ঞানং) [যস্য] অভিমুখে (স্থাতুং) বিলজ্জমানা সতী পরৈতি (দূরমপসরতি) ইতি (পূর্ব্বোক্তস্বরূপং) যৎ (প্রসিদ্ধং) ব্রহ্ম বিদুঃ (জানন্তি জ্ঞানিন ইতি শেষঃ) তদ্বৈ (তত্তু) পরমস্য পুংসঃ (পুরুষোত্তমস্য) ভগবতঃ (স্বয়ং ভগবতঃ) পদং (নির্বিশেষপ্রকাশরূপং)॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—নিত্য সুখস্বরূপ, ভয়, শোক ও ক্ষোভরহিত, জ্ঞানৈকরস, বিষয়সম্বন্ধশূন্য, কার্য্যকারণাতীত, সর্ব্বাত্মস্বরূপ, যিনি বহু কর্ম্মসাধ্য ক্রিয়াফলযুক্ত যজ্ঞাদি বিধিবাক্যের অতীত, এবং যাঁহার সম্মুখে থাকিতে লজ্জা বোধ করিয়া মায়া সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করে, এতাদৃশ ব্রহ্মরূপে

সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতযো যমকর্ত্তহেতিং জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ ॥ ৪৮ ॥

জ্ঞানিগণ যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ ও অনুভব করিয়া থাকেন, তাহাই পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের নির্ব্বিশেষ প্রকাশ ॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা ।—কিং তদ্ভগবতঃ স্বরূপং, যস্মিন্ মনোধারণাং বিধায় মায়াং তরন্তীত্যাপেক্ষায়ামাহ—শশ্বদিতি সার্দ্ধেন। যদ্ব্রহ্মেতি বিদুর্মনবস্তদ্বৈ ভগবতঃ পদং স্বরূপম্। কিং তদ্ব্রহ্ম, তদাহ। অজস্রং নিত্যঞ্চ তৎ সুখঞ্চ বিশোকঞ্চেতি। অজস্রসুখত্বে হেতুঃ--শশ্বৎ সদা প্রশান্তম্ অতো নিত্যসুখরূপম্। বিশোকত্বে হেতুঃ—অভয়ম্। তৎ কুতঃ? যতঃ সমং ভেদশূন্যম্ অতোঽভয়ম্। দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতেঃ। তৎ কুতঃ? যতঃ প্রতিবোধমাত্রং জ্ঞানৈকরসম্। নমু জ্ঞানস্যাপি নীলপীতাদ্যাকারেণ চক্ষুরাদিকরণভেদেন ভেদো দৃশ্যতে? ন শুদ্ধং নির্ম্মলম্। নমু দর্শিতো বিষয়করণোপরাগরূপো মল ইত্যত আহ। সদসতঃ পরং বিষয়করণসঙ্গশূন্যম্। বৃত্তেরেব তদুপরাগঃ, ন জ্ঞানস্যেতি ভাবঃ। নমু তথাপি জ্ঞাত্রা সহ ভেদঃ স্যাৎ? ন আত্মতত্ত্বম্। আত্মনো জ্ঞাতুঃ স্বরূপমেব তৎ, ন ততো ভিন্নম্। নমু চ তত্ত্বোপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামীতি শব্দবোধ্যত্বপ্রতীতেঃ কুতো বোধরূপত্বং, তত্রাহ—শব্দো ন যত্রেতি। আরোপিতভ্রমনিবৃত্তাবেব শব্দস্য ব্যাপারঃ, ন তদ্বোধ ইত্যর্থঃ। নমু ভবতু নাম নিরস্তভেদজ্ঞানরূপত্বাৎ বিশোকত্বম্, সুখস্য তু নানাকারকসাধ্যক্রিয়াফলত্বাৎ কথমজস্রসুখত্বং তস্যেত্যত আহ। যত্র বহুকারকসাধ্যঃ ক্রিয়ার্থঃ উৎপত্ত্যাদিচতুর্ব্বিধং ক্রিয়াফলঞ্চ নাস্তি। ইন্দ্রিয়ৈর্জ্ঞানাংশস্যাভিব্যক্তিরিব ক্রিয়াভিরানন্দাংশস্যাভিব্যক্তিমাত্রং ক্রিয়তে, নোৎপত্ত্যাদিকমিতি ভাবঃ। ননূৎপত্ত্যাদ্যভাবেঽপি মায়ামলাপাকরণেন বিকার্য্যত্বং স্যাদেব ব্রীহীণামিব তুষাপাকরণেন ইত্যাশঙ্ক্যাহ। মায়া অভিমুখে স্থাতুং বিলজ্জমানেব যস্মাৎ পরৈতি দূরতোঽপসরতীতি ॥ ৪৭

অন্বয়ঃ ।—স্বরাট্ (স্বয়ং পর্জ্জন্যরূপেণ বিরাজমানঃ) ইন্দ্র ইব (দেবরাজো যথা) নিপানখনিত্রং (কূপখননসাধনং লৌহাস্ত্রবিশেষং) [নৈব গৃহ্লাতি তথা] যতযঃ (যত্নশীলাঃ যোগিনঃ) সধ্র্যঙ্ (সহচরং মনঃ) যং নিযম্য (যস্মিন্ ব্রহ্মণি স্থিরীকৃত্য) অকর্ত্তহেতিং (অভেদজ্ঞানরূপং মোক্ষসাধনং) জহ্যুঃ (অনুপযোগান্নাদ্রিয়ন্তে) ॥ ৪৮

মূলানুবাদ ।—দেবরাজ ইন্দ্র যেমন কূপখননের জন্য খনিত্র (খন্তা) গ্রহণ করেন না, সেইরূপ শ্রীভগবানে মন ধারণা করিয়া যোগিগণও অভেদ জ্ঞানরূপ মোক্ষের সাধন প্রয়োজনাভাবে স্বীকার করেন না ॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা ।—তস্মাদেবম্ভূতে ভগবতি নিযমিতমনসাং কৃতার্থানাং ন কিমপি কৃত্যমস্তীত্যাহ—সধ্র্যঙ্নিযম্যেতি। সহাঞ্চতীতি সধ্র্যক্ সহচরং মনঃ যং প্রতি নিযম্য যস্মিন্ স্থিরীকৃত্য যতযো যত্নশীলাঃ কর্ত্তো ভেদঃ তন্নিরাসেঽকর্ত্তঃ, তত্র হেতিং সাধনং জহ্যুস্ত্যজেযুঃ, অনুপযোগাৎ তন্নাদ্রিয়ন্ত ইত্যর্থঃ। উপযোগাভাবেন সাধনানাদরে দৃষ্টান্তঃ। নিপীযতেঽস্মিন্নিতি নিপানং কূপঃ, তস্য খনিত্রং খননসাধনং যথা স্বরাট্, স্বযমেব পর্জ্জন্যরূপেণ বিরাজমান ইন্দ্রো নাদত্তে তদ্বৎ। যদ্বা স্বেনৈব রাজত ইতি স্বরাট্ দরিদ্রঃ ন যথা ইন্দ্রঃ সমৃদ্ধঃ সন্ কর্ম্মকারদশাযাং গৃহীতং নিপানখনিত্রং জহাতি তদ্বদিত্যর্থঃ॥ ৪৮

ন শ্রেয়সামপি বিভুর্ভগবান্ যতোঽস্য ভাবস্য ভাববিহিতস্য সতঃ প্রসিদ্ধিঃ।
দেহে স্বধাতুবিগমেঽনুবিশীর্য্যমাণে ব্যোমেব তত্র পুরুষো ন বিশীর্য্যতেঽজঃ॥ ৪৯॥
সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ।
সমাসেন হরের্নান্যদন্যস্মাৎ সদসচ্চ যৎ॥ ৫০॥

অন্বয়ঃ।—স্বধাতুবিগমে (স্বাবম্ভকভূতানাং বিয়োগে সতি, অনুবিশীর্য্যমাণে (নিবন্তবং ক্ষীয়মাণেঽপি) দেহে তত্র ব্যোমেব (দেহস্থাকাশমিব) অজঃ (দেহবৎ জন্মাদিশূন্যঃ) পুরুষঃ (জীবঃ) ন বিশীর্য্যতে (ন ক্ষীয়তে নশ্যতি বা) সঃ ভগবান্ শ্রেয়সাং (জীবস্য পঞ্চবিধমুক্তীনাং সর্ব্ববিধ-কর্ম্মফলানাঞ্চ, বিভুঃ (প্রদাতা) যতঃ (শ্রীভগবতঃ) অস্য (পূর্ব্বোক্তজীবস্য) ভাবস্য ভাববিহিতস্য (ভক্তিস্বভাবযোগ্যো যোঽর্থস্তস্য) সতঃ (তৎস্বরূপবৈভবে বিদ্যমানস্যৈব) প্রসিদ্ধিঃ (তং প্রতি প্রাকট্যং ভবতি)॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—যাহা দ্বারা জীবের দেহ নির্ম্মাণ হয়, সেই পঞ্চভূতের বিযোগে কিংবা পঞ্চ-ভূতাত্মক দেহের ক্রমশঃ ক্ষয়ে দেহস্থ আকাশের ন্যায় জন্মাদিশূন্য জীবাত্মার ক্ষয় কিংবা নাশ হয় না। শ্রীভগবান্ এই জীবের মুক্তি ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলপ্রদাতা, শ্রীভগবান্ই তাঁহার স্বরূপ-বৈভব হইতে ভক্তিস্বভাবযোগ্য ভাবাদি জীবে সঞ্চার করিয়া থাকেন॥ ৪৯

শ্রীধরটীকা।—এবং তাবদজস্রসুখং বিশোকং পরং ব্রহ্মৈব ভগবতঃ স্বরূপং তৎপ্রাপ্তাবন্যৎ প্রাপ্যং কৃত্যং বা ন কিঞ্চিদস্তীত্যুক্তম্। ইদানীং ততঃ প্রাক্ স এব সর্ব্বফলদাতা সর্ব্বকর্ম্মপ্রবর্ত্তক-শ্চেত্যাহ। স এব শ্রেযসাং ফলানাং বিভুঃ দাতাপি। তত্র হেতুঃ—ভাবানাং ব্রাহ্মণাদীনাং স্বভাবৈঃ শমদমাদিভির্ব্বিশেষণৈর্বিহিতস্য অস্য সতঃ শুভস্য কর্ম্মণো যতঃ প্রবর্ত্তকাৎ প্রসিদ্ধিঃ। যদ্বা ভাবানাং মহদাদীনাং স্বভাবেন পরিণামেন বিহিতস্য সতঃ কার্য্যস্য প্রসিদ্ধিঃ। স এব স্বর্গাদীনাং দাতেত্যর্থঃ। ননু কর্ম্মকর্ত্তুর্মৃতস্য কথং স্বর্গাদি ফলং স্যাৎ, তত্রাহ। স্বারম্ভকধাতূনাং ভূতানাং বিগমে বিয়োগে সতি অনুবিশীর্য্যমাণেঽপি দেহে তত্রস্থং ব্যোমেব যস্তেন সহ ন বিশীর্য্যতে। যতঃ অজস্তেন সহ ন জাতঃ তস্য পুরুষস্য শ্রেযসাং প্রভুরিত্যর্থঃ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—তাত। (হে নারদ।) সদসচ্চ (কারণকার্য্যাত্মকং) যৎ (কিঞ্চন বস্তু) অন্যস্মাৎ (কার্য্যকারণাতীতাৎ) হরেঃ (শ্রীভগবতঃ) ন অন্যৎ (ন পৃথক্ ইতি) সোঽয়ং (সর্ব্বকারণকারণঃ) বিশ্বভাবনঃ (জগৎপরিপালকঃ) ভগবান্ (শ্রীভগবতত্ত্বং লীলাদিকঞ্চ) তে (ত্বৎপ্রশ্নানুসারেণ তৎ-সমীপে) সমাসেন (সংক্ষেপেণ) অভিহিতঃ (যথা কথিতঃ)॥ ৫০

মূলানুবাদ।—কার্য্যকারণাত্মক জগৎ হইতে শ্রীভগবান্ পৃথক্, কিন্তু জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ নহে, সেই সর্ব্বকারণকারণ সম্বন্ধে তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছিলে, তাহা আমি তোমার নিকট বর্ণন করিলাম॥ ৫০

শ্রীধরটীকা।—অধ্যায়ত্রয়স্যার্থমুপসংহৃত্য কথয়তি। সোঽয়ং সমাসেন সংক্ষেপেণাভিহিতঃ।

ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্ ।
সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্বিপুলীকুরু ॥ ৫১ ॥
যথা হরৌ ভগবতি নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতি ।
সর্ব্বাত্মন্যখিলাধার ইতি সঙ্কল্প্য বর্ণয় ॥ ৫২ ॥
মায়াং বর্ণয়তোঽমুষ্য ঈশ্বরস্যানুমোদতঃ ।
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং মায়য়াত্মা ন মুহ্যতি ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে ব্রহ্মনারদসংবাদো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

তমেবাহ। সদসৎ কার্য্যং কারণঞ্চ হরেরন্যন্ন ভবতি। নমু হরেস্তদব্যতিরেকেণ তদ্গতবিকারপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ? ন অন্যস্মাৎ। কারণভূতো হরিঃ কার্য্যাদ্ব্যতিরিক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—ইদং (বক্ষ্যমাণং চতুঃশ্লোকীরূপং) ভাগবতং নাম (শ্রীভগবতো লীলাবর্ণনপ্রধানত্বাৎ ভাগবতাভিধং) যৎ মে (মহ্যং) ভগবতা (শ্রীনারায়ণেন) উদিতং (কথিতং) বিভূতীনাং (শ্রীভগবতঃ স্বরূপবৈভবানাং মায়াবৈভবানাঞ্চ) অয়ং (অয়মেব) সংগ্রহঃ ত্বম্ এতৎ বিপুলীকুরু (বিস্তারয়) ॥ ৫১

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের লীলাবর্ণনপ্রধান ভাগবত নামক পরম পদার্থ, যাহা শ্রীনারায়ণ আমার নিকট চতুঃশ্লোকীরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহার সমগ্র বিভূতির সংগ্রহ, তুমি ইহা বিস্তৃতভাবে প্রকাশ কর ॥ ৫১

শ্রীধরটীকা।—অয়ঞ্চ বিভূতীনাং সংগ্রহ উদিতঃ ॥ ৫১

অন্বয়ঃ।—যথা (যেনোপায়েন) হরৌ (সর্ব্বদুঃখহরে) সর্ব্বাত্মনি (অখিলাত্মনামাত্মনি) অখিলাধারে (সর্ব্বাশ্রয়ে) ভগবতি (শ্রীকৃষ্ণে) নৃণাং (বহির্মুখজীবানাং) ভক্তিঃ (তচ্চরণসেবনেচ্ছা) ভবিষ্যতি ইতি (এতদেব) সংকল্প্য (সংচিন্ত্য) বর্ণয় (জগতি প্রকাশয়) ॥ ৫২

মূলানুবাদ।—সর্ব্বদুঃখহর, সর্ব্বজ্ঞানাধার শ্রীগোবিন্দে যাহাতে জীব ভক্তিলাভ করিতে পারে, সেই ভাবে তুমি ইহা জগতে প্রচার কর ॥ ৫২

শ্রীধরটীকা।—যথা বর্ণিতেন নৃণাং ভক্তির্ভবিষ্যতীত্যেবং সঙ্কল্প্য সঞ্চিন্ত্য তথা হরিলীলা-প্রাধান্যে শ্রীভাগবতং বর্ণয়। ন তু ভক্তিরসবিঘাতেন কেবলং তত্ত্বমিত্যর্থঃ ॥ ৫২

অন্বয়ঃ।—অমুষ্য (জগতঃ) ঈশ্বরস্য (নিয়ন্তুঃ শ্রীভগবতঃ) মায়াং (অন্তরঙ্গবহিরঙ্গরূপাং তত্তল্লীলাঞ্চ) বর্ণয়তঃ (কীর্ত্তয়তঃ) অনুমোদতঃ (শ্রদ্ধয়া শৃণ্বতঃ, শ্রুত্বানুমোদনং কুর্ব্বতশ্চ জনস্য) আত্মা (চিত্তং) মায়য়া (জগন্মোহিন্যা বহিরঙ্গমায়য়া) ন মুহ্যতি (ন পরাভবং প্রাপ্নোতি) ॥ ৫৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বজগতের নিয়ন্তা শ্রীভগবানের অন্তরঙ্গা ও বহিরঙ্গা মায়াঘটিত যে সমস্ত লীলা আছে, তাহা কীর্ত্তনে ও শ্রবণে জীবের কদাপি মায়ার অধিকারে যাইতে হয় না॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবত-মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—নমু লীলা মায়াশ্রয়া, কিং তদ্বর্ণনেন, ইত্যত আহ—মায়ামিতি॥ ৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে সপ্তমোঽধ্যায়ঃ॥ ৭

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবান্ সবিশেষ এবং নির্ব্বিশেষ এই উভয় ভাবেই চির বিরাজিত। তাঁহার সবিশেষ স্বরূপ লীলাময়, এবং নির্ব্বিশেষ স্বরূপ লীলাশূন্য নিস্তরঙ্গ সচ্চিদানন্দ-সিন্ধু। নির্ব্বিশেষ স্বরূপই তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ এবং সবিশেষ স্বরূপ মায়ামাত্র, এ ধারণা বৈষ্ণব-দার্শনিকগণের মতে ভ্রান্তিমূলক। জ্ঞান-যোগাদির সাধনায় নির্ব্বিশেষ এবং ভক্তিসাধনায় সবিশেষ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। জ্ঞানী সবিশেষ স্বরূপের সন্ধান পান না, কেবলমাত্র ভক্তই তাহার অধিকারী। "চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্ব্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ।" এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-সিদ্ধান্তেও ইহাই সুব্যক্ত হইয়াছে।

ব্রহ্মা নারদের নিকট লীলাময় শ্রীগোবিন্দের স্বরূপ এবং তাঁহার কৃপায় মায়াতিক্রম প্রভৃতি তত্ত্বপ্রকাশ করিয়া নারদকে বলিতেছেন—হে নারদ। জ্ঞানিগণ সর্ব্বথা বিষয়সম্বন্ধশূন্য, জ্ঞানৈকরস, নিত্য-সুখাত্মক, মায়াতীত, অবাঙ্মনসগোচর যে ব্রহ্মস্বরূপে লীন হন, সে ব্রহ্মও এই লীলাময় শ্রীগোবিন্দেরই নির্ব্বিশেষ প্রকাশ মাত্র। "বৃহত্ত্বাৎ বৃংহণত্বাচ্চ তদ্ব্রহ্ম পরমং বিদুঃ" এই ব্রহ্মশব্দের পদ্মপুরাণীয় ব্যাখ্যায় এবং "মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরব্রহ্মেতি শব্দিতং" "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" প্রভৃতি শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতাবাক্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীভগবানের বৃহত্ত্বের নামই ব্রহ্ম। যাঁহারা বৃহৎ বস্তুকে না বুঝিয়া তাঁহার বৃহত্ত্বার অন্তরালে নিজ ক্ষুদ্রতা হারাইয়া ফেলেন, তাঁহারা তাহার পরে আর কিছু আছে কিনা জানিতে পারেন না।

দেবরাজ ইন্দ্রের কূপখননের জন্য যেমন অস্ত্রাদির প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনিই জলবর্ষণ করিয়া জগৎ শীতল করেন, তাঁহার আবার জলের অভাব কি, সেইরূপ মায়াময় সংসার পরিভ্রমণে শ্রান্ত জীবও যদি শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ লাভ করে, তাহা হইলে আর তাহার মায়িক ভেদ নিরাসের জন্য সাধন-পরিশ্রম স্বীকার করিতে হয় না।

শ্রীগোবিন্দচরণে বিমুখ ব্যক্তিই মায়াধিকারে পতিত হইয়া মায়িক ভেদের রাজ্যে বিচরণ করে, জ্ঞানমার্গের সাধকগণ সাধনায় এই মায়িক ভেদ নিরাস করিয়া অভিন্ন সচ্চিদানন্দস্বরূপে লীন হইয়া যান। ভক্তগণ শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে শরণাপন্ন হন ও তাহাতেই তাঁহারা কৃতার্থ হইয়া যান, মায়িক ভেদ নিরাসের জন্য তাঁহাদের আর পৃথক্ পরিশ্রম করিতে হয় না। দরিদ্রব্যক্তি দৈহিক পরিশ্রম করিয়া তাহার উদরান্নের সংস্থান করে সত্য, কিন্তু সে যদি হঠাৎ ধনী হইয়া যায় তাহা হইলে আর তাহার উদরান্নসংস্থানের জন্য দৈহিক পরিশ্রম করার প্রয়োজন হয় না। শ্রীগোবিন্দভজনহীন

দরিদ্র ব্যক্তিগণই মায়ার ভয়ে ভীত হইয়া মায়া নিবাস করিতেই সর্ব্বদা প্রয়াসী হইয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার চরণে শরণাপন্ন ব্যক্তি অনায়াসে মায়াতীত হইয়া যান।

সালোক্য সাযুজ্য প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তি ও সর্ব্ববিধ কর্ম্মফলের শ্রীভগবানই একমাত্র দাতা, তিনি বাঞ্ছাকল্পতরু, যে যাহা চায় সে-ই তাঁহার নিকট তাহা পায়। কাহারও শরণাগতির বাসনা থাকিলে তিনি তাহাকে নিজের উপযুক্ত করিয়া স্বচরণে স্থান দেন। কর্ম্মী, জ্ঞানী প্রভৃতিকেও তিনিই সাধন-শক্তি দিয়া উপযুক্ত করিয়া ভোগ ও মোক্ষ প্রদান করেন।

হে বৎস নারদ। তোমার নিকট শ্রীভগবানের স্বরূপ ও লীলাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। জগতে যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহার মায়াবিভূতি, সুতরাং তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু তিনি জগদতীত চিন্ময় বস্তু। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক আমাকে চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশ করিয়া সংক্ষেপে তাঁহার বিভূতির ইঙ্গিত করিয়াছেন। তুমি ভক্তচূড়ামণি, তুমি তোমার ভক্তিপ্রভাবে ইহা বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা কর। এই সমস্ত কথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিলে আর জীব মায়াধিকারে পড়িয়া তাঁহার চরণ হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারিবে না ॥ ৪৭—৫৩

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-
কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধস্য সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

দ্বিতীয় স্কন্ধঃ।

—*—

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

রাজোবাচ।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্রহ্মন্ গুণাখ্যানেঽগুণস্য চ।
যস্মৈ যস্মৈ যথা প্রাহ নারদো দেবদর্শনঃ ॥ ১ ॥
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি তত্ত্বং তত্ত্ববিদাংবর।
হরেরদ্ভুতবীর্য্যস্য কথা লোকসুমঙ্গলাঃ ॥ ২ ॥
কথয়স্ব মহাভাগ যথাহমখিলাত্মনি।
কৃষ্ণে নিবেশ্য নিঃসঙ্গং মনস্ত্যক্ষ্যে কলেবরম্ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—(রাজোবাচ।) ব্রহ্মন্ (হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ। শ্রীশুকদেব।) ব্রাহ্মণা (বেদবক্ত্রা চতুরাননেন) অগুণস্য (প্রাকৃতগুণরহিতস্য) গুণাখ্যানে (কারুণ্যভক্তবাৎসল্যাদিগুণবর্ণনে) চোদিতঃ (প্রেরিতঃ) দেবদর্শনঃ (দেবস্য শ্রীকৃষ্ণস্যেব দর্শনং কৃষ্ণবর্ণাঙ্গকান্ত্যাদিনা যস্য সঃ, সর্ব্বমনোহর-বপুরিত্যর্থঃ) নারদঃ যস্মৈ যস্মৈ যথা (যাং যাং লীলাং) প্রাহ (কথয়ামাস) তত্ত্ববিদাংবর (হে সর্ব্ব-তত্ত্বজ্ঞ।) এতৎ তত্ত্বং (শ্রীনারদস্য শ্রীকৃষ্ণবর্ণনপ্রকারং) অদ্ভুতবীর্য্যস্য (অচিন্ত্যলীলস্য) হরেঃ (সর্ব্বদুঃখহরস্য শ্রীকৃষ্ণস্য) লোকসুমঙ্গলাঃ (সর্ব্বলোককল্যাণহেতবঃ) কথাঃ (নামরূপগুণলীলাদিবার্ত্তাঃ) বেদিতুং (জ্ঞাতুং) ইচ্ছামি ॥ ১।২ ॥

মূলানুবাদ।—মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! দেবদর্শন নারদ ব্রহ্মার আদেশানুসারে সেই গুণাতীত শ্রীগোবিন্দের লীলাকথা যাঁহাদের নিকট যেরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন, হে তত্ত্বজ্ঞচূড়ামণে। সেই অচিন্ত্যলীল শ্রীভগবানের ভুবনমঙ্গল লীলাকথা শুনিতে ইচ্ছা করি। ১।২ ॥

শ্রীধরটীকা।—অষ্টমে দেহসম্বন্ধমাক্ষিপন্নীশজীবয়োঃ। বহূন্ পরীক্ষিদাপৃচ্ছৎ পুরাণার্থান্ বুভুৎসিতান্ ॥ সমেতদ্বিপুলীকুর্ব্বিত্যুক্তম্। তদেব বিপুলীকরণং পৃচ্ছতি—ব্রহ্মণেতি ত্রিভিঃ। অগুণস্য গুণাতীতস্যাপি। দেববৎ দর্শনং যস্য সঃ ॥ ১।২ ॥

অন্বয়ঃ।—মহাভাগ। (হে শ্রীভগবৎকৃপালাভসৌভাগ্যশালিন্)। যথা (যেন প্রকারেণ)

শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্ ।
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥ ৪ ॥
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ।
ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥ ৫ ॥
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি ।
মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা ॥ ৬ ॥

অহম্ অখিলাত্মনি (সর্ব্বাত্মনি) কৃষ্ণে (শ্রীভগবতি বসুদেবনন্দনে) নিঃসঙ্গং (দেহগেহাদ্যাসক্তি-রহিতং) মনঃ নিবেশ্য (সমর্প্য) কলেবরং (প্রাকৃতদেহং) ত্যক্ষ্যে (ত্যক্ষ্যামি) [তথা] কথয়স্ব (ভক্তবাৎসল্যাদিকং প্রকাশয়ন্ বর্ণয়) ॥ ৩ ॥

মূলানুবাদ।—হে মহাভাগ। আমি যাহাতে দেহগেহাদির আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া সেই সর্ব্বাত্মা শ্রীগোবিন্দের চরণে চিত্ত সমর্পণ করিতে পারি, সেইরূপে (ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ প্রকাশপূর্ব্বক) তাঁহার লীলাকথা কীর্ত্তন করুন ॥ ৩ ॥

শ্রীধরটীকা।—নিঃসঙ্গং মনঃ শ্রীকৃষ্ণে নিবিশ্যেতি স্বপ্রযত্নো দর্শিতঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণঃ) শ্রদ্ধয়া (বিশ্বাসপূর্ব্বকং) নিত্যং স্বচেষ্টিতং (নিজলীলাদি-বার্ত্তাং) শৃণ্বতঃ (শ্রবণং কুর্ব্বতঃ) গৃণতঃ (কীর্ত্তয়তশ্চ পুংসঃ) নাতিদীর্ঘেণ (স্বল্পেনৈব) কালেন হৃদি বিশতে (স্বপ্রযত্নং বিনাপি শ্রীভগবান্ স্বয়মেব শ্রোতৄণাং বক্তৄণাঞ্চ হৃদয়ং প্রবিশতি ॥ ৪ ॥

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীগোবিন্দের লীলাকথা শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, শ্রীভগবান্ অচিরকাল মধ্যেই তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—সোঽপি শ্রদ্ধয়া শৃণ্বতো নাবশ্যক ইত্যাহ—শৃণ্বত ইতি। স্বপ্রযত্নং বিনাপি ভগবান্ স্বয়মেব হৃদি বিশতি ॥ ৪ ॥

অন্বয়ঃ।—সলিলস্য যথা শরৎ (যথা শরদৃতুঃ জলস্য মলং দূরীকরোতি) [তথা] কৃষ্ণঃ (শ্রীভগ-বানপি) স্বানাং (লীলাকথাশ্রবণরতানাং ভক্তানাং) কর্ণরন্ধ্রেণ (কর্ণদ্বারেণ) ভাবসরোরুহং (হৃদয়-কমলং) প্রবিষ্টঃ (সন্) শমলং (কামক্রোধাদিমালিন্যং) ধুনোতি (অপাকরোতি) ॥ ৫ ॥

মূলানুবাদ।—শরৎকাল যেমন জলের আবিলতা দূর করে,সেইরূপ শ্রীভগবান্ও লীলাকথা-শ্রবণরত ভক্তগণের কর্ণবিবর দ্বারা হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া কামনা বাসনাদি মল শোধন করেন ॥ ৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—ভাবসরোরুহং হৃদয়কমলং প্রবিষ্টশ্চ তদ্গতং সর্ব্বং মলং ধুনোতি। সলিল-স্যেতি দ্রব্যান্তরমিশ্রণাদিনা কুম্ভস্থে জলে শোধিতে তদেব কেবলং শুধ্যতি, ন তু নদীতড়াগাদিগতম্। স চ মলঃ কুম্ভস্যান্তস্তিষ্ঠত্যেব, ন তু সর্ব্বদা বিলীয়তে, অতএব কিঞ্চিচ্চালনে পুনঃ ক্ষুভ্যতি চ। এবং তপোদানাদি প্রায়শ্চিত্তং ন সর্ব্বথা সর্ব্বেষাং সর্ব্বং পাপং ধুনোতি কিন্তু সাবশেষম্। তচ্চ কস্যচিদেব কিঞ্চিদেব। হৃদি প্রবিষ্টমাত্রস্তু শ্রীকৃষ্ণঃ সর্ব্বেষাং সর্ব্বং পাপং নিঃশেষং হরতীত্যনেন দৃষ্টান্তেনোক্তং সলিলস্য মলং যথা শরদিতি ॥ ৫ ॥

অন্বয়ঃ।—পান্থঃ যথা (পথিকো জনঃ প্রবাসাদাগত্য যথা) স্বশরণং (নিজগৃহং) ন মুঞ্চতি (ন পরিত্যজতি) [তথা] ধৌতাত্মা (শ্রীকৃষ্ণকথাশ্রবণেন পূতচিত্তঃ) মুক্তসর্ব্বপরিক্লেশঃ (ত্যক্তরাগদ্বেষাদি-ক্লেশঃ) পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং (নিজনিকেতনং শ্রীগোবিন্দচরণং) ন মুঞ্চতি (সংসারপ্রবাসাদাগত্য ন পরিত্যজতি) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—পথিকগণ প্রবাস হইতে আসিয়া যেমন নিজগৃহ পরিত্যাগ করিতে চাহে না, সেইরূপ শ্রীকৃষ্ণলীলাকথাশ্রবণে পূতচিত্ত এবং রাগদ্বেষাদি ক্লেশরহিত ব্যক্তিগণও সংসার প্রবাস হইতে আসিয়া নিজ নিকেতন শ্রীগোবিন্দচরণ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ। ধৌতাত্মা নিষ্পাপঃ। মুক্তাঃ সর্ব্বে রাগদ্বেষাদয়ঃ পরিক্লেশা যেন। পান্থঃ প্রবাসাদাগতঃ স্বস্য শরণং গৃহং যথা ন মুঞ্চতি তদ্বৎ ॥ ৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা নারদকে সংক্ষেপে শ্রীমদ্ভাগবতকথা বলিয়া পরিশেষে আদেশ দিয়াছেন—"তমেতদ্বিপুলীকুরু" "তুমি ইহা বিস্তাররূপে বর্ণনা কর"। মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আগ্রহান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্মার নিকট দেবর্ষি নারদ শ্রীভগবানের করুণাময়ী লীলাবার্ত্তা শুনিয়া কাহার নিকট কেমন করিয়া উহা প্রকাশ করিলেন, তাহা জানিবার জন্য আমি অত্যন্ত উৎসুক হইয়াছি। শ্রীভগবান্ গুণাতীত হইলেও তাঁহার করুণা ও ভক্তবাৎসল্য-গুণের অন্ত নাই, লীলা তাঁহার করুণারই বিভূতি, সুতরাং শ্রীভগবানের লীলাকথায় জগতের সর্ব্ববিধ অমঙ্গল যে দূর হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্রীভগবান্ অদ্ভুতবীর্য্য, তিনি কটাক্ষমাত্রেই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি এবং লয় সাধন করেন, সুতরাং তাঁহার কৃপাকটাক্ষে যে জীবের অনাদিজন্মসঞ্চিত কামনা বাসনারাশি দূর হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? হে মহাভাগ! শ্রীভগবৎকৃপায় আমি ব্রহ্মশাপগ্রস্ত হইয়াছি, তাহাতে আমার মমতাস্পদ রাজ্যাদিতে বৈরাগ্য জন্মিয়াছে, কিন্তু এখনও সম্পূর্ণরূপে দেহাসক্তি দূর হয় নাই, শ্রীগোবিন্দের লীলাকথা শ্রবণের সৌভাগ্য জন্মিলে অবশ্য তাহাও যে দূর হইবে তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। জপ,যোগ,ধ্যান,জ্ঞান ও তপস্যাদির দ্বারা শ্রীগোবিন্দকে হৃদয়ে বাঁধা যায় না, কিন্তু শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তাঁহার লীলাকথা শ্রবণ ও কীর্ত্তন করিতে পারিলে তিনি নিজে আসিয়া ধরা দেন ও হৃদয়ে বাঁধা পড়েন। কোনও বস্তুবিশেষের (ফিট্‌কিরি প্রভৃতি) সংযোগে কূপস্থ জল পরিষ্কার হয় বটে, কিন্তু তাহার ময়লা নীচে পড়িয়া থাকে, নাড়াচাড়া করিলেই আবার জল অপরিষ্কার হইয়া যায়, কিন্তু শরৎকাল আসিলে আর কোন চেষ্টাই করিতে হয় না, নদী-তড়াগাদির জল তখন আপনিই পরিষ্কার হইয়া যায়। সেইরূপ জ্ঞানযোগাদির মিলনে ব্যক্তি-বিশেষের হৃদয় শোধন হইতে পারে বটে, কিন্তু পুনরায় অশুদ্ধ হওয়াও অসম্ভব নহে, ("জীবন্মুক্তা অপি পুনর্বন্ধনং যান্তি কর্ম্মভিঃ। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ"—বাসনাভাষ্যং) কিন্তু যদি শ্রীভগবানের লীলাকথা কর্ণবিবর দ্বারা হৃদয়ে প্রবিষ্ট হয়, তাহা হইলে অখিল জীবের হৃদয় শোধন হইয়া যায়, আর কখনও কামনা বাসনাদির মলিনতা আসিতে পারে না। গৃহহারা পথিক যেমন পথে পথে ঘুরিয়া যখন নিজগৃহে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সে গৃহ সে ছাড়িতে চায় না, মায়ামোহে পথহারা সংসার-

যদধাতুমতো ব্রহ্মন্ দেহারম্ভোঽস্য ধাতুভিঃ ।
যদৃচ্ছয়া হেতুনা বা ভবন্তো জানতে যথা ॥ ৭ ॥
আসীদ্যদুদরাৎ পদ্মং লোকসংস্থানলক্ষণম্ ।
যাবানয়ং বৈ পুরুষ ইয়ত্তাবয়বৈঃ পৃথক্ ।
তাবানসাবিতি প্রোক্তঃ সংস্থাবয়ববানিব ॥ ৮ ॥

পথের পথিক ও সেইরূপ যখন শ্রীগোবিন্দলীলাকথাশ্রবণে উদ্ধচিত্ত হইয়, নিজনিকেতন শ্রীগোবিন্দচরণে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন আর সে তাহা কিছুতেই ছাড়িতে চায় না। ॥ ১—৬

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্মন্ (হে বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ !) অধাতুমতঃ (পঞ্চভূতসম্বন্ধশূন্যস্য জীবাত্মনঃ) যৎ ধাতুভিঃ (পঞ্চভূতৈঃ) অস্য (জীবস্য) দেহারম্ভঃ (দেহসৃষ্টিঃ) [স্যাৎ তৎ কিং] যদৃচ্ছয়া (কারণং বিনৈব) [স্যাৎ] হেতুনা (কেনচিৎ অদৃষ্টাদিকারণেন বা) [স্যাৎ তৎ] ভবন্তঃ (তত্ত্বজ্ঞশিরোমণয়ঃ) যথা (যথাবদেব) জানতে (জানন্তি) [অতঃ কথয়ন্ত্বিতি শেষঃ] ॥ ৭

মূলানুবাদ ।—হে ব্রহ্মন্ ! পঞ্চভূতসম্বন্ধশূন্য জীবাত্মার যে পাঞ্চভৌতিক দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ হয়, তাহার কোনও হেতু আছে কি নাই, তাহা আপনারাই জানেন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা ।—তদেবং শ্রবণোৎসুক্যমাবিষ্কৃত্য সন্দিগ্ধানর্থান্ পৃচ্ছতি । অধাতুমতঃ ধাতবো ভূতানি তৎসম্বন্ধশূন্যস্য অলৌকিকস্যাত্মনো জীবস্য ধাতুভির্দেহারম্ভ ইতি যৎ এতৎ কিং যদৃচ্ছয়া নির্নিমিত্তং, হেতুনা বা কর্ম্মাদিনা ? ভবন্তো যথাবৎ জানতে অতঃ কথয়ন্ত্বিতি শেষঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ ।—ইয়ত্তাবয়বৈঃ (স্বপরিমিতাবয়বৈঃ) [যুক্তঃ] অয়ং বৈ (লৌকিকঃ) পুরুষ (জীবঃ) যাবান্ (যাদৃশাবয়বাদিযুক্তঃ) [ততঃ] পৃথক্ (ভিন্ন এব) লোকসংস্থানলক্ষণং (লোকানাং ভুবনানাং সংস্থানং রচনা তদেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তৎ বিশ্বাধারমিত্যর্থঃ ; পদ্মং যৎ (যস্য শ্রীভগবতঃ) উদরাৎ (নাভেঃ) আসীৎ (আবির্ভূতমভূৎ) অসৌ (পুরুষোত্তমঃ শ্রীভগবানপি) ইতি তাবান্ (জীববদেব) সংস্থাবয়ববান্ ইব (স্থৌল্যকার্শ্যদৈর্ঘ্যাদিবিন্যাসবিশেষবৎ করচরণাদিমান্ ইব) প্রোক্তঃ (ভবতা কথিতঃ) [ততঃ জীবপরয়োঃ কো বিশেষ ইতি প্রশ্নঃ] ॥ ৮

মূলানুবাদ ।—জীব ও যেমন যথাযোগ্য হস্তপদাদিযুক্ত, যাঁহার নাভি হইতে বিশ্বাধার পদ্মের উদ্ভব হইয়াছে, সেই পদ্মনাভ পুরুষোত্তমও সেইরূপ যথাযোগ্য হস্তপদাদিযুক্ত এ কথা আপনি বলিয়াছেন । (তাহা হইলে জীব ও পরমেশ্বরে ভেদ কি ?) ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ।—যশ্চাসাবীশ্বরঃ সোঽপ্যেতত্তুল্যদেহবান্ প্রোক্তঃ অতস্তস্য কো বিশেষ ইত্যাশয়েন পৃচ্ছতি—আসীদিতি সার্দ্ধেন । লোকানাং সংস্থানং রচনা তদেব লক্ষণং স্বরূপং যস্য তৎ পদ্মং যস্যোদরাদাসীৎ সোঽসাবীশ্বরঃ, ইয়ত্তাযুক্তৈঃ স্বপরিমিতৈরবয়বৈরয়ং লৌকিকঃ পুরুষো যাবান্ স অসংখ্যাবয়ববুক্তঃ তাবান্ প্রোক্তঃ । সংস্থাবান্ অবয়ববান্ ইব চ য়ঃ প্রোক্তঃ । অতঃ কো বিশেষস্তস্যেতি ॥ ৮

অজঃ সৃজতি ভূতানি ভূতাত্মা যদনুগ্রহাৎ।
দদৃশে যেন তদ্রূপং নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ ॥ ৯ ॥
স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।
মুক্ত্বাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্ব্বগুহাশয়ঃ ॥ ১০ ॥
পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ ॥
লোকৈরমুষ্যাবয়বাঃ সপালৈরিতি শুশ্রুম ॥ ১১ ॥

অন্বয়ঃ।—নাভিপদ্মসমুদ্ভবঃ (শ্রীভগবতো নাভিকমলজাতঃ) ভূতাত্মা (ব্যষ্টিজীবানাং নিয়ন্তা) অজঃ (ব্রহ্মা) যদনুগ্রহাৎ (যস্য শ্রীভগবতঃ কৃপয়া) ভূতানি সৃজতি যেন (অনুগৃহীতা শ্রীভগবতা) তদ্রূপং (তস্য শ্রীভগবতঃ স্বরূপং) দদৃশে (দৃষ্টবান্) [অতঃ ব্রহ্মণোঽপীশ্বরঃ মায়িকপুরুষতুল্যাকারো নবেত্যপি বাচ্যমিতি ভাবঃ] ॥ ৯

মূলানুবাদ।—পদ্মযোনি জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা যাঁহার কৃপায় জগৎ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং তাঁহার স্বরূপ দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন, [সেই ব্রহ্মারও আরাধ্য দেবের শ্রীমূর্ত্তি মায়িক কি না তাহাও জানিতে বাসনা হয়] ॥ ৯

শ্রীপ্রভুটীকা।—অবশ্যঞ্চ বিশেষো বাচ্য ইত্যাহ। অজো ব্রহ্মা ভূতানাং ব্যষ্ট্যুপাধীনামাত্মা নিয়ন্তা সমষ্ট্যুপাধিত্বাৎ। যেন চ অনুগৃহীতা তস্য স্বরূপং দদৃশে দৃষ্টবান্ এতচ্চ—"তস্যাপি দ্রষ্টুরীশস্য কূটস্থস্যাখিলাত্মনঃ। সৃজ্যং সৃজামি সৃষ্টোঽহমীক্ষয়ৈবাভিচোদিতঃ' ইত্যাদিনোক্তমনূদ্যতে। অগ্রে তু স্পষ্টং ভবিষ্যতি ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ (বিশ্বস্য সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা) সর্ব্বগুহাশয়ঃ (সর্ব্বজীবান্তর্যামী) মায়েশঃ (মায়ানিয়ন্তা) স চাপি (ব্রহ্মণোঽপ্যনুগ্রাহকঃ) পুরুষঃ (শ্রীভগবান্) আত্মমায়াং (নিজবহিরঙ্গ-শক্তিং) মুক্ত্বা (তন্নিয়ন্তাপি তামস্পৃষ্ট্বা) যত্র শেতে [তৎস্থানমপি কথয়েতি প্রশ্নঃ] ॥ ১০

মূলানুবাদ।—বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়কর্ত্তা, সকলের অন্তর্যামী, ব্রহ্মারও আরাধ্য শ্রীভগবান্ মায়ার নিয়ন্তা হইয়া মায়াসম্বন্ধশূন্যরূপে কোথায় থাকেন ? ॥ ১০

শ্রীপ্রভুটীকা।—প্রশ্নান্তরমাহ—স চাপীতি। যত্র শেতে যেন রূপেণাবতিষ্ঠতে বিশ্বস্য স্থিত্যাদয়ো যস্মাৎ। এবমাদিপ্রশ্নানাং তত্ত্বতোঽর্হস্যদাহর্ত্তুমিতি সর্ব্বান্তক্রিয়য়া সম্বন্ধঃ ॥ ১০।

অন্বয়ঃ।—পুরুষাবয়বৈঃ (বিরাট্পুরুষস্যাঙ্গপ্রত্যঙ্গৈঃ) সপালাঃ (লোকেশ্বরসহিতাঃ) লোকাঃ (ভুবনানি) পূর্ব্বকল্পিতাঃ (পূর্ব্বং কল্পিতাঃ) [তথা] সপালৈঃ (লোকপালসহিতৈঃ) লোকৈঃ (পাতালাদিভিঃ) অমুষ্য (পুরুষস্য) অবয়বাঃ (অঙ্গপ্রত্যঙ্গানি) [কল্পিতাঃ] (ইতি) শুশ্রুম (ভবন্মুখাদেব শ্রুতবন্তো বয়ং) [পরস্পরবিরুদ্ধযোঃ দ্বয়োঃ পক্ষয়োঃ কতরো যথার্থ ইতি বাচ্যম্] ॥ ১১

মূলানুবাদ।-বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি সমস্ত লোক এবং লোকেশ্বরগণ উৎপন্ন হইয়াছেন আপনি এই কথা বলিয়াছেন, আবার সমস্ত লোক তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এ কথাও আপনি বলিয়াছেন, এই দুই বিরুদ্ধ কথার সামঞ্জস্য কি ? ॥ ১১

যাবান্ কল্পো বিকল্পো বা যথা কালোঽনুমীয়তে ।
ভূতভব্যভবচ্ছব্দ আয়ুর্মানঞ্চ যৎ সতঃ ॥ ১২ ॥
কালস্যানুগতির্যা তু লক্ষ্যতেঽণ্বী বৃহত্যপি ।
যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তম ॥ ১৩ ॥
যস্মিন্ কর্ম্মসমাবায়ো যথা যেনোপগৃহ্যতে ।
গুণানাং গুণিনাঞ্চৈব পরিণামমভীপ্সতাম্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীধরটীকা ।—প্রশ্নান্তরমাহ—পুর যস্যাবয়বৈঃ পূর্ব্বং কল্পিতাঃ যস্যেহাবয়বৈর্লোকান্ কল্পয়ন্তী-ত্যাদৌ, লোকৈশ্চামুষ্যাবয়বা ইতি "পাতালমেতস্য হি পাদমূল'মিত্যাদৌ চ ত্বন্মুখাদেব শ্রুতবন্তো বয়ম্ ॥ ১১

অন্বয়ঃ ।—কল্পঃ (সৃষ্টি-প্রলয়মধ্যস্থকালঃ) বিকল্পো বা (তদবান্তরকালশ্চ) যাবান্ (যৎ-পরিমাণকঃ) ভূতভব্যভবচ্ছব্দঃ (ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানবাচকঃ) কালঃ যথা (যেন প্রকারেণ) অনুমীয়তে (জ্ঞায়তে) সতঃ (পিতৃদেবমনুষ্যাদীনাং) আয়ুর্মানং (পরমায়ুঃপরিমাণং) যৎ (যৎপরিমাণকং) [তদপি কথয়েতি শেষঃ] ॥১২

মূলানুবাদ ।—কল্প (সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী কাল) ও বিকল্পের (অবান্তর অর্থাৎ মন্বন্তরাদিরূপ কাল) পরিমাণ কিরূপ, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমানবাচক কাল কিসে বুঝা যায় এবং দেবতা মনুষ্য প্রভৃতির পরমায়ুর পরিমাণ কত—এই সমস্ত বিষয় আমাকে বলুন ॥ ১২

শ্রীধরটীকা ।—এবং সন্দেহবিপর্য্যযাভ্যাং পৃষ্টম্ ইদানীমজ্ঞাতান্ বহূনর্থান্ পৃচ্ছতি—যাবানি-ত্যাদিনা । কল্পো মহান্ । বিকল্পোঽবান্তরঃ । ভূতাদিঃ শব্দো যস্মাৎ যস্য বাচক ইতি বা । সতঃ স্থূলদেহাভিমানিনো মনুষ্য-পিতৃদেবাদেঃ আয়ুষঃ প্রমাণম্ ॥ ১২

অন্বয়ঃ ।—দ্বিজসত্তম ! (হে পরমহংসচূড়ামণে ! শুকদেব !) অণ্বী (পরমাণ্বাদিরূপা,) বৃহতী অপি (বৎসরাদিরূপা চ) যা তু কালস্য অনুগতিঃ (প্রবৃত্তিঃ) লক্ষ্যতে (জ্ঞায়তে) যাদৃশীঃ (যাদৃশ্যঃ) যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ঃ (জীবানাং ভদ্রাভদ্রকর্ম্মপ্রাপ্যাণি স্থানানি) [তান্যপি কথয়েতি শেষঃ] ॥ ১৩

মূলানুবাদ ।—হে দ্বিজসত্তম ! পরমাণু প্রভৃতি সূক্ষ্ম ও বৎসরাদি স্থূল কালের প্রবৃত্তি কিরূপ ? কর্ম্মফলে জীব কিরূপ শুভাশুভ লাভ করে ? ॥ ১৩

শ্রীধরটীকা ।—অনুমানপ্রকারঃ পৃষ্টঃ বিশেষপ্রকারং পৃচ্ছতি—কালস্যেতি । অনুগতিঃ প্রবৃত্তিঃ । কর্ম্মগতয়ঃ কর্ম্মপ্রাপ্যাণি স্থানানি । যাদৃশীঃ যাদৃশ্যঃ ॥ ১৩

অন্বয়ঃ ।—গুণানাং (সত্ত্বরজস্তমসাং) পরিণামং (উৎকর্ষং) অভীপ্সতাং (ইচ্ছতাং) গুণিনাং (জীবানাং) যস্মিন্ (পরিণামে) কর্ম্মসমাবায়ো (কর্ম্মণাং সুকৃতদুষ্কৃতযোগজ্ঞানভক্তীনাং সমাবায়ঃ সমুদায়ঃ) [সম্ভবতি] যথা যেন উপগৃহ্যতে (যেন জীবেন যেন প্রকারেণ যৎ কর্ম্মণা যল্লভ্যতে) [তদপি কথয়] ॥ ১৪

ভূঃপাতালককুব্ব্যোমগ্রহনক্ষত্রভূভৃতাম্।
সরিৎসমুদ্রদ্বীপানাং সম্ভবশ্চৈতদোকসাম্ ॥ ১৫ ॥
প্রমাণমণ্ডকোষস্য বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
মহতাঞ্চানুচরিতং বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ ॥ ১৬ ॥
যুগানি যুগমানঞ্চ ধর্ম্মো যশ্চ যুগে যুগে
অবতারানুচরিতং যদাশ্চর্য্যতমং হরেঃ ॥ ১৭ ॥

মূলানুবাদ ঃ—সত্ত্বাদি গুণাভিমানী জীব নিজ গুণোৎকর্ষ-কামনায় কি প্রকারে কোন্ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া কিরূপ উৎকর্ষ লাভ করে? ॥ ১৪

শ্রীধরটীকা ঃ—গুণানাং সত্ত্বাদীনাং পরিণামং দেবাদিরূপম্ ইচ্ছতাং গুণিনাং জীবানাং মধ্যে যস্মিন্ পরিণামে কর্ম্মণাং পুণ্যপাপানাং সমাবায়ঃ সমুদায়ঃ। কেন কর্ম্মসমুদায়েন কথং কৃতেন কোঽধিকারী দেবাদিভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ১৪

অন্বয়ঃ ঃ—ভূঃপাতালককুব্ব্যোমগ্রহনক্ষত্রভূভৃতাং (পৃথিবীরসাতলদিগাকাশগ্রহনক্ষত্রপর্ব্বতানাং) সরিৎসমুদ্রদ্বীপানাং (চ) এতদোকসাং (পূর্ব্বোক্তস্থানবাসিনাং প্রাণিনাঞ্চ) সম্ভবঃ (উৎপত্তিঃ) [কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ১৫

মূলানুবাদ ঃ—পৃথিবী, পাতাল, দিক্, আকাশ, গ্রহ, নক্ষত্র, পর্ব্বত, সরিৎ, সমুদ্র ও দ্বীপসমূহ এবং সেই সেই স্থানবাসী জীবগণের উৎপত্তি বিবরণ বর্ণন করুন ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—ভূরাদীনাং সম্ভবঃ। এতানি ওকাংসি যেষাং প্রাণিনাং তেষাঞ্চ সম্ভবঃ। যথেতি সর্ব্বত্রানুষঙ্গঃ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ ঃ—বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ অণ্ডকোষস্য প্রমাণং (ব্রহ্মাণ্ডস্য অন্তঃপরিমাণং বহিঃপরিমাণঞ্চ) মহতাং (ব্রহ্মাণ্ডবাসিভক্তানাং) অনুচরিতং (আচরণং) বর্ণাশ্রমবিনিশ্চয়ঃ (বর্ণাশ্রমধর্ম্মনির্ণয়শ্চ) [কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ১৬

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর ও বাহ্য পরিমাণ, ব্রহ্মাণ্ডবাসী ভক্তগণের চরিত এবং বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্মের স্বরূপ বর্ণনা করুন ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা ঃ—বর্ণানামাশ্রমাণাঞ্চ বিনিশ্চয়ঃ তত্তৎস্বভাবৈর্নির্দ্ধারণম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—যুগানি (সত্যত্রেতাদীনি) যুগমানং (যুগানাং স্থিতিকালঃ) যুগে যুগে যশ্চ ধর্ম্মঃ (যুগধর্ম্মনিরূপণং) হরেঃ (শ্রীভগবতঃ) যৎ আশ্চর্য্যতমং (অলোকসামান্যং) অবতারানুচরিতং (অবতারলীলাশ্চ) [কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ১৭

মূলানুবাদ ঃ—সত্য ত্রেতাদি যুগ, যুগের পরিমাণ, যুগধর্ম্ম এবং যুগাবতারের পরমাশ্চর্য্য নানা কথা বর্ণন করুন ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—যুগে যুগে প্রতিযুগং যোঃ ধর্ম্মঃ। যচ্চ হরেরবতারানুচরিতম্ ॥ ১৭

নৃণাং সাধারণো ধর্ম্মঃ সবিশেষশ্চ যাদৃশঃ ।
শ্রেণীনাং রাজর্ষীণাঞ্চ ধর্ম্মঃ কৃচ্ছ্রেষু জীবতাম্ ॥ ১৮ ॥
তত্ত্বানাং পরিসংখ্যানং লক্ষণং হেতুলক্ষণম্ ।
পুরুষারাধনবিধির্যোগস্যাধ্যাত্মিকস্য চ ॥ ১৯ ॥
যোগেশ্বরৈশ্বর্য্যগতির্লিঙ্গভঙ্গস্তু যোগিনাম্ ।
বেদোপবেদধর্ম্মাণামিতিহাসপুরাণয়োঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ ।—নৃণাং (জীবমাত্রাণাং) সাধারণঃ (সর্ব্ববর্ণাশ্রমাবিরোধী) ধর্ম্মঃ (শ্রীভগবদ্ভক্তিলক্ষণঃ) যাদৃশশ্চ (যৎপ্রকারশ্চ) সবিশেষঃ (বর্ণাশ্রমনিবন্ধনঃ ধর্ম্মঃ) শ্রেণীনাং (তত্তদ্ব্যবসায়োপজীবিনাং) [ব্যবহারনিয়মলক্ষণো ধর্ম্মঃ] রাজর্ষীণাং (প্রজাপালনাধিকারিণাং) [প্রজাপালনলক্ষণো ধর্ম্মঃ] কৃচ্ছ্রেষু (আপৎসু) জীবতাং (বর্ত্তমানানাং) [সর্ব্বেষামপি ধর্ম্মঃ কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ ।—জীবমাত্রের সাধারণ ধর্ম্ম কি ? বর্ণ ও আশ্রমানুসারে বিশেষ ধর্ম্ম কি ? সর্ব্ববর্ণ ও আশ্রমের ব্যবহারোপযোগী ধর্ম্ম কি ? রাজর্ষিগণের প্রজাপালনোপযোগী ধর্ম্ম কিরূপ ? আপৎকালে সর্ব্ববর্ণ ও আশ্রমের ধর্ম্ম কিরূপ ? ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা ।—সবিশেষঃ বর্ণাশ্রমনিবন্ধনঃ । শ্রেণীনাং তত্তদ্ব্যবসায়োপজীবিনাং ব্যবহারনিয়মলক্ষণো ধর্ম্মঃ । রাজর্ষীণাং প্রজাপালনাধিকারিণাম্ । কৃচ্ছ্রেষু আপৎসু জীবতাং সর্ব্বেষাম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ ।—তত্ত্বানাং (প্রকৃত্যাদীনাং) পরিসংখ্যানং (সংখ্যা) লক্ষণং (স্বরূপং) হেতুলক্ষণং (তত্তৎকার্য্যহেতুত্বে চ লক্ষণং তটস্থলক্ষণমিত্যর্থঃ) পুরুষারাধনবিধিঃ (ভক্তিযাজনস্য প্রকারঃ) আধ্যাত্মিকস্য (আত্মতত্ত্বজ্ঞানসাধনস্য) যোগস্য (অষ্টাঙ্গযোগাদেশ্চ) [প্রকারঃ কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ১৯

মূলানুবাদ ।—প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ কি ? আত্মতত্ত্ব পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দচরণ আরাধনের প্রণালী কিরূপ ? আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সাধন অষ্টাঙ্গযোগের বিধি কিরূপ ? ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা ।—তত্ত্বানাং প্রকৃত্যাদীনাং পরিসংখ্যানং সংখ্যা, লক্ষণং স্বরূপং, হেতুতো লক্ষণং তৎকার্য্যহেতুত্বেন চ লক্ষণমিত্যর্থঃ । পুরুষারাধনস্য বিধিঃ দেবপূজাদ্যাঃ প্রকারঃ । অষ্টাঙ্গযোগস্য চ বিধিঃ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—যোগেশ্বরৈশ্বর্য্যগতিঃ (যোগসিদ্ধানাম্ অণিমাদিনা ঐশ্বর্য্যেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেন গতিঃ) যোগিনাং (যোগসিদ্ধানাং) লিঙ্গভঙ্গঃ (লিঙ্গশরীরস্য লয়প্রকারঃ) বেদোপবেদধর্ম্মাণাং (বেদা ঋগাদয়ঃ উপবেদা আয়ুর্ব্বেদাদয়শ্চ তদুক্তধর্ম্মাণাং) ইতিহাসপুরাণয়োঃ (ইতিহাসঃ মহাভারতাদিঃ পুরাণং শ্রীমদ্ভাগবতাদি তয়োঃ তদুক্তধর্ম্মাণাঞ্চ) [প্রকারঃ কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—যোগসিদ্ধগণের অণিমাদি সিদ্ধি এবং তাহাদের গতি কিরূপ ? তাঁহাদের

সংপ্লবঃ সর্ব্বভূতানাং বিক্রমঃ প্রতিসংক্রমঃ।
ইষ্টাপূর্ত্তস্য কাম্যানাং ত্রিবর্গস্য চ যো বিধিঃ ॥ ২১ ॥
যো বানুশায়িনাং সর্গঃ পাষণ্ডস্য চ সম্ভবঃ।
আত্মানো বন্ধমোক্ষৌ চ ব্যবস্থানং স্বরূপতঃ ॥ ২২ ॥
যথাত্মতন্ত্রো ভগবান্ বিক্রীড়ত্যাত্মমায়য়া।
বিসৃজ্য বা যথা মায়ামুদাস্তে সাক্ষিবদ্বিভুঃ ॥ ২৩ ॥

লিঙ্গদেহ নাশ কিরূপে হয়? ঋক্ প্রভৃতি বেদ, আয়ুর্ব্বেদাদি উপবেদ এবং ইতিহাস-পুরাণাদি-কথিত ধর্ম্ম কিরূপ? ॥ ২০ ॥

শ্রীধরটীকা।—যোগেশ্বরাণাম্ ঐশ্বর্য্যেণ অণিমাদিনা অর্চ্চিরাদিগতিঃ। লিঙ্গশরীরস্য ভঙ্গো লয়ঃ, বেদা ঋগ্বেদাদয়ঃ, উপবেদা আয়ুর্ব্বেদাদয়ঃ, ধর্ম্মাঃ ধর্ম্মশাস্ত্রাণি তেষাম্, ইতিহাসপুরাণয়োশ্চ গতিঃ স্বরূপম্ ॥ ২০ ॥

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবানাং) সংপ্লবঃ (সৃষ্টিঃ) বিক্রমঃ (স্থিতিঃ) প্রতিসংক্রমঃ (লয়ঃ) [তত্তৎপ্রকারঃ কথ্যতামিত্যর্থঃ,] ইষ্টাপূর্ত্তস্য (ইষ্টং বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং স্মার্ত্তং কর্ম্ম, তস্য) কাম্যানাং (পুত্রেষ্ট্যাদীনাং কর্ম্মণাং) ত্রিবর্গস্য (ধর্ম্মার্থকামানাঞ্চ) যো বিধিঃ [তৎকথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ২১ ॥

মূলানুবাদ।—সর্ব্বজীবের সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয় কিরূপে হয়? ইষ্টাপূর্ত্তাদি বেদ ও স্মৃতি-কথিত কর্ম্ম, পুত্রেষ্টি প্রভৃতি কাম্য কর্ম্ম এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ সাধনের বিধি কিরূপ? ॥২১

শ্রীধরটীকা।—সংপ্লবঃ অবান্তরপ্রলয়ঃ। যদ্বা সম্যক্ প্লবনমুদ্ভবঃ। বিক্রমঃ স্থিতিঃ। প্রতিসংক্রমো মহাপ্রলয়ঃ। ইষ্টং বৈদিকং কর্ম্ম, পূর্ত্তং স্মার্ত্তম্। বাপীকূপতড়াগাদি দেবতায়তনানি চ। অন্নপ্রদানমারামঃ পূর্ত্তমিত্যভিধীয়ত ইতি॥ তত্র চ কাম্যানাম্ অগ্নিহোত্রাদীনাং বিধিঃ। ত্রিবর্গস্য ধর্ম্মার্থকামানাং বিধিঃ অবিরোধপ্রকারঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।—অনুশায়িনাং (মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীনোপাধীনাং জীবানাং) যঃ বা সর্গঃ (সৃষ্টি-প্রকারঃ) পাষণ্ডস্য (বেদমার্গে শ্রদ্ধাহীনস্য জীবস্য চ) সম্ভবঃ (উৎপত্তিপ্রকারঃ,) আত্মনঃ (জীবাত্মনঃ) বন্ধমোক্ষৌ চ (সংসারাসক্তিস্ততো মুক্তিশ্চ) স্বরূপতঃ ব্যবস্থানং (জীবানাং বন্ধমোক্ষাতিরিক্তপ্রকৃত-স্বরূপঞ্চ) [কথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ২২ ॥

মূলানুবাদ।—মহাপ্রলয়ে ঈশ্বরে লীন জীবের পুনঃ সৃষ্টি কিরূপে হয়? পাষণ্ডগণের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়? জীবাত্মার বন্ধন, মুক্তি এবং স্বরূপে অবস্থান কিরূপ? ॥ ২২ ॥

অন্বয়ঃ।—আত্মতন্ত্রঃ (সর্ব্বাপেক্ষারহিতঃ স্বতন্ত্রঃ) ভগবান্ যথা আত্মমায়য়া (স্বেচ্ছয়া) বিক্রীড়তি (বিবিধলীলাং করোতি) যথা বা বিভুঃ (শ্রীভগবান্) মায়াং বিসৃজ্য (মায়াসম্বন্ধং ত্যক্ত্বা) সাক্ষিবৎ (দর্শকবৎ) উদাস্তে (প্রলয়ে উদাসীনো বর্ত্ততে) [তৎকথ্যতামিতি শেষঃ] ॥ ২৩ ॥

সর্ব্বমেতচ্চ ভগবন্ পৃচ্ছতে মেঽনুপূর্ব্বশঃ।
তত্ত্বতোঽর্হস্যুদাহর্ত্তুং প্রপন্নায় মহামুনে ॥ ২৪ ॥
অত্র প্রমাণং হি ভবান্ পরমেষ্ঠী যথাত্মভূঃ।
অপরে চানুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতম্ ॥ ২৫ ॥
ন মেঽসবঃ পরায়ন্তি ব্রহ্মন্ননশনাদিভিঃ।
পিবতোঽচ্যুতপীযূষং ত্বদ্বাক্যাব্ধিবিনিঃসৃতম্ ॥ ২৬ ॥

মূলানুবাদ।—পরমস্বতন্ত্র শ্রীভগবান্ আত্মমায়ায় কিরূপ লীলা করেন এবং প্রলয়কালে মায়া-সম্বন্ধ ছাড়িয়া কিরূপে উদাসীন ভাবে অবস্থান করেন, তাহা আমার নিকট বর্ণন করুন ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—অনুশায়িনাং লীনোপাধিনাং জীবানাম্। আত্মনো জীবস্য ব্যবস্থানং বন্ধ-মোক্ষাতিরিক্তস্বরূপেণাবস্থানম্। উদাস্তে প্রলয়ে ॥ ২২।২৩

অন্বয়ঃ।—(হে) ভগবন্! (মহামুনে!) সর্ব্বমেতচ্চ (ময়া পৃষ্টং সর্ব্বম্ অপৃষ্টমন্যচ্চ যৎ অবশ্য-শ্রোতব্যং তৎ) পৃচ্ছতে (জিজ্ঞাসমানায়) প্রপন্নায় (ত্বচ্চরণাশ্রিতায়) মে (মহ্যং) অনুপূর্ব্বশঃ (যথাক্রমং) তত্ত্বতঃ (যাথার্থ্যেন) উদাহর্ত্তুং (বর্ণিতুং) অর্হসি (যোগ্যো ভবসি) ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—হে মহামুনে! আমি প্রশ্ন করিতে জানি বা না জানি, আমাকে চরণাশ্রিত জানিয়া আমার জিজ্ঞাসিত ও অজিজ্ঞাসিত সমস্ত বিষয়ের যথাযথ উত্তর দিয়া কৃতার্থ করুন ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—চশব্দাদপৃষ্টমপি ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অত্র (পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নবিষয়ে) আত্মভূঃ (শ্রীনারায়ণনাভিকমলজাতঃ তৎকৃপয়ৈব লব্ধজ্ঞানঃ) যথা পরমেষ্ঠী (ব্রহ্মা) ভবান্ (ততো নারদঃ ততো ব্যাসঃ ততশ্চ ভবান্ ইত্যাদি সম্প্রদায়-ক্রমেণ ভবানপি) হি (নিশ্চিতমেব) প্রমাণং (সম্যগ্ জ্ঞাতা) অপরে চ (সম্প্রদায়িনঃ) পূর্ব্বেষাং পূর্ব্বজৈঃ কৃতং (গুরুপরম্পরাকৃতমেব মতং) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুসরন্তি) ॥ ২৫

মূলানুবাদ। শ্রীনারায়ণের কৃপায় ব্রহ্মা, নারদ, ব্যাস ও আপনি এবং যাঁহারা গুরুপরম্পরা-ক্রমে আপনাদের মতানুসরণ করেন, তাঁহারাই এই সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বদর্শী ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—প্রমাণং সম্যক্ জ্ঞাতা যতস্তব ব্রহ্মনারদব্যাসক্রমেণ সম্প্রদায়োঽস্তীতি সামান্য-ন্যায়েনাহ—অপরে চেতি। যদ্বা মদন্যে প্রায়শো গতানুগতিকা এব, ন তত্ত্ববিদ ইত্যাহ অপরে চেতি ॥২৫

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মন্ (হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ শুকদেব!) ত্বদ্বাক্যাব্ধিবিনিঃসৃতং (তব বচনসিন্ধু-মন্থনোদ্ভূতং) অচ্যুতপীযূষং (হরিকথামৃতং) পিবতঃ (কর্ণপুটেনাস্বাদয়তঃ) মে (মম) অসবঃ (প্রাণাঃ) অনশনাদিভিঃ (অন্নজলাদিপরিত্যাগরূপক্লেশৈশ্চ) ন পরায়ন্তি (ন ব্যথিতা ভবন্তি) ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ-শিরোমণে! আপনার বচনসিন্ধুমন্থনোদ্ভূত হরিকথামৃত পান করিতেছি বলিয়া অন্নজলাদি ত্যাগ করিয়াও আমার কোনরূপ ক্লেশানুভব হইতেছে না ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—নন্থ তবানশনদ্বিজকোপাভ্যাং ব্যাকুলচিত্তস্য কুতঃ শ্রবণং তত্রাহ—নেতি। ন পরাযন্তি নাপগচ্ছন্তি ন ব্যাকুলা ভবন্তীত্যর্থঃ। অচ্যুতকীর্ত্তিপীযূষং পিবতঃ॥ ২৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে ব্রহ্ম নারদ সংবাদের অবতারণা করিয়া পূর্ব্বাধ্যায়ে নানা তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দে ভক্তি লাভ করিলে যে আর জীবের মায়াধিকারে যাইতে হয় না ইহাও সংক্ষেপে জানাইয়াছেন। এই সমস্ত কথা শুনিয়া মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীগোবিন্দকথা শুনিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া শ্রবণের মাহাত্ম্য বর্ণনপূর্ব্বক আবার কয়েকটি প্রশ্ন করিতেছেন। হৃদয়ে কোনও সন্দেহ বদ্ধমূল থাকিলে শুদ্ধ ভক্তিপথে শ্রদ্ধা আসিতে চায় না। যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, তাহারা শ্রীকৃষ্ণকথা শ্রবণমাত্রই তাহাতে শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারে এবং ক্রমে ক্রমে সৎসঙ্গ ভজনক্রিয়া প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানে প্রেমলাভের অধিকারী হয়। কিন্তু বহির্মুখতার আবেশে নানা কুতর্কজনিত সন্দেহে কৃষ্ণকথা শুনিলেও শ্রদ্ধা হয় না। এই সমস্ত কুতর্ক ও সন্দেহের মূলোৎপাটন করিবার জন্যই মহারাজ পরীক্ষিৎ এবার নানা প্রশ্নের অবতারণা করিতেছেন। পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেবের ভক্তিভাবিত যুক্তিপূর্ণ সদুত্তরে আর সন্দেহ-লেশমাত্র হৃদয়ে স্থান পাইবে না, ইহাই মহারাজ পরীক্ষিতের অভিসন্ধি।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সর্ব্ববেদার্থতত্ত্বজ্ঞ। জীব, শুদ্ধ চৈতন্যময় বস্তু, পঞ্চভূতরচিত দেহের সঙ্গে তাহার সম্বন্ধ থাকা সম্ভবপর নহে, কিন্তু দেখা যায়—প্রতিজীবই দেহ-সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া দেহকেই "আমি" বলিয়া বুঝে ও তদনুরূপ ব্যবহার করে। তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, শুদ্ধচৈতন্যময় জীবের এই দেহসম্বন্ধের কি কোনও কারণ আছে? না, বিনা কারণে হঠাৎ দেহসম্বন্ধ হইয়া যায়? মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের গূঢ় অভিসন্ধি এই যে, যদি জীবের দেহ-সম্বন্ধ হওয়ার কোনও কারণ না থাকে, তাহা যদি আকস্মিক হয়, তাহা হইলে তাহা নিবারণের চেষ্টা করা নিষ্প্রয়োজন এবং নিষ্ফল। যদি দেহসম্বন্ধের কারণ থাকে তাহা হইলে তাহা কি এবং তাহার কর্ত্তা কে? জীব স্বয়ংই যদি কর্ত্তা হয় তাহা হইলে সামঞ্জস্য হয় না, কারণ কেহই নিজের দুঃখ-ভোগের জন্য দেহসম্বন্ধ করিতে সম্মত হইতে পারে না। যদি শ্রীভগবান্ কর্ত্তা হন তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, তিনি পরম করুণাময় হইয়া জীবকে এত দুঃখ দেন কেন? যদি কর্ম্মবশতঃ জীবের দেহসম্বন্ধ হয় তাহা হইলে সেই কর্ম্মেরই বা কর্ত্তা কে?

মহারাজ পরীক্ষিৎ, জীবের দেহযোগ সম্বন্ধে এইরূপ প্রশ্ন করিয়া শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিতেছেন যে, হে ব্রহ্মন্। শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার যে উৎপত্তি, তাহাও আপনার মুখেই শুনিয়াছি। কিন্তু ব্রহ্মারও সৃষ্টিকর্ত্তা শ্রীভগবানের যথাযোগ্য হস্তপদাদি-সমন্বিত দেহসম্বন্ধ কেমন করিয়া হয়, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। "অপাণিপাদো জবনো গৃহীতা" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য আলোচনায় মনে হয়, তাঁহার আমাদের মত হস্তপদাদি নাই। কিন্তু আপনি তাঁহাকে হস্তপদাদিবিশিষ্টরূপেই বর্ণনা করিয়াছেন, ইহার কারণ কি? ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারই কৃপায় পঞ্চভূত সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতেই স্পষ্টই বুঝা যায় যে,

শ্রীসূত উবাচ ।

স উপামন্ত্রিতো রাজ্ঞা কথায়ামিতি সৎপতেঃ ।
ব্রহ্মরাতো ভৃশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥ ২৭ ॥
প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতম্ ।
ব্রহ্মণে ভগবৎপ্রোক্তং ব্রহ্মকল্প উপাগতে ॥ ২৮ ॥

শ্রীভগবানের কৃপাশক্তিতে পদ্মনাভসৃষ্ট পঞ্চভূত কখনই শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির উপাদান নহে। মায়া-শক্তির নিয়ন্তা এবং সর্ব্বগুহাশয় হইয়াও শ্রীভগবান্ মায়াসম্বন্ধশূন্য হইয়া কোথায় কি ভাবে অবস্থান করেন তাহাও জানিতে বাসনা হয়। শ্রীভগবানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে পৃথিবী পাতালাদি লোকসৃষ্টি, আবার পৃথিবী-পাতালাদি লোকই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, আপনার কথিত এই পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সামঞ্জস্য কি?

মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্ন কয়েকটি আলোচনা করিলে মনে হয়, তিনি শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি, ধাম এবং লীলাদি যে অপ্রাকৃত—এই পরমতত্ত্ব সংস্থাপনের জন্যই প্রশ্ন করিয়াছেন।

ইহার পর মহারাজ পরীক্ষিৎ ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান এই ত্রিকাল, কালের গতি ও কর্ম্মফল সম্বন্ধেও প্রশ্ন করিয়াছেন। এই প্রশ্নের উত্তরে কর্ম্মফল মাত্রেই কালগ্রস্ত অর্থাৎ চিরস্থায়ী নহে ইহা প্রতিপন্ন হইলে কর্ম্মফলে অনাস্থা এবং ভক্তিপথে নিষ্ঠা লাভ হইবে।

তদনন্তর পৃথিবী, পাতাল, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি শ্রীভগবানের মায়াবিভূতি এবং সত্য ত্রেতাদি যুগ, যুগধর্ম্ম এবং শ্রীভগবানের অবতারলীলা সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছেন, ইহার উত্তরে শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্য সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিবে। তদনন্তর সর্ব্বজীবের সাধারণ ও বিশেষ ধর্ম্ম এবং প্রকৃতি প্রভৃতি চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব, শ্রীভগবানের আরাধনা বিধি, যোগিগণের সিদ্ধিদশায় দেহসম্বন্ধনাশ, বেদ উপবেদ পুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রকথিত ধর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন। এই সকল প্রশ্নের মীমাংসায় নানা তত্ত্বজ্ঞান হইবে ও তাহা ভক্তি সাধনের পরম অনুকূল। বিরোধিজিজ্ঞাসা থাকিলে কেহই কোন মতে আস্থা স্থাপন করিতে পারে না, এইজন্য মহারাজ পরীক্ষিৎ নানা প্রশ্ন করিয়া বিরোধিজিজ্ঞাসা-খণ্ডনের প্রয়াস পাইয়াছেন।

মহারাজ পরীক্ষিৎ পরিশেষে শ্রীশুকদেবকে বলিলেন, হে গুরো! আমার বহির্মুখ বুদ্ধিতে আর কত প্রশ্নই করিব। আপনি আমার যাহাতে হিত হয় তাহা উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করুন। শ্রীভগবান্ই সকল জ্ঞানের আধার, তিনি গুরুপরম্পরা ক্রমে যাহা জগতে দান করিয়াছেন, গুরুচরণাশ্রয়ে জগৎ তাহার অধিকারী হয়, ইহা ভিন্ন আর গতি নাই।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ ।
তস্য তে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ ৬—২৬

অন্বয়ঃ।—(শ্রীসূত উবাচ।) সংসদি (মহর্ষিদেবর্ষিপ্রভৃতীনাং সভায়াং) রাজ্ঞা (রাজর্ষিণা) বিষ্ণুরাতেন (পরীক্ষিতা) ইতি (পূর্ব্বোক্তপ্রশ্নাদিনা) সৎপতেঃ (শ্রীভগবতঃ) কথায়াং (লীলাকথাবর্ণনে)

যদ্‌যৎ পরীক্ষিদৃষভঃ পাণ্ডূনামনুপৃচ্ছতি।
আনুপূর্ব্ব্যেণ তৎ সর্ব্বমাখ্যাতুমুপচক্রমে ॥ ২৯ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে পরীক্ষিৎপ্রশ্নো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

উপামন্ত্রিতঃ (সাদরমাভাষিতঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) ব্রহ্মরাতঃ (শ্রীশুকদেবঃ) ভৃশং (অত্যর্থং) প্রীতঃ (আনন্দিতঃ সন্) ব্রহ্মকল্প উপাগতে (সর্ব্বাদিমেব কল্পে) ব্রহ্মণে (স্বনাভিকমলজাতায় পরমেষ্ঠিনে) ভগবৎপ্রোক্তং (নারায়ণেন কথিতং) ব্রহ্মসম্মিতং (সর্ব্ববেদতুল্যং) ভাগবতং নাম (শ্রীমদ্ভাগবতাভিধং) পুরাণং প্রাহ (কথয়ামাস) ॥ ২৭—২৮

মূলানুবাদ ।—শ্রীসূত বলিলেন,—গঙ্গাতীরে দেবর্ষি মহর্ষিগণের সভামধ্যে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের লীলাকথা বর্ণন করিবার জন্য শ্রীশুকদেবকে অনুরোধ করিলে তিনি পরমানন্দ সহকারে ব্রহ্মকল্পে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যাহা বলিয়াছিলেন, সেই সর্ব্ববেদোপম শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৭—২৮

শ্রীধরটীকা ।—উপামন্ত্রিতঃ পৃষ্টঃ। সংশ্চাসৌ পতিশ্চেতি তস্য ॥ ২৭ ব্রহ্মকল্পে স্বষ্ট্যুপক্রমে। ভাগবতাখ্যানেনৈব প্রশ্নানামুত্তরং দাতুমুপক্রান্তবান্ ইত্যর্থঃ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ ।—পাণ্ডূনাং (পাণ্ডবানাং) ঋষভঃ (কুলোজ্জ্বলকারী) পরীক্ষিৎ যৎ যৎ অনুপৃচ্ছতি তৎ সর্ব্বং আনুপূর্ব্ব্যেণ (যথাক্রমং) আখ্যাতুং (প্রবক্তুং) উপচক্রমে (আরব্ধবান্, শ্রীশুকদেব ইতি শেষঃ) ॥ ২৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

মূলানুবাদ ।—পাণ্ডুকুলতিলক মহারাজ পরীক্ষিৎ যাহা যাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, শ্রীশুকদেব ক্রমশঃ তদ্বিষয়ে উত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবত-মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

শ্রীধরটীকা ।—পাণ্ডূনামৃষভঃ শ্রেষ্ঠঃ। আনুপূর্ব্ব্যেণেতি প্রস্তাবক্রমোঽত্র বিবক্ষিতঃ ন তু প্রশ্নক্রমঃ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট যে নানা প্রশ্ন করিয়াছেন তাঁহার একটি প্রশ্নও শ্রীভগবৎসম্বন্ধশূন্য নহে। সেইজন্য পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেব পরমানন্দিত হইয়া, শ্রীভগবানের সর্ব্বলীলারস-সার-সংগ্রহরূপ শ্রীমদ্ভাগবত বলিতে আরম্ভ করিলেন। সৃষ্টির

প্রথমে এই শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবান্ তাঁহার নাভিকমলসমুদ্ভব ব্রহ্মার নিকট বলিয়াছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া যাহা যাহা প্রশ্ন করেন, শ্রীশুকদেব যথাক্রমে তাহার উত্তর দেন।

শ্রীনারায়ণ ব্রহ্মাকে সংক্ষেপে যে শ্রীমদ্ভাগবতকথা উপদেশ দিয়েছিলেন, তাহাই আজ গঙ্গাতীরে রাজর্ষি মহর্ষিগণ সমক্ষে পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে পরমহংসচূড়ামণি শ্রীশুকদেবের মুখ হইতে পরম মধুর ভাবে নির্গত হইতে আরম্ভ করিল। এই শুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদলব্ধ শ্রীমদ্ভাগবতই জীবের একমাত্র সম্বল। শ্রীনারায়ণকথিত মূলতত্ত্ব জীববুদ্ধির অগোচর, কেবল শুকমুখেই তাহার প্রকৃত, প্রকাশ। এইজন্যই পদ্মপুরাণে বর্ণিত আছে—

অম্বরীষশুকপ্রোক্তং নিত্যং ভাগবতং শৃণু।
পঠস্ব স্বমুখেনাপি যদিচ্ছসি ভবক্ষয়ম্॥ ২৭—২৯

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণীসমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধস্য অষ্টমোঽধ্যায়ঃ॥ ৮

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—ঃ) * (ঃ—

নবমোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীশুক উবাচ।

আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১ ॥
বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।
রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥

অন্বয়ঃ।—(শ্রীশুক উবাচ।) রাজন্। (হে পরীক্ষিৎ।) পরস্য (দেহাদ্যতীতস্য) অনুভবাত্মনঃ (সচ্চিদানন্দরূপস্য জীবস্য) আত্মমায়াং (শ্রীভগবতো বহিরঙ্গমায়াসম্বন্ধং) ঋতে (বিনা) স্বপ্নদ্রষ্টুঃ ইব (স্বপ্নদর্শনরতপুরুষস্য স্বাপ্নবস্তুসম্বন্ধবৎ) অর্থসম্বন্ধঃ (দেহগেহাদৌ অহংমমতাভাবঃ) অঞ্জসা (তত্ত্বতঃ) ন ঘটেত (ন সম্ভবেৎ) ॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ। নিদ্রা ব্যতীত যেমন স্বপ্নদর্শন সম্ভবপর হয় না, সেইরূপ মায়াতীত চিন্ময় জীবেরও শ্রীভগবানের বহিরঙ্গমায়ার সম্বন্ধ ব্যতীত দেহ-গেহাদির "আমি" "আমার" অভিমান সম্ভবপর হয় না॥ ১

শ্রীপ্রদীপটীকা।—রাজপ্রশ্নোত্তরং বক্ষ্যন্ ব্রহ্মণে হরিণোদিতম্।
কথয়ামাস নবমে শুকো ভাগবতং পুনঃ॥

তত্র যৎ তাবদুক্তং যদধাতুমত ইত্যনেন জীবস্য কথং দেহসম্বন্ধ ইতি, তত্রোত্তরমাহ। আত্মনো হরের্মায়ামন্তরেণ অনুভবরূপস্যাত্মনঃ অর্থেন দৃশ্যেন দেহাদিনা সম্বন্ধঃ অঞ্জসা তত্ত্বতো ন ঘটেত। তত্র হেতুঃ পরস্যেতি। স্বপ্নদ্রষ্টুর্যথা স্বপ্নদেহাদিনা সম্বন্ধো ন ঘটতে তদ্বৎ॥ ১

অন্বয়ঃ।—বহুরূপয়া (বহুবৃত্তিকয়া) মায়য়া (শ্রীভগবতো মায়াশক্ত্যা) অস্যাঃ (মায়ায়াঃ) গুণেষু (দেহাদিষু) রমমাণঃ (অহং মমেত্যভিমানযুক্তঃ জীবঃ) বহুরূপ ইব (বাল্যযুবাদিরূপঃ দেব-মনুষ্যাদিরূপশ্চ) আভাতি (প্রতীয়তে) মমাহমিতি (তত্তদ্দেহাদিষু অহং মম ইতি) মন্যতে (তত্তদ্ভাবং স্বীকরোতি) ॥ ২

মূলানুবাদ।—বহু বৈচিত্র্যসম্পন্ন মায়ারচিত দেহাদিতে আসক্ত জীব—বালক, যুবক, দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি বহুরূপে প্রকাশিত হয় এবং দেহ-গেহাদিতে "আমি" "আমার" অভিমানযুক্ত হয়॥ ২

যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ ।
রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩ ॥
আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম্ ।
ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥

শ্রীধরটীকা।—সংসারোঽপি মায়য়ৈবেত্যাহ। বহুরূপঃ বালযুবাদিরূপঃ দেবনরাদিরূপশ্চ আভাতি। গুণেষু দেহাদিষু ॥ ২

অন্বয়ঃ।—যর্হি বাব (যদৈব) গতসম্মোহঃ (মায়াবিকারমুক্তো জীবঃ) কালমায়য়োঃ পরস্মিন্ (কালকৃতবিকাররহিতে মায়াকৃতমহদাদিতত্ত্বরহিতে চ) স্বে মহিম্নি (স্বস্য মহিমহেতৌ শ্রীভগবতি) রমেত (পার্ষদদেহং লব্ধা তং সেবেত) তদা উভয়ং (কালং মায়াঞ্চ কালকৃতবিকারং মায়াকৃতং লিঙ্গঞ্চ) ত্যক্ত্বা উদাস্তে (তত্র অনাসক্তো ভবতি) ॥ ৩

মূলানুবাদ।—যখন জীব মায়াবিকারবিমুক্ত হইয়া, কাল ও মায়াকৃত বিকারের অতীত, নিজের মহিমহেতু শ্রীভগবানের চরণসেবনে রত হয়, তখন সে মায়িক জগতের সম্বন্ধ ছাড়িয়া উদাসীন-ভাবে অবস্থান করে ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—অতএব ভক্তিযোগেন তন্নিবাসে সতি মোক্ষোঽপি ঘটত ইত্যাহ যর্হীতি। বাবশব্দ এবার্থে। স্ব এব মহিম্নি যদা রমেত। তদেবাহ। কালমায়য়োঃ পুরুষপ্রকৃত্যোঃ পরস্মিন্। তদা উভয়ম্ অহং মমেতি চ ত্যক্ত্বা উদাস্তে পরিপূর্ণস্বরূপেণাবতিষ্ঠতে। তদুক্তম্,—"যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্। পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে ॥ অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তি-যোগমধোক্ষজে। লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতা"মিতি ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—অব্যলীকব্রতাদৃতঃ (নিষ্কপটভক্তিযোগেন ব্রহ্মণো সেবিতঃ) ভগবান্ (শ্রীনারায়ণঃ) ব্রহ্মণে (স্বনাভিকমলজাতায় পরমেষ্ঠিনে) ঋতং (সত্যং, চিদ্ঘনং) রূপং (স্ববৈকুণ্ঠধাম, চতুর্ভুজরূপঞ্চ) দর্শয়ন্ (প্রকটয়ন্) আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং (জীবস্য তত্ত্বজ্ঞানার্থং) যৎ আহ (কৃপয়া কথয়ামাস) ॥ ৪

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মার অকপট ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া শ্রীনারায়ণ তাঁহাকে সচ্চিদানন্দময় নিজধাম ও শ্রীবিগ্রহ দর্শন করাইয়াছিলেন এবং জীবের তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপায় বলিয়াছিলেন ॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—যচ্চোক্তং পরমেশ্বরস্যাপি দেহসম্বন্ধাবিশেষাৎ কথং ভক্ত্যা মোক্ষঃ স্যাদিতি আসীদ্যদুদরাৎ পদ্মমিত্যাদিনা তত্রাহ। আত্মনো জীবস্য তত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং তদ্ভবেদেব। কিং তৎ? যৎ তপ আদিনা স্বভজনং ভগবান্ ব্রহ্মণে আহ। কিং কুর্ব্বন্? ঋতং সত্যং চিদ্ঘনং রূপং দর্শয়ন্। দর্শনে হেতুঃ—অব্যলীকেন ব্রতেন তপসা আদৃতঃ সেবিতঃ সন্। অয়ং ভাবঃ—জীবস্যাবিদ্যয়া মিথ্যারূপদেহসম্বন্ধঃ, ঈশ্বরস্য তু যোগমায়য়া, চিদ্ঘনলীলাবিগ্রহাবির্ভাব ইতি মহান্ বিশেষঃ। অতস্তদ্ভজনান্মোক্ষোপপত্তিরিতি ॥ ৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পূর্ব্বাধ্যায়ে মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়া-ছিলেন যে—"জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময়, তথাপি তাহার দেহাদির সঙ্গে সম্বন্ধ হয় কেন?"

তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ। জীব স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দময় এ কথা সত্য, কিন্তু অনাদিকাল হইতেই এই জীব কৃষ্ণবহির্মুখ, সেইজন্য কৃষ্ণেরই বহিরঙ্গশক্তি মায়া, দেহ-গেহাদির সহিত সম্বন্ধ ঘটাইয়া জীবের বহির্মুখতার দণ্ড প্রদান করিতেছেন। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। সেকারণে মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ"। এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাক্যে এবং "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতীয় পদ্যে এই সিদ্ধান্তই সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়।

জীব, সচ্চিদানন্দময় বস্তু হইলেও অণু এবং শ্রীভগবানের সহিত তাহার বিশেষ পার্থক্য আছে। শ্রীভগবান্ নিয়ন্তা এবং জীব নিয়ম্য। মায়া শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তি, ইনি অঘটনঘটনপটীয়সী। যে জীব কৃষ্ণ-সম্বন্ধহীন, মায়া তাহাকেই নিজের অধীনে রাখেন এবং নিজ নির্ম্মিত দেহ-গেহাদির সঙ্গে "আমি" "আমার" সম্বন্ধ জন্মাইয়া দিয়া নানাবিধ দুঃখ ভোগ করান। এই দুঃখভোগই শ্রীকৃষ্ণবহির্মুখের দণ্ড। কাহারও নিকট অপরাধী হইলে যেমন রাজপুরুষগণ নানারূপে অপরাধীর দণ্ডবিধান করে, সেইরূপ কৃষ্ণবহির্মুখ মহাপরাধী জীবেরও শ্রীকৃষ্ণ-মায়া নানারূপ দণ্ডবিধান করেন। মহারাজ পরীক্ষিৎ যে শ্রীশুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"জীবের দেহাদি সম্বন্ধের কোনও কারণ আছে কিনা" শ্রীশুকদেবের এই সিদ্ধান্তেই তাহার উত্তর হইয়া গেল যে,—অনাদিবহির্মুখতাই দেহসম্বন্ধের হেতু। শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভজনে এই বহির্মুখতা দূর হইয়া গেলে জীব নিজ স্বরূপে অবস্থিত হয়। নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন স্বপ্নাবেশে স্বপ্নরচিত দেহকেই আমি বলিয়া বুঝিয়া নিজের দেহের কথা ভুলিয়া যায়, আবার নিদ্রাভঙ্গ হইলেই স্বপ্নরচিত দেহের সঙ্গে সম্বন্ধ ছাড়িয়া দিয়া নিজ দেহের সহিত সম্বন্ধ লাভ করে, সেইরূপ বহির্মুখ ব্যক্তিও মায়ারচিত দেহকেই "আমি" বলিয়া বুঝিয়া নিজের স্বরূপ ভুলিয়া যায়, আবার বহির্মুখতা দূর হইলেই মায়ারচিত দেহাদির সঙ্গে সম্বন্ধ লোপ হইয়া গিয়া নিজের স্বরূপে সম্বন্ধলাভ করে। শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দের ভজন ব্যতীত এই বহির্মুখতানিবৃত্তির দ্বিতীয় উপায় নাই। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" এই শ্রুতিবাক্য ইহাই ঘোষণা করিতেছেন। যখন জীবের "কৃষ্ণ আমার প্রভু" এই জ্ঞান হইবে, তখনই মৃত্যুরূপ সংসার নিবৃত্তি হইবে, ইহা ছাড়া আর দ্বিতীয় উপায় নাই। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" এই গীতাবাক্যে এবং "প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ।" এই শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যে এই সিদ্ধান্তই ঘোষিত হইয়াছে। শ্রীশুকদেব "যর্হি বাব মহিম্নি স্বে" প্রভৃতি শ্লোকে মায়াবন্ধনমুক্ত জীবের অবস্থা সমালোচনা করিয়াছেন। "স্বে মহিম্নি" এই কথার শ্রীধরস্বামিপাদ বিশেষ কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ বলেন, "স্বস্য মহিম্নহেতৌ"। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক এবং বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মধ্যে জীব ও ঈশ্বর লইয়া কিছু মতানৈক্য আছে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে ব্রহ্মেরই মায়াবদ্ধ অবস্থার নাম জীব। জীব ও ব্রহ্মের মায়াকৃত ভেদছাড়া কোনই তাত্ত্বিক ভেদ নাই। ঘট ভগ্ন হইলে যেমন ঘটাকাশ মহাকাশেই পরিণত হয়, সেইরূপ মায়াবন্ধন মোচনে জীবও ব্রহ্ম হইয়া যায়। এমতে জীবের ক্ষুদ্রতা মায়াকৃত, সুতরাং "স্বে মহিম্নি" শব্দ মায়াকৃত ক্ষুদ্রতার অপগম ছাড়া অন্য কিছুই নহে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে জীব ও পরমেশ্বর দুইই সচ্চিদানন্দময়, কিন্তু পরস্পর পৃথক্। জীব অণু এবং পরমেশ্বর বিভু। জীবের অণুত্ব মায়াকৃত নহে, তাহা

স্বতঃসিদ্ধ। মায়া এই অণুজীবকে পরাভূত করিয়া নিজ বশে রাখেন। মায়ামুক্ত জীব যখন বিভুচৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ লাভ করেন, তখন মায়াকৃত পরাভব থাকে না, সুতরাং পরমেশ্বর এই জীবের "মহিম-হেতু" এ কথা বলা যায়। জীব স্বরূপতঃ অণু না হইলে তাহার মায়াকৃত পরাভবই সম্ভবপর হয় না। শ্রীগোবিন্দচরণের সঙ্গে সম্বন্ধ হইলে জীবের মায়াকৃত পরাভব থাকে না বলিয়াই স্বরূপতঃ অণুজীবও তখন কার্য্যতঃ মহৎ, পরমেশ্বরের সম্বন্ধই এই মহত্ত্বের হেতু বলিয়া বৈষ্ণব দার্শনিকগণ "স্বস্ত মহিমা হেতৌ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। গীতাতেও শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ইদং জ্ঞান-মুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ"—তত্ত্বজ্ঞান লাভে জীব আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, অর্থাৎ আমার যেমন মায়াকৃত পরাভব নাই, তাহারও সেইরূপ থাকে না।

জীবের মহিম হেতু পরমেশ্বরের স্বরূপও এই শ্লোকে কিঞ্চিৎ আলোচিত হইয়াছে। "কালমায়য়োঃ পরস্মিন্" জগতের প্রতিবস্তুই কালকৃত বিকার এবং মায়াকৃত প্রপঞ্চের সহিত সম্বদ্ধ, কিন্তু পরমেশ্বর সেরূপ নহেন, তিনি কাল ও মায়ার অতীত। অণুচৈতন্য জীব অনাদিকাল হইতেই এই কাল ও মায়ার অধিকারে আসিয়া মোহপরবশ হইয়া নানারূপ দুঃখ ভোগ করে, এই অধিকার হইতে ছুটিতে পারিলে আর মোহ কিংবা দুঃখের লেশও থাকে না। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বালকের যেমন আর খেল্নার মমতা থাকে না, তাহাতে উদাসীন হইয়া যায়, সেইরূপ জীবেরও জগন্নাথের চরণপ্রাপ্তি হইলে আর মায়ার জগতে মমতা থাকে না, তখন জাগতিক বস্তুর সহিত মমতার মোহ কাটিয়া গিয়া তাহাতে ঔদাসীন্য ও উপেক্ষা আসিয়া পড়ে॥

মায়ামুক্ত জীব জাগতিক সম্বন্ধশূন্য হইয়া কি ভাবে অবস্থান করে, তাহাও এই শ্লোকস্থ "রমতে" শব্দ দ্বারা বেশ বুঝা যায়। "রম" ধাতুর অর্থ ক্রীড়া, সুতরাং জীব ভবের খেলার অবসানে যে এক নূতন খেলা পায়, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। মায়াবদ্ধ জীব মায়িক সংসারে দেহ গেহাদির অভিমান লইয়া নানা খেলা খেলে, আর মায়ামুক্ত জীব মায়ার অতীত সচ্চিদানন্দধামে গিয়া "আমি কৃষ্ণদাস" এই অভিমানে কৃষ্ণসেবার খেলা খেলে। বদ্ধ ও মুক্ত দুই জনেরই খেলা আছে, কিন্তু বদ্ধের মায়া লইয়া লেখা, আর মুক্তের কৃষ্ণ লইয়া খেলা এই পার্থক্য।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে পূর্ব্বাধ্যায়ে আর একটি প্রশ্ন করিয়াছেন যে,—জীব যেমন হস্ত-পদাদিবিশিষ্ট, শ্রীভগবান্‌ও যদি সেইরূপ হস্তপদাদিবিশিষ্ট হন, তাহা হইলে জীব ও শ্রীভগবানের পার্থক্য কি? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে তত্ত্বজ্ঞান দিয়া কৃতার্থ করি-বার জন্য তিনি নিজের সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ দেখাইয়াছিলেন এবং চতুঃশ্লোকী ভাগবত উপদেশে শ্রীবিগ্রহের তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা নিষ্কামভাবে শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ ভজন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে নিষ্কাম ভজন ব্যতীত শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তির তত্ত্ব স্ফূর্ত্তি হয় না, শ্রীমূর্ত্তির কথা শুনিলেও তাহা প্রাকৃত বলিয়া বোধ হয়। "চর্ম্মচক্ষে দেখে যৈছে সূর্য্য নির্বিশেষ। জ্ঞানমার্গে লইতে নারে কৃষ্ণের বিশেষ"॥ এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাক্যেও এই সত্যই প্রতিপাদিত হইয়াছে। জীবের দেহ মায়িক, সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বিকার মাত্র। কিন্তু শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি সেরূপ নহে, তাহা সচ্চিদানন্দ-

স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত।
তাং নাধ্যগচ্ছদ্দৃশমত্র সম্মতাং প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥
স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভস্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।
স্পর্শেষু যৎ ষোড়শমেকবিংশং নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ ॥ ৬ ॥

ঘন। জীব কর্ম্মবশতঃ মায়িক দেহে অভিমানযুক্ত হইয়া কর্ম্মফল ভোগ করে, শ্রীভগবান্ লীলা-রসাস্বাদনের জন্য নিত্য সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিগ্রহে নিজ ভক্তগণ সহ আনন্দাস্বাদন করেন। জীবের দেহ এবং শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে অনেক পার্থক্য। জীব কর্ম্মাধীন এবং শ্রীভগবান্ প্রেমাধীন। জীবদেহ প্রাকৃত এবং শ্রীভগবদ্বিগ্রহ অপ্রাকৃত। শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তিতে মায়িকবুদ্ধি করা অপ-রাধেরই হেতু ॥ ১—৪

অন্বয়ঃ।—জগতাং (প্রপঞ্চাগতসাধকানাং) পরো গুরুঃ (ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা) আদিদেবঃ (ভূতানামাদিকর্ত্তা) সঃ (কমলাসনো ব্রহ্মা) স্বধিষ্ণ্যং (স্বস্যাধিষ্ঠানপদ্মং) আস্থায় (অধিষ্ঠায় পদ্ম-স্যাধিষ্ঠানান্বেষণায় পূর্ব্বং জলে নিমগ্নঃ পশ্চাৎ পরাবৃত্য তত্রৈব স্থিত্বেত্যর্থঃ) সিসৃক্ষয়া (কথং স্রষ্টব্য-মিতি) ঐক্ষত (আলোচিতবান্) [কিন্তু] যয়া (প্রজ্ঞয়া) প্রপঞ্চনির্ম্মাণবিধিঃ (জগৎসৃষ্টিপ্রকারঃ) ভবেৎ (সম্পদ্যেত) অত্র (সৃষ্টিবিষয়ে) সম্মতাং (অব্যভিচারিণীং) তাং দৃশং (প্রজ্ঞাং) ন অধ্যগচ্ছৎ (নৈব লেভে) ॥ ৫

মূলানুবাদ।—জগতের আদিগুরু সর্ব্বভূতের আদিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ আধার শ্রীভগবানের নাভিকমলে অবস্থিত হইয়া কেমন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করিবেন, তাহাই আলোচনা করিয়া কিছুতেই জগৎসৃষ্টির প্রণালী উদ্ভাবন করিতে সমর্থ হইলেন না ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—ভগবদ্ভজনাদেব তত্ত্বজ্ঞানমিত্যেতৎ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽপি তত্ত্বজ্ঞানং তৎপ্রসাদাদেবেতি দর্শয়িতুমিতিহাসমাহ—স ইত্যাদিনা। পরো গুরুর্ভক্তিরহস্যোপদেষ্টা স্বধিষ্ণ্যং পদ্মম্ আস্থায় অধিষ্ঠায়, তস্যাধিষ্ঠানান্বেষণায় পূর্ব্বং জলে নিমগ্নঃ পশ্চাৎ পরাবৃত্য স্বধিষ্ণ্যে স্থিত্বেত্যর্থঃ ঐক্ষত তৎ কথং স্রষ্টব্যমিত্যালোচিতবান্। তাং দৃশং প্রজ্ঞাম্। অত্র সৃষ্টিবিষয়ে সম্মতামব্যভিচারিণীম্। বিধিঃ প্রকারঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—নৃপ (হে রাজন্!) একদা (কদাচিৎ) চিন্তয়ন্ (সৃষ্টিং চিন্তয়ন্) সঃ বিভুঃ (ব্রহ্মা) নিষ্কিঞ্চনানাং (নিষ্কামাণাং) যৎ ধনং (সম্বলং) বিদুঃ যৎ স্পর্শেষু (স্পর্শবর্ণেষু মধ্যে) ষোড়শ (ষোড়শবর্ণং) একবিংশং (একবিংশবর্ণং চ) তৎ দ্ব্যক্ষরং বচঃ "তপ" (ইত্যক্ষরদ্বয়ং) দ্বির্গদিতং (বারদ্বয়মুচ্চারিতং) উপ (নিজনিকটে) অম্ভসি (উদধৌ) অশৃণোৎ (শুশ্রাব) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! এক সময়ে ব্রহ্মা জগৎসৃষ্টির বিষয় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে সমুদ্র মধ্যে নিজ নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে, যাহা নিষ্কাম ভক্তগণের একমাত্র সম্বল এবং স্পর্শবর্ণের ষোড়শ ও একবিংশ অক্ষর যোজনায় যে শব্দ নিষ্পন্ন হয়, সেই শব্দ (তপ) দুইবার শুনিতে পাইলেন ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—সৃষ্টিং চিন্তয়ন্ কদাচিৎ দ্ব্যক্ষরং বচঃ অম্ভসি উপাশৃণোৎ উপ সমীপে শ্রুতবান্।

নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমানঃ ।
স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭ ॥
দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ ।
অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥

তে অক্ষরে দর্শযতি। কাদয়ো মাবসানাঃ স্পর্শাঃ তেষু ষৎ ষোড়শং তকারঃ ষড়্বিংশং পকারঃ। বচসো নির্দ্দেশার্থং তদর্থমাহ। হে নৃপ। নিষ্কিঞ্চনানাং ত্যক্তধনানাং ধনং যদ্বিদুঃ, যেন তপোধনাঃ প্রসিদ্ধাঃ। তচ্চ দ্বির্গদিতং তপ তপেতি লোটো মধ্যপুরুষৈকবচনং, তস্য বীপ্সাং সাদরবিধিরূপা-মশৃণোদিত্যর্থঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—নিশম্য (তদ্ব্যক্ষরং শ্রুত্বা) তদ্বক্তৃদিদৃক্ষযা [তস্য বচসো বক্তৃ] (বক্তৃদর্শনেচ্ছযা) দিশো বিলোক্য (দশদিশং নিরীক্ষ্য) তত্র (চতুর্ব্বপি দিক্ষু) অন্যৎ [উদধিং কমলঞ্চ বিনা অন্যৎ] (কিমপি বস্তু) অপশ্যমানঃ (অদৃষ্ট্বা ব্রহ্মা) স্বধিষ্ণ্যমাস্থায (পুনঃ কমলাসনে উপবিশ্য) উপাদিষ্ট ইব (অদৃষ্টেন কেনচিৎ প্রত্যক্ষং নিযুক্ত ইব) তৎ (তপ এব) হিতং (আত্মনঃ কৃতার্থতাসম্পাদকং) বিমৃশ্য (আলোচ্য) তপসি মনঃ আদধে (তপসি দৃঢ়সংকল্পং চকার) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা সেই দুই অক্ষর শুনিযা তাহার বক্তাকে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিযা সমুদ্র এবং কমল ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তখন আবার তিনি কমলে উপবিষ্ট হইলেন এবং কে যেন অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে তপস্যা করিতে প্রেরণা করিতে লাগিল, তিনি তপস্যা করিতে দৃঢ়সংকল্প হইলেন ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—এবং নিশম্য তস্য বচসো বক্তুর্দিদৃক্ষয়া ততঃ প্রচলিতঃ সন্ দিশো বিলোক্য পুনঃ স্বধিষ্ণ্যমাস্থায কেনচিৎ প্রত্যক্ষং নিযুক্ত ইব তচ্চাত্মনো হিতং বিমৃশ্য তপসি মনো ধৃতবা-নিত্যর্থঃ ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—অমোঘদর্শনঃ (অব্যর্থজ্ঞানসম্পন্নঃ) জিতানিলাত্মা (জিতপ্রাণঃ নিশ্চলচিত্তশ্চ) বিজিতোভযেন্দ্রিযঃ (বশীকৃতজ্ঞানকর্ম্মেন্দ্রিযঃ) তপতাং (তপশ্চরতাং মধ্যে) তপীযান্ (অতিশযেন তপস্বী ব্রহ্মা) সমাহিতঃ (নির্বিকল্পকসমাধিস্থেত্রমারূঢ়ঃ সন্) দিব্যং (দেবপরিমিতং) সহস্রাব্দং (সহস্রবৎসরং ব্যাপ্য) অখিললোকতাপনং (সকললোকপ্রকাশকং) তপঃ (তপস্যাং) অতপ্যত স্ম (অকরোৎ) ॥ ৮

মূলানুবাদ।—অব্যর্থ জ্ঞানশালী, রুদ্ধপ্রাণ, সংযতচিত্ত, সংযতজ্ঞান-কর্ম্মেন্দ্রিয, তপস্বিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা, নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে চিত্ত স্থির করিযা দেবপরিমাণে এক হাজার বৎসর তীব্র তপস্যা করিলেন ॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—ততঃ সঃ অখিলানাং লোকানাং তাপনং প্রকাশকং তপঃ অতপ্যত কৃতবান্। তপ তপেত্যবচনোঽর্থেঽমোঘং দর্শনং যস্য। জিতঃ অনিলঃ আত্মা মনশ্চ যেন। বিজিতান্যুভয়েন্দ্রিয়াণি জ্ঞানকর্ম্মাত্মকানি যেন। তপতাং তপশ্চরতাং মধ্যে তপীয়ান্ অতিশয়েন তপস্বী ॥ ৮

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন এবং ভক্তিযোগে যে এই শ্রীবিগ্রহ দর্শন ও তাহার সেবা লাভ করা যায় তাহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সম্প্রতি এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় করিবার জন্য ব্রহ্মা কিরূপে শ্রীভগবানের শ্রীবিগ্রহের দর্শনলাভ করিয়াছেন, তাহা বর্ণনা করিতেছেন।

"হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বুঝা যায়, ব্রহ্মা জগতের আদিপুরুষ, সমস্ত দেবতাগণ ব্রহ্মারই সৃষ্ট, জাগতিক সাধকবৃন্দের ব্রহ্মাই আদি গুরু, সুতরাং ব্রহ্মা যে অসাধারণ, তাহাতে আর কোনই সন্দেহ নাই। তিনি শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া শত চেষ্টাতেও বুঝিতে পারিলেন না যে, তিনি কে এবং কোথায় আছেন। সহস্র বৎসর ভ্রমণ করিয়াও শ্রীভগবানের সহস্রদল নাভিকমলের একটি দলেরও সীমা দেখিতে না পাইয়া যখন তিনি নিজের সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া, আবার নাভিকমলে বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, তখন শ্রীভগবানের কৃপায় অসীম সমুদ্র বক্ষঃস্থ তরঙ্গরাশি "তপ" "তপ" শব্দে ব্রহ্মাকে কর্ত্তব্যের উদ্দেশ বলিয়া দিল।

ব্রহ্মসংহিতায় দেখা যায়—ব্রহ্মা যখন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নাভিকমলে উপবিষ্ট আছেন, সেই সময়ে "উবাচ পুরুষস্তস্মৈ তস্য দেব্যা সরস্বতী। কামকৃষ্ণায় গোবিন্দ ঙে গোপীজন ইত্যপি। বল্লভায় প্রিয়া বহ্নের্মন্ত্রং তে দাস্যতি প্রিয়ম্। তপস্ত্বং তপ এতেন তব সিদ্ধির্ভবিষ্যতি"। শ্রীভগবান্ দৈববাণী যোগে ব্রহ্মাকে অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রোপদেশ দিলেন এবং বলিলেন,—তুমি এই মন্ত্রে তপস্যা কর, তাহা হইলে তোমার মনোবাসনা সিদ্ধ হইবে।

ব্রহ্মা এই বাণী শুনিয়া বক্তাকে দেখিবার জন্য নানা চেষ্টা করিয়াও দেখিতে পাইলেন না, পরিশেষে নিজ আধারকমলে বসিয়া অষ্টলোচন মুদ্রিত করিয়া শ্রীভগবানের আদেশ পালনে রত হইলেন, এই ভাবে তাঁহার এক সহস্র বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গেল॥ ৫-৮

অন্বয়ঃ।—ভগবান্ সভাজিতঃ (ব্রহ্মণো ভজনেন বশীকৃতঃ সন্) তস্মৈ (শ্রীভগবদাজ্ঞাপুরস্কারেণ শ্রীনারায়ণাখ্যপুরুষনাভিপঙ্কজে স্থিতৈব তত্তোষণৈস্তপোভির্ভজতে ব্রহ্মণে) যৎপরং (যতঃ শ্রেষ্ঠং) পরং (অন্যৎ কিমপি স্থানং) ন (ন বিদ্যতে) [তং] ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং (ব্যপেতাঃ বিগতাঃ সংক্লেশাঃ অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশরূপাঃ পঞ্চ ক্লেশা বিমোহঃ বৈচিত্ত্যং সাধ্বসং ভয়ঞ্চ যস্মাত্তৎ) স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ (আত্মবিদ্ভিঃ) পুরুষৈঃ (পার্ষদৈঃ) অভিষ্টুতং (অভিতঃ শ্লাঘিতং) স্বলোকং (বৈকুণ্ঠাখ্য ধাম) সন্দর্শয়ামাস (ব্রহ্মণো নেত্রগোচরং কারয়ামাস)॥ ৯

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে ক্লেশ, মোহ ও ভয়শূন্য, পার্ষদগণসেবিত, পরমোত্তম নিজধাম শ্রীবৈকুণ্ঠ দর্শন করাইলেন॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—তস্মৈ ব্রহ্মণে। স্বলোকং বৈকুণ্ঠাখ্যম্। পরং শ্রেষ্ঠম্। যৎপরং যতঃ পর-

প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ ॥ ১০ ॥
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্ব্বে চতুর্ব্বাহব উন্মিষন্মণি-প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চ্চসঃ।
প্রবালবৈদূর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ পরিস্ফুরৎকুণ্ডলমৌলিমালিনঃ ॥ ১১ ॥

মুৎকৃষ্টমস্মান্নাস্তি। তমেব লোকমনুবর্ত্তয়তি পঞ্চভিঃ। ব্যপেতাঃ সংক্লেশাদয়ো যস্মাৎ। স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ সৎপুণ্যবদ্ভিঃ। যদ্বা স্বস্মাদ্দৃষ্টং দর্শনমস্তি যেষাম্ আত্মবিদ্ভিরিত্যর্থঃ ॥ ৯

অন্বয়ঃ।—যত্র (বৈকুণ্ঠে রজঃ তমশ্চ (মায়াগুণং) তয়োঃ মিশ্রং (রজস্তমোভ্যাং মিশ্রং) সত্ত্বং চ (মলিনসত্ত্বং) কালবিক্রমঃ (নাশশ্চ) ন প্রবর্ত্ততে (নৈব সম্ভবতি) যত্র মায়া (মূলপ্রকৃতি-রপি) ন (নৈব প্রবর্ত্ততে) অপরে (রাগলোভাদয়ঃ) কিমুত [ন সন্তীতি কিমু বক্তব্যং,] যত্র সুরা-সুরার্চ্চিতাঃ (সুরাসুরসেবিতাঃ) হরেঃ (শ্রীভগবতঃ) অনুব্রতাঃ (পার্ষদাঃ বিরাজন্তে) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—শ্রীবৈকুণ্ঠে রজোগুণ, তমোগুণ কিংবা রজস্তমোমিশ্রিত সত্ত্বগুণ নাই, কালের পরাক্রম সেখানে কুণ্ঠিত, সেই মায়াতীত ধামে কামক্রোধাদির যে সম্বন্ধ নাই, তাহা ত বলাই বাহুল্য। সেখানে সুরাসুরবন্দিত বিষ্ণুপার্ষদগণ বিরাজ করিতেছেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—তয়োস্তাভ্যাং মিশ্রং সত্ত্বঞ্চ ন বর্ত্ততে কিন্তু শুদ্ধমেব সত্ত্বম্। কালবিক্রমো নাশঃ। অপরে রাগলোভাদয়ো ন সন্তীতি কিমুত বক্তব্যম্? অনুব্রতাঃ পার্ষদাঃ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—সর্ব্বে (সর্ব্বত্র চ বৈকুণ্ঠপার্ষদাঃ) শ্যামাবদাতাঃ (পরমোজ্জ্বলশ্যামবর্ণাঃ) শতপত্র-লোচনাঃ (কমলনয়নাঃ) পিশঙ্গবস্ত্রাঃ (পীতবসনধারিণঃ) সুরুচঃ (কান্তিমন্তঃ) সুপেশসঃ (সুকুমারাঃ) চতুর্ব্বাহবঃ (চতুর্ভুজাঃ) উন্মিষন্মণিপ্রবেকনিষ্কাভরণাঃ (উন্মিষন্তঃ প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকাঃ মণ্যুত্তমাঃ যেষু তানি নিষ্কানি পদকানি আভরণানি অলঙ্কারাশ্চ যেষাং তে মহোজ্জ্বলমণিখচিতপদকাভরণধারিণঃ) সুবর্চ্চসঃ (অতিতেজস্বিনঃ) প্রবালবৈদূর্য্যমৃণালবর্চ্চসঃ (প্রবালাদিবদ্বর্ণবিশিষ্টাঃ) পরিস্ফুরৎকুণ্ডল-মৌলিমালিনঃ (পরিস্ফুরন্তি মহোজ্জ্বলানি কুণ্ডলানি মৌলয়ো মালাশ্চ সন্তি যেষাং তে) ॥ ১১

মূলানুবাদ।—বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণ প্রায় সকলেই পরমোজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁহাদের সকলেরই কমলের ন্যায় নয়ন, পরিধানে পীতবসন, সকলেই কমনীয় সুকুমারমূর্ত্তি, চতুর্ভুজ এবং মহোজ্জ্বল মণিখচিত পদক ও নানা আভরণে ভূষিত, তাঁহাদের মধ্যে কাহারও বা অঙ্গচ্ছটা প্রবালের ন্যায়, কাহারও বা বৈদূর্য্য মণির ন্যায়, কাহারও মৃণালের ন্যায়—সকলেই মহোজ্জ্বল কুণ্ডল, কিরীট এবং মালাধারী ॥ ১১

শ্রীধরটীকা।—শ্যামাশ্চ তে অবদাতা উজ্জ্বলাশ্চ। পদ্মনেত্রাঃ। পীতাম্বরাঃ। সুরুচাঃ অতিকমনীয়াঃ। সুপেশসঃ অতিসুকুমারাঃ। উন্মিষন্ত ইব প্রভাবন্তো মণিপ্রবেকাঃ মণ্যুত্তমা যেষু তানি নিষ্কাণি পদকান্যাভরণানি যেষাং তে। সুবর্চ্চসঃ অতিতেজস্বিনঃ। প্রবালাদিবদ্বর্চ্চো বর্ণো যেষাং তে। পরিতঃ স্ফুরন্তি কুণ্ডলানি মৌলয়ো মালাশ্চ সন্তি যেষাং তে ॥ ১১

ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে লসদ্বিমানাবলিভির্মহাত্মনাম্।
বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ॥ ১২॥
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম্ম গায়তী॥ ১৩॥
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্॥ ১৪॥
ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্।
কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া॥ ১৫॥
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্॥ ১৬॥

অন্বয়ঃ।—যঃ (শ্রীবৈকুণ্ঠলোকঃ) সবিদ্যুদভ্রাবলিভিঃ (সৌদামিনীসমন্বিতজলদপটলৈঃ) যথা নভঃ (আকাশ ইব) পরিতো ভ্রাজিষ্ণুভিঃ (ইতস্ততঃ প্রসরণশীলাভিঃ) প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ (রমণী-রত্নচ্ছটাভিঃ সমন্বিতৈঃ) মহাত্মনাং (বৈকুণ্ঠপার্ষদানাং) লসদ্বিমানাবলিভিঃ (শোভমানব্যোমযানশ্রেণীভিঃ) বিদ্যোতমানঃ (সমুদ্ভাসমানঃ সন্) বিরাজতে (সর্ব্বলোকোপরি শোভতে)॥ ১২

মূলানুবাদ।—বিদ্যুন্মালাপরিশোভিত মেঘমালাবেষ্টিত আকাশের ন্যায় বৈকুণ্ঠলোকও রমণীরত্নচ্ছটাসমন্বিত, বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণের ব্যোমযানশ্রেণী শোভিত। এমন শোভা আর কোনও লোকেই নাই॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—পার্ষদানন্বর্ণ্য পুনরপি লোকমনুবর্ণয়তি। ভ্রাজিষ্ণুভির্দেদীপ্যমানাভিঃ। প্রমদোত্তমানাং দিবঃ কান্তয়ঃ তাভির্ব্বিদ্যোতমানঃ। সহ বিদ্যুদ্ভির্বর্ত্তমানাঃ সবিদ্যুতস্তাভিরভ্রাবলিভিঃ। তত্র বিদ্যুত ইব স্ত্রিয়ঃ। অভ্রপঙ্‌ক্তয় ইব বিমানানি। নভ ইব লোকঃ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—যত্র (শ্রীবৈকুণ্ঠে) প্রেঙ্খং শ্রিতা (বিমানেন আন্দোলনমাশ্রিতা) কুসুমাকরানুগৈঃ (ভ্রমরৈঃ) বিগীয়মানা (বিবিধং গীয়মানা) [স্বয়ন্তু] প্রিয়কর্ম্ম গায়তী (প্রিয়স্য শ্রীহরেঃ গুণগানতৎপরা) রূপিণী (মনোহররূপযুক্তা) শ্রীঃ (লক্ষ্মীঃ) বিভূতিভিঃ (সখীরূপাভিঃ নানাবিভূতিভিঃ) [মিলিত্বা] বহুধা (নানাপ্রকারেণ) উরুগায়পাদয়োঃ (শ্রীনারায়ণচরণাব্জয়োঃ) মানং (সেবনং) করোতি (বিদধতি)॥ ১৩

মূলানুবাদ।—শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে ভ্রমরগণ গুণ্ গুণ্ রবে বৈকুণ্ঠনাথ-প্রেয়সী লক্ষ্মীর গুণগান করিতেছে এবং পরম মনোহর রূপবতী শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীনারায়ণের গুণগান সহকারে আন্দোলনে আরোহণ করিয়া সখীতুল্য নানা বিভূতিসহ নানা প্রকার শ্রীনারায়ণচরণারবিন্দ সেবন করিতেছেন॥ ১৩

শ্রীধরটীকা।—শ্রীঃ সম্পৎ। রূপিণী মূর্ত্তিমতী। মানং পূজাম্। বিভূতিভির্নানাবিভবৈঃ।

তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ।
ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ্ যৎ পারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ১৭ ॥

প্রেঙ্খম্ আন্দোলনং শ্রিতা। কুসুমাকরো বসন্তঃ তস্যানুগা ভ্রমরাস্তৈর্দ্বিবিধং গীয়মানা। স্বয়ন্ত শ্রিয়স্য হরেঃ কর্ম্ম গায়ন্তী ভবতী ॥ ১৩

অন্বয়ঃ।—তত্র (শ্রীবৈকুণ্ঠে) অখিলসাত্বতাং পতিং (অখিলভক্তজনপরিপালকং) শ্রিয়ঃ পতিং (লক্ষ্মীকান্তং) যজ্ঞপতিং (সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরং) জগৎপতিং (জগন্নাথং) সুনন্দনন্দপ্রবলার্হণাদিভিঃ (সুনন্দনন্দাদিনামকৈঃ) স্বপার্ষদাগ্র্যৈঃ (নিজপার্ষদপ্রবরৈঃ) পরিষেবিতং (স্বস্বাধিকারোচিতসেবয়া আরাধিতং) বিভুং (পরমেশ্বরং) ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং (ভৃত্যানুগ্রহব্যগ্রং) দৃগাসবং (দর্শকোন্মাদক-লোচনং) প্রসন্নহাসারুণলোচনাননং (মধুরহাস্যপরিস্ফুরিতনয়নবদনং) কিরীটিনং (কিরীটধারিণং) কুণ্ডলিনং (মকরকুণ্ডলধারিণং) চতুর্ভুজং (দীর্ঘচতুর্ব্বাহুসমন্বিতং) পীতাংশুকং (পীতবসনপরিধায়িনং) বক্ষসি শ্রিয়া লক্ষিতং (বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখান্বিতং) অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং (পরমোত্তম-সিংহাসনাধিষ্ঠিতং) পরং (পরাৎপরং) চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ (চতস্রঃ শক্তয়ঃ ধর্ম্মাদ্যাঃ ষোড়শ চণ্ডাদ্যাঃ পঞ্চ কূর্ম্মাদ্যাঃ তাভিঃ) বৃতঃ (সদাসেবিতং) ইতরত্র চ (যোগসিদ্ধেষু) অধ্রুবৈঃ (আগন্তুকৈঃ) স্বৈঃ (নিজস্বাভাবিকৈঃ) ভগৈঃ (ঐশ্বর্য্যৈঃ) যুতং (যুক্তং) স্ব এব ধামন্ (স্বস্বরূপ এব ধামনি শ্রীবৈকুণ্ঠে) রমমাণং (লীলয়া বিরাজিতং) ঈশ্বরং (পরমস্বতন্ত্রং শ্রীবৈকুণ্ঠপতিং) দদর্শ [ব্রহ্মা] (তৎকৃপয়া তং দৃষ্টবান্) ॥ ১৪—১৬

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া অখিল-ভক্তজনপরিপালক লক্ষ্মীকান্ত, যজ্ঞেশ্বর, জগৎপতি, সুনন্দনন্দ প্রভৃতি পার্ষদগণ পরিসেবিত, পরমেশ্বর, ভৃত্যানুগ্রহকাতর, দর্শকগণের উন্মাদকারি নয়ন বিশিষ্ট, মধুর হাস্য পরিস্ফুরিত বদন, কিরীট ও মকরকুণ্ডলধারী, আজানুলম্বিত চতুর্ব্বাহুসমন্বিত, পীতবসনপরিধায়ী, বক্ষোবামভাগে স্বর্ণরেখাবিশিষ্ট, পরমোত্তম সিংহাসনাধিরূঢ়, পরাৎপর, ধর্ম্মাদি চারি, চণ্ডাদি ষোড়শ এবং কূর্ম্মাদি পঞ্চশক্তি নিষেবিত, অনন্যসাধারণ মহৈশ্বর্য্যসমন্বিত, নিরন্তর নিজ-ধামে লীলাকারী, সর্ব্বেশ্বর শ্রীবৈকুণ্ঠপতিকে দর্শন করিলেন ॥ ১৪—১৬

শ্রীধরটীকা।—য এবম্ভূতো লোকস্তত্র তস্মিন্ ॥ ১৪ ভৃত্যানাং প্রসাদেঽভিমুখম্। দৃগেব আসব ইব দ্রষ্টৄণাং হর্ষকরী যস্য তম্। প্রসন্নহাসমরুণলোচনঞ্চ আননং যস্য। বক্ষসি স্থিতয়া চ শ্রিয়া লক্ষিতম্ অলঙ্কৃতমিত্যর্থঃ ॥ ১৫ ॥ অধ্যর্হণীয়ং বরিষ্ঠং সিংহাসনম্। চতস্রঃ প্রকৃতিপুরুষমহদহঙ্কৃতিরূপাঃ, ষোড়শ একাদশেন্দ্রিয়পঞ্চমহাভূতাখ্যাঃ, পঞ্চতন্মাত্ররূপাশ্চ যা শক্তয়স্তাভির্বৃতম্। স্বৈর্ভগৈঃ স্বাভাবিকৈ-রৈশ্বর্য্যাদিভিঃ। ইতরত্র যোগিষু অধ্রুবৈঃ আগন্তুকৈঃ সাধারণৈরিত্যর্থঃ। এবং সত্যপি স্ব এব ধামন্ স্বস্বরূপ এব রমমাণম্ অতএব ঈশ্বরম্ ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরঃ (তস্য শ্রীভগবতঃ শ্রীচরণারবিন্দদর্শনজনিতানন্দসিন্ধু-মগ্নান্তঃকরণঃ) হৃষ্যত্তনুঃ (রোমাঞ্চিতগাত্রঃ) প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ (প্রেমাশ্রুব্যাপ্তনয়নঃ) বিশ্বসৃক্ (ব্রহ্মা) পারমহংস্যেন পথা (ভাগবতপরমহংসপ্রদর্শিতমার্গেণ, ভক্তিযোগেনেত্যর্থঃ) যৎ অধিগম্যতে (প্রাপ্যতে) অস্য (শ্রীবৈকুণ্ঠপতেঃ) [তৎ] পাদাব্জং (শ্রীচরণনলিনং) ননাম ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা শ্রীবৈকুণ্ঠপতির শ্রীচরণারবিন্দ দর্শনজনিত পরমানন্দসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া প্রেমাশ্রুব্যাপ্তনয়নে, কেবলমাত্র ভক্তিলভ্য শ্রীবৈকুণ্ঠপতির চরণকমলে প্রণাম করিলেন॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—তস্য দর্শনেন য আহ্লাদস্তেন পরিপ্লুতং ব্যাপ্তম্ অন্তরমন্তঃকরণং যস্য। হৃষ্যন্তী রোমাঞ্চিতা তনুর্যস্য। প্রেমভরেণাশ্রূণি লোচনেষু যস্য। বিশ্বসৃক্ ব্রহ্মা। পারমহংস্যেন পথা জ্ঞানমার্গেণ॥ ১৭

শ্রীভাগবতাম্বতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নে শ্রীশুকদেব "শ্রীভগবানের শ্রীমূর্ত্তি আমাদের মত মায়িক নহে, তাহা সচ্চিদানন্দঘন' এই উত্তর দিয়া এবং কেবলমাত্র নিষ্কাম ভক্তিযোগেই এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শন লাভ হয়, এই কথা বলিয়া তাহা সমর্থন করিবার জন্য, জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির পূর্ব্বে কেমন করিয়া এই শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনা করিবার জন্য সম্প্রতি ব্রহ্মার শ্রীভগবদ্বিগ্রহ দর্শন বলা হইতেছে। শ্রীভগবানের কৃপায় ব্রহ্মার অষ্টাদশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণমন্ত্র লাভ এবং সেই মন্ত্রে সহস্র বৎসর তপস্যা পূর্ব্বে বর্ণনা করা হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মরূপে সর্ব্বত্র, পরমাত্মরূপে জগৎকারণ মায়ায়, মায়াসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে এবং জীবহৃদয়ে, ও শ্রীবিগ্রহরূপে তাঁহার নিত্যধামে অবস্থান করেন। জ্ঞানযোগে ব্রহ্মরূপে, অষ্টাঙ্গযোগে পরমাত্মরূপে এবং শুদ্ধভক্তিযোগে শ্রীবিগ্রহরূপে তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ হয়। ব্রহ্ম ও পরমাত্মদর্শনে দর্শকের পার্থক্য থাকে না, সুতরাং দৃশ্য, দর্শন ও দর্শক একাকার হইয়া যায়। "যৎ সাক্ষাদপরোক্ষাৎ" এই শ্রুতিবাক্যে স্পষ্টই বুঝা যায়, তিনি অপরোক্ষানুভূতিস্বরূপ, কিন্তু এই অনুভূতির অনুভাবক নাই। কিন্তু শ্রীবিগ্রহ দর্শন ঠিক এইরকম নহে, ইহাতে প্রেমময় দর্শক প্রেমনয়নে প্রেমময় শ্রীবিগ্রহ দর্শন করেন এবং প্রেমই পরস্পরের পার্থক্য অর্থাৎ দৃশ্য ও দর্শকভাব রক্ষা করেন। ব্রহ্মা নিষ্কাম ভক্তিযোগে সহস্র বৎসর তীব্র তপস্যা করিয়া প্রথমতঃ শ্রীভগবানের ধাম, পার্ষদ ও পরিশেষে লীলাময় শ্রীভগবানের শ্রীরূপ দর্শন লাভ করিলেন। ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে শ্রীভগবানের ধাম দর্শন করিয়াছিলেন, ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, এই ধাম তাঁহার সৃষ্ট বস্তু নহে এবং ব্রহ্মা তপস্যার পূর্ব্বে বহু চেষ্টা করিয়াও শ্রীভগবানের নাভিকমলের একটি দলেরও অন্ত পান নাই, কিন্তু তিনি এখন পরিপূর্ণ ধাম দর্শন করিতেছেন, সুতরাং ধামদর্শন জাগতিক বস্তু দর্শনের ন্যায় নিজ কর্ত্তৃত্বের অধীন নহে, ইহা কেবল ভক্তিযোগীর ভজনপরিপাকে শ্রীভগবানের কৃপামাত্র সাপেক্ষ।

"তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ" প্রভৃতি দুইটী শ্লোকে শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের লীলাভূমি ধামের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীভগবানের ধাম "পরং" অর্থাৎ মায়ার অতীত এবং "ন যৎ পরং" অর্থাৎ পরম শ্রেষ্ঠ, এতাদৃশ স্থান আর নাই। শ্রীভগবানের ধাম ও শ্রীবিগ্রহ অনন্ত। যদিও সমস্ত ধাম এবং শ্রীমূর্ত্তিই মায়াতীত, তথাপি লীলার বিশেষত্বে ধাম ও শ্রীমূর্ত্তির কিছু বিশেষত্ব আছে। ব্রহ্ম-সংহিতা গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রহ্মা "শ্বেতদ্বীপপতিং কৃষ্ণং গোলোকস্থং পরাৎপরং" এই শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দেখা যায়—"সর্ব্বোপরি কৃষ্ণ-লোক গোলোক যার নাম।" সুতরাং শ্রীভগবানের অনন্ত ধামের মধ্যে এই ধামের কিছু বিশেষত্ব আছে। এই তত্ত্বই শ্রীশুকদেব "ন যৎ পরং" এই বাক্যে প্রকাশ করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ তৃতীয় অধ্যায়ে ষষ্ঠ ব্রাহ্মণে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে দেখা যায়, গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যের নিকট অন্তরীক্ষ লোক হইতে ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত কোন্ লোক কোথায় অবস্থিত এই ভাবে প্রশ্ন করিয়া যখন ব্রহ্মলোকেরও অধিষ্ঠান জানিবার জন্য প্রশ্ন করিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, "গার্গী মাতীপ্রাক্ষীর্মাতে মূর্দ্ধাব্যপপ্তদনতিপ্রশ্ন্যাং বৈ দেবতাং অতি পৃচ্ছসি"। এই স্থলে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন "স্বং প্রশ্নং ন্যায়প্রকারমতীত্য আগমেন প্রষ্টব্যাং দেবতামনুমানেন মাপ্রাক্ষীরিত্যর্থঃ"। অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভজনবেদ্য দেবতার বিষয় অনুমানে জানিতে প্রশ্ন করিও না। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের "ন যৎ পরং" কথাটি অমূলক নহে।

ব্রহ্মদৃষ্ট শ্রীভগবানের ধাম "ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং" অর্থাৎ সেখানে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পঞ্চ ক্লেশ, ক্লেশজনিত মোহ এবং ভয়ের লেশমাত্র নাই। নিষ্কাম ভক্তিযোগ সাধনে শ্রীভগবানের ধাম প্রাপ্তি হইলে আর যে তাহার পতনভয় নাই, তাহা—"স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতং" "আত্মতত্ত্ববিদ্গণ সেই ধামের স্তুতি করিতেছেন", ইহাতে বুঝা যায় যে, আত্মতত্ত্ব জ্ঞান হইলেও শ্রীভগবানের ধাম প্রাপ্তি না হওয়া পর্য্যন্ত তাহা পরিপূর্ণতা লাভ করে না, সেই আত্মতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ পর্য্যন্ত এই ধামপ্রাপ্তির লালসায় সর্ব্বদা স্তুতি করিতেছেন।

ব্রহ্মাণ্ড শ্রীভগবানের পাদ-বিভূতি বা মায়া-বিভূতি, ধাম তাঁহার ত্রিপাদ-বিভূতি বা স্বরূপ-বিভূতি। পদ্মপুরাণে দেখা যায়—"ত্রিপাদ্বিভূতিরূপস্তু শৃণু ভূধরনন্দিনি। প্রধানপরমব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী॥ বেদাঙ্গস্বেদজনিততোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা। তস্যাঃ পারে পরব্যোম ত্রিপাদ্ভূতং সনাতনম্॥" বিরজা নদী সাংখ্যোক্ত মূল প্রকৃতি, বেদান্তোক্ত মায়াও বৈষ্ণবদর্শনোক্ত কারণার্ণবের নামান্তর, ইহার এক পারে ব্রহ্মাণ্ড, অপর পারে পরব্যোম ও সেখানে অনন্ত বৈকুণ্ঠ। নারদপঞ্চরাত্রে দেখা যায়—"লোকং বৈকুণ্ঠনামানং দিব্যষড়্গুণসংযুতম্। অবৈষ্ণবানামপ্রাপ্যং গুণত্রয়বিবর্জ্জিতম্॥" বৈকুণ্ঠলোকে সত্ত্ব রজঃ প্রভৃতি ত্রিগুণের লেশমাত্র নাই, এই ধাম ত্রিগুণাতীত। "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং হরেঃ। নানাজনপদাকীর্ণং বৈকুণ্ঠং তদ্ধরেঃ পদম্॥" এই পদ্মপুরাণীয় বচনেও শ্রীবৈকুণ্ঠের ত্রিগুণাতীত স্বরূপেরই পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীভগবানের ধাম কালকৃত বিকার অর্থাৎ জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে প্রভৃতি ছয় ভাববিকারশূন্য বস্তু। যেখানে সকলের মূল মায়াই নাই, সেখানে মায়াকার্য্য যে নাই তাহা ত বলাই বাহুল্য।

শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের ধাম বর্ণনা করিয়া ধামস্থ পার্ষদগণের স্বরূপ বর্ণন করিতে বলিতেছেন—"অনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতাঃ" অর্থাৎ বৈকুণ্ঠধামস্থ শ্রীভগবানের পার্ষদগণ সুরনরাদিপরিবেবিত। সুতরাং পার্ষদগণ যে সাধারণ মায়াবদ্ধ জীব নহেন, তাহাও স্পষ্টই বুঝা যায়। বৈকুণ্ঠ-পার্ষদগণের মধ্যে যাঁহারা সারূপ্যমুক্তিপ্রাপ্ত, তাঁহারাও শ্রীবৈকুণ্ঠপতির ন্যায় চতুর্ভুজ ও শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী। কোন কোনও পার্ষদ কেবলমাত্র সালোক্যমুক্তিপ্রাপ্ত, তাঁহারা বিভিন্ন মূর্ত্তিতে বৈকুণ্ঠে বাস এবং বৈকুণ্ঠপতির সেবা করেন। বৈকুণ্ঠের ঐশ্বর্য্য বর্ণনাতীত। কত শত শত দিব্যবিমানচারিণী দিব্যাঙ্গনাগণ নানাবিধ নৃত্যগীতাদিতে বৈকুণ্ঠভবন মুখরিত করিয়া বৈকুণ্ঠপতির আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছেন।

তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।
বভাষ ঈষৎস্মিতশোচিষা গিরা প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ১৮ ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যগ্বেদগর্ভ সিসৃক্ষয়া।
চিরংভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাম্ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি সেখানে মহালক্ষ্মীরূপে বৈকুণ্ঠপতির চরণসেবননিরতা। ব্রহ্মা এইরূপে মহাবিভূতিময় ত্রিগুণাতীত শ্রীভগবানের ধাম দর্শন করিলেন ॥ ৯—১৭ ॥

অন্বয়ঃ।—প্রীয়মাণং (স্বচরণারবিন্দদর্শনেন পরমানন্দিতং) সমুপস্থিতং (স্বসমীপাগতং) প্রজাবিসর্গে (প্রজাসৃষ্টিকার্য্যে) নিজশাসনার্হণং (নিজস্য স্বাংশস্য পুরুষস্য শাসনে নিয়োগে অর্হণং যোগ্যং) কবিং (তত্বজ্ঞং) তং প্রিয়ং (স্বভক্তং ব্রহ্মাণং) করে স্পৃশন্ (করকমলেন মস্তকং স্পৃষ্ট্বা) প্রিয়ঃ (সর্ব্বাত্মরূপঃ শ্রীভগবান্) প্রীতমনাঃ (ব্রহ্মারাধনেন প্রীতঃ সন্) ঈষৎস্মিতশোচিষা (মন্দহাস্য-শোভিতয়া) গিরা (বাচা) বভাষে (উবাচ) ॥ ১৮ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীবৈকুণ্ঠপতি নিজ চরণ-সমীপে আগত, নিজ শাসনাধীন, তত্ত্বদর্শী ভক্ত ব্রহ্মাকে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া পরমপ্রীতি সহকারে মৃদু মৃদু হাসি মাখা বাক্যে বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—তং ব্রহ্মাণং শ্রীভগবান্ বভাষে। প্রজাবিসর্গে কার্য্যে নিজশাসনার্হণং স্বনিয়োগার্হম্। প্রজাবিসর্গে সমুপস্থিতমিতি বান্বয়ঃ। ঈষৎস্মিতেন শোচির্দীপ্তিঃ শোভা যস্যাস্তয়া গিরা ॥ ১৮ ॥

অন্বয়ঃ।—(শ্রীভগবানুবাচ।) বেদগর্ভ। (হে ব্রহ্মন্।) ত্বয়া (নাভিকমলস্থেন ভবতা) সিসৃক্ষয়া (সৃষ্ট্যর্থং) চিরংভৃতেন (বহুকালং ব্যাপ্য সমনুষ্ঠিতেন) তপসা (তপস্যয়া) কূটযোগীনাং (ভুক্তিমুক্ত্যাদি-কামনাযুক্তযোগিনাং) দুস্তোষঃ (তোষয়িতুমশক্যঃ) অহং সম্যক্ তোষিতঃ (সর্ব্বথা বশীকৃতঃ) ॥ ১৯ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্। ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতির কামনা থাকিতে কেহ আমার দর্শন পায় না, সৃষ্টির জন্য নিষ্কামভাবে বহুকাল তপস্যা করিয়াছ বলিয়া আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট হইয়াছি ॥ ১৯ ॥

শ্রীধরটীকা।—বেদগর্ভেতি সম্বোধয়ন্ বেদান্ সঞ্চারয়তি। সিসৃক্ষয়া হেতুনা চিরং সম্ভৃতেন তপসা অহং সম্যক্ তোষিতঃ। দুস্তোষস্তোষয়িতুমশক্যঃ ॥ ১৯ ॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন,—হে মহারাজ। ব্রহ্মা নিষ্কাম ভক্তিভাবিত অন্তঃকরণে সহস্রবৎসর শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ধ্যান করিলে শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ তাঁহাকে মায়াতীত বৈকুণ্ঠধাম দর্শন করাইলেন ও তদনন্তর পার্ষদগণ-পরিবেষ্টিত নিজ শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করাইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন—বৈকুণ্ঠনাথ মহার্ঘমণিগণ-পরিশোভিত সিংহাসনে উপবিষ্ট

আছেন—নন্দ, সুনন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদগণ তাঁহার যথাযোগ্য সেবা করিতেছেন, তাঁহার শান্ত স্নিগ্ধ সুপ্রসন্ন বদন ও অমল-কমল-দল-বিনিন্দিত তরুণারুণ নয়নদ্বয় স্বাভাবিক প্রফুল্লতায় দর্শকগণের হৃদয়ে আনন্দধারা বর্ষণ করিতেছে, বক্ষস্থলে স্বর্ণরেখা, পরিধানে পীতবসন, শ্রবণে কুণ্ডল, গণ্ডস্থলের সুনীলিম ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে। মস্তকের কিরীট যেন উচ্চস্থানে আরোহণের দুর্ভাগ্যে ব্যথিত হইয়া চরণে পড়িবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়া মৃদুমন্দ সঞ্চালিত হইতেছে, উর্দ্ধ হস্তদ্বয়ে চক্র ও গদা ভক্তদ্বেষিগণের মস্তক ছেদন ও চূর্ণ করিবার জন্য সর্ব্বদা বৈকুণ্ঠ-নাথের আদেশের অপেক্ষা করিতেছে, নিম্ন হস্তদ্বয়ে সাক্ষাৎ ব্রহ্মময় শঙ্খ ও ভক্তজন-মানসোন্মাদকর পদ্ম বিরাজিত। ধর্ম্মাদি চারি শক্তি, কূর্ম্মাদি পঞ্চ শক্তি, এবং চণ্ডাদি ষোড়শ শক্তি সর্ব্বদা অখিল-শক্তিধর শ্রীবৈকুণ্ঠপতির চতুর্দ্দিকে সমাসীন এবং ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য এই ষড়ৈশ্বর্য্যগণ সর্ব্বদা তাঁহার চরণ সেবন করিতেছে। ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠবিহারী শ্রীগোবিন্দের এই পরম মনোহর শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া পরমানন্দসাগরে নিমগ্ন হইয়া গলদশ্রুলোচনে তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইলেন।

পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীবৈকুণ্ঠযোগপীঠ বর্ণনে দেখা যায় "ধর্ম্মজ্ঞানতথৈশ্বর্য্যবৈরাগ্যৈঃ পাদ বিগ্রহৈঃ। ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাণরূপৈর্নিত্যং বৃতং ক্রমাৎ॥" শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ—ধর্ম্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য্য ও বৈরাগ্য এই চতুঃশক্তিপরিসেবিত। "চণ্ডাদিদ্বারপালৈশ্চ কুমুদাদ্যৈঃ সুরক্ষিতা।" বৈকুণ্ঠনগরীর অষ্টদিক্‌স্থিত অষ্ট দ্বারে চণ্ড, প্রচণ্ড প্রভৃতি ষোল জন দ্বারপাল অবস্থিত,এই ষোল জনই ষোড়শ শক্তি। ইঁহাদের নাম ও স্থান-নির্ণয় পদ্মপুরাণেই দেখা যায়—

"চণ্ডপ্রচণ্ডৌ প্রাগ্‌দ্বারে যাম্যে ভদ্রসুভদ্রকৌ।
বারুণ্যাং জয়বিজয়ৌ সৌম্যে ধাতৃবিধাতরৌ॥
কুমুদঃ কুমুদাক্ষশ্চ পুণ্ডরীকোঽথ বামনঃ।
শঙ্কুকর্ণঃ সর্ব্বনেত্রঃ সুমুখঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ।
এতে দিক্‌পতয়ঃ প্রোক্তাঃ পূর্য্যামাত্র সুশোভনে॥"

পূর্ব্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিণে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমে জয় ও বিজয় এবং উত্তরে ধাতা ও বিধাতা দ্বারপালরূপে অবস্থিত। কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্ব্বনেত্র, সুমুখ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত ইঁহারা দুই দুই জন করিয়া অগ্নি প্রভৃতি বিদিক্‌স্থিত দ্বারে অবস্থিত।

কূর্ম্মশ্চ নাগরাজশ্চ বৈনতেয়স্ত্রয়ীশ্বরঃ।
ছন্দাংসি সর্ব্বমন্ত্রাশ্চ পীঠরূপত্বমাশ্রিতাঃ॥"

কূর্ম্ম, নাগরাজ শেষ, সর্ব্ববেদপতি গরুড়, ছন্দসমূহ ও মন্ত্রসমূহ পীঠরূপে অবস্থিত, ইঁহারাই পঞ্চশক্তি।

শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় দেখা যায়—পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কারতত্ত্ব এই চারিশক্তি, একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চ মহাভূত এই ষোড়শ-শক্তি এবং পঞ্চতন্মাত্র পঞ্চশক্তি, শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ এই চারি, ষোড়শ এবং পঞ্চশক্তিবৃন্দ পরিসেবিত। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রদর্শিত পদ্মপুরাণীয় যোগপীঠোক্ত শক্তি বর্ণন এবং শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় আপাততঃ অসামঞ্জস্য বোধ হইলেও সিদ্ধান্তে বিরোধ

নাই। পুরুষসান্নিধ্যবশতঃ প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ব প্রভৃতির বিকাশ হইয়া শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-বিমুখ জীবগণকে মোহন করে এবং জীব এই প্রকৃতিবিকারভূত তত্ত্বের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। বৈকুণ্ঠে এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বের জীবমোহনকার্য্য নাই, ইহারা সেখানে সর্ব্বদাই শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ সেবন করেন। মায়াশক্তি সেখানে স্বরূপশক্তির দাসীরূপে নিজান্তর্গত তত্ত্বসমূহ সমভিব্যাহারে যথাযোগ্য সেবায় নিযুক্তা। শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধে যে ব্রহ্মার শ্রীধামদর্শন বর্ণিত আছে, সেখানে দেখা যায়—"চতুর্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরীতং মহদাদিভিঃ।" "শ্রীভগবানের ধাম মহদাদি চতুর্বিংশতিতত্ত্ব পরিবেষ্টিত।" আবার আলোচ্যস্থলে শ্রীধামবর্ণন প্রসঙ্গে দেখা যাইতেছে,—"ন যত্র মায়া কিমুতাপরে" "শ্রীধামে মায়ার লেশমাত্র নাই, অন্যের কথা কি আর বলিব।" ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, শ্রীবৈকুণ্ঠে জীবমোহিনীরূপা মায়া নাই, কিন্তু সেবিকারূপা মায়া সেখানে আছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ জাগতিক জীবগণের বুঝিবার সুবিধার জন্য মহদাদি নামই ব্যবহার করিয়াছেন এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সেবাকালীন জীবমোহনকার্য্যরহিত ধর্ম্মাদি নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ডের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব জীবমোহন কার্য্যে নিযুক্ত এবং প্রকৃতি, মহত্তত্ব প্রভৃতি নামে সর্ব্বপরিচিত, এবং বৈকুণ্ঠস্থ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দসেবাকার্য্যে নিযুক্ত এবং ধর্ম্মাদিনাম সাধক ভক্তগণের পরিচিত এই মাত্র প্রভেদ।

ব্রহ্মা বৈকুণ্ঠপতির দর্শনলাভ করিলে তাঁহার হৃদয় আনন্দরসে আপ্লুত হইয়া গেল, সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল এবং অষ্টনয়নে অবিরলধারায় অশ্রুপাত হইতে লাগিল; শ্রীগোবিন্দের নাভিকমলজাত ব্রহ্মা তখন চরণকমলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশুকদেব ব্রহ্মার শ্রীগোবিন্দচরণপ্রাপ্তি বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—"যৎ পারমহংস্যেন-পথাধিগম্যতে।" অর্থাৎ যে চরণ পারমহংস্যপথের পথিকগণ লাভ করিয়া থাকেন, ব্রহ্মা সেই চরণে পতিত হইলেন। শ্রীধরস্বামিপাদ "পারহংস্যপথা" এই বাক্যের অর্থ করিয়াছেন "জ্ঞানমার্গেন", শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"পারমহংস্যমত্র ভাগবতপরমহংসত্বং "ভাগবতপরমহংসদয়িতকথা" মিতি পঞ্চমোক্তেঃ॥" নীর ও ক্ষীর মিশ্রিত থাকিলে হংসগণ যেমন নীর ত্যাগ করিয়া ক্ষীরমাত্র গ্রহণ করে, যে সমস্ত সাধক চিৎ ও জড় মিশ্রিত জগতের জড়ভাগ ত্যাগ করিয়া চিৎ মাত্র গ্রহণ করিতে পারেন, তাঁহারাও হংসের স্বভাব পাইয়াছেন বলিয়া হংস। হংসগণ ক্ষীরমিশ্রিত নীর ত্যাগ করে বটে, কিন্তু তাহারা নীরে সর্ব্বদা বিচরণ করে। যে সমস্ত সাধক জড় ও চিৎ বস্তুর বিবেক লাভ করিয়াও জড় জগতের সহিত অনাসক্ত ভাবে সম্বন্ধ রাখেন, তাঁহারা হংস। যাঁহারা কোনরূপ জড় সম্বন্ধ রাখেন না, তাঁহারা পরমহংস। জড় সম্বন্ধ ছাড়িয়া যাঁহারা নির্বিশেষ ব্রহ্মনিষ্ঠ, তাঁহারা কেবল-মাত্র পরমহংস। যাঁহারা সবিশেষ শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রিত, তাঁহারা ভাগবত পরমহংস। শ্রীগোবিন্দচরণ-প্রাপ্তি, নির্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য নহে, ইহা ভাগবত পরমহংসগণেরই প্রাপ্য। এখানে শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যাস্থ "জ্ঞানমার্গ" শব্দের অর্থ, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বলিলে সামঞ্জস্য হয় না, সুতরাং "জ্ঞানমার্গেণ" শব্দের অর্থ "তত্ত্বজ্ঞানমার্গেণ" না বলিলে গতি নাই। নির্বিশেষ ও সবিশেষ দুই জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, সুতরাং শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যায় বিরোধ নাই।

বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতম্ ।
ব্রহ্মন্ শ্রেয়ঃপরিশ্রমঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ ॥ ২০ ॥
মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্ ।
যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমং তপঃ ॥ ২১ ॥
প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্ম্মবিমোহিতে ।
তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার তপস্যায় ও শরণাগতিতে পরম সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার মস্তকে হস্ত অর্পণ পূর্ব্বক কিছু বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮—১৯ ॥

অন্বয়ঃ ।—ব্রহ্মন্ তে (তব) ভদ্রং (মঙ্গলং ভবতু) বরেশং (বরদাতারং) মা (মাং) অভিবাঞ্ছিতং (অভিলষিতং) বরং বরয (প্রার্থয়,) পুংসাং (সাধকানাং) মদ্দর্শনাবধিঃ (মম দর্শনলাভপর্য্যন্তমেব) শ্রেয়ঃপরিশ্রমঃ (সাধনপ্রয়াসঃ মদ্দর্শনমেব সর্ব্বসাধনস্য সিদ্ধিরিত্যর্থঃ) ॥ ২০

মূলানুবাদ ।—হে ব্রহ্মন্। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি আমার নিকট অভিলষিত বর প্রার্থনা কর। আমার দর্শন লাভই সকল সাধনার সিদ্ধি ॥ ২০

শ্রীপ্রভুটীকা ।—মা ইতি মাম্। অভিবাঞ্ছিতং বরং বরয় প্রার্থয। শ্রেয়সাং ফলানাং পরিশ্রমঃ সাধনপ্রয়াসঃ, মম দর্শনমবধির্যস্য স তথা। ততোঽধিকং শ্রমফলং নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ২০

অন্বয়ঃ ।—যদুপশ্রুত্য (যয়ৈব মমেচ্ছয়া ত্বং "তপ তপ" ইতি শ্রুত্বা) রহসি (নির্জ্জনে) পরমং তপঃ (মদারাধনলক্ষণং তপঃ) চকর্থ (কৃতবানসি) অযং মনীষিতানুভাবঃ (তুভ্যমিদং দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্যা এব ব্যঞ্জকঃ) মম লোকাবলোকনং (ইদং তব মদ্ধামদর্শনসৌভাগ্যম্) ॥ ২১

মূলানুবাদ ।—আমার ইচ্ছাতেই তুমি "তপ তপ" এই আকাশবাণী শুনিয়া আমার আরাধনা করিয়াছিলে। তুমি আমার ধাম দর্শন করিয়াছ, এই আমার সেই ইচ্ছার প্রমাণ ॥ ২১

শ্রীপ্রভুটীকা ।—এতচ্চ মৎকৃপয়ৈব ত্বয়া প্রাপ্তমিত্যাহ। মনীষিতমিচ্ছা তুভ্যমিদং দাতব্যমিতি যা মমেচ্ছা তস্যা অনুভাবোঽযম্। কোঽসৌ তমাহ। মম লোকস্যাবলোকনং যৎ। ন চেদং ময়ৈব তপোবলেন প্রাপ্তব্যমিতি স্বাতন্ত্র্যং মন্যস্ব, তৎপ্রবৃত্তেরপি মৎকৃতত্বাদিত্যাহ। রহসি তপ তপেতি যদ্বচ উপশ্রুত্য পরমং তপশ্চকর্থ কৃতবানসি ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ ।—অনঘ। (হে নিষ্পাপ।) তত্র (তদা, সৃষ্ট্যারম্ভকালে) ত্বয়ি কর্ম্মবিমোহিতে (কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ে সতি) তপঃ (ভক্ত্যাত্মকং তপঃ) মে (মম) সাক্ষাৎ হৃদযং (অন্তরঙ্গশক্তিঃ) অহং তপসঃ আত্মা (আশ্রয়ঃ ইতি) ময়া প্রত্যাদৃষ্টম্ (অশরীরিণ্যা তুভ্যমুপদিষ্টম্) ॥ ২২

মূলানুবাদ ।—হে নিষ্পাপ। তুমি সৃষ্টির উপক্রমে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলে "তপস্যা আমার শক্তি, আমিই তপস্যার আশ্রয়" আমি তোমাকে আকাশবাণীতে এই উপদেশ দিয়াছিলাম ॥ ২২

শ্রীপ্রভুটীকা ।—তদপি ত্বাং প্রতি ময়ৈবাদিষ্টমুপদিষ্টম্। কদা? তত্র তদা সৃষ্ট্যারম্ভে ত্বয়ি

সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।
বিভর্ম্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ॥ ২৩॥

শ্রীব্রহ্মোবাচ।

ভগবন্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥ ২৪॥

কর্ম্মণি কার্য্যার্থে বিমোহিতে সতি। কিঞ্চ তপো নাম মমৈব শক্তিরিত্যাহ। তপো মে হৃদযম্ অন্তরঙ্গা শক্তিঃ। আত্মা স্বরূপম্। যস্য জ্ঞানময়ং তপ ইতি শ্রুতেঃ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—(অহং) তপসা (অন্তরঙ্গশক্তিরূপযা তপস্যযা এব) ইদং (বিশ্বং) সৃজামি তপসা বিশ্বং (জগৎ) বিভর্ম্মি (পালয়ামি) পুনঃ (প্রলযে) তপসা গ্রসামি (সংহরামি) দুশ্চরং (মোক্ষপর্য্যন্তকামনা শূন্যত্বৈবানুষ্ঠেযত্বাৎ প্রাযশঃ সর্ব্বৈরসাধ্যং) তপঃ (এব) মে (মম) বীর্য্যং (শক্তিঃ)॥ ২৩

মূলানুবাদ।—আমি তপস্যার প্রভাবেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া থাকি, তপস্যাই আমার মহাশক্তি॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—গ্রসামি সংহরামি। বিভর্ম্মি পালয়ামি। বীর্য্যং শক্তিঃ॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—(শ্রীব্রহ্মোবাচ।) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবানাং, অধ্যক্ষঃ (নিয়ন্তা) গুহাং অবস্থিতঃ (সর্ব্বজীবানাং বুদ্ধাববস্থিতঃ) ভগবন্ (ভগবানের) হি (নিশ্চিতমেব) অপ্রতিরুদ্ধেন (নির্বাধেন) প্রজ্ঞানেন (স্বস্বরূপভূতজ্ঞানেন) চিকীর্ষিতং (সর্ব্বেষামেব মনোগতিং) বেদ (বেত্থ)॥ ২৪

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা বলিলেন, হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বভূতনিয়ন্তা এবং সর্ব্বান্তর্যামী, সুতরাং কাহারও মনোভাব আপনার অগোচর নহে॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—অধ্যক্ষঃ অধিষ্ঠাতা গুহাং গুহাযাং বুদ্ধাববস্থিতঃ সন্ যদ্যপি বেদ তথাপীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ॥ ২৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ব্রহ্মার মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া নিজ কৃপাশক্তি সঞ্চারপূর্ব্বক মধুর বাক্যে "বেদগর্ভ" বলিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিলেন। যাঁহার গর্ভে অর্থাৎ অন্তরে বেদজ্ঞান বিরাজিত, তাঁহার নাম "বেদগর্ভ"। শ্রীভগবানের এই সম্বোধনেই ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদজ্ঞান সঞ্চারিত হইয়া গেল। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যাহারা কোন প্রকার কামনা অন্তরে রাখিয়া আমাকে পাইবার জন্য সাধনা করে, তাহারা "কূটযোগী", তাহারা তাহাদের কাম্যফল পায় বটে, কিন্তু আমাকে পায় না। তুমি সর্ব্ববিধ কামনা ত্যাগ করিয়া আমাকে পাইবার জন্যই দুশ্চর তপস্যা করিযাছ বলিযা আমি তোমার উপর প্রসন্ন হইযাছি ও তুমি আমাকে পাইয়াছ। যদিও ব্রহ্মা যখন তপস্যা আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার সৃষ্টিশক্তি লাভের কামনা ছিল, তথাপি ব্রহ্মাকে যে নিষ্কাম বলিতেছেন ইহার কারণ এই যে, তপস্যার আরম্ভে ব্রহ্মার সৃষ্টিশক্তিলাভের কামনা ছিল বটে, কিন্তু শ্রীগোবিন্দচরণচিন্তামাত্রেই তাঁহার সে কামনা অন্তর্হিত হইয়াছিল। "কাম লাগি কৃষ্ণ

তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।
পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ ॥ ২৫ ॥

ভজে পায কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি দাস হইতে হয অভিলাষে॥" ব্রহ্মাব অবস্থা ঠিক এইরূপ হইযাছিল।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! তুমি আমাব নিকট বর প্রার্থনা কর, আমি তোমার মনোবাসনা পূর্ণ কবিব। আমাব দর্শনলাভ করাই সকল সাধনাব সিদ্ধি। তুমি যখন আমার দর্শন পাইযাছ, তখন আর তোমার কোন সাধনারই ফল পাইতে বাকি নাই। আমাকে দর্শন পাইবাব লালসাই পাণ্ডিত্যের পরিচয়, কেবলমাত্র শাস্ত্রাধ্যযনে কাহারও পাণ্ডিত্য লাভ হয না। তুমি আমার দর্শন লাভের জন্য দুশ্চর তপস্যা করিযাছ, এই তোমার পূর্ণ পাণ্ডিত্যের পরিচয়। আমি তোমাকে দর্শন দিব বলিয়াই আকাশবাণীতে মন্ত্র প্রদান ও তপস্যার উপদেশ দিযাছিলাম। তপস্যা আমারই অন্তরঙ্গাশক্তি, সৃষ্টি, স্থিতি ও লয এই তপস্যার প্রভাবেই আমি করিয়া থাকি। আমার কৃপাতেই তুমি তপস্যা করিযাছ এবং তাহাতেই তুমি সৃষ্টিশক্তি লাভ করিবে।

"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।
একযা যাত্যনাবৃত্তিমন্যযাবর্ত্ততে পুনঃ॥"

এই শ্রীমদ্ভাগবতীয শ্লোকে জানা যায, জীব অবিদ্যাবৃত্তিতে ভোগ এবং বিদ্যাবৃত্তিতে তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হয। অবিদ্যাবৃত্তি-বিমোহিত জীব শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ ভুলিযা বিষযভোগ-লালসায জর্জ্জরিত হয ও নানা যোনি ভ্রমণ করে। শ্রীভগবৎকৃপায বিদ্যাবৃত্তির বিকাশে ভোগবাসনা অন্তর্হিত হইযা যায এবং শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ প্রাপ্তির জন্য প্রবল লালসা জন্মে। তপস্যায যদি ভুক্তি, মুক্তি কিংবা সিদ্ধির লালসা থাকে, তাহা হইলে সে তপস্যাও অবিদ্যা বিজড়িত। যদি ভুক্তি, কিংবা সিদ্ধিবাসনাশূন্য হইয়া কেবলমাত্র শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ প্রাপ্তির বাসনামাত্র বুকে লইযা কেহ তপস্যায প্রবৃত্ত হইতে পারে, তাহা হইলে সেই তপস্যাই শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ নিকটে উপস্থিত করে, এই তপস্যাই বিদ্যাবৃত্তি। বিদ্যা শ্রীভগবানেরই অন্তরঙ্গাশক্তি, সেই জন্য শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন, "তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ।" ধনাদি পাইবার আশায কল্পবৃক্ষের নিকটে গিযা ধনাদি গ্রহণ করিযা কল্পবৃক্ষ ছাড়িযা চলিযা আসা অপেক্ষা কল্পবৃক্ষমূলে আশ্রয় গ্রহণ করাই বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। কল্পবৃক্ষতলবাসী ব্যক্তির কোন অভাবই থাকে না, কিন্তু ধন লইযা ধনী হইযা ফিরিযা আসিলে কিছুদিন পরে আবার তাহার পূর্ব্ব অভাব ফিরিযা আসে। তাই ব্রহ্মা এবার শ্রীগোবিন্দচরণ-কল্পবৃক্ষের মূলে আশ্রয গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রীগোবিন্দও তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে বলিতেছেন, তুমি মনোনীত বর প্রার্থনা কর॥ ২০—২৪

অন্বয়ঃ।—তথাপি (যদ্যপি) [ভবান্ জানাত্যেব তথাপি] হে নাথ। (হে মদেকগতে।) যথা (যেন প্রকারেণ) অরূপিণঃ (প্রাকৃতরূপরহিতস্য) তে (তব) পরাবরে (সূক্ষ্মস্থূলে) রূপে জানীযাং (তত্ত্বতঃ বুধ্যেয়ং) [তথা] নাথমানস্য (যাচকস্য মম) নাথিতং (যাচিতং) নাথয (প্রযচ্ছ) ॥২৫

মূলানুবাদ।—হে নাথ। তথাপি আমি প্রার্থনা করিতেছি, যেন আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপে আমার জ্ঞান লাভ হয়, আমার এই প্রার্থনা পূরণ করুন॥ ২৫

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥ ২৬ ॥
ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২৭ ॥
ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।
নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ ॥ ২৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—নাথমানস্য যাচমানস্য উপতপ্যমানস্যেতি বা। হে নাথ। নাথয় আশাঃ প্রযচ্ছ নাথিতং যাচিতম্। নাথৃ, নাধৃ যাচ্ঞোপতাপৈশ্বর্য্যাশীঃষু। নাথিতমেবাহ—পরাবরে ইতি। পরং সূক্ষ্মম্ অবরং স্থূলঞ্চ তে রূপং যথা জানীয়াম ॥ ২৫ ॥

অন্বয়ঃ।—অমোঘসঙ্কল্প। (হে সত্যসঙ্কল্প।) ঊর্ণনাভিঃ (কীটবিশেষঃ) যথা ঊর্ণুতে (স্বজাততন্তুজালং বিতনোতি) [তথা] আত্মমায়াযোগেন (স্বযোগমায়াসহায়েন) যথা আত্মনা (স্বয়মেব) আত্মানং (নানাবতাররূপং) গৃহ্ণন্ (প্রকটয়ন্) নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং (দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াদিনানাশক্তি-সমেতং) [বিশ্বং—জগৎ] বিসৃজন্ (রচয়ন্) বিভ্রৎ (পালয়ন্) বিলুম্পন্ (সংহরন্) ক্রীড়সি (নানা-লীলাং করোষি) মাধব। (হে সর্ব্বসম্পৎপতে।) ময়ি (ক্ষুদ্রেঽপি তব চরণাশ্রিতে ময়ি) তথা তদ্বিষয়াং (তবাপ্রাকৃতলীলাবিষয়াং) মনীষাং (সর্ব্বগোচরং যথাহি জ্ঞানং) ধেহি (সঞ্চারয়) ॥ ২৬।২৭

মূলানুবাদ।—ঊর্ণনাভি (মাকড়্সা) যেমন স্বদেহজাত তন্তু দ্বারা জাল বিস্তার করে, আপনিও সেইরূপ নিজ যোগমায়া সহযোগে নানাবতাররূপে নানা শক্তিসমন্বিত বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিয়া বিচিত্র লীলা করিতেছেন। হে মাধব। এই তত্ত্ব যেন আমি অনুভব করিতে পারি, আমাতে এইরূপ জ্ঞান সঞ্চার করুন ॥ ২৬।২৭ ॥

শ্রীধরটীকা।—যথা চ ত্বং ক্রীড়সি তথা তদ্বিষয়াং মনীষাং ময়ি ধেহীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। নানাশক্ত্যুপবৃংহিতং বিশ্বং বিলুম্পন্ সংহরন্ বিবিধং সৃজন্ বিভ্রৎ পালয়ন্ আত্মনা স্বয়মেবাত্মানং ব্রহ্মাদিরূপং গৃহ্ণন্ ক্রীড়সি ॥ ২৬ ॥ ঊর্ণুতে ঊর্ণাভিরাত্মানমাচ্ছাদয়তি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়ঃ।—অহং ভগবচ্ছিক্ষিতং (ভগবদাজ্ঞানুসারেণ সর্ব্বমেব) হি (নিশ্চিতমেব) অতন্দ্রিতঃ (অনলসঃ সন্) করবাণি (অনুতিষ্ঠানি) প্রজাসর্গং (জগৎসৃষ্টিং) ঈহমানঃ (কুর্ব্বন্নপি) যদনুগ্রহাৎ (যদনুষ্ঠানবলেন) ন বধ্যেয়ং (সৃষ্টিকর্ত্তাহমিত্যভিমানেন ন বদ্ধো ভবেয়ম্) ॥ ২৮ ॥

মূলানুবাদ।—আমি অনলসভাবে আপনার আজ্ঞা পালন করিব, তাহা হইলে জগৎ সৃষ্টি করিতে গিয়া আমার মন অভিমানে বদ্ধ হইবে না ॥ ২৮

শ্রীধরটীকা।—তৎ কিং সৃষ্টেরুদ্বিগ্ন এব তত্ত্বজ্ঞানং প্রার্থয়সে? নেত্যাহ। ভগবতা যদা শিক্ষিতমনুশিষ্টম্। অতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ করিষ্যামি। তর্হি কিমনেন তত্ত্বজ্ঞানেন? তত্রাহ। যস্মাদেবম্ভূতাৎ তবানুগ্রহাৎ প্রজাসর্গমীহমানঃ কুর্ব্বন্নপি অহঙ্কারাদিভির্বদ্ধো ন ভবেয়মিতি ॥ ২৮ ॥

যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্।
অবিক্লবস্তে পরিকর্ম্মণি স্থিতো মা মে সমুন্নদ্ধমদোঽজমানিনঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়ঃ—ভো ঈশ। (হে সর্ব্বেশ্বর।) তে (ঈশ্বরেণাপি ভবতা) সখা সখ্যুরিব (সখা যথা সখায়ং প্রতি ব্যবহরতি তথৈব) কৃতঃ (করস্পর্শাদিনা সম্মানিতঃ) [অহং] যাবৎ (যৎকালপর্য্যন্তং) প্রজাবিসর্গে (জগৎসৃষ্টিরূপে) তে (তব) পরিকর্ম্মণি (আজ্ঞাপালনে) অবিক্লবঃ (সাবধানঃ সন্ স্থিতঃ) জনং বিভজামি (উত্তমমধ্যমাধমভেদেন সৃজামি) [তাবৎ] অজমানিনঃ (স্বতন্ত্রমানিনঃ) মে (মম) সমুন্নদ্ধমদঃ (উৎকটাহঙ্কারঃ) মা (মৈবাভূৎ) ॥ ২৯

মূলানুবাদ—হে সর্ব্বেশ্বর। আপনি সখার মত মস্তকে কর স্পর্শ করিয়া আমাকে আদর করিয়াছেন, যতদিন পর্য্যন্ত জগৎসৃষ্টিরূপ আপনার আজ্ঞাপালনে নিযুক্ত থাকিয়া উত্তম-মধ্যমাদিভেদে যথাযোগ্য জীব বিভাগ করিব, ততদিন যেন "আমিই কর্ত্তা" এই তীব্র অহঙ্কার আমাকে স্পর্শ করিতে না পারে ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—অবশ্যঞ্চ মদো ভবিতা, স তু কিঞ্চিৎ কালং মা ভূদিতি প্রার্থয়তে যাবদিতি। ভো ঈশ। তে ত্বয়া লৌকিকস্য সখ্যুঃ সখেবাহং কৃতঃ করস্পর্শাদিনা সমত্বেন সম্মানিতঃ নন্ প্রজাসর্গরূপে তব পরিকর্ম্মণি সেবায়াং স্থিতোঽবিক্লবোঽব্যাকুল এব যাবজ্জনং বিভজামি, উত্তমমধ্যমাদিভেদেন সৃজামি, তাবৎ তৎসম্মানদানাদহমপ্যজঃ স্বতন্ত্র ইতিমানিনো মে সমুন্নদ্ধ উৎকটো মদো মা ভূৎ। যদ্বা মদো মা সমুন্নদ্ধ মা সমুন্নহ্যতাম, উদ্রিক্তো ন ভবেদিত্যর্থঃ ॥ ২৯

শ্রীভাগবতানুভবর্ষিণী।—শ্রীভগবানের করুণাপূর্ণ মধুর বচনে উল্লসিত হইয়া ব্রহ্মা তাঁহার চরণপ্রান্তে নিপতিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হে ভগবন্। আমি অন্য কোনও বর চাই না, আপনি সকলের হৃদয়গুহাবিহারী, সুতরাং আমার হৃদয়ের ভাব আপনার অজ্ঞাত নহে। আমার ভুক্তি, মুক্তি কিংবা সিদ্ধিপ্রাপ্তির লালসা নাই, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে যে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন দিয়াছেন, আমি তাহারই কিছু তত্ত্ব জানিতে উৎসুক হইয়াছি, আপনি আমার মনোবাসনা পূর্ণ করুন। ব্রহ্মা এইরূপে প্রার্থনা করিয়া প্রশ্ন করিলেন, হে ভগবন্। আপনি অরূপী, অর্থাৎ প্রাকৃত রূপ-রহিত, (ব্রহ্মা শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে বসিয়া প্রশ্ন করিতেছেন, সুতরাং এখানকার অরূপ শব্দের অর্থ নিরাকার হওয়া সম্ভবপর নহে) কিন্তু প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত এই দ্বিবিধরূপে বিরাজিত আছেন। বিরাট্‌রূপ শ্রীভগবানের প্রাকৃত রূপ এবং লীলা-বিগ্রহ তাঁহার অপ্রাকৃত রূপ। ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে "অরূপ" না বলিয়া "অরূপী" বলিয়াছেন, তাহার কারণ এই যে, জীবের মত প্রাকৃত রূপের সহিত তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ নাই। বিরাট্‌রূপ প্রাকৃত, তাহার সহিত তাঁহার নিত্য সম্বন্ধ নাই, স্থূল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর যোগসাধকগণের যোগধারণার জন্য শ্রীভগবানের এই রূপের কল্পনা। লীলা-বিগ্রহ অপ্রাকৃত, ইহারই সহিত তাঁহার নিত্যসম্বন্ধ। ব্রহ্মা প্রশ্ন করিলেন "পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ।" "আপনার পর এবং অবর রূপের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা করি।" শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, পররূপ সূক্ষ্ম এবং অবররূপ স্থূল। সূক্ষ্মরূপ অপ্রাকৃত এবং স্থূলরূপ প্রাকৃত এই তাঁহার অভিসন্ধি।

শ্রীভগবানুবাচ।

জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মা শ্রীভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়া জগৎকার্য্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেছেন, হে ভগবন্! উর্ণনাভি (মাকড়সা) যেমন তাহার নিজ দেহ হইতে জাল বিস্তার করিয়া আবার তাহা নিজ দেহেই টানিয়া লয়, আপনিও তেমনি মায়াশক্তি প্রভাবে আপনা হইতে জগৎ সৃষ্টি করিয়া আবার আপনাতেই উহা লয় করেন। আপনার এই মায়ার স্বরূপ কি?

হে দয়াসিন্ধো! আমি সৃষ্টিশক্তি লাভের আশায় আপনার স্বরূপ ও মায়ার তত্ত্ব জানিতে চাহিতেছি না, আমি আপনার কৃপাদেশে আপনারই চরণসেবনের অধিকার পাওয়ার আশায় এই সমস্ত প্রশ্ন করিতেছি। আমার মত কত কোটি কোটি ব্রহ্মা আপনার পাদপীঠে মস্তক লুণ্ঠন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া কত কত ব্রহ্মাণ্ডে তৃণচর তরঙ্গায় নিমগ্ন আছেন, আমি অতি তুচ্ছ, তথাপি আপনি আমার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আমাকে পরম কৃপার ভাজন করিয়াছেন। আমি আপনার কৃপায় সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য করিতে আরম্ভ করিলে যেন অভিমান আসিয়া আমাকে আপনার চরণসম্বন্ধ হইতে বিচ্যুত না করে, আমার এই মাত্র প্রার্থনা।

ব্রহ্মার এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তররূপে শ্রীভগবান্ যে চারিটী শ্লোক বলিয়াছিলেন, তাহাই চতুঃশ্লোকী ভাগবত। ব্রহ্মার প্রশ্নে পরম প্রীত হইয়া শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন এবং ব্রহ্মাও নিজ মনোবাসনা পূরণাশায় প্রশ্ন করিয়া চরণপ্রান্তে নিপতিত রহিলেন ॥ ২৫—২৯

অন্বয়ঃ।—(শ্রীভগবানুবাচ।) মে (মম) যৎ বিজ্ঞানসমন্বিতং (অনুভবসহিতং) সরহস্যং (ভক্তিযোগসমন্বিতং) পরমগুহ্যং (নির্ব্বিশেষব্রহ্মজ্ঞানাদপি গুহ্যতমং) জ্ঞানং (শুষ্কতর্কাগোচরং ঔপনিষদং জ্ঞানং) তদঙ্গং চ (তৎজ্ঞানসাধনং চ) ময়া গদিতং (অন্যেন কেনাপি বক্তুমশক্যং কেবলং ময়ৈব কথিতং সৎ) গৃহাণ (তৎকৃপয়া অঙ্গীকুরু) ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! অনুভব, প্রেমভক্তি ও সাধন সমন্বিত পরমগুহ্য জ্ঞান তোমাকে উপদেশ করিতেছি, তুমি গ্রহণ কর ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থম্। বিজ্ঞানমনুভবঃ। রহস্যং ভক্তিঃ সুগোপ্যমপি বক্ষ্যা-মীত্যাদি নির্দ্দেশাৎ। তস্যাঙ্গং সাধনম্ ॥ ৩০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা, শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, "পরাবরে যথা-রূপে জানীয়াং তে স্বরূপিণঃ" "আপনার সূক্ষ্ম ও স্থূলরূপ কীদৃশ তাহা জানিতে ইচ্ছা করি।" তদনন্তর "যদাত্মমায়াযোগেন" প্রভৃতি শ্লোকে মায়া এবং মায়াসহায়ে শ্রীভগবানের লীলার তত্ত্ব তিনি জানিতে চাহিয়াছেন, তাহার পর "ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ' প্রভৃতি শ্লোকে কোন্ কর্ম্ম করিলে এই সমস্ত তত্ত্বজ্ঞান হইবে ও মায়াভিভূত হইতে হইবে না, তাহাও জানিতে চাহিয়াছেন। শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মার এই প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য চারিশ্লোকে এই চারি প্রশ্নের উত্তর দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। এই চারি শ্লোকই চতুঃশ্লোকী ভাগবত এবং ইহাই শুকপ্রোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের মূল।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তাহার অঙ্গ এই চারিটী পরমতত্ত্বের কথা বলিতেছি, তুমি অবহিতচিত্তে তাহা গ্রহণ কর। শ্রীভগবানের "ময়া গদিতং গৃহাণ" "এই চারিটি তত্ত্ব আমি বলিতেছি, তুমি গ্রহণ কর" বাক্যে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে এ তত্ত্ব শ্রীভগবান্ ব্যতীত অন্য কেহ বলিতে পারে না। বেদ পুরাণাদি শ্রীভগবানের তত্ত্বপ্রকাশক সমস্ত শাস্ত্রই শ্রীভগবানের অনুগ্রহদান। শ্রীভগবান্ সমস্ত বেদপুরাণাদির মূলবক্তা ও মূলকর্ত্তা, ব্রহ্মা ইঁহারই কৃপায় এই সমস্ত পাইয়া জগতে শিষ্যানুশিষ্যক্রমে প্রকাশ করিয়াছেন। বেদ, পুরাণাদি প্রথম গ্রহণের শক্তি শ্রীভগবানের নাভিকমল জাত ব্রহ্মা ছাড়া আর কাহারও নাই। এইজন্য শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ব্রহ্মাকে ও ব্রহ্মার দ্বারা নারদাদিক্রমে জগৎকে এই পরমতত্ত্ব দান করিয়াছেন। "অস্য বৈ মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদৃগ্বেদঃ সামবেদো যজুর্ব্বেদোঽথর্ব্ববেদ ইতিহাসঃ পুরাণং" এই শ্রুতি-বাক্যে, "বেদকর্ত্তা হরিঃ সাক্ষাৎ বেদস্মর্ত্তা পিতামহঃ" এই পুরাণবাক্যে এবং "মায়ামুগ্ধ জীবের নাই স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। কৃপায় করিল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ ॥" এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতবাক্যে এই সিদ্ধান্তই ঘোষিত হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যে চারিটি তত্ত্ব বলিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহার প্রথমটি "জ্ঞানং"। এই জ্ঞান ঘটপটাদি বিষয়ের সহিত চক্ষুঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধবশতঃ লব্ধ বৃত্তিজ্ঞান নহে, কিংবা জ্ঞানযোগ সাধনার সিদ্ধিদশায় প্রকাশিত স্বয়ংপ্রকাশ নির্ব্বিশেষ জ্ঞানও নহে, ইহা "মে জ্ঞানং"। শ্রীভগবান্ স্বয়ং বলিতেছেন, ইহা আমার জ্ঞান অর্থাৎ ইহা শ্রীভগবানের স্বরূপ জ্ঞান। বেদাদিসম্বন্ধশূন্য শুষ্কতর্কে এ জ্ঞান লাভ করা যায় না, বা কেহ ঘটপটাদি জ্ঞানের মত চক্ষুঃ প্রভৃতির সংযোগে এ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না, ইহা একমাত্র শ্রীভগবৎকৃপালব্ধ ঔপনিষদ জ্ঞান। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" এই শ্রুতি-বাক্যে এই কৃপামাত্রলভ্য ঔপনিষদ জ্ঞানেরই ইঙ্গিত করা আছে। শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র "মে জ্ঞানং" এই কথাতেই জ্ঞানের পরিচয় শেষ না করিয়া আরও একটি বিশেষণে তাহার বিশেষত্ব দেখাইলেন, "পরমগুহ্যং।" শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আমি তোমাকে যে-জ্ঞান উপদেশ করিব, তাহা সাধারণ নহে, গুহ্য নহে, গুহ্যতর নহে, পরমগুহ্য অর্থাৎ গুহ্যতম। "পরমগুহ্য" এই বিশেষণেই বুঝা যায়, বিষয়ভেদে জ্ঞানের আরও তিনটি অবস্থা আছে, যথা—ঘটপটাদি জড়বস্তু বিষয়ক জ্ঞান সাধারণ, জড়াতীত নির্ব্বিশেষ সচ্চিদানন্দ বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান, গুহ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াতীত, অন্তর্য্যামিত্ব-শক্তিসম্পন্ন কিঞ্চিৎ সবিশেষ নির্বিকল্পক সমাধিলভ্য পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান, গুহ্যতর এবং ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন লীলাময় পরিপূর্ণ-সবিশেষ কৃপামাত্রলভ্য শ্রীভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান, গুহ্যতম বা পরমগুহ্য। শ্রীভগবান্ অপার করুণার্ণব, তাঁহার দান কখনও ক্ষুদ্র হয় না, তাই ব্রহ্মাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানই প্রদান করিতে তিনি সমুদ্যত হইয়াছেন। ব্রহ্মা কেবলমাত্র পর এবং অবর রূপের বিষয় জানিতে চাহিয়াছেন, কিন্তু শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র জানাইয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি জানার উপরেও আরও কিছু দিতে ইচ্ছা করিয়া বলিতেছেন "বিজ্ঞানসমন্বিতং" অর্থাৎ অনুভবসমন্বিত। আমি তোমাকে যাহা বলিব তাহা অনুভবগোচর করাইয়া দিব। কেবলমাত্র শ্রবণে কোনও বিষয়ের পরোক্ষ জ্ঞান মাত্র হয়, তাহা অনুভব বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান নহে। কাহারও নিকট শুনা গেল যে—এবং শাস্ত্রবাক্যেও বুঝা যায় যে

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্ম্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ মুক্তি পর্য্যন্ত প্রদান করিতেও আপত্তি করেন না, কিন্তু প্রেমভক্তি তাঁহার অতি গুপ্তধন। করুণাময় শ্রীভগবান্ আজ নিজচরণপ্রান্তে সমাগত ব্রহ্মাকে এই পরম রহস্য প্রেমভক্তি দিতেও স্বীকৃত হইয়া বলিলেন "সরহস্যং জ্ঞানং গৃহাণ" —বিনা প্রেমে আমার সাক্ষাৎকার লাভ হইবে না, অতএব আমি তোমাকে প্রেমভক্তিও দান করিতেছি, গ্রহণ কর। শ্রীধরস্বামিপাদও রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তিই করিয়াছেন এবং "তদঙ্গং" এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "সাধনং", ইহাতে বুঝা যায় যে শ্রীধর-স্বামিপাদের মতেও রহস্য প্রেমভক্তি এবং অঙ্গ সাধনভক্তি।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে প্রেমভক্তি দান করিতে স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু বিনা সাধনে প্রেমভক্তি লাভ হয় না। বিশেষতঃ ব্রহ্মাও পূর্ব্বে বলিয়াছেন 'ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।' "আমি অনলস ভাবে আপনার আদেশ পালন করিব।" এইজন্য যাহাতে প্রেমভক্তি লাভ হয়, শ্রীভগবান্ তাহাও ব্রহ্মাকে দিতে ইচ্ছা করিয়া বলিলেন "তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ"—সেই প্রেমভক্তির অঙ্গ অর্থাৎ যে সাধনে প্রেমভক্তি লাভ হয়, সেই ভুক্তি মুক্তি এবং সিদ্ধিবাঞ্ছারহিত সাক্ষাৎ অনুগতিময়ী শুদ্ধা সাধনভক্তি আমি তোমাকে প্রদান করিতেছি, তাহা তুমি গ্রহণ কর। এই শুদ্ধা সাধনভক্তি যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-রূপা তাহা পর পর শ্লোকে অভিব্যক্ত হইবে। শ্রীভগবান্ প্রেমভক্তি ও সাধনভক্তি এই নামে উল্লেখ না করিয়া রহস্য এবং অঙ্গ শব্দে তাহার ইঙ্গিত করায় ইহাও পরমগুহ্য বলিয়াই মনে হয়। "মুক্তানা-মপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ। সুদুর্ল্লভ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।" এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যে স্পষ্টই বুঝা যায় "কোটিমুক্ত মধ্যে সুদুর্ল্লভ কৃষ্ণভক্ত।"

এই শ্লোক আলোচনায় বুঝা গেল যে প্রথমতঃ শাস্ত্রদ্বারা শ্রীভগবৎস্বরূপের পরোক্ষজ্ঞান, তদনন্তর সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে প্রেমলাভ ও প্রেমে শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার—এই চারিটি পরমতত্ত্ব শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মার নিকটে প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইলেন। তাহার পর ব্রহ্মা হইতে নারদ-ব্যাসাদি শিষ্যপ্রশিষ্যাদিক্রমে এই পরমতত্ত্ব জগতেও প্রচারিত হইল। ভাগ্যবান্ ব্যক্তিগণও এই পথেই শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারলাভে কৃতার্থ হন। ব্রহ্মা কেবলমাত্র শ্রীভগবৎস্বরূপের পরোক্ষ জ্ঞানই প্রার্থনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অনুভবহীন জ্ঞানের কিছুই মূল্য নাই, অনুভবও বিনা প্রেমে হয় না, প্রেমও বিনা সাধনে হয় না, এই জন্যই পরম করুণাময় শ্রীভগবান্—এই চারিটি তত্ত্বই অযাচিতভাবে ব্রহ্মাকে দিয়াছেন॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—অহং যাবান্ (স্বরূপতো যৎপরিমাণকোঽহং) যথাভাবঃ (যল্লক্ষণোঽহং), যদ্রূপ-গুণকর্ম্মকঃ (যানি স্বরূপান্তরঙ্গাণি রূপাণি শ্যামচতুর্ভুজাদীনি, গুণাঃ ভক্তবাৎসল্যাদয়ঃ, কর্ম্মাণি তল্লীলাঃ যস্য সঃ) [মম রূপগুণকর্ম্মাণি চ যাদৃশানি] তে (তব) মদনুগ্রহাৎ (মৎকৃপয়া) তথৈব (যাথার্থ্যেন) তত্ত্ববিজ্ঞানং (মম স্বরূপ-লক্ষণরূপগুণকর্ম্মাদীনাং অনুভবঃ) অস্তু (ভবতু) ॥ ৩১

মূলানুবাদ ।—হে ব্রহ্মন্! আমার কৃপায় তোমার,—আমার স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও লীলাদির তত্ত্বানুভব হউক ॥ ৩১

শ্রীপ্রবর্ত্তিকা ।—যাবান্ স্বরূপতঃ। যথাভাবঃ যাদৃক্সত্তাবান্। যানি রূপাণি গুণাঃ কর্ম্মাণি চ যস্য ॥ ৩০

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী ।—"বৈকুণ্ঠধামে শ্রীভগবান আছেন' ইহাতে যে জ্ঞান হইল তাহা পরোক্ষ, ভক্তিসাধনার সিদ্ধিতে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন, অপরোক্ষ বা অনুভব। এই জন্যই শ্রীধরস্বামিপাদ পূর্ব্ব শ্লোকব্যাখ্যায় বলিয়াছেন "জ্ঞানং শাস্ত্রোত্থং" "বিজ্ঞানমনুভবঃ"—শাস্ত্রাদিশ্রবণজনিত পরোক্ষজ্ঞানই এখানে জ্ঞান শব্দের অর্থ—এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ অনুভব। অদ্বৈতবাদীর বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীতে দেখা যায় "অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ পরোক্ষজ্ঞানমুচ্যতে। অহং ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ প্রত্যক্ষজ্ঞানমেব তৎ।" "যদি ব্রহ্ম আছেন এইমাত্র কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে তাহার জ্ঞান পরোক্ষ, আর আমিই ব্রহ্ম এই সাক্ষাৎ অনুভবাত্মক জ্ঞানই প্রত্যক্ষ।" শ্রীভগবদ্বিষয়ক পরমগুহ্য জ্ঞানও শাস্ত্রাদি শ্রবণে পরোক্ষ এবং ভক্তিসাধনার সিদ্ধিতে সাক্ষাদ্দর্শনে প্রত্যক্ষ। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার প্রার্থিত জ্ঞান উপদেশ করিতে স্বীকৃত হইয়া পরিশেষে নিজ অযাচিত করুণায় বিজ্ঞানও প্রদান করিতে স্বীকৃত হইলেন।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় বুঝা গেল যে, শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে নিজের পরিপূর্ণ সবিশেষ লীলাময় স্বরূপ অনুভব করাইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু এই লীলাময় স্বরূপ অনুভবে কিছু রহস্য আছে। শ্রীভগবান্ স্বয়ং উদ্ধবকে বলিয়াছেন "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা।" "হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্যযোগ, বেদাদিপাঠ, তপস্যা, দান প্রভৃতি কিছুতেই আমার সাক্ষাৎকার লাভ হয় না, একমাত্র প্রেমভক্তিই আমার সাক্ষাৎকারের হেতু।" ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থে দেখা যায়, ব্রহ্মা শ্রীভগবৎকৃপায় সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া যখন স্তব করিয়াছিলেন, তখন বলিয়াছিলেন "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি," "ভক্তচূড়ামণিগণ প্রেমনেত্রেই তাঁহাকে দেখিতে সমর্থ হন।" সুতরাং লীলাবিগ্রহ দর্শন করিতে হইলে -জপ,যোগ,ধ্যান, জ্ঞান, তপস্যা প্রভৃতি কিছুতেই হইবে না, বিনা প্রেমে প্রেমময়ের দর্শনলাভ ঘটিবে না, ইহাতে প্রেম প্রয়োজন। প্রেম শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীরও সারবস্তু, সুতরাং ইহা যে অতি রহস্য তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। "অস্তি" রূপে শ্রীভগবানের সত্তা সর্ব্বত্র ছড়ান আছে, তাঁহার স্বরূপভূত জ্ঞান স্বপ্রকাশ, কিন্তু প্রেম তাঁহার গুপ্তভাণ্ডারের ধন। ইহা তিনি অতিযত্নে লুকাইয়া রাখেন, সকলকে দিতে চান না। "মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্।"

ব্রহ্মার সহস্র বৎসরব্যাপী নিষ্কাম তপস্যায় প্রসন্ন হইয়া শ্রীভগবান্ তাঁহার প্রার্থনা অনুসারে জ্ঞান এবং নিজ সহজ করুণাগুণে বিজ্ঞান, রহস্য (প্রেমভক্তি) এবং অঙ্গ (সাধনভক্তি) এই চারিটি বস্তু যে তাঁহাকে দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা পূর্ব্বশ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। তন্মধ্যে জ্ঞান শব্দের অর্থ যে শাস্ত্রশ্রবণাদিজনিত পরোক্ষজ্ঞান এবং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ শাস্ত্রাদি হইতে শ্রুত বিষয়ের অনুভব, তাহাও পূর্ব্বশ্লোকে আলোচিত হইয়াছে। এখন বিবেচ্য এই যে—

যাঁহাদের শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে, অর্থাৎ যাঁহারা আস্তিক, তাঁহাদের শাস্ত্রশ্রবণে যথাযোগ্য পরোক্ষ জ্ঞান হওয়া সম্ভব, কিন্তু কেবলমাত্র শ্রবণে শ্রুতবিষয়ের অনুভব আসে না, কিংবা শ্রুতবিষয় কার্য্যকর হয় না। "শ্রীভগবানের চরণামৃত অকালমৃত্যুনিবারক এবং সর্ব্বব্যাধিবিনাশন" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শ্রবণ করিয়াও শাস্ত্রবিশ্বাসী আস্তিক ব্যক্তিগণ তাহার যথাযথ ব্যবহার করিতে পারেন না, তাঁহারাও ব্যাধিপীড়িত হইযা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হন, তাহার কারণই এই যে,—তাঁহাদের শাস্ত্র শ্রবণে আস্তিকতায় পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র হইয়াছে, তাহা কখনও অনুভবে আসে নাই। সুতরাং তাহা তাঁহারা ব্যবহারে লাগাইতে পারেন না। বিনা প্রেমে অনুভব হয় না এবং বিনা সাধনে প্রেম হয় না। এই সাধন এবং প্রেমলাভ মায়ামুগ্ধ জীবের সাধ্যাতীত, কেবলমাত্র শ্রীভগবৎকৃপা সাপেক্ষ। "স এব সাধুকর্ম্ম কারয়তি যমুন্নিনীষতে স এবাসাধুকর্ম্ম কারয়তি যমধোনিনীষতে" এই শ্রুতিবাক্যেও এই সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। ব্রহ্মা যদিও কেবলমাত্র পরোক্ষজ্ঞানলাভের জন্যই শ্রীভগবানের স্বরূপবার্ত্তা শুনিতে চাহিয়াছিলেন, তথাপি করুণাময় শ্রীভগবান্ অযাচিত ভাবেই অনুভব এবং তাহার হেতু প্রেম এবং প্রেমের হেতু সাধন-ভক্তিও তাঁহাকে দিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং শ্রীভগবান্ এমন কৃপা না করিলে ব্রহ্মা নিজ শক্তিতে তাহা কেমন করিয়া লাভ করিবেন? এই জন্য শ্রীভগবান্ "যাবানহং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রহ্মাকে কৃপাশীর্ব্বাদ করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্। আমার স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ এবং লীলার তত্ত্ব, আমার কৃপায় তোমার অনুভব হউক। শ্রীভগবানের এই আশীর্ব্বাদ প্রয়োগের বিশেষত্ব এই যে— তিনি কেবলমাত্র "আমার স্বরূপাদি" এই কথা না বলিয়া "আমার কৃপায় তোমার অনুভব হউক" এই কথা বলিলেন। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, শ্রীভগবানের এই আশীর্ব্বাদবাক্য তাঁহার কৃপাশক্তি সমন্বিত, সুতরাং ইহাতে শ্রীভগবানের স্বরূপাদি ব্রহ্মার পূর্ণরূপে অনুভব হইয়াছিল।

যদ্যপি শ্রীভগবানের স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও লীলা তত্ত্বতঃ একই বস্তু, সুতরাং স্বরূপাতিরিক্ত নহে, তথাপি স্বরূপের সহিত লক্ষণাদির কিছু পার্থক্য আছে, অবশ্য এ পার্থক্য ভেদ নহে, ইহা বিশেষমাত্র। (বিশেষস্তু অভেদেহপি ভেদবোধকো ধর্ম্মবিশেষঃ স তু ন ভেদো কিন্তু ভেদপ্রতিনিধিরিতি বৈষ্ণবদার্শনিকানাং সমাধিঃ) এই বিশেষ লইয়াই বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতে পরতত্ত্ব শ্রীগোবিন্দ সবিশেষ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ এই বিশেষের বিশেষত্ব গ্রহণ করিতে অবসর পান না বলিয়াই তাঁহাদের মতে পরতত্ত্ব ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ। তাঁহাদের বক্তব্য এই যে—পরতত্ত্বের সচ্চিদানন্দরূপ স্বরূপ ছাড়া অন্য বস্তুর আপাততঃ প্রতীতি হইলেও তাহার কোনও পারমার্থিক সত্তা নাই, অর্থাৎ তাহারা আছে বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু তাহাদের ব্রহ্মসত্তা ছাড়া আর পৃথক্ সত্তা নাই—তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে তাহাদের অস্তিত্বের লোপ হইয়া যায়।

বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ বলেন,—মায়িক বস্তু সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্তই ঠিক, কিন্তু মায়াতীত শ্রীভগবৎসম্বন্ধীয় বস্তু এ সিদ্ধান্তের অতীত।

"যাবানহং" প্রভৃতি আমাদের আলোচ্য শ্লোকটি একটু ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিলে বৈষ্ণবদার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন, আমার কৃপায় তোমার আমার স্বরূপ, লক্ষণ রূপ প্রভৃতির তত্ত্ববিজ্ঞান হউক। যদি শ্রীভগবানের

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ৩২॥

স্বরূপ ছাড়া লক্ষণাদি আপাতঃ প্রতীত বস্তু হইত, তাহা হইলে শ্রীভগবান্ সেই অতাত্ত্বিক বস্তুর তত্ত্বজ্ঞান হউক বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতেন না। শ্রীভগবানের আশীর্ব্বাদবাক্যেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে, তাঁহার স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও লীলা সমস্তই তাত্ত্বিক বস্তু। এই সমস্ত বস্তুর অনুভব না হইলে কখনই শ্রীভগবৎস্বরূপজ্ঞান পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না।

শ্লোকস্থ "অহং যাবান্" "যথাভাবঃ" প্রভৃতি শব্দের শ্রীধরস্বামিপাদ বিশেষ কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই, কেবলমাত্র "যাবান্ স্বরূপতঃ" "যথাভাবঃ যাদৃক্ সত্তাবান্" প্রভৃতি সংক্ষিপ্ত কথায় ব্যাখ্যা শেষ করিয়াছেন, সুতরাং বিস্তৃত ব্যাখ্যা জানিতে হইলে, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রভৃতি বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতালোচনা ছাড়া আর গতি নাই।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "রসো বৈ সঃ" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্য সমালোচনায় স্পষ্টই বুঝা যায়,—নিত্য স্বপ্রকাশ পরমানন্দই তাঁহার স্বরূপ। শ্রীভগবান্ স্বয়ং আনন্দ হইয়াও তিনি তাঁহার স্বরূপভূত আনন্দের আস্বাদক বা ভোক্তা, এই তাঁহার লক্ষণ। আনন্দঘন শ্রীবিগ্রহ দ্বিভুজ চতুর্ভুজাদি তাঁহার রূপ। ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি তাঁহার গুণ এবং ভক্তানন্দবর্দ্ধনে নিজানন্দাস্বাদন তাঁহার লীলা।

তরল দুগ্ধ ঘনীভূত হইয়া ক্ষীরাদিতে পরিণত হইলে তাহার স্বরূপের ভেদ না হইলেও যেমন আস্বাদনের তারতম্য থাকে, সেইরূপ শ্রীভগবানেরও সচ্চিদানন্দস্বরূপের বৈলক্ষণ্য না ঘটিলেও তাঁহার রূপ, গুণ, লীলাদির আস্বাদনের কিছু বৈলক্ষণ্য আছে। তরল দুগ্ধ পান করিলে যেমন ক্ষীর লড্ডুকের আস্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ কেবলমাত্র সচ্চিদানন্দ অনুভবে শ্রীভগবানের অপার করুণাদিগুণার্ণব শ্রীশ্যামসুন্দরাদি চিদ্‌ঘনবিগ্রহের অনুভব হয় না। যে ব্যক্তি তরল দুগ্ধ এবং ক্ষীর লড্ডুক প্রভৃতি দুগ্ধজাত সমস্ত বস্তু আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারই দুগ্ধাস্বাদন পূর্ণ হয়, সেইরূপ যে ভাগ্যবান ব্যক্তি, সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ,ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি গুণ, গোচারণাদি প্রভৃতি লীলা সমস্তই আস্বাদন করিয়াছেন, তাঁহারই পরতত্ত্বাস্বাদন পূর্ণ হইয়াছে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে পূর্ণরূপে নিজ স্বরূপ আস্বাদন করাইবেন বলিয়াই "স্বরূপ ও লক্ষণাদির তত্ত্বজ্ঞান হউক" বলিয়া কৃপাশীর্ব্বাদ করিলেন॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—অগ্রে (মহাপ্রলয়ে) অহং এব (সম্প্রতি ভবৎ প্রতি প্রাদুর্ভবন্নসৌ পরমমনোহর-শ্রীবিগ্রহোঽহমেব) আসমেব (অস্মিন্নেব ধামনি লীলামযরূপেণ বর্ত্তমান আসং) [নচান্যৎ কিঞ্চিদকরবং] যৎ। কচিৎশাস্ত্রে কচিচ্চ অধিকারিণি) [প্রতীতিং] সদসৎপরং (কার্য্যকারণাতীতং ব্রহ্মেতি তৎ। নান্যৎ (মত্তো ন পৃথক্, মমৈব নির্বিশেষপ্রকাশত্বাদিত্যর্থঃ,) [পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপি] অহং (বৈকুণ্ঠাদিষু শ্রীভগবদ্রূপেণ ব্রহ্মাণ্ডাদিষু অন্তর্যামিরূপেণ অহমেব প্রতিভামি) [যৎ পরিদৃশ্যমানং] এতচ্চ (জগদপি অহমেব মমৈব মায়াশক্তিকার্য্যত্বাৎ মদনন্যদেব জগদিত্যর্থঃ) যঃ অবশিষ্যেত (প্রলয়ানন্তরং প্রলয়াধিষ্ঠানতয়া যস্তিষ্ঠতি) সঃ অহং অস্মি (সোঽপি অহমেব)॥ ৩২

মূলানুবাদ ।—মহাপ্রলয়ে আমিই ছিলাম, কার্য্যকারণাতীত ব্রহ্মবস্তু আমিই, সৃষ্টির পরও আমিই থাকি, জগৎ আমা ছাড়া নহে, প্রলয়ের পরেও আমিই থাকিব ॥ ৩২ ॥

শ্রীধরটীকা ।—এতদেব সম্যগুপদিশন্ যাবানিত্যস্যার্থং স্ফুটয়তি। অহমেবাগ্রে সৃষ্টেঃ পূর্ব্বম্ আসং স্থিতঃ। নান্যৎ কিঞ্চিৎ যৎ স্থূলম্, অসৎ সূক্ষ্মং, পরং তযোঃ কারণং প্রধানম্। তস্যাপ্যন্তর্মুখতয়া তদা ময্যেব লীনত্বাৎ। অহঞ্চ তদা আসমেব কেবলং, ন চান্যদকরবম্। পশ্চাৎ সৃষ্টেরনন্তরমপ্যহমেবাস্মি। যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি। প্রলয়ে যোঽবশিষ্যেত সোঽপ্যহমেব। অনেন চানাদ্যনন্তত্বাৎ অদ্বিতীয়ত্বাচ্চ পরিপূর্ণোঽহমিত্যুক্তং ভবতি ॥ ৩২ ॥

শ্রীভাগবতভাবভর্ষিণী ।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের স্বরূপ জানিবার জন্য "পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে হ্যরূপিণঃ।" "হে ভগবন্! আপনি প্রাকৃতরূপহীন, আপনার স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপ জানিতে ইচ্ছা করি" এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। শ্রীভগবান্ তাঁহার উপর প্রসন্ন হইয়া "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" ইত্যাদি শ্লোকে সেই পরমতত্ত্ব প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন এবং "যাবানহং" প্রভৃতি শ্লোকে "সেই সমস্ত তত্ত্ব তোমার স্ফূর্ত্তি হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে নিজ স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীভগবৎ-কথিত তত্ত্ব শ্রবণে ব্রহ্মার পরোক্ষজ্ঞান এবং শ্রীভগবৎ-কৃপায় যথাযথ বিজ্ঞানাদি লাভ হইবে।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! যে সময় তুমি কিংবা তোমার দৃশ্য ও চিন্তনীয় কোন পদার্থই ছিল না, সেই সময়ে অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে কেবলমাত্র আমিই ছিলাম। শ্লোকস্থ "অগ্রে" "অহমেব" "আসমেব" এই তিনটি কথা সমালোচনা করিলেই শ্রীভগবদ্বাক্যের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝা যাইবে এবং তাঁহার রূপ, গুণ ও লীলাদির তত্ত্ব বুঝিতে পারা যাইবে।

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—"অগ্রে আমিই ছিলাম"। এই "অগ্রে" শব্দটি শ্রুতিতেও নানাস্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি ও "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি বাক্য নানা উপনিষদে দেখা যায়। "অগ্রে" এই শব্দটি আমাদের নিকট এমন একটি কালের সূচনা করিতেছে, যে কালে আমাদের, এমন কি আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মারও দৃষ্ট, শ্রুত, দৃশ্য, চিন্তনীয় প্রভৃতি কোন বস্তুই ছিল না। এই কালেরই নাম মহাপ্রলয়। নৈয়ায়িকগণ "জন্যপদার্থানামধিকরণকালত্বং' অর্থাৎ যে সময়ে কোন প্রকার জন্য-পদার্থ থাকে না অর্থাৎ কেবলমাত্র নিত্যপদার্থ থাকে, এইরূপ ইঙ্গিতে সেই কালের সূচনা করিয়াছেন। সাংখ্য ও পাতঞ্জলদর্শন, যে সময়ে সত্ত্বঃ রজঃ ও তমোগুণময়ী প্রকৃতির বিষম পরিণাম থাকে না অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি কোন বস্তুই যে সময়ে থাকে না, এই কথা বলিয়া এক স্থূল ও সূক্ষ্ম জগতের অতীতকালের ইঙ্গিত করিয়াছেন। বৈদান্তিকগণও ব্যবহারিক জগতের অতীত এক নির্বিশেষ চিৎসত্তামাত্রেরই ইঙ্গিত করিয়া থাকেন। শ্রীধরস্বামিপাদও এই শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে "অগ্রে" এই শব্দটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং" অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বকালে। যদি কেহ মনে করেন যে,—জগৎসৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক হইয়া "বহু স্যাং প্রজায়েয়ং" "আমি বহু হইব" বলিয়া জগৎকারণপ্রকৃতিতে সেই সময়ে ঈক্ষণ করিতেছিলেন, সে সময়ও সৃষ্টির পূর্ব্বে বটে। সুতরাং জগৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা যে সময়ে হইয়াছিল, সেই সময়ে

শ্রীভগবান্ ছিলেন। এই জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিলেন, -"অগ্রে মহাপ্রলয়ে" অর্থাৎ যে সময়ে সৃষ্টি বা সৃষ্টির ইচ্ছা কিছুই নাই, সেই সময়ে। সুতরাং "অগ্রে" এই শব্দটি হইতে এমন একটি সময়ের উদ্দেশ পাওয়া গেল, যে সময়ে সৃষ্ট পদার্থ বা সৃষ্টির ইচ্ছা কিছুমাত্র শ্রীভগবানের নাই, কেবলমাত্র তিনিই আছেন।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—অগ্রে আমিই ছিলাম। এই আমি বা অহং শব্দটি লইয়া একটু সমালোচনা করা প্রয়োজন। শ্রুতি প্রভৃতিতে মহাপ্রলয়ে স্থিত বস্তুটিকে, "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি বাক্যে ব্রহ্ম, আত্মা, বাসুদেব প্রভৃতি শব্দে নির্দ্দেশ করা আছে, কিন্তু এখানকার বিশেষত্ব এই যে, শ্রীভগবান্ নিজ বক্ষঃস্থলে অঙ্গুলি স্পর্শ করিয়া বলিতেছেন,—"অহমেব আসং"—আমিই ছিলাম। শ্রীভগবান্ এই কথা না বলিয়া ব্রহ্ম প্রভৃতি শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে কখনই পরমগুহ্যজ্ঞানের জ্ঞেয় বস্তুর উদ্দেশ পাওয়া যাইত না। "আমিই ছিলাম" এই শব্দ দ্বারা শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! তোমার নিষ্কাম তপস্যায় তুষ্ট হইয়া আমি যে পরম মনোহর শ্রীমূর্ত্তিতে নিজ ধাম ও পার্ষদসহ তোমার নয়নগোচর হইয়াছি, আমি এই ধাম ও এই পার্ষদসহ এই করুণার লীলা লইয়াই ছিলাম। অবশ্য নির্বিশেষবাদ আশ্রয় করিয়া "অহং" শব্দেরও অর্থ "ব্রহ্ম" করা যায়, কিন্তু বক্তা স্বয়ং ভগবান্ সবিশেষরূপেই ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিতেছেন,—আমিই ছিলাম। ইহাতেই মনে হয়, এখানকার অহং শব্দের অর্থ নিরাকার চিৎসত্তামাত্র নহে, অহং শব্দের অর্থ লীলাময় শ্রীগোবিন্দ। যদি এখানকার অহং শব্দের অর্থ চৈতন্যমাত্রই বক্তব্য হইত, তাহা হইলে "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের মত শ্রীভগবান্ও "অহমেবাসং" না বলিয়া "ত্বমেবাসীঃ" "তুমি ছিলে" এই কথা বলিতে পারিতেন, কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার অতীত লীলাময়স্বরূপই যে পূর্ণ পরতত্ত্ব, এই পরমগুহ্য কোন উপদেশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ "ব্রহ্ম," "আত্মা," "ত্বং" প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ না করিয়া "অহং" শব্দ প্রয়োগ করিয়া নিত্য-লীলাময় নিজ স্বরূপেরই উদ্দেশ করিয়াছিলেন।

শ্রীধরস্বামিপাদ "অগ্রে অহমেব আসং" অগ্রে আমিই ছিলাম, এই কথার ব্যাখ্যা করিতে অহং শব্দটীর বিশেষ কোনও ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ক্রমসন্দর্ভ টীকা আলোচনা করিলে "অহং"শব্দের অর্থ যে লীলাময় শ্রীগোবিন্দ তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়, বিশেষতঃ যুক্তির অবতারণা করিলেও "অহং" শব্দার্থ যে শ্রীগোবিন্দই বুঝা যায়, তাহা পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে। "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন শঙ্করঃ" "একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও স্পষ্টই বুঝা যায় যে,—মহাপ্রলয়ে শ্রীভগবান্ কেবল চিৎসত্তারূপেই অবস্থিত ছিলেন না, তাঁহার চিদ্বিগ্রহও তখন ছিল। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" এই ঐতরেয় শ্রুতিবাক্যেও পুরুষবিধ আত্মারই উদ্দেশ পাওয়া যায়।

যদি মনে হয়, শ্রুতিতে "ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" প্রভৃতি বাক্যে মহাপ্রলয়ে নির্ব্বিশেষ স্বরূপেরই ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেই জন্য শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—"যদসৎপরং নান্যৎ"কার্য্যকারণাতীত নির্বিশেষ স্বরূপ আমা হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ কোন কোনও শাস্ত্রে আমারই নির্বিশেষ স্বরূপের কথা উল্লিখিত

আছে এবং জ্ঞানযোগাদি সাধনের সিদ্ধিদশায় আমারই নির্বিশেষ স্বরূপের অভিব্যক্তি হয়। জগতের জীব সূর্য্যকে তেজঃপুঞ্জ মাত্র দেখেন বলিয়া সূর্য্যমণ্ডলে যে সূর্য্যের মূর্ত্তি নাই এমত নহে। দৃষ্টিশক্তির অল্পতাপ্রযুক্ত কোন ব্যক্তির মুখ-নাসিকাদির বিশেষত্ব বুঝিতে না পারিলে যে, সে ব্যক্তির মুখ নাসিকাদি নাই এমত নহে। হে ব্রহ্মন্! যাহারা তোমার মত আমার কৃপাপ্রাপ্ত তাহারাই আমার এই সবিশেষস্বরূপ জানিতে পারে। শ্লোকস্থ অসৎ শব্দের অর্থ কার্য্য অর্থাৎ জগৎ, সৎ শব্দের অর্থ কারণ অর্থাৎ প্রকৃতি এবং পরং শব্দের অর্থ জগৎ ও প্রকৃতির অতীত সচ্চিদানন্দ বস্তু। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—সৎ শব্দের অর্থ স্থূল জগৎ, অসৎ শব্দের অর্থ সূক্ষ্ম জগৎ অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি এবং পরং শব্দের অর্থ, স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত প্রধান অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। তাঁহার মতে "নান্যদ্‌যৎ সদসৎ পরং" এই কথার অর্থ মহাপ্রলয়ে আমিই ছিলাম, সে সময়ে স্থূল সূক্ষ্ম জগৎ এবং তাহার কারণ প্রধান ছিল না। যদি সাংখ্য মতের "প্রকৃতিনিত্যা" এই কথা মনে হইয়া কাহারও বিপরীত ধারণা আসে, সেই জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন "তস্যাপান্ত-র্মুখতয়া তদা ময্যেব লীনত্বাৎ" অর্থাৎ মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি অন্তর্মুখ অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি কার্য্য হইতে বিরত হইয়া শ্রীভগবানেই লীন থাকে। বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতেও মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি শক্তিরূপে শক্তিমান্ শ্রীভগবানে লীন থাকেন, তাহার পর শ্রীভগবানের যখন জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অভিব্যক্তি হয় ও তাহার পরিণামে মহত্তত্ত্বাদির বিকাশ হয়। শ্রীধর স্বামিপাদের মতে "সদসৎপরং" শব্দের অর্থ জগৎকারণ প্রধান এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে "সদসৎপরং" শব্দের অর্থ প্রধানেরও অতীত নির্বিশেষ সচ্চিদানন্দ। এই মতানৈক্য দেখিয়া মনে হয়, শ্রীধরস্বামিপাদ পরতত্ত্বকে নির্বিশেষরূপে এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সবিশেষরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন। শ্রীভগবদ্গীতায় "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহং" ইত্যাদি শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদই বলিয়াছেন—"ব্রহ্মণঃ অহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতব্রহ্মৈবাহং, যথা—ঘনীভূতপ্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ।" সূর্য্যকিরণের যেমন ঘনীভূত অবস্থা সূর্য্যমণ্ডল, সেইরূপ সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মেরও ঘনীভূত প্রতিমা আমি। সুতরাং শ্রীভগবানের সবিশেষ প্রকাশে শ্রীধরস্বামিপাদের অমত নাই। তবে এখানে "তুষ্যতু দুর্জ্জনঃ" ন্যায়ে নির্বিশেষ প্রকাশপর ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—মহাপ্রলয়ে আমিই ছিলাম, ব্রহ্মরূপ নির্বিশেষ প্রকাশও আমারই, সুতরাং যদি কেহ বলেন বা সাধনার সিদ্ধিতে অনুভব করেন, মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম ছিলেন, তাহাতেও কোন আপত্তি নাই। শ্রীভগবান্ কেবলমাত্র "আসং" অর্থাৎ ছিলাম এই কথা না বলিয়া "আসমেব" অর্থাৎ "ছিলামই" এই কথা বলিয়া তাঁহার চিন্ময়ী লীলার বেশ একটু ইঙ্গিত করিয়াছেন। "যাবানহং" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছেন যে, আমার স্বরূপ এবং রূপ, গুণ ও লীলার তত্ত্বজ্ঞান হউক, সুতরাং এ শ্লোকে যে রূপ, গুণ ও লীলার কথা আছে, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শ্লোকস্থ "আসমেব" শব্দের শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"অহঞ্চ তদা আসমেব কেবলং ন চান্যদকরবং" "আমি সে সময়ে কেবল ছিলামই, কিন্তু অন্য কিছু করি নাই।" শ্রীধরস্বামিপাদের এ ব্যাখ্যায় নির্বিশেষবাদিগণ নিজের মনের মত কিছু বুঝিতে পারেন বটে, কিন্তু ব্যাখ্যার ভাবে বুঝা যায়, তিনি

লীলা অস্বীকার করেন নাই। "সম্প্রতি রাজা কিছু করেন না" এই কথা বলিলে বুঝা যায় যে রাজা সম্প্রতি রাজকার্য্য করেন না, কিন্তু তিনি শয়নভোজনাদিও করেন না, ইহা কিছুতেই বুঝা যায় না। শ্রীভগবানের লীলা অন্তরঙ্গ এবং বহিরঙ্গ ভেদে দ্বিবিধ। জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি তাঁহার বহিরঙ্গ লীলা এবং পার্ষদ গণসহ রসাস্বাদন তাঁহার অন্তরঙ্গলীলা। মহাপ্রলয়ে শ্রীভগবান্ বহিরঙ্গলীলা অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তরঙ্গা লীলার মহাপ্রলয়েও বিরাম নাই। এই উদ্দেশ্যেই শ্রীধরস্বামিপাদ "ন কিঞ্চিদকরবং" "মহাপ্রলয়ে কিছুই করিনা" এই কথা না বলিয়া "ন চান্যদকরবং" "মহাপ্রলয়ে অন্য কিছু করি না" এই কথা বলিয়াছেন। মহাপ্রলয়ে জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি "অন্য" অর্থাৎ বহিরঙ্গা লীলা করি না, কিন্তু অন্তরঙ্গা লীলা তখনও বর্ত্তমান থাকে, ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদের মনোগত ভাব। ধাম ও পার্ষদ ব্যতীত লীলা হয় না, সুতরাং মহাপ্রলয়ে শ্রীভগবানের ধাম ও পার্ষদগণ থাকেন ইহা স্পষ্টই বুঝা গেল। কাশীখণ্ডে দেখা যায় "ন চ্যবন্তেঽথ যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি। অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্ব্বগোঽব্যয়ঃ॥" "মহাপ্রলয়েও যাঁহার ভক্তগণের নাশ হয় না, সেই সর্ব্বগত অব্যয় শ্রীভগবান্ই অচ্যুত নামে অভিহিত হন।" শ্রীভগবানের সমস্ত লীলার মূল তাঁহার ভক্তবাৎসল্য গুণ। শ্রীভগবান্ সর্ব্বভাবেই পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার এমন কোনও স্বার্থ নাই যে, তাহার সিদ্ধি করিবার জন্য তিনি লীলা করেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় করুণায় পরিপূর্ণ, নিজচরণাশ্রিত ভক্তগণের আনন্দবর্দ্ধনার্থই তিনি নানা লীলা করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহার লীলা ভক্তবাৎসল্যেরই সূচনা করিতেছে।

এই পর্য্যন্ত আলোচনায় "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্‌যৎ সদসৎপরং" এই শ্লোকার্দ্ধ হইতে বুঝা গেল যে মহাপ্রলয়ে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার নির্ব্বিশেষ প্রকাশ, সেই ঘনীভূত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ভক্তবৎসল শ্রীভগবান্ দ্বিভুজ, চতুর্ভুজাদিরূপে গোলোকে বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিজ পার্ষদগণসহ নিত্য লীলাবিলাস করেন।

মহাপ্রলয়ে জগৎকারণ প্রকৃতি সঙ্কর্ষণে লীন থাকেন, সুতরাং সে সময়ে প্রাকৃত বস্তুর চিহ্নমাত্রও থাকে না। শ্রীভগবান্ তখন তাঁহার গোলোক-বৈকুণ্ঠাদি ধামে নিজ নিত্য পার্ষদগণসহ লীলারসাস্বাদন করেন। তাহার পর তাঁহার যখন জগৎসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হয়, তখন তিনি পুরুষরূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ করেন ও মহত্তত্ত্বাদিক্রমে সৃষ্টিকার্য্য আরম্ভ হয় ও ক্রমে ক্রমে অনন্তব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হয়। শ্রীভগবান্ তখন ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্যামী দ্বিতীয় পুরুষরূপে ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করেন, তদনন্তর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অনন্ত জীবদেহ সৃষ্টি হইলে শ্রীভগবান্ জীবান্তর্য্যামী তৃতীয় পুরুষরূপে জীবদেহে প্রবেশ করেন। এই তত্ত্বে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিতেছেন—"পশ্চাদহং" অর্থাৎ মহাপ্রলয়ের অবসানে আমি অনন্ত বৈকুণ্ঠে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে এবং অনন্ত জীবদেহে অবস্থান করি।

শ্রীভগবানের অনন্ত বৈকুণ্ঠস্থ স্বরূপ এবং প্রকৃতি, ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবের অন্তর্য্যামিরূপ পররূপ। ইহা ছাড়াও শ্রীভগবানের আর এক রূপ আছে, তাহার নাম অবররূপ কিংবা বিরাট্‌রূপ। ব্রহ্মা "পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং" "হে ভগবন্! আমি যেন আপনার কৃপায় আপনার পর ও অবর রূপ জানিতে পারি" এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই জন্য শ্রীভগবান্ "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ যৎ সদসৎপরং। পশ্চাদহং" এই পর্য্যন্ত বলিয়া নিজের পর রূপের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া "যদেতচ্চ" এই অংশদ্বারা নিজ

অবরক্রপের স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ "যদেতচ্চ" এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেবাস্মি" অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান্ জগৎও আমিই। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যদেতদ্বিশ্বং তদপ্যহমেব মদনন্যত্বাৎ মামকমেবেত্যর্থঃ।" অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জগৎও আমিই, যেহেতু জগৎ আমা হইতে পৃথক্ নহে সুতরাং আমারই। আপাততঃ মনে হয় যেন এই দুই ব্যাখ্যার কিছু পার্থক্য আছে,কিন্তু সমালোচনা করিলে সর্ব্বসামঞ্জস্য হইয়া যাইবে। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ বলেন, যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হইলে আপাততঃ রজ্জু হইতে পৃথক্ সর্পের জ্ঞান হয় বটে, কিন্তু ভ্রম দূর হইলে মনে হয়, ইহা সর্প নহে রজ্জুই, সেইরূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মেই জগৎ ভ্রম হয়,তত্ত্বজ্ঞানের উদয়ে অজ্ঞান নিবৃত্তি হইয়া গেলেও মনে হইবে জগৎ ব্রহ্মই—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা দেখিলে মনে হয়, তিনি যেন এই মতাশ্রয় করিয়াই "যদেতচ্চ" এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যের বেশ একটী সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে, শ্লোকস্থ "যদেতচ্চ" এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে "জগৎ ব্রহ্ম" এ অর্থ নহে, ইহার অর্থ জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে। বেদান্ত সূত্রের "তদনন্যত্বং আরম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" এই সূত্রের ভাষ্য ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন,—"নত্বভেদং ব্রূমঃ, কিন্তু ভেদং ব্যাসেধামঃ" "জগতে এবং ব্রহ্মে অভেদ ইহা আমার বক্তব্য নহে, কিন্তু জগতে এবং ব্রহ্মে ভেদ নাই, ইহাই আমার বক্তব্য।" শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতির পরিণামই জগৎ,শক্তি ও শক্তিমানে ভেদ নাই, সুতরাং জগৎ শ্রীভগবান্ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, কিন্তু তাই বলিয়া জগৎই শ্রীভগবান্ নহে, কারণ জগৎ জড়বস্তু এবং শ্রীভগবান্ চিন্ময় ব্রহ্ম ছাড়া দ্বিতীয় বস্তু নহে। জগৎ রজ্জু সর্পের ন্যায় ভ্রমকল্পিত বস্তু, জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু, এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেই ভ্রান্তি বলিতে হয়। সেইজন্য বৈষ্ণবদার্শনিকগণ এবং ন্যায় বৈশেষিক,সাংখ্য,পাতঞ্জল, মীমাংসা প্রভৃতি কোন দর্শনকারই এমতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়স্থ "পাতালমেতস্য হি পাদমূল" প্রভৃতি শ্লোকে বর্ণিত স্থূল ব্রহ্মাণ্ডময় শ্রীভগবানের প্রাকৃত রূপই যে বিরাট্‌রূপ কিংবা অবররূপ, "যদেতচ্চ" এই শ্লোকাংশ দ্বারা তাহা বর্ণিত হইল।

সৃষ্টবস্তু মাত্রেরই ধ্বংস আছে, ধ্বংসের স্বভাবই এই যে, সে কার্য্যকে কারণাবস্থায় লইয়া যায়, । মাটির ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে আবার মাটিই হয়। জগৎও সৃষ্ট বস্তু, সুতরাং ইহাও যখন ধ্বংস হইবে তখনও ইহা কারণাবস্থাই প্রাপ্ত হইবে। সমস্ত জগতের কারণ প্রকৃতি এবং প্রকৃতি শ্রীভগবানেরই শক্তি, সুতরাং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের ধ্বংস হইয়া গেলে, সর্ব্বকারণকারণ শ্রীভগবানই অবশিষ্ট থাকিবেন। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে "যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহং" এই কথা দ্বারা এই তত্ত্বই বলিলেন—হে ব্রহ্মন্। প্রলয়ে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া গেলেও আমিই অবশিষ্ট থাকিব। শ্রীভগবানের বৈকুণ্ঠাদিধাম, পার্ষদ এবং লীলা সৃষ্ট পদার্থ নহে, সুতরাং প্রলয়ে তাহাদের ধ্বংস হয় না, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইয়া গেলেও তিনি নিত্য লীলাময়রূপে পার্ষদগণ সহ নিত্যধামে বিরাজিত থাকেন। শ্রীভগবান্ "যাবানহং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রহ্মার নিকট যে তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন—এই শ্লোকে তাহা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিলেন॥ ৩২

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি ।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ ।—যথা আভাসঃ (জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কশ্চিচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবি-বিশেষ ইব) যথা তমঃ (অন্ধকার ইব) অর্থং ঋতে (পরমার্থভূতং মাং বিনা) যৎ (বস্তু) প্রতীয়েত (বহির্মুখবুদ্ধ্যা গৃহ্যতে) [মৎপ্রতীতৌ তৎপ্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ] [যচ্চ বস্তু] আত্মনি ন প্রতীয়েত (মদাশ্রয়ত্বং বিনা যস্য স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তি),তৎ (তথালক্ষণং বস্তু) আত্মনঃ (মম) মায়াং (মায়াখ্যাং শক্তিং) বিদ্যাৎ (জানীয়াৎ) ॥ ৩৩

মূলানুবাদ ।—যেমন,চন্দ্র সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্মান্ পদার্থের প্রতিবিম্ব হয় এবং যেমন অন্ধকারের চন্দ্র সূর্য্যাদি হইতে দূর দেশে চক্ষু দ্বারা প্রতীতি হয়, অথচ চন্দ্র-সূর্য্যাদি না থাকিলে তাহাদের নিজের কোনই অস্তিত্ব নাই,সেইরূপ আমাতে বহির্মুখ ব্যক্তিগণ আমাকে না বুঝিয়া যাহা বুঝে এবং আমাকে বুঝিলে আর যাহা বুঝা যায় না, অথচ আমার সম্বন্ধ ব্যতীত যাহার অস্তিত্বই থাকে না, সেই বস্তুই আমার মায়া ॥ ৩

শ্রীধরটীকা ।—যথাত্মমায়াযোগেনেত্যনেন মায়ায়া অপি পৃষ্টত্বাদ্বক্ষ্যমাণোপযোগিত্বাচ্চ মায়াং নিরূপয়তি । ঋতেঽর্থং বিনাপি বাস্তবমর্থং যদ্যতঃ কিমপ্যনিরুক্তম্ আত্মন্যধিষ্ঠানে প্রতীয়েত, সদপি চ ন প্রতীয়েত, তৎ আত্মনো মম মায়াং বিদ্যাৎ । যথা আভাসো দ্বিচন্দ্রাদিরিতি অর্থং বিনা প্রতীতৌ দৃষ্টান্তঃ । যথা তমঃ ইতি সতোঽপ্রতীতং তমো রাহুর্যথা গ্রহমণ্ডলে স্থিতোঽপি ন দৃশ্যতে তথা ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতভানুবর্ষিণী ।—কোনও পদার্থের তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে সেই পদার্থের স্বরূপ যেমন বুঝাইতে হয়, সেইরূপ তাহার বিপরীত বস্তুও বুঝান নিতান্ত প্রয়োজন। বিপরীত বস্তু না বুঝিলে কোনও সময়ে ভ্রম আসিয়া পদার্থজ্ঞানের বাধা জন্মাইয়া দেয়। চন্দ্রের স্বরূপ বুঝাইতে হইলে যেমন চন্দ্র গগনে উদিত হন, তাঁহার কিরণচ্ছটায় পৃথিবী উদ্ভাসিত হয় ইত্যাদি বুঝাইতে হয়, সেইরূপ জলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাও দেখিতে ঠিক চন্দ্রেরই মত কিন্তু তাহা চন্দ্র নহে, এইরূপে বিপরীত বস্তুও বুঝান আবশ্যক। কেননা, তাহা জানা না থাকিলে কোন দিন চন্দ্রপ্রতিবিম্ব দেখিয়া চন্দ্র-ভ্রম হইয়া যাইতে পারে। শ্রীভগবান্ও "অহমেবাসমেবাগ্রে" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রহ্মাকে এইভাবে নিজের স্বরূপ বুঝাইয়াছেন। যদিও শ্রীভগবানের কৃপায় ব্রহ্মার বিপরীত বুদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা নাই, তথাপি জগতের জীবেরও যাহাতে বিপরীত বুদ্ধি না আসে, এই জন্য বিপরীত বুদ্ধি জন্মাইবার মূল কারণ মায়ার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন। বিশেষতঃ ব্রহ্মা শ্রীভগবানের মায়ার স্বরূপও জানিবার জন্য "যথাত্মমায়া-যোগেন" প্রভৃতি শ্লোকে "হে ভগবন্! আপনি আত্মমায়ায় কি ভাবে জগৎ সৃষ্ট্যাদি করেন" ইত্যাদি জানিবার প্রার্থনাও করিয়াছিলেন, সেই জন্য শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে উদ্দেশ করিয়া সর্ব্বজীবের কল্যাণার্থে মায়ার স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন।

মায়ার স্বরূপ অতি দুর্জ্ঞেয়। মায়া শ্রীভগবানেরই বহিরঙ্গা শক্তি, শ্রীভগবানে বিমুখ জীবগণকে সংসার-দুঃখ দিয়া দণ্ডবিধান করাই তাহার কার্য্য। "কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ। সে কারণে

মায়া তারে দেয় সংসার দুখ॥ কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥" এই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-বাক্যে এবং "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য" "শ্রীভগবদ্বহির্মুখ জীবের দ্বিতীয় অর্থাৎ মায়িক-জগতে অভিনিবেশবশতঃ মহাদুঃখ হয়" ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যে মায়ার কার্য্য কি তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এই মায়া কিংবা বহিরঙ্গা শক্তিকেই সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনকার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি এবং বৈদান্তিকগণ অজ্ঞান নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপনিষদও "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" ইত্যাদি ভাবে এই বহিরঙ্গা শক্তিকে মায়াই বলিয়াছেন। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ এই পরম দুর্জ্ঞেয় মায়ার মহিমসিন্ধুর পার না পাইয়াই "যৎ কিঞ্চিৎ" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া" প্রভৃতি গীতাবাক্যে মায়া যে সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণময়ী তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ "রজ্জুসর্প" "শুক্তিরজত" প্রভৃতি দৃষ্টান্তে মায়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাঁহাদের এ প্রয়াসে মনে হয়, তাঁহারা ঐ ভাবের একটা মিথ্যা বস্তুই গড়িয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য দার্শনিকগণ মায়াকে এ দৃষ্টিতে দেখিতে স্বীকৃত হন না। জীবকে মুগ্ধ করিয়া দেহ গেহাদিতে "আমি আমার" অভিমান জন্মাইয়া দেয় বলিয়া মায়ার মোহিনী শক্তি এবং দেহ-গেহাদিত "আমি" "আমার" অভিমান সত্য নহে, একথা অবশ্য যে সকলেই স্বীকার করিবেন, কিন্তু তাই বলিয়া মায়া নিজে মিথ্যাবস্তু নহে বা মায়াসৃষ্ট দেহ গেহাদি মিথ্যা বস্তু নহে। প্রকাশানন্দ সরস্বতীপাদের সহিত শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর যখন বেদান্ত বিচার হইয়াছিল, তখন শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন -"দেহে আত্মবুদ্ধি এই বিবর্ত্তের স্থান।" দেহে আত্ম-বুদ্ধি অর্থাৎ আমি বলিয়া বুঝা যে ভ্রমকল্পিত তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু দেহ বস্তুটি ভ্রম বা ভ্রমকল্পিত নহে।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে মায়ার তত্ত্ব বুঝাইতে গিয়া বলিলেন, "অর্থং ঋতে যৎ প্রতীয়েত যৎ আত্মনি ন প্রতীয়েত, তৎ আত্মনো মায়াং বিদ্যাৎ"। মায়া স্বাভাবিক জীবমোহিনী শক্তি সম্পন্ন, সুতরাং তাহার স্বরূপ বুঝিতে গেলেও মোহে পড়িতে হয়। মায়ার স্বরূপ আলোচনা করিতে গেলে মায়াই পথ ভুলাইয়া নিজের অধিকারেই টানিয়া লয়, সুতরাং শ্রীভগবৎকথিত মায়ার তত্ত্ব বুঝিতে শ্রীভগবৎকৃপা প্রাপ্ত টীকাকারগণের সাহায্য গ্রহণ ছাড়া গতি নাই।

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"বিনাপি বাস্তবমর্থং যৎ যতঃ কিমপ্যনিরুক্তং আত্মনি অধিষ্ঠানে প্রতীয়েত সদপি চ ন প্রতীয়েত তৎ আত্মনঃ মম মায়াং বিদ্যাৎ।" বাস্তবিক যেখানে যাহা নাই সেখানে সেই রকম কি একটা পদার্থের জ্ঞান হইতেছে, কিংবা যাহা আছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না, এইরূপ অভাবনীয় ব্যাপার যাহা হইতে হয় তাহাই আমার মায়া। এই যাহা তাহা প্রভৃতি শব্দ দ্বারা গঠিত তত্ত্বটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য শ্রীধরস্বামিপাদ শ্লোকস্থ "যথাভাসো যথা তমঃ" এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"যেমন দ্বিচন্দ্রাদি এবং অন্ধকার।" বক্তব্য এই যে কোনও চক্ষুরোগ বিশেষে আকাশস্থ চন্দ্রের দিকে কিংবা গৃহস্থিত প্রদীপের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দুইটি চন্দ্র কিংবা দুইটি প্রদীপ বলিয়া বোধ হয়। আকাশে একটি চন্দ্র আছে, গৃহেও একটি প্রদীপ জ্বলিতেছে তাহা সত্য, কিন্তু দ্বিতীয়টি কি এবং কোথা হইতে আসিল? দ্বিতীয় চন্দ্রটী আকাশে নাই, কিংবা

দ্বিতীয় প্রদীপটি গৃহে জ্বলিতেছে না, অথচ দেখা যাইতেছে। দ্বিতীয় চন্দ্র কিংবা দ্বিতীয় প্রদীপটি প্রকৃত চন্দ্র কিংবা প্রদীপেরই মত বটে, কিন্তু সেটি যে কি তাহা কেহ বলিতে পারিবেন না, সুতরাং তাহাকে "কিমপ্যনিরুক্তং" অর্থাৎ "কি যেন একটা বস্তু" ইহা না বলিয়া আর কি বলিতে পারা যায় ? দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত "যথা তমঃ"। গৃহের মধ্যে নানা বস্তু আছে, আমি দৃষ্টিপাত করিতেছি, কিন্তু কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, অন্ধকারই এই গৃহস্থিত বস্তু না দেখার একমাত্র কারণ। অন্ধকারের শক্তিতে যাহা আছে, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। প্রথমোক্ত দ্বিতীয় চন্দ্রদর্শন কিংবা দ্বিতীয়োক্ত গৃহস্থিত বস্তু না দেখা দুইই অভাবনীয় ব্যাপার,এই ব্যাপারের মূলকারণ মায়া। মায়ার বিক্ষেপ ও আবরণ এই দুইটি শক্তি আছে, বিক্ষেপশক্তিতে যাহা নাই, তাহার জ্ঞান হয় এবং আবরণ শক্তিতে যাহা আছে, তাহার জ্ঞান হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রদর্শিত দৃষ্টান্তদ্বয়ের প্রথমটি বিক্ষেপ-শক্তির এবং দ্বিতীয়টি আবরণশক্তির প্রকট দৃষ্টান্ত। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের বিবর্ত্তবাদ সিদ্ধান্তে শ্রীধরস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যাটি বড়ই অনুকূল। তাঁহাদের মতে "একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ এই যে,—একমাত্র ব্রহ্ম ছাড়া আর দ্বিতীয় বস্তু নাই, কিন্তু আমরা দ্বিতীয় বস্তু দেখি ও তাহাতে অভিনিষ্ট হইয়া যাই কিন্তু দ্বিতীয় বস্তুটী যে কি তাহা কেহই বলিতে পারেন না। অন্ধকারগৃহস্থিত বস্তুর ন্যায় জীবও নিজের সচ্চিদানন্দস্বরূপ কিছুতেই বুঝিতে পারে না, সুতরাং অন্ধকার দৃষ্টান্ত মায়ার আবরণশক্তি বোধেরই অনুকূল। শ্রীভগবৎকথিত "ঋতেঽর্থং" প্রভৃতি মায়া-লক্ষণের—"দ্বিচন্দ্রাদি" এবং "অন্ধকার" দৃষ্টান্ত দিয়া শ্রীধরস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অসত্য বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝান এবং সত্য বস্তুকে আবরণ করা—এই মায়ার কার্য্য তাহা বুঝা গেল। এইটুকুমাত্র মায়ার পরিচয় লইয়া মায়িক বস্তুর পরিচয় করিতে গিয়াই অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণ পরিদৃশ্যমান জগৎ—এমন কি শ্রীভগবানের ধাম, পার্ষদ, লীলা ও শ্রীবিগ্রহাদি সমস্ত বস্তুকেই রজ্জু-সর্পের মত প্রাতীতিকমাত্র গড়িয়া তুলিয়াছেন। বৈষ্ণবদার্শনিকাচার্য্য শ্রীজীব-গোস্বামিপাদের টীকা আলোচনা করিলে বুঝা যায়—শ্রীধরস্বামিপাদ মায়া-লক্ষণের যাহা পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য, কিন্তু মায়ার কার্য্য এই মাত্রই নহে, আরও কিছু আছে। শ্রীধরস্বামিপাদও মায়া-লক্ষণের বিবরণ দান করিয়া এমন কথা বলেন নাই যে, এইমাত্রই মায়ার কার্য্য, ইহা ছাড়া আর নাই। সুতরাং আমাদের পরমপূজ্য দুই জন টীকাকারেরই মত গ্রহণ করার বেশ সুবিধা আছে। শ্রীধরস্বামিপাদ মায়াকার্য্যের কিয়দংশ বর্ণনা করিয়াছেন এবং শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ অবশিষ্টাংশসহ বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের বক্তব্য এই যে,—যখন জীবদেহ, এমন কি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সৃষ্টি হয় নাই, যখন শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া মায়াতে ঈক্ষণ করিলেন, তখন মায়ার সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের অভিব্যক্তি হইল এবং তাহার পরিণামে মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র প্রভৃতি সৃষ্টি হইল। তাহার পর ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মাণ্ড ও তদন্তর্গত জীবদেহ এবং জীবভোগ্য অন্নাদি সৃষ্টি হইল। মহাপ্রলয়ে শ্রীভগবানে লীন জীবচৈতন্য অনাদিসিদ্ধসংস্কারানুসারে যথাযোগ্য দেহ আশ্রয় করিয়া নিজ নিজ কর্ম্ম-বশতঃ জাগতিক ভোগ্যবস্তু সমূহ ভোগ করিতে লাগিল। ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবগণ দেহে আত্মবুদ্ধি এবং

ভোগ্যবস্তুতে মমতাবুদ্ধি লইয়া ব্রহ্মাণ্ডে বিচরণ করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই ব্রহ্মাণ্ডের অতীত চিৎবস্তুর অনুসন্ধান পাইল না। শ্রীভগবানের মায়ায় ঈক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ডস্থ জীবের বিষয়ভোগ পর্য্যন্ত আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, মায়ার প্রথম কার্য্য শ্রীভগবানের ইচ্ছায় জগৎরূপে পরিণত হওয়া; আর দ্বিতীয় কার্য্য জগতের জীবের নিকট অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপন্ন করা এবং জীবের স্বরূপ জ্ঞান আবরণ করা। শ্রীভগবান্ যখন জগৎসৃষ্টির জন্য মায়ায় ঈক্ষণ করিলেন, তখন ব্রহ্মাণ্ড কিংবা ব্রহ্মাণ্ডের জীব ছিল না, সুতরাং সে সময়ে মায়ার অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন করা কিংবা স্বরূপ জ্ঞান আবরণ করা কার্য্য ছিল না। তখন কেবল শ্রীভগবানের ইচ্ছায় মহত্তত্ত্বাদিক্রমে পরিণাম প্রাপ্ত হওয়াই মায়ার কার্য্য ছিল। যখন ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবদেহাদি সৃষ্টি হইল, তখন মায়ার একটি কার্য্য বাড়িল—তিনি অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন এবং জীবের স্বরূপজ্ঞান আবরণ করিতে আরম্ভ করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মায়া শ্রীভগবানের সম্বন্ধ লইয়া এবং জীবের সম্বন্ধ লইয়া কার্য্য করেন। এই দুই কার্য্যের পার্থক্য এই যে, শ্রীভগবানের সম্বন্ধ লইয়া কার্য্য করিতে গিয়া মায়া শ্রীভগবান্‌কে মুগ্ধ করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁহার নিকট অসত্যকে সত্য বলিয়া প্রতিপাদন্ করিতে পারেন না, কিংবা তাঁহার স্বরূপাবরণ করিতে পারেন না; কিন্তু জীবের সম্বন্ধ লইয়া কার্য্য করিতে আসিয়াই তাঁহার মোহিনীশক্তির প্রকাশ হয়। মায়ার এরূপ কার্য্যভেদ করিলে, মায়াকেও শ্রীভগবৎসম্বন্ধযুক্ত মায়া এবং জীবসম্বন্ধযুক্ত মায়া এই দুই প্রকার বলিতে হয়। অদ্বৈতবাদী বেদান্তগ্রন্থ পঞ্চদশীকারও "সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।" এই বলিয়া এই দুই ভেদ দেখাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতেও শ্রীভগবদুদ্ধবসংবাদে শ্রীভগবদ্বাক্যে দেখা যায়—"বিদ্যাবিদ্যে মম তনূ"। বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্যগণও এই দুই ভেদ লইয়া শ্রীভগবৎসম্বন্ধযুক্ত মায়াকে গুণমায়া এবং জীবসম্বন্ধযুক্ত মায়াকে জীবমায়া নামে অভিহিত করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যা দেখিলে বুঝা যায়, তিনি পঞ্চদশীকার-কথিত এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত অবিদ্যা এবং বৈষ্ণবদার্শনিকাচার্য্যগণ পরিভাষিত জীবমায়ার স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু গুণমায়ার কথা কিছু বলেন নাই। বেদান্তদর্শনের অদ্বৈতবাদ মতাবলম্বিগণের ব্যাখ্যা এবং নিবন্ধাদিতেও কেবলমাত্র এই অবিদ্যা কিংবা জীবমায়া লইয়াই সমস্ত আলোচনার পর্য্যবসান হইয়াছে, গুণমায়ার কথা কেহ প্রকাশ করেন নাই। বৈষ্ণবদর্শনাচার্য্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদ শ্রীভগবৎকথিত "ঋতেঽর্থং" প্রভৃতি মায়া-লক্ষণ আলোচনা করিয়া জীবমায়া এবং গুণমায়া উভয়েরই পরিচয় দিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার সহিত এই ব্যাখ্যার যে কিছু পার্থক্য আছে তাহা অনিবার্য্য; কারণ শ্রীধরস্বামিপাদ জীবমায়ার বিশেষত্ব এবং শ্রীজীবগোস্বামিপাদ জীবমায়া এবং গুণমায়ার সাধারণ লক্ষণ অবলম্বন করিয়া শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধরস্বামিপাদ এই ব্যাখ্যা করিতে গিয়া মায়ার কার্য্য দেখাইয়াছেন যে,—"মায়া যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহাই দেখায় এবং সত্যবস্তুকে আবরণ করে।" কিন্তু এই কার্য্য কেবলমাত্র জীবমায়ার, এবং এই পরিচয় লইয়া কিছুতেই গুণমায়ার স্বরূপ বুঝা যাইবে না। এই জন্য শ্রীজীবগোস্বামিপাদের বক্তব্য এই যে জীবমায়া এবং গুণমায়া উভয়েরই স্বভাব এই যে—যেখানে শ্রীভগবান্ থাকেন, সেখানে মায়ার কার্য্য প্রকাশ হয় না এবং শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ব্যতীত

কেবলমাত্র মায়ার কার্য্য কুত্রাপি প্রকাশ পায় না। "ঋতেঽর্থং" প্রভৃতি শ্লোক হইতে মায়ার এই পরিচয় পাইতে হইলে শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে হইবে যে,—"অর্থং পরমার্থভূতং মাং, বিনা যৎ প্রতীয়েত, যৎপ্রতীতৌ তৎ প্রতীত্যভাবাৎ মত্তো বহিরেব যস্য প্রতীতিরিত্যর্থঃ, যচ্চ আত্মনি ন প্রতীয়তে মৎসম্বন্ধং বিনা যস্য স্বতঃ প্রতীতির্নাস্তীত্যর্থঃ, তথালক্ষণং বস্তু আত্মনো মম মায়াং জীবমায়া গুণমায়েতি দ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ।" শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—"হে ব্রহ্মন্! আমাকে না জানিলে যাহাকে জানা যায় অর্থাৎ যে আমাকে জানিতে পারে তাহার নিকট যে-মায়ার কোন শক্তি বা কার্য্যই প্রকাশ পায় না, অতএব আমা হইতে দূরে স্বশক্তি প্রকাশ করাই যাহার স্বভাব, অথচ অমার সম্বন্ধ ব্যতীত যাহার প্রকাশ হয় না, এইরূপ বস্তুই আমার মায়া।"

জীবমায়া ও গুণমায়া উভয়েরই কার্য্য সমালোচনা করিলে দেখা যায় যে,—যে জীব শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়াছে অর্থাৎ বহির্মুখ, জীবমায়া তাহাকে নিজকৃত সংসারে আবদ্ধ করেন ও তাহারই স্বরূপজ্ঞান আবরণ করেন। গুণমায়াও, শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলে শ্রীভগবানের ধামের বাহিরেই মহত্তত্ত্বাদিরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন। সুতরাং "অর্থং বিনা যৎ প্রতীয়েত" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ হইতে দূরে যাহার প্রকাশ এবং শ্রীভগবান্‌কে জানিতে পারিলে আর যাহার কার্য্য প্রকাশ পায় না, এই লক্ষণ জীবমায়া এবং গুণমায়া উভয়েই বর্ত্তমান।

শ্রীধরস্বামিপাদ যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ ব্যাখ্যার সহিত তাহারও অসামঞ্জস্য নাই। "যেখানে যাহা নাই, সেখানে তাহা বুঝান এবং সত্য আবরণ করা" এই শ্রীধরস্বামিপাদ প্রদর্শিত মায়ার কার্য্য শ্রীভগবান্ হইতে দূরেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে জীব শ্রীভগবানে বহির্মুখ, মায়া তাহারই নিকট যাহা নাই—তাহা দেখান এবং তাহারই স্বরূপ আবরণ করেন। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ মায়ার আর একটি পরিচয় দিয়াছেন যে "শ্রীভগবানের সম্বন্ধ ব্যতীত মায়ার স্বতঃ প্রকাশ নাই।" এ লক্ষণও জীবমায়া এবং গুণমায়া উভয়েই বর্ত্তমান। জীব শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ এবং প্রতিজীবেই শ্রীভগবান্ অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত। জীবে যদি শ্রীভগবানের এই সম্বন্ধ না থাকে, তাহা হইলে মায়া কাহার নিকট আত্মশক্তি দেখাইবেন? জীবে চৈতন্যাংশের সম্বন্ধ ব্যতীত মায়াকার্য্যের প্রকাশ হয় না, সুতরাং মায়ার স্বতঃ প্রতীতি নাই, শ্রীভগবানের সম্বন্ধ লইয়াই প্রতীতি। শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া গুণমায়ায় ঈক্ষণ করিলে তবেই গুণমায়া হইতে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রকাশ পায়, সুতরাং শ্রীভগবানের ঈক্ষণরূপ সম্বন্ধ ব্যতীত গুণমায়াও আপনি মহত্তত্ত্বাদি রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে না। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার সহিতও ইহার অসামঞ্জস্য নাই, কারণ—"যেখানে যাহা নাই সেখানে তাহা দেখান" একটি মিথ্যা প্রতীতি; মূলে একটি সত্য বস্তু না থাকিলে মিথ্যার প্রতীতি হয় না। রজ্জু না থাকিলে কখনও রজ্জুসর্পের জ্ঞান হয় না। সুতরাং শ্রীভগবান্ অধিষ্ঠান রূপে না থাকিলে মায়া নিজের শক্তি দেখাইতে সক্ষম হন না। "অতএব শ্রীভগবৎ সম্বন্ধেই মায়ার প্রতীতি"—শ্রীজীবগোস্বামিপাদের এই ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদের মতের সহিত অসামঞ্জস্য নাই। "ঋতেঽর্থং" প্রভৃতি শ্লোকে মায়ার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া শ্রীভগবান্ তাহার দৃষ্টান্ত দিয়াছেন—"যথাভাসো যথাতমঃ।" শ্রীধরস্বামিপাদ "আভাস" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"দ্বিচন্দ্রাদি" এবং "তমঃ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্ধকার। অবশ্য এ ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যার সহিত কোনও বিরোধ নাই, কিন্তু একটু বিশেষত্ব এই যে, শ্রীধরস্বামিপাদ মায়ার লক্ষণ দেখাইতে কেবলমাত্র জীবমায়ারই স্বরূপ দেখাইয়াছেন এবং দৃষ্টান্তও তাহাতেই যোজনা করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "আভাস" শব্দের অর্থ "দ্বিচন্দ্রাদি" বলেন নাই বটে, কিন্তু "জ্যোতির্বিম্বস্য স্বীয়প্রকাশাদ্ব্যবহিতপ্রদেশে কশ্চিদুচ্ছলিতপ্রতিচ্ছবিবিশেষঃ" বলিয়া দ্বিচন্দ্রাদি ধরণেরই কিছু বলিয়াছেন এবং জীবমায়া ও গুণমায়া উভয়ের সহিতই যোজনা করিয়াছেন। "তমঃ" শব্দের অর্থ শ্রীজীবগোস্বামিপাদও অন্ধকারই বলিয়াছেন বটে, কিন্তু দৃষ্টান্ত যোজনার কিছু বিশেষত্ব আছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের দৃষ্টান্ত যোজনার প্রণালী এই যে—সূর্য্য প্রভৃতি জ্যোতির্বিম্ব হইতে দূর প্রদেশে চাকৃচিক্যযুক্ত যে প্রতিচ্ছবি দেখা যায় অবশ্যই তাহা সূর্য্য নহে, তথাপি সূর্য্য না থাকিলে সে প্রতিচ্ছবিও থাকিতে পারে না, সূর্য্যের থাকার সহিত তাহার থাকার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে; সেই প্রতিচ্ছবির দিকে যে ব্যক্তি দৃষ্টিপাত করে, তাহার দৃষ্টিশক্তি আচ্ছন্ন হইয়া যায় এবং সে নীল পীতাদি নানাবর্ণসমন্বিত কি যেন একটি বস্তু দেখে। জীবমায়ার কার্য্যও ঠিক এই রকম, সেও বহির্মুখ জীবের দৃষ্টিশক্তি ব্যাকুলিত করিয়া শ্রীভগবান্ হইতে দূর ব্রহ্মাণ্ডে নানা প্রকার বিষয়ের প্রতিকৃতি দেখায়। প্রতিচ্ছবি যেমন কেহ দেখুক বা না দেখুক, সে সূর্য্য হইতে দূর প্রদেশে আপন মনে চাকৃচিক্য বিকাশ করিতেই থাকে, গুণমায়াও সেইরূপ কেহ ভোক্তা থাক বা না থাক, শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলেই সে মহত্তত্ত্বাদি রূপে পরিণত হইতে থাকে। শ্রীধরস্বামিপাদ প্রদর্শিত "দ্বিচন্দ্রাদি" চক্ষুদোষযুক্ত ব্যক্তির নিকট প্রকাশ হয় মাত্র কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নাই; সুতরাং এ দৃষ্টান্ত অজ্ঞানদোষযুক্ত দেহগেহাদিতে আসক্ত জীবের পক্ষে ঠিকই হয়, কিন্তু জীবসৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী মহত্তত্ত্বাদি রূপে পরিণত মায়ার পক্ষে খাটে না।

"তমঃ" অর্থাৎ অন্ধকার দৃষ্টান্ত শ্রীধরস্বামিপাদ কেবলমাত্র "সত্যবস্তু গোপন করা" স্বভাব লইয়াই যোজনা করিয়াছেন, তাহা জীবমায়াপক্ষে ঠিকই হইয়াছে, কারণ মায়ান্ধকারে জীব নিজের সচ্চিদানন্দ রূপ সত্য বস্তু দেখিতে পায় না, কিন্তু গুণমায়ার দৃষ্টান্তে খাটে না। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ দুই পক্ষেই যোজনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য এই যে,—যেখানে আলোক থাকে, অন্ধকার সেখানে থাকে না—আলোক হইতে দূরে থাকে, কিন্তু চক্ষু ছাড়া অন্য ইন্দ্রিয় দ্বারা অন্ধকারের প্রতীতি হয় না। চক্ষুতে যে তেজ আছে তাহাতেই অন্ধকারের জ্ঞান হয়, সুতরাং তেজের সম্বন্ধ ব্যতীত অন্ধকারের প্রতীতিও সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—"আমা হইতে দূরে যাহার প্রকাশ এবং আমার সম্বন্ধ ব্যতীত যাহার স্বতঃ প্রকাশ নাই, তাহাই আমার মায়া।" শ্রীজীবগোস্বামিপাদ প্রদর্শিত "প্রতিচ্ছবি" এবং "অন্ধকার" দৃষ্টান্তে এই মায়ার লক্ষণ বেশ সুস্পষ্টরূপে বুঝা যায়। শ্রীধরস্বামিপাদ যে জীবমায়ার লক্ষণ করিয়াছেন, তাহাও শ্রীজীবগোস্বামিপাদের দৃষ্টান্তে সুস্পষ্টই বুঝা যায় ॥ ৩৩

অন্বয়ঃ।—যথা মহান্তি ভূতানি (আকাশাদীনি) উচ্চাবচেষু (উত্তমমধ্যমাধমেষু) ভূতেষু

(জীবদেহাদিষু) অনুপ্রবিষ্টানি (তত্রতত্রোপলভ্যমানত্বাৎ সৃষ্টেরনন্তরং প্রবিষ্টানি) অপ্রবিষ্টানি (জীবদেহাদিভ্যো বহিরপি স্থিতত্বাৎ অপ্রবিষ্টান্যপি) তথা (তদ্বদেব) অহং তেষু (জীবদেহাদিষু) ন তেষু (তদ্বহিরপি প্রতিভামীতি শেষঃ)॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—দেব মনুষ্যাদি জীবদেহ আকাশাদি মহাভূত দ্বারা গঠিত, সুতরাং আকাশাদি মহাভূত তাহাতে প্রবিষ্ট; আবার জীবদেহ ছাড়া অন্যত্রও আকাশাদি বর্ত্তমান, সুতরাং তাহাতে অপ্রবিষ্টও বটে, আমিও সেইরূপ সকলের ভিতরে এবং বাহিরে আছি বলিয়া প্রবিষ্টও বটে অপ্রবিষ্টও বটে॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—যথাভাস ইত্যেতৎ স্পষ্টয়তি। যথা মহাভূতানি ভৌতিকেষু অনু সৃষ্টেরনন্তরং প্রবিষ্টানি তেষূপলভ্যমানত্বাৎ; অনুপ্রবিষ্টানি চ প্রাগেব কারণতয়া তেষু বিদ্যমানত্বাৎ; তথা তেষু ভূতভৌতিকেষ্বহং, ন চ তেষ্বহম্। এবম্ভূতা মম সত্তেত্যর্থঃ॥ ৩৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও অঙ্গ এই চারিটি পরম গুহ্যতত্ত্ব ব্রহ্মাকে উপদেশ করিতে ইচ্ছা করিয়া "যাবানহং" প্রভৃতি শ্লোকে তত্ত্বস্ফূর্ত্তির জন্য আশীর্ব্বাদ এবং "অহমেবাসমেবাগ্রে" ও "ঋতেঽর্থং" প্রভৃতি শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান উপদেশ করিয়াছেন। সম্প্রতি "যথা মহান্তি ভূতানি" প্রভৃতি শ্লোকে রহস্যোপদেশ করিতেছেন। শ্রীধর-স্বামিপাদ এই শ্লোকটি ব্যাখ্যা করিতে একটু অন্যভাবে যোজনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"যথাভাস ইত্যেতৎ স্পষ্টয়তি।" শ্রীভগবান্ "যাবানহং" প্রভৃতি শ্লোকে ব্রহ্মাকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময় বলিয়াছেন, আমার স্বরূপ ও লক্ষণাদি তোমার স্ফূর্ত্তি হউক। সেই শ্লোকের "যাবানহং" এই অংশ পূর্ব্ব দুই শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে, এই শ্লোকে "যথাভাবঃ" এই অংশ বিবৃত হইতেছে। সেই শ্লোকস্থ "যথাভাবঃ" শব্দের অর্থ "যাদৃশী মম সত্তা" অর্থাৎ আমি যেখানে যে ভাবে থাকি। এই শ্লোকে শ্রীভগবানের ভাব অর্থাৎ তিনি যেখানে যে ভাবে থাকেন তাহা দেখান হইতেছে। শ্রীভগবান্ সমস্ত বস্তুর পূর্ব্বে এবং পরে ভিতরে এবং বাহিরে বর্ত্তমান। এই পূর্ব্বে এবং পরে থাকা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার জন্য "যথা মহান্তি ভূতানি" প্রভৃতি শ্লোকের অবতারণা করা হইয়াছে। ইহাতে বক্তব্য এই যে ঘটপটাদি সৃষ্ট বস্তু, আকাশাদি পঞ্চভূত নির্ম্মিত এবং তাহাতে আকাশাদি পঞ্চভূত যে বিদ্যমান তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং ঘটপটাদির সৃষ্টির পর আকাশাদি পঞ্চভূত তাহাতে আছে, আবার সৃষ্টির পূর্ব্বেও কারণরূপে আকাশাদিতে পঞ্চভূত আছে। মৃত্তিকা ঘটেও আছে, আবার অন্য স্থানেও স্তূপাদিরূপে আছে, অতএব মৃত্তিকা ঘটের ভিতরেও বটে, বাহিরেও বটে। এইরূপে শ্রীভগবান্‌ও জগৎ সৃষ্টি হইলে তাহাতে "অস্তি" রূপে বিদ্যমান এবং সৃষ্টির পূর্ব্বেও "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রতিপাদিত কারণরূপেও বর্ত্তমান। সুতরাং তিনি জগতের পূর্ব্বেও আছেন, পরেও আছেন। আবার তিনি অন্তর্য্যামিরূপে প্রতিবস্তুর ভিতরেও আছেন এবং কারণরূপে বাহিরেও আছেন। এইরূপ শ্রীভগবানের সত্তা। সুতরাং এই শ্লোকে "যাবানহং" শ্লোকস্থ "যথাভাবঃ" এই বাক্য বিবৃত হইল।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ইহাতে বক্তব্য এই যে—"অহমেবাসমেবাগ্রে" প্রভৃতি শ্লোকেই "যাবানহং"

প্রভৃতি শ্লোকপ্রতিপাদ্য শ্রীভগবানের স্বরূপ, লক্ষণ, রূপ, গুণ ও লীলা সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা বলা হইয়া গিয়াছে। "ঋতেহর্থং" প্রভৃতি শ্লোকে যাহার আবরণে এই তত্ত্ব বুঝা যায় না, সেই মায়ার স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে। এ শ্লোকে—"জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" এই শ্লোকের ক্রমপ্রাপ্ত "রহস্য" নির্ণয় করা হইয়াছে। রহস্য শব্দের অর্থ প্রেমভক্তি—তাহা পরম গোপনীয় বস্তু। শ্রীভগবান্ও যেমন এই বস্তুটি গোপনে প্রকাশ করিয়াছেন, শ্রীধরস্বামিপাদও তেমনই ইহা গোপনে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীধর-স্বামিপাদও "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" প্রভৃতি শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছেন—"রহস্যং ভক্তিঃ তস্যাঙ্গং সাধনং"—রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তি এবং অঙ্গ শব্দের অর্থ সাধন। এই শ্লোকের পরবর্ত্তী "এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং" প্রভৃতি শ্লোকব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"সাধনমাহ" অর্থাৎ সাধনের কথা বলা হইতেছে, সুতরাং তাঁহার কথাতেই বুঝা যায় যে রহস্যের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের ব্যাখ্যা দেখিলে বুঝা যাইতেছে যে তাঁহার মতে—অপ্রবিষ্টানি (ঘটপটাদীনাং বহিঃস্থিতান্যপি) মহান্তি ভূতানি (আকাশাদীনি) উচ্চাবচেষু (উত্তমমধ্যমাধমেষু) ভূতেষু (ঘটপটাদিষু) অনুপ্রবিষ্টানি (অন্তঃস্থিতানি ভান্তি) তথা অহং তেষু ন তেষু (লোকাতীতবৈকুণ্ঠধাম স্থিতোহপ্যহং তেষু প্রণতজনেষু হৃদিস্থিতো ভামি)॥ যেমন—আকাশাদি পঞ্চভূত ঘটপটাদি বস্তুর বহিস্থিত হইয়াও তাহাদের অন্তঃস্থিতরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমিও লোকাতীত বৈকুণ্ঠধামস্থিত হইয়াও ভক্তজনের হৃদয়স্থরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকি। আকাশাদি পঞ্চভূতের এবং শ্রীভগবানের ভিতরে ও বাহিরে থাকার পার্থক্য এই যে আকাশাদি পঞ্চভূতের কোনও অংশ ঘটপটাদি বস্তুর বাহিরে এবং কোনও অংশ ভিতরে থাকে—আর শ্রীভগবান্ কোনও প্রকাশে শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধামে এবং কোনও প্রকাশে ভক্তজন হৃদয়ে অবস্থান করেন। "প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি" প্রভৃতি ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থস্থ ব্রহ্মার স্তবেও এই তত্ত্বই বুঝা যায়। ব্রহ্মা বলিয়াছেন, ভক্তগণ প্রেমাঞ্জনদীপ্ত নয়নে শ্রীভগবান্‌কে হৃদয়ে দর্শন করিয়া থাকেন। "স এষ আত্মা হৃদি" এই শ্রুতিবাক্যেও শ্রীভগবানের হৃদয়স্থিতি উক্ত হইয়াছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে শ্লোকস্থ "ন তেষু" শব্দের অর্থ "ভক্তেষু"। "ন তেষু" শব্দের এ অর্থ না করিলে শব্দটি ব্যর্থপ্রয়োগ হয়, কারণ দৃষ্টান্ত দিয়া কিছু বুঝাইতে হইলে, যাহা বুঝান হইতেছে তাহার ক্রিয়া এবং বিশেষণেই দৃষ্টান্ত বুঝা যায়, দৃষ্টান্তের জন্য আর দ্বিতীয়বার ক্রিয়া কিংবা বিশেষণাদির প্রয়োগ করিতে হয় না, যদি করা হয় তাহা হইলে তাহা ব্যর্থ, কারণ তাহা না করিলেও অর্থ বোধ হইত। যেমন "আকাশাদি মহাভূত ঘটপটাদি বস্তুতে প্রবিষ্টও বটে, অপ্রবিষ্টও বটে, আমিও সেইরূপ।"—এই কথাই অর্থবোধের পক্ষে যথেষ্ট। আকাশাদির কথা বলিয়া "আমিও সেইরূপ তাহাতে প্রবিষ্ট এবং অপ্রবিষ্ট" এত কথা বলার প্রয়োজন হয় না। "ন তেষু" শব্দের অর্থ "ভক্তেষু" বলিলে আর কোন গোলমালই নাই।

শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি লোকাতীত বৈকুণ্ঠধামস্থিত হইয়াও ভক্তগণের হৃদয়স্থ। ইহাতেই ইঙ্গিতে "রহস্য" অর্থাৎ প্রেমভক্তির কথা বলা হইল। ভক্তগণের প্রেমেই শ্রীভগবান্ তাঁহাদের হৃদয়ে অবরুদ্ধ থাকেন। প্রেম পরম গোপনীয় বস্তু বলিয়াই শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ তাহার কথা না বলিয়া এইরূপ ভঙ্গীতে বলিলেন। জগতেও দেখা যায়, বহুমূল্য মণি রত্নাদি রাখিতে হইলে তাহা যেমন

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ॥ ৩৫ ॥

পেটিকাদিতে গোপন করিয়া রাখা হয়, সেইরূপ শ্রীভগবান্ ও তাঁহার ভক্তবৃন্দ পরম দুর্লভ প্রেমমণি এইরূপ গোপনেই রাখিয়া থাকেন। "পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ং" এই শ্রীমদ্ভাগবত একাদশস্কন্ধস্থ শ্রীভগবানের বাক্যেও বুঝা যায়, তাঁহার ভক্তচূড়ামণি ঋষিবৃন্দ এই বস্তু পরোক্ষে বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাহাই শ্রীভগবানের অভিমত। শ্রীভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়, শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনের নিকট ভক্তির কথা বলিতে গিয়া বলিলেন—"সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ" "আমার সর্ব্বগুহ্যতম শ্রেষ্ঠবাক্য শ্রবণ কর।" শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকট জ্ঞান বিজ্ঞান প্রভৃতি চারিটি পরম গুহ্যতত্ত্ব প্রকাশ করিতে স্বীকৃত হইয়া পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এবং এই শ্লোকে এইভাবে রহস্য প্রকাশ করিলেন॥ ৩৪

অন্বয়ঃ।—যৎ (একমেব বস্তু) অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং (বিধিনিষেধাভ্যাং) সর্ব্বদা সর্ব্বত্র স্যাৎ (উপপদ্যতে) আত্মনঃ (শ্রীভগবতঃ) তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা (যথার্থ্যমনুভবিতুমিচ্ছুনা) এতাবদেব (এতাবন্মাত্রমেব) জিজ্ঞাস্যং (শ্রীগুরুচরণেভ্যঃ শিক্ষণীয়ম্)॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—যে ব্যক্তি আমার (শ্রীভগবানের) তত্ত্ব অনুভব করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি যেন শ্রীগুরুর নিকট হইতে এমন বস্তু শিক্ষা করেন, যাহা সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় সম্ভবপর হয়॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—সাধনমাহ। আত্মনস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং বিচার্য্যম্। তদেবাহ। অন্বয়ঃ কার্য্যেষু কারণত্বেনানুবৃত্তিঃ, কারণাবস্থাঞ্চ তেভ্যো ব্যতিরেকঃ। যথা জাগ্রদবস্থাসু তত্তৎসাক্ষিতয়ান্বয়ঃ। ব্যতিরেক'চ সমাধ্যাদৌ। এবমন্বয়-ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা চেতদেবাত্মেতি॥ ৩৫

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—পরম করুণাময় শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোকে জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং রহস্য (প্রেমভক্তি) উপদেশ করিয়া বর্ত্তমান শ্লোকে অঙ্গ (সাধনভক্তি) উপদেশ করিতেছেন। শ্রীধরস্বামিপাদও এই শ্লোক ব্যাখ্যার উপক্রমে বলিয়াছেন,—"সাধনমাহ" অর্থাৎ এইবার সাধনের কথা বলা হইতেছে। তাহার পর শ্রীধরস্বামিপাদ সাধনের কথা বর্ণনা করিতে গিয়া আত্মজিজ্ঞাসার ভঙ্গী দেখাইয়াছেন। মূল শ্লোকে সাধনের কোনও নামোল্লেখ নাই অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের উপায় করিতে হইবে, কি যমনিয়মাদি অষ্টাঙ্গ যোগ সাধন করিতে হইবে, কিংবা শ্রবণ কীর্ত্তনাদি সাধন-ভক্তি যাজন করিতে হইবে, তাহা স্পষ্টভাবে উল্লেখ নাই। পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া শ্লোকের ভঙ্গীতে গ্রহণ করা ছাড়া গতি নাই। শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—"আত্মনস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুনা এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং বিচার্য্যম্" আত্মতত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির ইহাই বিচার করিতে হইবে। ইহার পর বিচার্য্য বিষয়ের উল্লেখ আছে যে—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা" শ্রীধরস্বামিপাদের মতে ইহার ব্যাখ্যা "অন্বয়ঃ কার্য্যেষু কারণত্বেনানুবৃত্তিঃ, কারণাবস্থায়াঞ্চ তেভ্যো ব্যতিরেকঃ,"

কারণরূপে কার্য্যের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষই অন্বয় এবং সময় বিশেষে পৃথক্ স্থিতিই ব্যতিরেক। যথা—ঘটমাত্রেই কারণরূপে মৃত্তিকা আছে, সুতরাং ঘটে মৃত্তিকার অন্বয় আছে এবং যেখানে মৃত্তিকা আছে, সেইখানেই ঘট নাই, সুতরাং মৃত্তিকা ঘটের ব্যতিরেক। শ্রীধরস্বামিপাদ এই অন্বয় ব্যতিরেকের আর একটি স্থল দেখাইয়াছেন "তথা জাগ্রদাদ্যবস্থাসু তত্তৎসাক্ষিতয়ান্বয়ঃ ব্যতিরেকশ্চ সমাধ্যাদৌ।" জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তিকালে সাক্ষিরূপে অর্থাৎ "আমি"রূপে আত্মার অন্বয়, এবং সমাধি প্রভৃতিকালে ব্যতিরেক। এইরূপ অন্বয় ব্যতিরেকভাবে যে বস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থিত তাহাই একমাত্র জিজ্ঞাস্য। শ্রীধরস্বামিপাদ এই ভাবের সমালোচনায় আত্মজ্ঞানই যে সাধন, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। "জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে" প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীধরস্বামিপাদই বলিয়াছেন—"রহস্যং ভক্তিঃ তস্যাঙ্গং সাধনং" "রহস্য শব্দের অর্থ ভক্তি এবং তাহার অঙ্গ সাধন"। সুতরাং বুঝা যাইতেছে, তিনি যে-সাধনের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভক্তি লাভই হয়। ইহাতে বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতের সঙ্গে নিতান্ত বিরোধ আছে বলিয়াও মনে হয় না; কারণ তাঁহাদের মতে জীব কৃষ্ণদাস, অতএব আত্মজ্ঞান শব্দের অর্থ কৃষ্ণদাসাভিমান, তাহাতে ভক্তিলাভ অসম্ভব নহে।

বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতে শ্রীধরস্বামিপাদ প্রদর্শিত সাধনের সিদ্ধিতে যে ভক্তি লাভ হয় তাহার নাম জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি, এই ভক্তিতে মুক্তিলাভ হয়। মুক্তি কিংবা মুক্তিবাসনা প্রেমভক্তি লাভের প্রধান অন্তরায়। "ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবৎ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।" "যত দিন স্বর্গাদিভোগ এবং সাযুজ্য মুক্তি লাভের বাসনারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, ততদিন প্রেমভক্তি-সুখের উদয় কেমন করিয়া হইবে?" অর্থাৎ ভক্তি ও মুক্তির বাসনা প্রেমভক্তি লাভের প্রধান অন্তরায়। বিশেষতঃ শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-সেবাসুখাভিলাষী ভক্তগণ কদাপি সাযুজ্য প্রার্থনা করেন না, তাহা—"সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।" "আমার ভক্তগণ কেবলমাত্র আমার সেবন ব্যতীত সালোক্য সামীপ্যাদি কিছুই প্রার্থনা করেন না" এই শ্রীমদ্ভাগবতের কপিলদেব বাক্যে স্পষ্টই জানা যায়।

বৈষ্ণবদার্শনিকগণের মতে একমাত্র শুদ্ধাভক্তি হইতেই প্রেমলাভ হয় এবং প্রেমেই শ্রীভগবানের মাধুর্য্যানুভব হয়। ভুক্তি মুক্তি কিংবা সিদ্ধিলাভের কামনাশূন্য শ্রবণ কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই শুদ্ধা ভক্তি। ভুক্তি অর্থাৎ স্বর্গাদিভোগ-বাসনাযুক্ত ভক্তি, কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, মুক্তিবাসনাযুক্ত জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এবং সিদ্ধিবাসনাযুক্ত ভক্তিযোগ-মিশ্রা ভক্তি। এই তিন প্রকার ভক্তির কোনটিতেই প্রেমলাভ হয় না। সর্ব্ববিধ বাসনাশূন্য হইয়া কেবল মাত্র শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করিলেই প্রেমলাভ হয়। শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার নিকট রহস্য অর্থাৎ প্রেমভক্তি লাভের সাধন উপদেশ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন, সুতরাং এ শ্লোকে সাধন ভক্তির উপদেশ করিয়াছেন।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদ এই শ্লোকটি হইতে সাধনভক্তির পথ দেখাইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যা শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যার ঠিক অনুরূপ নহে।

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতে এ শ্লোকস্থ অন্বয় ব্যতিরেক শব্দের অর্থ বিধিনিষেধ এবং আত্মা শব্দের অর্থ শ্রীভগবান্। অতএব বিধি ও নিষেধরূপে যে সাধনের সম্বন্ধ সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বপ্রকার

এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা ।
ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৬ ॥

অধিকারীর জন্য সর্ব্বশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে, শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তির সেই সাধনই শ্রীগুরুচরণাশ্রয় করিয়া শিক্ষা করা উচিত, ইহাই শ্রীজীবগোস্বামিপাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা। তাঁহার বক্তব্য এই যে,—আত্মা যে সর্ব্বত্র সর্ব্বাবস্থায় অনুস্যূত তাহাতে কোনই আপত্তি নাই, কিন্তু আত্মা-জিজ্ঞাসা কিংবা আত্মজ্ঞানের অধিকারী সকলে নহে এবং এ সাধন সর্ব্বাবস্থায় হয় না। কেবলমাত্র মুমুক্ষু ও শমদমাদি সাধনসম্পৎ ও বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিই আত্মজিজ্ঞাসার অধিকারী; কিন্তু শ্রবণাদি-ভক্তিসাধনে সকলেরই সমান অধিকার এবং সর্ব্বাবস্থায় এ সাধনের অনুষ্ঠান করা যায় এবং সর্ব্বশাস্ত্রে বিধি ও নিষেধমুখে এই সাধনের উপদেশ দেখা যায়। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণে দেখা যায়,— "আলোড্য সর্ব্বশাস্ত্রাণি বিচার্য্য চ পুনঃ পুনঃ। ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়ো নারায়ণঃ সদা।" "সর্ব্বশাস্ত্র আলোড়নপূর্ব্বক বিচার করিয়া ইহাই নিশ্চয় হয় যে, শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দই একমাত্র ধ্যেয়।" "পারং গতোঽসি বেদানাং সর্ব্বশাস্ত্রার্থবিদ্ যদি। যো ন সর্ব্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্॥" "বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র পারদর্শী ব্যক্তিও যদি, শ্রীগোবিন্দভক্ত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে নরাধম জানিবে।" অতএব বিধি ও নিষেধমুখে ভক্তিযোগেরই ব্যবস্থা প্রবলরূপে সর্ব্বশাস্ত্রে বিদ্যমান। বৈরাগ্য জন্মিলে, সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে, কিংবা স্বর্গাদি প্রাপ্ত হইলে কর্ম্মীর কর্ম্ম থাকে না। অনিমাদি সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যোগীর যোগসাধনার শেষ হইয়া যায়, মুক্তি লাভ করিলে আর জ্ঞানী জ্ঞানসাধনা করে না; কিন্তু ভক্তিসাধনা মাতৃগর্ভ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্ববিধ অবস্থায়, এবং শ্রীগুরুচরণাশ্রয় হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীগোবিন্দচরণাশ্রয় প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সর্ব্বকালেই সমভাবে বিদ্যমান থাকে।

প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভে, ধ্রুব বাল্যবয়সে, অম্বরীষ যৌবনকালে, যযাতি বৃদ্ধকালে এবং অজামিল মরণ-কালে শ্রীগোবিন্দভজন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

আত্মারামগণ সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের অতীত, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্য-হৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥" আত্মারাম মুণিগণ সর্ব্ববিধ বিধিনিষেধের অতীত, কিন্তু তাঁহারাও শ্রীগোবিন্দভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

এতদৃশ নানা শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে আলোচনা করিলে বুঝা যায়, একমাত্র ভক্তিই সর্ব্বজীবের সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বকালে পরমাশ্রয়। ইহা ব্যতীত শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ প্রাপ্তির আর দ্বিতীয় পথ নাই।

শ্রীভগবান্ ব্রহ্মার উপর প্রসন্ন হইয়া এইরূপে নিজের লীলাময় স্বরূপ ও তাহার অনুভবসাধন প্রেমভক্তি ও তাহা প্রাপ্তির উপায় সাধনভক্তির উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিলেন॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—ভবান্ পরমেন সমাধিনা (চিত্তৈকাগ্র্যেণ) এতৎ (পূর্ব্বং ময়োক্তং) মতং (ভক্তিযোগ-লক্ষণং) সমাতিষ্ঠ (সম্যগাচরতু) [তেন] কল্পবিকল্পেষু (মহাকল্পানুকল্পেষু) কর্হিচিৎ (কদাচিদপি) ন বিমুহ্যতি (ন মোহং প্রাপ্স্যতি)॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—হে ব্রহ্মন্! একাগ্রচিত্তে আমার পূর্ব্বোক্ত মতের (ভক্তিযোগের) অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে তোমার কখনও চিত্তবিভ্রম ঘটিবে না॥ ৩৬

শ্রীশুক উবাচ।

সম্প্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্।
পশ্যতস্তস্য তদ্রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ ॥ ৩৭ ॥
অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ।
সর্ব্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জ্জেদং স পূর্ব্ববৎ ॥ ৩৮ ॥

শ্রীধরটীকা।—যৎ প্রার্থিতং নেহ্যমানঃ প্রজাসর্গমিতি তৎ প্রসাদীকরোতি। এতন্মতং সম্যগনুতিষ্ঠ। সমাধিনা চিত্তৈকাগ্র্যেণ। কল্পেষু যে বিকল্পাঃ বিবিধাঃ সৃষ্টয়ঃ তেষু বিমোহঃ কর্ত্তৃত্বাগ্যভিনিবেশং ন যাস্যতীতি ॥ ৩৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—ব্রহ্মা শ্রীভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, হে ভগবন্। আমি আপনার কৃপাদেশ মস্তকে বহন করিব, আমার প্রতি এই কৃপা করুন যেন জগৎ সৃষ্টি করিতে গিয়া আমি অভিমানে আবদ্ধ না হই। এইজন্য শ্রীভগবান্ কৃপাপূর্ব্বক ব্রহ্মাকে আদেশ করিলেন, হে ব্রহ্মন্। আমি তোমার নিকট যে সাধনতত্ত্ব প্রকাশ করিলাম, তুমি অবিচলিতচিত্তে সেই সাধনের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে কখনই তোমার মোহ আসিবে না। সকল সাধনেই যত যত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই সাধকের অভিমান বৃদ্ধি হয়; কিন্তু ভক্তি সাধনার ফল তাহার বিপরীত, ইহাতে যতই সিদ্ধির পথে অগ্রসর হয়, ততই সাধককে সমস্ত অভিমানমুক্ত করিয়া নিষ্কিঞ্চন করিয়া তুলে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে ভক্তি সাধনার উপদেশ দিয়া তাহাই অনুষ্ঠান করিতে আদেশ দিলেন এবং ইহাতেই যে তিনি মোহমুক্ত হইবেন তাহাও আদেশ করিলেন ॥ ৩৫

অন্বয়ঃ।—(শ্রীশুক উবাচ।) [জন্মরহিতঃ] হরিঃ (শ্রীভগবান্) অজনঃ জনানাং (জীবানাং) পরিমেষ্ঠিনং (সৃষ্টিকর্ত্তারং ব্রহ্মাণং) এবং (পূর্ব্বোক্তরূপং) সংপ্রদিশ্য (উপদিশ্য) পশ্যতঃ (শ্রীভগবন্মূর্ত্তি-দর্শনং কুর্ব্বতঃ) তস্য (ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ) আত্মনঃ (স্বস্য) তদ্রূপং (পূর্ব্বোক্তচতুর্ভুজরূপং) ন্যরুণৎ (অন্তর্ধাপয়ামাস) ॥ ৩৭

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন, শ্রীভগবান্ এইরূপে জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়া দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মার দৃষ্টিপথ হইতে নিজমূর্ত্তি অন্তর্দ্ধান করিলেন ॥ ৩৭

শ্রীধরটীকা।—এবং সম্প্রদিশ্য উপদিশ্য জনানাং পরমেষ্ঠিনং পরমে আধিপত্যে স্থিতং ব্রহ্মাণম্। আত্মনস্তদ্রূপং ন্যরুণৎ অন্তর্হিতবান্ ॥ ৩৭

অন্বয়ঃ।—অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় (অন্তর্হিতঃ অন্তর্দ্ধানং কারিতঃ ইন্দ্রিয়ার্থঃ সভক্তচক্ষুরাদীনাং পুরুষার্থরূপঃ শ্রীবিগ্রহো যেন তস্মৈ) হরয়ে (শ্রীভগবতে) বিহিতাঞ্জলিঃ (কৃতপ্রণামঃ) সঃ (প্রসিদ্ধঃ) সর্ব্বভূতময় (সর্ব্বভূতস্রষ্টা ব্রহ্মা) ইদং (পরিদৃশ্যমানং) বিশ্বং (জগৎ) পূর্ব্ববৎ (পূর্ব্বসৃষ্টৌ যথাসীৎ তথৈব) সসর্জ্জ (উৎপাদয়ামাস) ॥ ৩৮

মূলানুবাদ।—ভক্তগণের নয়নানন্দবর্দ্ধন শ্রীগোবিন্দমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইলে ব্রহ্মা তাঁহার উদ্দেশে

প্রজাপতির্ধর্ম্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্ ।
ভদ্রং প্রজানামন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া ॥ ৩৯ ॥
তং নারদঃ প্রিয়তমো রিকৃথাদানামনুব্রতঃ ।
শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪০ ॥
মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ ।
মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্য্যতোষয়ৎ ॥ ৪১ ॥

যোড়করে শ্রীভগবচ্চরণে প্রণাম করিয়া পূর্ব্ব-সৃষ্টিতে জগৎ যেমন ছিল, ঠিক তেমনি করিয়া সৃষ্টি করিলেন ॥ ৩৮

শ্রীধরটীকা ।—অন্তর্হিত ইন্দ্রিয়ার্থঃ প্রত্যক্ষরূপং যেন তস্মৈ বদ্ধাঞ্জলিঃ সন্ ॥ ৩৮

অন্বয়ঃ ।—প্রজাপতিঃ (জগৎস্রষ্টা) ধর্ম্মপতিঃ (নারদদ্বারা জগতি শ্রীমদ্ভাগবতপ্রকাশনেন জগতো ধর্ম্মরক্ষকা ব্রহ্মা) একদা (কস্মিন্নপি কালে) প্রজানাং (জগজ্জীবানাং) ভদ্রং (কল্যাণং) অন্বিচ্ছন্ (কাময়ানঃ) স্বার্থকাম্যয়া (মৎপ্রজাঃ মদাচরণেন যমনিয়মাদীননুতিষ্ঠন্ত্বিতি বাঞ্ছয়া) নিয়মান্ (শৌচসন্তোষাদীন্) যমান্ (অহিংসাদীন্) আতিষ্ঠৎ (আচচার) ॥ ৩৯

মূলানুবাদ ।—প্রজাপতি ধর্ম্মরক্ষক ব্রহ্মা এক সময়ে জগজ্জীবের কল্যাণ কামনায় যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ॥ ৩৯

শ্রীধরটীকা ।—তদনন্তরং পূর্ব্বোক্তো ব্রহ্মানারদসংবাদঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ প্রজাপতিরিতি পঞ্চভিঃ। প্রজানাং ভদ্রমন্বিচ্ছন্ বিমৃশন্ সৈব স্বার্থকাম্যয়া স্বপ্রযোজনেচ্ছা তয়া যমনিয়মানাতিষ্ঠৎ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ ।—রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ ।) রিকৃথাদানাং (পুত্রাণাং) [মধ্যে] প্রিয়তমঃ (শ্রীভগবদ্ভক্ত-তয়া প্রীতিপাত্রঃ) অনুব্রতঃ (সর্ব্বথানুগতঃ) শীলেন (সৎস্বভাবেন) প্রশ্রয়েণ (বিনয়েন) দমেন চ (ইন্দ্রিয় সংযমেন চ) শুশ্রূষমাণঃ (পিতরং সেবমানঃ) মহামুনিঃ (শ্রীভগবল্লীলাদিমননশীলঃ) মহাভাগবতঃ (ভক্তচূড়ামণিঃ) নারদঃ (তন্নামকো ব্রহ্মনন্দনঃ) মায়েশস্য (কৃপয়া সর্ব্ববশীকর্ত্তুঃ) বিষ্ণোঃ (শ্রীভগবতঃ) মায়াং (কৃপাবৈভবং) বিবিদিষন্ (জ্ঞাতুমিচ্ছন্) তং পিতরং (ব্রহ্মাণং) পর্য্যতোষয়ৎ (সেবনাদিনা প্রসন্নং চকার) ॥ ৪০।৪১

মূলানুবাদ ।—হে রাজন্ ! পুত্রগণের মধ্যে প্রিয়তম, আজ্ঞাবহ, বিনয় এবং সৎস্বভাবে পিতার আনন্দবর্দ্ধনশীল মহামুনি পরমভাগবত নারদ, মায়াধীশ শ্রীভগবানের কৃপাবৈভব জানিবার জন্য নিজ পিতা ব্রহ্মার সেবায় রত হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪০।৪১

শ্রীধরটীকা ।—রিকৃথাদানাং পুত্রাণাং মধ্যে প্রিয়তমঃ তং পিতরং সেবমানঃ শীলাদিনা পরিতোষয়ামাসেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা ।—কিমিচ্ছন্ ? বিষ্ণোর্মায়াং বিবিদিষন্ ॥ ৪১

তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্।
দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মানুপৃচ্ছতি ॥ ৪২ ॥
তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্।
প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥ ৪৩ ॥
নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।
ধ্যায়েত ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৪৪ ॥
যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্।
যথাসীৎ তদুপাখ্যাস্যে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ ॥ ৪৫ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে শ্রীভাগবতপ্রবৃত্তির্নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়ঃ।—লোকানাং (জীবানাং) প্রপিতামহং (সৃষ্টিকর্ত্তারং) পিতরং (নিজজনকং ব্রহ্মাণং) তুষ্টং (প্রসন্নং) নিশাম্য (জ্ঞাত্বা) ভবান্ মা (মাং) যৎ অনুপৃচ্ছতি (জিজ্ঞাসতে) [তদেব] দেবর্ষিঃ (নারদঃ) পরিপপ্রচ্ছ (পিতরং জিজ্ঞাসয়ামাস) ॥ ৪২

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! তুমি আমাকে যাহা প্রশ্ন করিয়াছ, নারদঋষি নিজপিতা জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন জানিয়া তাহাই প্রশ্ন করিয়াছিলেন ॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—নিশাম্য দৃষ্ট্বা জ্ঞাত্বেত্যর্থঃ। মা মাম্ ॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—ভূতকৃৎ (জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা) প্রীতঃ (প্রসন্নঃ সন্) ভগবতা (শ্রীনারায়ণেন) প্রোক্তং (সর্গাদৌ ব্রহ্মণে কথিতং) দশলক্ষণং (সর্গবিসর্গাদিবক্ষ্যমাণদশলক্ষণসমন্বিতং) ইদং (ময়া বক্ষ্যমাণং) ভাগবতং (শ্রীমদ্ভাগবতনামকং) পুরাণং (পঞ্চমং বেদং) তস্মৈ (প্রসিদ্ধায়) পুত্রায় (নারদায়) [তং কৃতার্থয়িতুমিত্যর্থঃ] প্রাহ (কথয়ামাস) ॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—ভূতপতি ব্রহ্মা প্রসন্ন হইয়া, শ্রীভগবান্ সৃষ্টির প্রথমে তাঁহাকে যে সর্গ-বিসর্গাদি দশলক্ষণ সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবত নামক পুরাণ বলিয়াছেন, তাহাই নিজ পুত্র নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—ভগবতা চতুঃশ্লোক্যা সংক্ষেপেন প্রোক্তং বিস্তরেণ প্রাহ। দশলক্ষণানি লক্ষণীয়া অর্থা বিদ্যন্তে যস্মিন্ ॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—নৃপ! (হে রাজন্)। নারদঃ (দেবর্ষিঃ) সরস্বত্যাস্তটে (সরস্বতীনদীতীরে) পরমং (নির্বিশেষরূপং) ব্রহ্ম (সচ্চিদানন্দাত্মকং বৃহদ্বস্তু) ধ্যায়েত (একাগ্রচিত্তেন চিন্তয়তে) অমিততেজসে (অসীমতেজঃশালিনে) মুনয়ে (ব্রহ্মতত্ত্বমননশীলায়) ব্যাসায় (পরাশরনন্দনায়) প্রাহ (পিতৃমুখাৎ শ্রুতং শ্রীমদ্ভাগবতং কথয়ামাস) ॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! নারদ ঋষি ব্রহ্মার নিকট শ্রীমদ্ভাগবতকথা শুনিয়া, সরস্বতী নদীতীরে নির্বিশেষ ব্রহ্মধ্যাননিরত অমিততেজা মহামুনি ব্যাসদেবকে তাহা বলিয়াছিলেন॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—তৎসম্প্রদায়তো ভাগবতং ময়া জ্ঞাতমিত্যাশয়েনাহ—নারদ ইতি॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—ত্বয়া যদুত (যচ্চ) পৃষ্টঃ ("পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতা" ইত্যাদিনা জিজ্ঞাসিতঃ) অহং বৈরাজাৎ পুরুষাৎ (বিরাড্রূপিণঃ শ্রীভগবতঃ) ইদং (বিশ্বং) যথা আসীৎ (যথৈব বভূব) তৎ (তস্য তত্ত্বং) অন্যাংশ্চ প্রশ্নান্ (ভবতা জিজ্ঞাসিতান্ অন্যানপি প্রশ্নান্) কৃৎস্নশঃ (সাকল্যেন) আখ্যাস্যে (শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যানেনৈব ত্বৎপ্রশ্নানামুত্তরং দাস্যামি)॥ ৪৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

মূলানুবাদ।—তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছ যে, বিরাড্রূপী শ্রীভগবান্ হইতে কেমন করিয়া বিশ্বের উৎপত্তি হয; আমি শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা দ্বারা তাহার এবং তোমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিব॥ ৪৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে শ্রীমদ্ভাগবত-মূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—ভাগবতব্যাখ্যানেনৈব ত্বৎপ্রশ্নানামুত্তরং দাস্যামীত্যাহ—যদুতেতি। পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ সপালাঃ পূর্ব্বকল্পিতা ইত্যাদিনা বৈরাজাৎ পুরুষাদিদং বিশ্বং কথমাসীদিতি যদহং ত্বয়া পৃষ্টঃ তদ্যথাবদুপাখ্যাস্যামি শৃণ্বিতি॥ ৪৫

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব ব্রহ্মার বৈকুণ্ঠদর্শন, শ্রীভগবৎকৃপাপ্রাপ্তি ও শ্রীভগবানের চতুঃশ্লোকী-ভাগবত-প্রকাশ বর্ণনা করিয়া তাহার পর কি ভাবে শ্রীমদ্ভাগবত ব্রহ্মার নিকট হইতে জগতে প্রকাশ হইলেন, তাহা বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে বলিলেন, হে মহারাজ। ব্রহ্মাকে কৃপা করিয়া শ্রীভগবান্ অন্তর্হিত হইলেন, তাহার পর ব্রহ্মা শ্রীভগবৎকৃপায় সৃষ্টিশক্তি লাভ করিয়া প্রলয়ের পূর্ব্বে যেমন ব্রহ্মাণ্ড ছিল, ঠিক আবার তেমন করিয়া উহা সৃষ্টি করিলেন এবং শ্রীভগবদাদেশে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে নিরত থাকিলেন। একদিন ব্রহ্মার মানসপুত্র দেবর্ষি নারদ মায়ানিয়ন্তা শ্রীভগবানের মায়াবিভূতি জানিবার জন্য ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইলে, ব্রহ্মা তাঁহার নিকট এই শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণনা করেন। তদনন্তর নারদঋষি সরস্বতী নদীতীরস্থ ব্যাসদেবের আশ্রমে আসিয়া ব্যাসদেবের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতকথা কীর্ত্তন করেন। এইরূপে শ্রীভগবানের কৃপায় নারদ-ব্যাসাদি ক্রমে জগতে শ্রীমদ্ভাগবত আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। অনন্তর "বৈরাজ পুরুষ হইতে কি ভাবে এই বিশ্ব সৃষ্টি হইয়াছে" তোমার এই প্রশ্ন এবং অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৩৭—৪৫

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী সমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যসমালোচনায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধস্য নবমোঽধ্যায়ঃ॥ ৯॥

দ্বিতীয়ঃ স্কন্ধঃ।

—*—

দশমোঽধ্যায়ঃ।

বাদরায়ণিরুবাচ।

অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ॥ ১॥
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা॥ ২॥

অন্বয়ঃ।—(শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ।) অত্র (শ্রীমদ্ভাগবতাখ্যে মহাপুরাণে) সর্গঃ বিসর্গঃ চ স্থানং পোষণং উতয়ঃ মন্বন্তরেশানুকথাঃ (মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চ তাঃ) নিরোধঃ মুক্তিঃ আশ্রয়ঃ [ইতি দশার্থাঃ লক্ষ্যন্তে]॥ ১

মূলানুবাদ।—শ্রীশুকদেব বলিলেন,—এই শ্রীমদ্ভাগবত নামক মহাপুরাণে, সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি তত্ত্ব বর্ণিত আছে॥ ১

শ্রীধরটীকা।—ততো ভাগবতব্যাখ্যাদ্বারৈব দশমে স্ফুটম্।
রাজপ্রশ্নোত্তরং বক্তুমারেভে বাদরায়ণিঃ॥

দশলক্ষণং পুরাণং প্রাহেত্যুক্তং, তানি দশলক্ষণানি দর্শয়তি অত্রেতি। মন্বন্তরাণি চ ঈশানুকথাশ্চেতি দ্বন্দ্বঃ। সর্গাদয়োঽত্র দশার্থা লক্ষ্যন্তে॥ ১

অন্বয়ঃ।—মহাত্মানঃ (নারদব্যাসাদয়ঃ) দশমস্য (আশ্রয়তত্ত্বস্য) বিশুদ্ধ্যর্থং (তত্ত্বজ্ঞানার্থং) শ্রুতেন (শ্রুত্যা, পূর্ব্বোক্ত্যা ইত্যর্থঃ) অর্থেন চ (তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ) ইহ (পুরাণে) নবানাং (সর্গাদি-নবপদার্থানাং) লক্ষণং (স্বরূপং) অঞ্জসা (সাক্ষাৎ) বর্ণয়ন্তি॥ ২

মূলানুবাদ।—নারদ-ব্যাসাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ আশ্রয়তত্ত্বের জ্ঞানলাভার্থ কোনও স্থানে মুখ্যভাবে, কোনও স্থানে বা গৌণভাবে এই সর্গাদি নয় তত্ত্বের সমালোচনা করিয়াছেন॥ ২

শ্রীধরটীকা।—নন্বেবমর্থভেদাৎ শাস্ত্রভেদঃ স্যাৎ? তত্রাহ দশমস্যাশ্রয়স্য বিশুদ্ধ্যর্থং তত্ত্বজ্ঞানার্থং নবানাং লক্ষণং স্বরূপম্; একস্যৈব প্রধান্যান্নায়ং দোষ ইত্যর্থঃ। নন্বত্র নৈবং প্রতীয়তে? অত আহ। শ্রুতেন শ্রুত্যৈব স্তুত্যাদিস্থানেষু অঞ্জসা সাক্ষাৎ বর্ণয়ন্তি। অর্থেন তাৎপর্য্যবৃত্ত্যা চ তত্ত্বদাখ্যানেষু॥ ২

ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ॥ ৩॥
স্থিতির্বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম্ম ঊতয়ঃ কর্ম্মবাসনাঃ॥ ৪॥
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্ত্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ॥ ৫॥

অন্বয়ঃ।—ব্রহ্মণঃ (জগৎকর্ত্তুঃ পরমেশ্বরাৎ) [তদিচ্ছয়েত্যর্থঃ] গুণবৈষম্যাৎ (প্রকৃতের্গুণক্ষোভাৎ) ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং (ভূতানি ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোমাখ্যানি পঞ্চ, মাত্রাণি শব্দাদিতন্মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চক্ষুরাদীনি ধীঃ মহদহঙ্কারৌ তেষাং) জন্ম (উৎপত্তিঃ) সর্গ [ইতি] (সর্গ ইতি নাম্না) উদাহৃতঃ (কথিতঃ) পৌরুষঃ (পুরুষো ব্রহ্মা তৎকৃতঃ চরাচরসর্গঃ) বিসর্গঃ স্মৃতঃ (বিসর্গ ইতি নাম্না কথিতঃ, নারদব্যাসাদ্যৈরিতি শেষঃ)॥ ৩

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলে প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইয়া পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভূত, শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্র, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার তত্ত্বের সৃষ্টির নাম সর্গ; শ্রীভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির নাম বিসর্গ॥ ৩

শ্রীধরটীকা।—সর্গাদিনাং প্রত্যেকং লক্ষণমাহ। ভূতানি আকাশাদীনি মাত্রাণি চ শব্দাদীনি, ইন্দ্রিয়াণি চ। ধী শব্দেন মহদহঙ্কারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুর্ভূতাদীনাং যদ্বিরাড্‌রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম স সর্গঃ। পুরুষো বৈরাজঃ, ব্রহ্মা তৎকৃতঃ পৌরুষশ্চরাচরসর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ॥ ৩

অন্বয়ঃ।—বৈকুণ্ঠবিজয়ঃ (বৈকুণ্ঠস্য শ্রীভগবতঃ বিজয়ঃ সৃষ্টপদার্থানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেন সৃষ্টিকর্ত্তুঃ সংহারকর্ত্তুশ্চ সকাশাদুৎকর্ষঃ) স্থিতিঃ (স্থিতিশব্দেনোক্তং) তদনুগ্রহঃ (তস্যৈব শ্রীভগবতঃ স্বভক্তেষু অনুগ্রহঃ। পোষণং (পোষণশব্দেনোক্তং) সদ্ধর্ম্মঃ (সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্মঃ) মন্বন্তরাণি (মন্বন্তরশব্দেনোক্তং) কর্ম্মবাসনাঃ (অনাদিসিদ্ধকর্ম্মপরম্পরাঃ) ঊতয়ঃ (ঊতিশব্দেনোক্ত, নারদব্যাসাদ্যৈরিতি শেষঃ)॥ ৪

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবৎকৃপায় সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের যথাযোগ্য পালনই স্থিতি। শ্রীভগবানের নিজ ভক্তের প্রতি অনুগ্রহই পোষণ। মন্বন্তরাধিপতিগণের ধর্ম্মই মন্বন্তর। অনাদিসিদ্ধ কর্ম্ম-প্রবাহই ঊতি॥ ৪

শ্রীধরটীকা।—বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো বিজয়ঃ সৃষ্টানাং তত্তন্মর্য্যাদাপালনেনোৎকর্ষঃ, স্থিতিঃ স্থানম্। ততঃ স্থিতেষু স্বভক্তেষু তস্যানুগ্রহঃ পোষণম্, তদনুগৃহীতানাং সতাং মন্বন্তরাধিপতীনাং ধর্ম্ম সদ্ধর্ম্মঃ, কর্ম্মনাং বাসনাঃ বেঞ্‌ তন্তুসন্তানে। ঊয়ন্তে কর্ম্মভিঃ সন্তন্যন্তে ইত্যূতয়ঃ। যদ্বা বৃদ্ধ্যর্থাৎ সংশ্লেষার্থাদ্বা অবতের্ধাতোরিদং রূপম্ ঊয়ন্তে কর্ম্মভির্বর্দ্ধ্যন্তে সংশ্লিষ্যন্তঃ ইতি বা ঊতয় ইত্যর্থঃ॥ ৪

অন্বয়ঃ।—হরেঃ (শ্রীভগবতঃ) অবতারানুচরিতং (মৎস্যকূর্ম্মাদ্যবতারলীলাকথাঃ) অস্যানু-

নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহ শক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ ॥ ৬ ॥
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে ॥ ৭ ॥
যোঽধ্যাত্মিকোঽয়ং পুরুষঃ সোঽসাবেবাধিদৈবিকঃ।
যস্তত্রোভয়বিচ্ছেদঃ পুরুষো হ্যাধিভৌতিকঃ ॥ ৮

বর্ত্তিনাং পুংসাং চ (শ্রীভগবদ্ভক্তানাং ধ্রুবপ্রহ্লাদাদীনাং) নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ (নানেতিহাসসমন্বিতাঃ কথাঃ) ঈশকথাঃ প্রোক্তাঃ (ঈশানুকথেতি প্রোক্তং নারদব্যাসাদ্যৈরিতি শেষঃ) ॥৫

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবানের মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার এবং তাঁহার চরণাশ্রিত ভক্তবৃন্দের নানা ইতিহাসপূর্ণ কথার নাম ঈশানুকথা ॥ ৫

শ্রীধরটীকা।—হরেরবতারানুচরিতম্ অস্যানুবর্ত্তিনাঞ্চ সৎকথাঃ ঈশানুকথাঃ প্রোক্ত ইত্যর্থঃ ॥ ৫

অন্বয়ঃ।—আত্মনঃ (জীবস্য) শক্তিভিঃ সহ (সোপাধিভিঃ সহ) অস্য (শ্রীভগবতঃ) অনুশয়নং (শয়নানুগতত্বেন শয়নং জীবোপাধিভূতায়া মায়ায়াঃ জীবানাঞ্চ শ্রীভগবতি লয় ইত্যর্থঃ) নিরোধঃ (নিরোধশব্দেনোক্তং) অন্যথারূপং (অবিদ্যয়াধ্যস্তমজ্ঞত্বসংসারিত্বাদিকং) হিত্বা (ত্যক্ত্বা) স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ (জীবানাং স্বস্বরূপস্য পরমাত্মনঃ সাক্ষাৎকার এব) মুক্তিঃ (মুক্তিরিত্যুক্তং নারদব্যাসাদ্যৈরিতি শেষঃ) ॥ ৬

মূলানুবাদ।—মহাপ্রলয়ে জীব ও জীবোপাধি মায়ার শ্রীভগবানে লীন হওয়ার নাম নিরোধ এবং জীবের পরমাত্মসাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি ॥ ৬

শ্রীধরটীকা।—অস্যাত্মনো জীবস্য হরের্যোগনিদ্রামনু পশ্চাৎ শক্তিভিঃ স্বোপাধিভিঃ সহ শয়নং লয়ঃ নিরোধঃ। অন্যথারূপম্ অবিদ্যয়াধ্যস্তং কর্ত্তৃত্বাদি হিত্বা স্বরূপেণ ব্রহ্মতয়া ব্যবস্থিতির্মুক্তিঃ ॥ ৬

অন্বয়ঃ।—যতঃ (যস্মাৎ) আভাসশ্চ (সৃষ্টিঃ) অস্তি (ভবতি) যতঃ (যস্মিংশ্চ) নিরোধঃ (লয়ঃ) অধ্যবসীয়তে (য এব লয়াধিষ্ঠানমিত্যর্থঃ) পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি (ব্রহ্ম পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধঃ) সঃ (শ্রীভগবানেব) আশ্রয়ঃ (আশ্রয়শব্দেন) শব্দ্যতে (কথ্যতে নারদব্যাসাদ্যৈরিত্যর্থঃ) ॥ ৭

মূলানুবাদ।—যাঁহা হইতে সৃষ্টি হয় ও যাঁহাতে লয় হয়, সেই সাক্ষাৎ শ্রীভগবান্ই আশ্রয় ॥ ৭

শ্রীধরটীকা।—আভাসঃ সৃষ্টিঃ নিরোধো লয়শ্চ যতো ভবতি, অধ্যবসীয়তে প্রকাশ্যতে চ, স পরং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি প্রসিদ্ধ আশ্রয়ঃ কথ্যতে ॥ ৭

অন্বয়ঃ।—যঃ অয়ং (শ্রুত্যাদৌ প্রসিদ্ধঃ) আধ্যাত্মিকঃ পুরুষঃ (চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা জীবঃ) স এব আধিদৈবিকঃ (চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ) অত্র (এতদ্বিষয়ে) উভয়বিচ্ছেদঃ (চক্ষুরাদিকারণাভিমানিচক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতৃভিন্নঃ) পুরুষঃ (দৃশ্যমানঃ জীবোপাধিঃ এব) আধিভৌতিকঃ ॥ ৮

একমেকতরাভাবে যদা নোপালভামহে।
ত্রিতয়ং তত্র যো বেদ স আত্মা স্বাশ্রয়াশ্রয়ঃ॥ ৯॥

মূলানুবাদ।—যিনি আধ্যাত্মিক পুরুষ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী দ্রষ্টা জীব) তিনিই আধিদৈবিক পুরুষ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদি) এবং এই দুই হইতে যিনি ভিন্ন তিনি আধিভৌতিক পুরুষ (স্থূলদেহরূপ জীবোপাধি)॥ ৮

শ্রীধরটীকা।—আশ্রয়রূপমপরোক্ষানুভবেন স্পষ্টং দর্শয়িতুমধ্যাত্মাদি-বিভাগমাহ। যোঽয়মাধ্যাত্মিকঃ পুরুষশ্চক্ষুরাদিকরণাভিমানী দ্রষ্টা জীবঃ, স এবাধিদৈবিকশ্চক্ষুরাদ্যধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ। তত্রৈকস্মিন্নেব উভয়ো দ্বিরূপো বিচ্ছেদো যস্মাৎ স আধিভৌতিকশ্চক্ষুর্গোলকাদ্যুপলক্ষিতো দৃশ্যো দেহঃ পুরুষ ইতি পুরুষস্য জীবস্যোপাধিঃ। স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময় ইতি শ্রুতেঃ॥ ৮

অন্বয়ঃ।—যদা (যতঃ) একতরাভাবে (আধিভৌতিকাদীনাং মধ্যে একস্যাভাবে) একং (আধিদৈবিকাদিকং) ন উপলভামহে (নৈব প্রতীমঃ, তত্র (তদা) যঃ ত্রিতয়ং (আধ্যাত্মিকাদিকং) বেদ (সাক্ষিতয়া পশ্যতি) সঃ আত্মা স্বাশ্রয়ঃ (অনন্যাশ্রয়ঃ নিরপেক্ষ ইত্যর্থঃ পরমাত্মা এব) আশ্রয়ঃ॥ ৯

মূলানুবাদ।—আধ্যাত্মিকাদি তিন পুরুষই পরস্পর সাপেক্ষ অর্থাৎ একজন না থাকিলে আর একজনের অস্তিত্ব বুঝা যায় না; অতএব যাঁহার কাহারও অপেক্ষা নাই এবং যিনি আধ্যাত্মিকাদি তিনেরই সাক্ষী সেই পরমাত্মাই আশ্রয়তত্ত্ব॥ ৯

শ্রীধরটীকা।—একমেকতরাভাব ইত্যেষামন্যোন্যসাপেক্ষসিদ্ধিত্বে নানাত্মত্বং দর্শয়তি। তথাহি দৃশ্যং বিনা তৎপ্রতীত্যনুমেয়ং করণং ন সিধ্যতি, নাপি দ্রষ্টা ন চ তদ্বিনা করণপ্রবৃত্ত্যানুমেয়স্তদধিষ্ঠাতা সূর্য্যাদিঃ, ন চ তং বিনা করণং প্রবর্ত্ততে, ন চ তদ্বিনা দৃশ্যমিত্যেবমেকতরস্যাভাবে একং নোপলভামহে। তত্র তদা তত্ত্রিতয়ম্ আলোচনাত্মকেন প্রত্যয়েন যো বেদ সাক্ষিতয়া পশ্যতি স পরমাত্মা আশ্রয়ঃ। তেষামপি পরস্পরমাশ্রয়ত্বমস্ত্যেবেতি তদ্ব্যবচ্ছেদার্থং বিশেষণম্—স্বাশ্রয়ঃ অনন্যাশ্রয়ঃ; স চান্যেষামাশ্রয়শ্চেতি। তথাচ ভগবান্ বক্ষ্যতি—দৃগ্‌রূপমার্কং বপুরত্র রন্ধ্রে পরস্পরং সিধ্যতি যঃ স্বতঃ খে। আত্মা যদেষামপরো য আদ্যঃ স্বয়ানুভূত্যাখিলসিদ্ধসিদ্ধিরিতি। এতেনৈব ব্যাভিচারিত্বাৎ তেষাং মায়াময়ত্বমপ্যুক্তম্। অতএব পুরুষাবয়বৈর্লোকাঃ পূর্ব্বকল্পিতাঃ। লোকৈরস্যাবয়বাঃ সপালৈরিত্যনেনোক্তো বিরোধোঽপি পরিহৃতঃ॥ ৯

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—নবমাধ্যায়ের শেষে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন যে ব্রহ্মা শ্রীভগবানের কৃপায় চতুঃশ্লোকী ভাগবত প্রাপ্ত হইয়া সেই দশলক্ষণযুক্ত পুরাণ নিজপুত্র নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন এবং নারদ সেই পুরাণ ব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। হে মহারাজ! তুমি আমাকে যে প্রশ্ন করিয়াছ, আমি সেই পুরাণ অবলম্বন করিয়াই তাহার উত্তর দিব। ব্রহ্মা নারদকে দশলক্ষণসমন্বিত পুরাণ উপদেশ করিয়াছেন, একথা শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিয়াছেন, কিন্তু সেই দশলক্ষণ কি তাহা বলেন নাই। সেই জন্য তিনি সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি দশলক্ষণ বর্ণনা করিলেন এবং সর্গ, বিসর্গ প্রভৃতি দশলক্ষণের নিজেই ব্যাখ্যা করিয়া দিলেন।

শ্রীশুকদেবের এই দশলক্ষণ বর্ণনায় বুঝা গেল যে, শ্রীমদ্ভাগবতে এই সর্গ বিসর্গ প্রভৃতি দশ-লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। দশলক্ষণের মধ্যে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তর এবং ঈশানুকথা এই সাতটি, মূল ও অনুবাদ দেখিয়াই স্পষ্ট বুঝা যাইবে, সুতরাং তাহার বিশেষ সমালোচনার আবশ্যক নাই। নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় এই তিনটি বিষয় একটু আলোচনা করিয়া বুঝা উচিত। নিরোধ শব্দের অর্থ প্রলয়। প্রলয় নানারূপ আছে, তাহার মধ্যে ব্রহ্মার পরমায়ু শেষ হইলে যে প্রলয় হয় তাহার নাম মহাপ্রলয়, এই সময়ে কোনও সৃষ্ট পদার্থ থাকে না। সে সময়ে মায়া আর জগৎরূপে আত্মপ্রকাশ না করিয়া শক্তিরূপে শ্রীভগবানে লীন হইয়া থাকে এবং শ্রীভগবানের বিভিন্নাংশ জীবও সে সময়ে নিজ অংশী শ্রীভগবানে লীন হইয়া যায়। কিন্তু তখনও সূক্ষ্ম সংস্কার থাকে বলিয়া জীব শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে না। যে সময়ে জীব সমস্ত সংস্কারমুক্ত হইয়া শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারে, তখনই তাহার মুক্তি হয়। "মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ" এই শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা সেই মুক্তির পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীধরস্বামিপাদ ইহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন,—অন্যথারূপ অর্থাৎ অবিদ্যাকল্পিত কর্তৃত্ব প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়া, জীবের ব্রহ্মরূপে অবস্থানের নাম মুক্তি। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ বলেন,—অবিদ্যাকল্পিত অজ্ঞানের হাত এড়াইয়া শ্রীভগবৎসাক্ষাৎকারের নাম মুক্তি। বেদান্তদর্শনের শেষভাগেও এই মুক্তি লইয়া নানাবিধ মতভেদ দেখা যায়। কিন্তু মুক্তির স্বরূপ যিনিই যাহা বলুন না কেন, মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারিলে তবে মুক্তি হইবে, এ কথায় কাহারও আপত্তি নাই। মায়াবন্ধন হইতে নিষ্কৃতি লাভের পর কি হয়, তাহা লইয়াই যত মতভেদ। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকগণের মতে জীব ও ব্রহ্ম একই বস্তু, সুতরাং মায়ামুক্ত হইলে জীব ব্রহ্মই হয়। বৈষ্ণবদার্শনিকগণ বলেন, জীব শ্রীভগ-বানের বিভিন্নাংশ; সুতরাং মায়ামুক্ত হইলে সে শ্রীভগবানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার ও সেবাধিকার লাভ করে। যাহা হউক, আমরা মায়াবদ্ধ জীব, আমাদের মায়াবন্ধন মোচনের চেষ্টা করাই একমাত্র কর্তব্য। শ্রীভগবৎকৃপায় যখন মায়ামুক্ত হইব, তখন কি অবস্থা হয় তাহা দেখা যাইবে; সুতরাং এখন "কিমার্দ্রকবণিজাং বহিত্রচিন্তয়া।"

দশলক্ষণের শেষে আশ্রয়তত্ত্বটি বিশেষ আলোচ্য বস্তু, শাস্ত্রকারগণ এই আশ্রয়তত্ত্ব বুঝাইবার জন্যই সর্গ বিসর্গ প্রভৃতি নয়টি তত্ত্বের অবতারণা করিয়াছেন। আশ্রয়তত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্। সর্গ প্রভৃতি প্রথমোক্ত নয়টি বস্তুর মূলই শ্রীভগবান্। সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তাঁহা হইতেই হয়, বিসর্গ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডরচনা তাঁহারই কৃপায় হয় এবং পরিশেষে নিরোধ অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড লয় তাঁহাতেই হয়। তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধই মুক্তি।

প্রপঞ্চের অতীত বৈকুণ্ঠাদি ধামে, এই সর্ব্বাশ্রয় শ্রীভগবান্ লীলাময়রূপে অবস্থিত, জীবের তাঁহার কোন উদ্দেশই পাওয়ার সম্ভাবনা নাই, এই জন্য তিনি প্রতি-জীবে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত হইয়া সকলকে নিজের স্বরূপ জানাইতে চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য জীব, স্থূলে আসক্ত হইয়া মূল হারাইয়া ফেলে। অন্তর্য্যামির এক নাম পুরুষ। এই পুরুষের কথা শ্রুতিতে নানাভাবে বর্ণিত আছে। "স বা এষ পুরুষ অন্নরসময়ঃ" এই শ্রুতি দেখিলে মনে হয়, অন্নাদিরসে পুষ্ট এই স্থূল দেহই

পুরুষোঽণ্ডং বিনির্ভিদ্য যদাসৌ স বিনির্গতঃ।
আত্মনোঽয়নমন্বিচ্ছন্নপোঽস্রাক্ষীচ্ছুচিঃ শুচীঃ ॥ ১০ ॥
তাস্ববাৎসীৎ স্বসৃষ্টাসু সহস্রং পরিবৎসরান্।
তেন নারায়ণো নাম যদাপঃ পুরুষোদ্ভবাঃ ॥ ১১ ॥

পুরুষ। স্থূল হইতে ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্ম বস্তুর পরিচয় করিয়া দিবার জন্য শ্রুতি ঐ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন; তাহা বুঝিতে না পারিলে দেহাত্মবাদের সৃষ্টি হয়, এইজন্য শ্রীশুকদেব প্রকৃত আশ্রয়তত্ত্ব কি তাহা বুঝাইবার জন্য বলিলেন, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়াভিমানী পুরুষ আধ্যাত্মিক, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা পুরুষ আধিদৈবিক এবং স্থূলদেহ পুরুষ আধিভৌতিক। ইহারা পরস্পর অপেক্ষাযুক্ত, কারণ স্থূলদেহ না থাকিলে ইন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে না এবং ইন্দ্রিয় না থাকিলে ইন্দ্রিয়াভিমানী পুরুষের সত্তা থাকে না। আশ্রয়তত্ত্ব এরূপ পরাপেক্ষ হইতে পারে না। সুতরাং যাঁহার কোনই অপেক্ষা নাই, যাঁহার স্থিতি নিত্য, সেই পরমাত্মাই এই আশ্রয়তত্ত্ব। পরমাত্মার সত্তাতেই আধ্যাত্মিকাদি পুরুষত্রয়ের সত্তা, কিন্তু আধ্যাত্মিকাদি ত্রিবিধ পুরুষ না থাকিলে পরমাত্মার কিছুই যায় আসে না ॥ ১—৯

অন্বয়ঃ।—যদা (জগৎসৃষ্ট্যুপক্রমে) অসৌ পুরুষঃ (প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা) অণ্ডং (আত্মনি লীনং সূক্ষ্মরূপং ব্রহ্মাণ্ডং) বিনির্ভিদ্য (আত্মনঃ পৃথক্‌কৃত্য) বিনির্গতঃ (বহিস্থিতঃ) [তদা] শুচিঃ (মায়াসম্বন্ধ রহিতত্বাৎ শুদ্ধঃ সঃ) আত্মনঃ অয়নং (স্থানং) অন্বিচ্ছন্ (বিমৃশন্) শুচীঃ (শুদ্ধাঃ) অপঃ (গর্ভোদক-সংজ্ঞাঃ) অস্রাক্ষীৎ (সসর্জ্জ) ॥ ১০

মূলানুবাদ।—প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা পুরুষ যে সময়ে নিজাঙ্গে লীন সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মাণ্ডকে নিজাঙ্গ হইতে পৃথক্ করিয়া তাহার বাহিরে অবস্থিত হইলেন, তখন সেই মায়াসম্পর্করহিত পুরুষ নিজ বাসস্থানের জন্য নিজাঙ্গ হইতে জল (গর্ভোদক) সৃষ্টি করিলেন ॥ ১০

শ্রীধরটীকা।—উক্তমেবাধ্যাত্ম্যাদিবিভাগং প্রপঞ্চয়ন্ যদ্ভুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্। যথাসীৎ তদুপাখ্যাস্যে ইতি যৎ প্রতিজ্ঞাতং, তদুৎপত্তিপ্রকারমাহ—পুরুষ ইত্যাদিনা। পুরুষঃ বৈরাজঃ অণ্ডং বিনির্ভিদ্য পৃথক্ কৃত্বা বিনির্গতঃ পৃথক্‌স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। অয়নং স্থানমন্বিচ্ছন্ বিমৃশন্। যতঃ শুচিঃ স্বয়ম্, অতঃ শুচীঃ শুদ্ধা অপঃ গর্ভোদকসংজ্ঞাঃ অস্রাক্ষীৎ সসর্জ্জ ॥ ১০

অন্বয়ঃ।—(ততঃ) স্বসৃষ্টাসু (নিজাঙ্গাদাবির্ভাবিতাসু) তাসু (অপ্সু) সহস্রং পরিবৎসরান্ (সহস্রবৎসরপর্য্যন্তং) অবাৎসীৎ (উবাস) যৎ (যস্মাৎ) আপঃ (তানি জলানি) পুরুষোদ্ভবাঃ (পুরুষাদুৎপন্নাঃ) তেন (তস্মাৎ) [স শ্রীভগবান্] নারায়ণো নাম (নারায়ণ ইতি নাম্না খ্যাতঃ) [নর ইতি পুরুষস্য নামান্তরং, আপঃ নরাৎ জাতাঃ অতস্তা নারাঃ, তাঃ অয়নং নিবাসস্থানঃ যস্যেতি নারায়ণ ইতি শ্রীভগবতো নাম ইত্যর্থঃ] ১১

মূলানুবাদ।—তদনন্তর সেই নিজাঙ্গজাত পুরুষ সহস্র বৎসর নিশ্চেষ্টভাবে বাস করিলেন (নিদ্রাগত হইলেন), সেই জল পুরুষ হইতে জাত বলিয়া তাহার নাম নার, তিনি আবার সেই জলে বাস করেন বলিয়া তাঁহার নাম নারায়ণ ॥ ১১

দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ ১২ ॥
একো নানাত্বমন্বিচ্ছন্ যোগতল্পাৎ সমুত্থিতঃ।
বীর্য্যং হিরণ্ময়ং দেবো মায়য়া ব্যসৃজৎ ত্রিধা ॥ ১৩ ॥
অধিদৈবমথাধ্যাত্মমধিভূতমিতি প্রভুঃ।
অথৈকং পৌরুষং বীর্য্যং ত্রিধাভিদ্যত তচ্ছৃণু ॥ ১৪ ॥
অন্তঃশরীর আকাশাৎ পুরুষস্য বিচেষ্টতঃ।
ওজঃ সহো বলং জজ্ঞে ততঃ প্রাণো মহানসুঃ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরটীকা।—অপ্সু বাসং নারায়ণনামনিরুক্ত্যা স্পষ্টয়তি। তেন অপ্সু বাসেন। যদ্‌ যস্মাৎ পুরুষো নরঃ তস্মাদুদ্ভবো যাসাং তা নারা আপোঽয়নমস্যেতি নারায়ণ ইত্যর্থঃ। তদুক্তম্‌,—আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরসূনবঃ। অয়নং তস্য তাঃ পূর্ব্বং তেন নারায়ণঃ স্মৃত ইতি ॥ ১১

অন্বয়ঃ।—যদনুগ্রহতঃ (যস্য শ্রীনারায়ণস্যানুগ্রহাৎ) দ্রব্যং (উপাদানং) কর্ম্ম কালঃ স্বভাবঃ (তত্তৎসংস্কারঃ) জীবঃ (ভোক্তা চ) সন্তি (স্বস্বকার্য্যক্ষমা ভবন্তি), যদুপেক্ষয়া (যস্যানুগ্রহাভাবাৎ) ন সন্তি (নৈব কিঞ্চিদপি কর্ত্তুং শক্নুবন্তি) ॥ ১২

মূলানুবাদ।—নারায়ণেরই অনুগ্রহে দ্রব্য, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব নিজ নিজ কার্য্যক্ষম হয়, তাঁহার অনুগ্রহ বিনা কেহই কিছু করিতে সক্ষম হয় না ॥ ১২

শ্রীধরটীকা।—তস্য প্রভাবমাহ—দ্রব্যমুপাদানম্‌। কর্ম্মাদীনি নিমিত্তানি জীবো ভোক্তা। যস্যানুগ্রহাৎ সন্তি, কার্য্যক্ষমা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১২

অন্বয়ঃ।—একঃ (প্রলয়ে স্বাংশান্‌ জীবান্‌ আত্মনি বিলাপ্য একত্বেন স্থিতঃ শ্রীভগবান্‌) নানাত্বমন্বিচ্ছন্‌ (স্বাংশানাবির্ভাব্য বহুত্বমিচ্ছন্‌) যোগতল্পাৎ (যোগনিদ্রায়াঃ) সমুত্থিতঃ (সন্‌) দেবঃ (বিচিত্রলীলাময়ঃ শ্রীভগবান্‌) হিরণ্ময়ং (হিরণ্ময়মিব বহুলপ্রকাশং বীর্য্যং ব্রহ্মাণ্ডসমূহবীজং) প্রভুঃ (সর্ব্বশক্তিমান্‌ শ্রীভগবান্‌) মায়য়া (স্বশক্ত্যা) অধিদৈবং আধ্যাত্মং অধিভূতং ইতি ত্রিধা ব্যসৃজৎ (বিবভাজ), অথ একং পৌরুষং বীর্য্যং [যথা] ত্রিধা অভিদ্যত (ভিদ্যতে পৃথগ্‌ভূয়তে) তৎ শৃণু ॥ ১৩।১৪

মূলানুবাদ।—প্রলয়ে শ্রীভগবান্‌ নিজাংশ জীবগণকে নিজাঙ্গে লীন করিয়া একাকী অবস্থান করেন। যখন তিনি নিজাংশ জীবগণকে আবির্ভাবিত করিয়া বহু হইতে ইচ্ছা করেন, তখন সেই বিচিত্র লীলাময় গর্ভোদকশায়ী পুরুষ হিরণ্ময় বীর্য্য (সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বীজ) অধিদৈব, অধ্যাত্ম এবং অধিভূত এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন ॥ ১৩।১৪

শ্রীধরটীকা।—যোগ এব তল্পং শয্যা তস্মাৎ। বীর্য্যং গর্ভরূপং দেহং হিরণ্ময়মিব প্রকাশবহুলম্‌। অস্যৈব প্রপঞ্চঃ অথেত্যাদিনা ॥ ১৩।১৪

অনু প্রাণন্তি যং প্রাণাঃ প্রাণন্তং সর্ব্বজন্তুষু।
অপানন্তমপানন্তি নরদেবমিবানুগাঃ ॥ ১৬ ॥
প্রাণেনাক্ষিপতা ক্ষুত্তৃড়ন্তরাজায়তে বিভোঃ।
পিপাসতো জক্ষতশ্চ প্রাঙ্মুখং নিরভিদ্যত ॥ ১৭ ॥
মুখতস্তালু নির্ভিন্নং জিহ্বা তত্রোপজায়তে।
ততো নানারসো জজ্ঞে জিহ্বয়া যোঽধিগম্যতে ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বিচেষ্টতঃ (বিবিধং চেষ্টমানস্য) পুরুষস্য অন্তঃশরীরে (শরীরাভ্যন্তরস্থাৎ) আকাশাৎ (অবকাশাৎ) মহান্ অসুঃ (সর্ব্বেষাং প্রাণানাং মুখ্যতমঃ) প্রাণঃ (সমষ্টিপ্রাণঃ) জজ্ঞে (স্পষ্টীবভূব)। ততঃ ওজঃ (ইন্দ্রিয়শক্তিঃ) সহঃ (মনঃশক্তিঃ) বলং (দেহশক্তিশ্চ) জজ্ঞে (ইতি শেষঃ) ॥ ১৫

মূলানুবাদ।—নানাপ্রকার চেষ্টাময় পুরুষের শরীরাভ্যন্তরস্থ আকাশ হইতে ব্যষ্টি জীবের প্রাণ সমূহের মূলীভূত সমষ্টি প্রাণ বিকাশ হইল। তাহা হইতে ইন্দ্রিয়শক্তি, মনঃশক্তি এবং দেহশক্তি প্রকাশ হইল ॥ ১৫

শ্রীধরটীকা।—অন্তশরীরে য আকাশস্তস্মাৎ ক্রিয়াশক্ত্যা তত্র বিবিধং চেষ্টমানস্য সতঃ ওজঃ ইন্দ্রিয়শক্তিঃ, সহো মনঃশক্তিঃ, বলং দেহশক্তিঃ। ততঃ ক্রিয়াশক্ত্যাত্মকাৎ সূক্ষ্মাৎ রূপাৎ প্রাণঃ সূত্রাখ্যঃ মহান্ মুখ্যঃ অসুঃ প্রাণঃ সর্ব্বেষাম্ ॥ ১৫

অন্বয়ঃ।—অনুগাঃ (ভৃত্যাঃ) নরদেবং ইব (রাজানমিব) যং প্রাণন্তং (চেষ্টাং কুর্ব্বন্তং) অনু (পশ্চাৎ) সর্ব্বজন্তুষু (সর্ব্বজীবেষু) প্রাণাঃ (সমষ্টিবায়বঃ) প্রাণন্তি (চেষ্টন্তে), অপানন্তং (চেষ্টাং ত্যজন্তং অনু) অপানন্তি (চেষ্টাং ত্যজন্তি) ১৬

মূলানুবাদ।—ভৃত্যগণ যেমন নরপতির অনুগমন করে, সেইরূপ সেই সমষ্টিপুরুষের চেষ্টায় ব্যষ্টি জীব চেষ্টিত এবং তাঁহার চেষ্টাত্যাগে চেষ্টাহীন হয় ॥ ১৬

শ্রীধরটীকা।—মহত্ত্বং দর্শয়তি—অন্বিতি। প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যং প্রাণন্তং চেষ্টাং কুর্ব্বন্তম্ অনু পশ্চাৎ প্রাণন্তি চেষ্টাং কুর্ব্বন্তি। অপানন্তং চেষ্টাং ত্যজন্তমনু অপানন্তি চেষ্টাং ত্যজন্তি। রাজানমনু ভৃত্যা ইব ॥ ১৬

অন্বয়ঃ।—প্রাণেন আক্ষিপতা (চলতা) বিভোঃ অন্তরা (মধ্যে) ক্ষুৎতৃট্ (ক্ষুধা পিপাসা চ) আজায়তে (জজ্ঞে) ততঃ পিপাসতঃ (পাতুং ইচ্ছোঃ) জক্ষতঃ (ভক্ষয়িতুমিচ্ছোঃ তস্য) প্রাক্ (প্রথমং) মুখং নিরভিদ্যত (বিভক্তমভূৎ) ॥ ১৭

মূলানুবাদ।—সমষ্টি পুরুষের প্রাণের স্পন্দনে ক্ষুধা ও পিপাসার সৃষ্টি হয়, তদনন্তর তিনি ভোজন ও পান করিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুখ প্রকাশ হয় ॥ ১৭

শ্রীধরটীকা।—আক্ষিপতা চালয়তা নিমিত্তেন ক্ষুত্তৃড়াদিকঞ্চ। বিভোরিতি বিরাড্জীবাভেদেনোপাসনার্থমুক্তম্। আজায়তে স্ম। ততো জক্ষতঃ ভক্ষয়িতুমিচ্ছত ইত্যর্থঃ। প্রাক্ প্রথমং মুখং নিরভিদ্যত বিভক্তমভূৎ ॥ ১৭

বিবক্ষোর্মুখতো ভূম্নো বহ্নির্বাগ্ব্যাহৃতং তয়োঃ।
জলে চৈতস্য সুচিরং নিরোধঃ সমজায়ত ॥ ১৯ ॥
নাসিকে নিরভিদ্যেতাং দোধূয়তি নভস্বতি।
তত্র বায়ুর্গন্ধবহো ঘ্রাণো নসি জিঘৃক্ষতঃ ॥ ২০ ॥
যদাত্মনি নিরালোকমাত্মানঞ্চ দিদৃক্ষতঃ।
নির্ভিন্নে অক্ষিণী তস্য জ্যোতিশ্চক্ষুর্গুণগ্রহঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়ঃ।—মুখতঃ (মূলপুরুষস্য মুখতঃ) তালু (রসনাধিষ্ঠানং) নির্ভিন্নং (পৃথগ্‌ভূতং অভূৎ), তত্র জিহ্বা (রসনেন্দ্রিয়ং) [উপজায়তে], ততঃ (তদনন্তরং) জিহ্বয়া (রসনেন্দ্রিয়েণ) যঃ অধিগম্যতে (গৃহ্যতে) [সঃ] নানারসঃ (মধুরাদিষড়্‌রসাঃ) জজ্ঞে (অজায়ত) ॥ ১৮

মূলানুবাদ।—সেই সর্ব্বমূল পুরুষের মুখ হইতে তালু পৃথক্ হয় এবং সেখানে জিহ্বা প্রকাশ হয় ও রসনাগ্রাহ্য মধুরাদি ছয় রসের অভিব্যক্তি হয় ॥ ১৮

শ্রীধরটীকা।—তালু অধিষ্ঠানম্; জিহ্বা ইন্দ্রিয়ম্; নানারসো বিষয়ঃ; বরুণশ্চ দেবতা জ্ঞাতব্যা। এবং সর্ব্বত্র অধিষ্ঠানমিন্দ্রিয়ং দেবতাবিষয় ইত্যেতচ্চতুষ্টয়মনুক্তমপ্যূহ্যম্ ॥ ১৮

অন্বয়ঃ।—বিবক্ষোঃ (বক্তুমিচ্ছোঃ) ভূম্নঃ (পুরুষস্য) মুখতঃ বহ্নিঃ (বাগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) বাক্ (বাগিন্দ্রিয়ং) তয়োঃ (দেবতেন্দ্রিয়যোঃ) [অধীনং] ব্যাহৃতং (বাক্যঞ্চ) [অজায়ত] জলে (গর্ভোদকে) এতস্য (বাগ্‌বহ্ন্যাদেঃ) সুচিরং (দীর্ঘকালং) নিরোধঃ (নিষ্কর্ম্মতয়া সূক্ষ্মরূপেণাবস্থানং) সমজায়ত ॥ ১৯

মূলানুবাদ।—সেই সমষ্টি পুরুষ কথা বলিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার মুখ হইতে বাগিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বহ্নি, বাগিন্দ্রিয় এবং তদধীন বাক্য প্রকাশ হয়। তিনি যখন গর্ভোদকে নিদ্রিত ছিলেন, তখন সমস্ত ইন্দ্রিয়, তাহাদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও বিষয় তাঁহাতেই অবরুদ্ধ ছিল ॥ ১৯

শ্রীধরটীকা—বিবক্ষোর্বক্তুমিচ্ছোর্মুখত এব বহ্নির্দেবতা; বাক্ ইন্দ্রিয়ম্। ব্যাহৃতং ভাষণং তয়োরিতি ইন্দ্রিয়দেবতাধীনত্বং কর্ম্মণো দর্শয়তি ॥ ১৯

অন্বয়ঃ।—নভস্বতি (প্রাণবায়ৌ) দোধূয়তি (অত্যন্তং প্রচলতি সতি) নাসিকে (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যেতাং (পৃথগ্‌ভূতাং) জিঘৃক্ষতঃ (গন্ধং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ পুরুষস্য) তত্র নসি (নাসিকায়াং) ঘ্রাণঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং) গন্ধবহঃ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা বায়ুশ্চ নিরভিদ্যতেতি শেষঃ) ॥ ২০

মূলানুবাদ।—সমষ্টি পুরুষের প্রাণবায়ু অত্যন্ত স্পন্দিত হইলে নাসিকা প্রকাশ হয়, তিনি গন্ধ গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে ঘ্রাণেন্দ্রিয়, ঘ্রাণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু এবং গন্ধ প্রকাশ পায় ॥ ২০

শ্রীধরটীকা।—নভস্বতি প্রাণবায়ৌ দোধূয়তি দোধূয়মানেঽত্যন্তং প্রচলতি সতি। তত্র নসি নাসিকায়াং বায়ুর্দেবতা গন্ধং বহতীতি, তথা। অনেন গন্ধো বিষয়ো দর্শিতঃ। ঘ্রাণ ইন্দ্রিয়ম্। জিঘৃক্ষতঃ গন্ধং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ ॥ ২০

বোধ্যমানস্য ঋষিভিরাত্মনস্তজ্জিঘৃক্ষতঃ।
কর্ণৌ চ নিরভিদ্যেতাং দিশঃ শ্রোত্রং গুণগ্রহঃ ॥ ২২ ॥
বস্তুনো মৃদুকাঠিন্য-লঘুগুর্ব্বোষ্ণশীততাম্।
জিঘৃক্ষতস্ত্বঙ্ নির্ভিন্না তস্যাং রোমমহীরুহাঃ।
তত্র চান্তর্বহির্বাতস্ত্বচালব্ধগুণো বৃতঃ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়ঃ।—যদা আত্মনি নিরালোকং (প্রকাশশূন্যং) [আসীৎ তদা] আত্মানঞ্চ (স্বং অন্যচ্চ বস্তু) দিদৃক্ষতঃ (দ্রষ্টুমিচ্ছোঃ তস্য পুরুষস্য) অক্ষিণী (চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং নির্ভিন্নে, পৃথগ্ভূতে), [ততঃ] জ্যোতিঃ (চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা সূর্য্যঃ) চক্ষুঃ (দর্শনেন্দ্রিয়ং) গুণগ্রহঃ (রূপগ্রহণঞ্চ) [আসীৎ] ২১

মূলানুবাদ।—যখন কোনও মায়িক বস্তুর প্রকাশ ছিল না, তখন তিনি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করিলে চক্ষু ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার প্রকাশ হইল এবং রূপ গ্রহণ হইতে লাগিল ॥ ২১

শ্রীধরটীকা।—নিরালোকং প্রকাশশূন্যম্ আসীদিতি শেষঃ। নির্ম্মক্ষিকমিতিবদব্যয়ীভাবঃ। তদা আত্মানং দেহং চকারাদন্যচ্চ বস্তু দিদৃক্ষতঃ। অক্ষিণী স্থানম্। জ্যোতিরাদিত্যো দেবতা; চক্ষুরিন্দ্রিয়ম্। ততঃ গুণস্য রূপস্য গ্রহঃ গ্রহণম্; অনেন রূপং বিষয়ো দর্শিতঃ ॥ ২১

অন্বয়ঃ।—ঋষিভিঃ (বেদৈঃ) বোধ্যমানস্য আত্মনঃ তৎ (প্রবোধনং) জিঘৃক্ষতঃ (গ্রহীতুমিচ্ছোঃ) কর্ণৌ (শ্রোত্রেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যেতাং (পৃথগ্ভূতাং) [ততঃ] দিশঃ (কর্ণেন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী-দেবতা) শ্রোত্রং (কর্ণেন্দ্রিয়ং) গুণগ্রহঃ (শব্দগ্রহণঞ্চ) [আসীৎ] ॥ ২২

মূলানুবাদ।—চতুর্ব্বেদ তাঁহার মহিমা, তাঁহাকে শব্দ দ্বারা বুঝাইতে চাহিলে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া কর্ণ, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা এবং শব্দ গ্রহণ শক্তিকে নিজাঙ্গ হইতে পৃথক্ করিলেন ॥ ২২

শ্রীধরটীকা।—ঋষিভির্বেদৈর্বোধ্যমানস্য। তদাত্মনঃ প্রবোধনং গ্রহীতুমিচ্ছতঃ ততো গুণগ্রহঃ শব্দগ্রহণম্ ॥ ২২

অন্বয়ঃ।—বস্তুনঃ (পৃথিব্যাদেঃ) মৃদুকাঠিন্যলঘুগুর্ব্বোষ্ণশীততাং (কোমলত্বং কঠিনত্বং লঘুত্বং গুরুত্বং উষ্ণত্বং শীতলত্বঞ্চ) জিঘৃক্ষতঃ (গ্রহীতুমিচ্ছোঃ পুরুষস্য) ত্বক্ (ত্বগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং) নির্ভিন্না (পৃথগ্ভূতা) তস্যাং (ত্বচি) রোমমহীরুহাঃ (ত্বগিন্দ্রিয়ং, জাতং)। তত্র ত্বচা অন্তর্ব্বহিঃ বৃতঃ (অন্তঃ বহিশ্চ আবৃত্য) বাতঃ (ত্বগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা ত্বচালব্ধগুণঃ স্পর্শশ্চ) [আসীৎ] ॥ ২৩

মূলানুবাদ।—পৃথিবী প্রভৃতির মৃদুতা, কাঠিন্য, লঘুত্ব, গুরুত্ব, উষ্ণত্ব ও শীতলত্ব গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়া ত্বক্ ইন্দ্রিয় তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রকাশ করিলেন, ত্বক্ দ্বারা ভিতর ও বাহির আবরণ করিলেন এবং স্পর্শ শক্তির বিকাশ হইল ॥ ২৩

শ্রীধরটীকা।—মৃদুত্বঞ্চ কাঠিন্যঞ্চ লঘুত্বঞ্চ গুরুত্বঞ্চ আ উষ্ণত্বঞ্চ ঈষদুষ্ণত্বঞ্চ শীততাঞ্চেত্যর্থঃ। যদ্যপ্যত্যুষ্ণত্বমপি ইন্দ্রিয়বিষয় এব তথাপি তস্য জিঘৃক্ষাভাবাৎ ওষ্ণমিত্যুক্তম্। গুর্ব্বুষ্ণেতি পাঠে যণাদেশশ্ছান্দসঃ। বস্তুন এতান্ ধর্ম্মান্ জিঘৃক্ষতস্ত্বঙ্ নির্ভিন্না ত্বগিন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং চর্ম্ম জাতমিত্যর্থঃ।

হস্তৌ রুরুহতুস্তস্য নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া।
তয়োস্তু বলবানিন্দ্র আদানমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৪ ॥
গতিং জিগীষতঃ পাদৌ রুরুহাতেঽভিকামিকাম্।
পদ্ভ্যাং যজ্ঞঃ স্বয়ং হব্যং কর্ম্মভিঃ ক্রিয়তে নৃভিঃ ॥ ২৫ ॥
নিরভিদ্যত শিশ্নো বৈ প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ।
উপস্থ আসীৎ কামানাং প্রিয়ং তদুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৬ ॥

ত্বচাং রোমাণি ইন্দ্রিয়ং, মহীরুহাশ্চ দেবতা জাতাঃ। বস্তুনি হস্তেনাতোলিতে লঘুত্বগুরুত্বয়োর্জ্ঞানাৎ তয়োরপি ত্বগিন্দ্রিয়বিষয়ত্বমিতি পৌরাণিকাঃ। তত্র ত্বচি অন্তর্ব্বহিশ্চ বাতো বায়ুঃ বৃতঃ আবৃত্য স্থিতঃ। কর্ত্তরি নিষ্ঠা। কথম্ভূতঃ? ত্বচা লব্ধো গুণঃ স্পর্শো যেন। অয়মর্থঃ—ত্বগিন্দ্রিয়মেব বহিঃ কণ্ডূতিসহিতং স্পর্শং গৃহ্নৎ রোমশব্দেনোচ্যতে, তত্র মহীরুহাণাং দেবতাত্বম্। অন্তর্ব্বহিশ্চ স্পর্শং গৃহ্নৎ তদেব ত্বক্‌শব্দেনোচ্যতে, তত্র বাতো দেবতা। তথাচ তৃতীয়ে বক্ষ্যতি—ত্বচমস্য বিনির্ভিন্নাং বিবিশুর্ধিষ্ণ্যমোষধীঃ। অংশেন রোমভিঃ কণ্ডূং যৈরসৌ প্রতিপদ্যতে॥ নির্ভিন্নাদ্‌স্য চর্ম্মাণি লোকপালোঽনিলোঽবিশৎ। প্রাণেনাংশেন সংস্পর্শং যেনাসৌ প্রতিপদ্যত ইতি। তত্র চর্ম্মাণীতি চর্ম্মোপলক্ষিতা ত্বগিত্যর্থঃ, প্রাণেনাংশেনেতি প্রাণবায়ুব্যাপ্তেন ত্বগিন্দ্রিয়েণেত্যর্থঃ। বহ্বৃচশ্রুতৌ ত্বেক এবাংশো নির্দ্দিষ্টঃ। ত্বঙ্ নিরভিদ্যত ত্বচো লোমানি লোমভ্য ওষধয়ো বনস্পতয় ইতি॥ ২৩

অন্বয়ঃ।—তস্য (পুরুষস্য) নানাকর্ম্মচিকীর্ষয়া (আদানাদি কর্ত্তুমিচ্ছয়া) হস্তৌ (পাণীন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং) রুরুহতুঃ (নির্ভিন্নৌ) তয়োস্তু (হস্তয়োঃ) বলবানিন্দ্রঃ (পাণীন্দ্রিয়ং তদধিষ্ঠাতা ইন্দ্রশ্চ) উভয়াশ্রয়ং (পাণীন্দ্রিয়তদধিষ্ঠাত্রীদেবতাধীনং) আদানং (দ্রব্যাদিগ্রহণরূপং কর্ম্ম) [অজায়ত] ॥ ২৪

মূলানুবাদ।—তিনি নানা বস্তু গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার হস্ত প্রকাশ হইল, তদনন্তর পাণি নামক ইন্দ্রিয় তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইন্দ্র এবং তদধীন আদান রূপ কর্ম্ম প্রকাশ হইল ॥ ২৪

শ্রীধরটীকা।—রুরুহতুর্নির্ভিন্নৌ। বলমিন্দ্রিয়ম্; ইন্দ্রো দেবতা, তদুভয়াশ্রয়মাদানং কর্ম্ম ॥ ২৪

অন্বয়ঃ।—অভিকামিকাং (অভীষ্টাং) গতিং (গমনং) জিগীষতঃ (ইচ্ছতঃ) [গমধাত্বর্থস্যাবিবক্ষিতত্বাৎ ধাত্বর্থমাত্রেচ্ছৈব] পাদৌ (পাদেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানরূপে) রুরুহাতে (নির্ভিন্নৌ) পদ্ভ্যাং [সহ] স্বয়ং যজ্ঞঃ (বিষ্ণুশক্ত্যাবিষ্টো দেবতা) [অজায়ত তেন] নৃভিঃ (ব্যষ্টিজীবৈঃ) কর্ম্মভিঃ (পাদেন্দ্রিয়েণ) হব্যং (হবনীয়ং দ্রব্যং) ক্রিয়তে (গতিপ্রাপ্যং ক্রিয়তে) ॥ ২৫

মূলানুবাদ।—তিনি স্বেচ্ছায় গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, তাঁহার পদ প্রকাশ হইল এবং তাহার অধিষ্ঠাত্রী বিষ্ণুশক্ত্যাবিষ্ট-দেবতা প্রকাশ হইল, তাহা হইতে সর্ব্বজীব গতিশক্তি লাভ করিল ॥ ২৫

শ্রীধরটীকা।—অভিকামিকামভীষ্টাং বিহিতামিত্যর্থঃ। পদ্ভ্যাং সহ যজ্ঞো বিষ্ণুরেব স্বয়ং তদধিষ্ঠাতৃরূপেণ স্থিতঃ। কর্ম্মভিরিতি গত্যর্থকর্ম্মশক্তিরিন্দ্রিয়মুক্তম্। হব্যং ক্রিয়ত ইতি গতিপ্রাপ্যং

উৎসিসৃক্ষোর্ধাতুমলং নিরভিদ্যত বৈ গুদম্।
ততঃ পায়ুস্ততো মিত্র উৎসর্গ উভয়াশ্রয়ঃ ॥ ২৭ ॥
আসিসৃপ্সোঃ পুরঃ পুর্য্যা নাভিদ্বারমপানতঃ।
তত্রাপানস্ততো মৃত্যুঃ পৃথক্ত্বমুভয়াশ্রয়ম্ ॥ ২৮ ॥

যজ্ঞার্থং দ্রব্যং বিষয় ইত্যুক্তম্। নৃষ্টিরতি ব্যষ্টিজীবেষপি ইবমেব রীতিরিতি দর্শয়ন্ নরাধিকারত্বং বক্ত্রাদীনাং দর্শয়তি ॥ ২৫

অন্বয়ঃ।—প্রজানন্দামৃতার্থিনঃ (প্রজা অপত্যং, আনন্দো রতিঃ, অমৃতং স্বর্গাদি তদর্থিনঃ প্রজাদীচ্ছোঃ পুরুষস্য) শিশ্নঃ (উপস্থেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং) উপস্থঃ (উপস্থেন্দ্রিয়ং) তদুভয়াশ্রয়ং (উপস্থেন্দ্রিয় তদাধিষ্ঠাত্রীদেবতা প্রজাপত্যধীনং) কামানাং (স্ত্রীসম্ভোগানাং) প্রিয়ং (সুখং) [আসীৎ] ॥ ২৬

মূলানুবাদ।—তিনি অপত্য, রতি, স্বর্গাদি প্রাপ্তি ইচ্ছা করিলে তাঁহার শিশ্ন, উপস্থেন্দ্রিয় ও তদধিষ্ঠাত্রী দেবতা প্রজাপতি এবং তদধীন স্ত্রীসম্ভোগ সুখের প্রকাশ হইল ॥ ২৬

শ্রীধরটীকা।—প্রজা অপত্যম্, আনন্দো রতিঃ, অমৃতং স্বর্গাদি তদর্থিনঃ। শিশ্নোঽধিষ্ঠানম্; উপস্থ ইন্দ্রিয়ম্। প্রজাপতিশ্চাসীদিতি জ্ঞেয়ম্। তদুভয়াশ্রয়ম্ ইন্দ্রিয়দেবতাশ্রয়ং কামানাং স্ত্রীসম্ভোগানাং সম্বন্ধি প্রিয়ং সুখম্ ॥ ২৬

অন্বয়ঃ।—ধাতুমলঃ (ভুক্তান্নাদিনামসারাংশং) উৎসিসৃক্ষোঃ (ত্যক্তুমিচ্ছোঃ পুরুষস্য) গুদং (পায়ুনামকেন্দ্রিয়াধিষ্ঠানং) নিরভিদ্যত (পৃথগভূৎ), ততঃ (তদনন্তরং) পায়ুঃ (তন্নামকেন্দ্রিয়ং) মিত্রঃ (তন্নামকপায়িন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা) উভয়াশ্রয়ঃ (ইন্দ্রিয়দেবতাধীনং) উৎসর্গঃ (মলত্যাগাত্মকং কর্ম্ম) [অজায়ত] ॥ ২৭

মূলানুবাদ।—তিনি ভুক্ত অন্নাদির অসারাংশ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিল গুহ্যদ্বার প্রকাশ হইল, তদনন্তর পায়ু নামক ইন্দ্রিয়, তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মিত্র এবং মলত্যাগ ক্রিয়ার প্রকাশ হইল ॥ ২৭

শ্রীধরটীকা।—ধাতুমলং ভুক্তান্নাদীনামসারাংশং ত্যক্তুমিচ্ছোঃ। গুদপায়ুমিত্রোৎসর্গাঃ অধিষ্ঠানেন্দ্রিয়দেবতাবিষয়াঃ ॥ ২৭

অন্বয়ঃ।—পুর্য্যাঃ (দেহাৎ) পুরঃ (দেহান্তরং) আসিসৃপ্সোঃ (গন্তুমিচ্ছোঃ) নাভিদ্বারং (অভূৎ) তত্র (নাভিদ্বারে) অপানঃ ততঃ (অপানতঃ অপানমার্গেণেত্যর্থঃ) মৃত্যুঃ (তন্নামকদেবতা) উভয়াশ্রয়ং (অপানতদাধিষ্ঠাত্রীদেবতাধীনং) পৃথকত্বং (মরণং) [অজায়ত—নাভিদ্বারে প্রাণাপানয়োর্বন্ধে জীবনং বন্ধবিশ্লেষে মরণমিতি প্রসিদ্ধঃ। মরণং বিনা দেহান্তরপ্রাপ্তির্নস্যাৎ তদর্থমেব নাভিদ্বারতত্রত্যাপানতদাধিষ্ঠাত্রীদেবতাতদধীনং মরণঞ্চ কল্পিতমিতি দ্রষ্টব্যম্]॥ ২৮

মূলানুবাদ।—দেহ হইতে দেহান্তরে গমন করিতে ইচ্ছা করিলে, নাভিদ্বার প্রকাশ হইল, সেখানে অপান, মৃত্যু নামক দেবতা এবং মরণ প্রকাশ হইল (নাভিদ্বারে প্রাণ ও অপানের বন্ধনচ্যুত হইলে মরণ হয়, মরণ বিনা দেহান্তর প্রাপ্তি হয় না বলিয়াই ইহাদের প্রকাশ হইল) ॥ ২৮

আদিৎসোরন্নপানানামাসন্ কুক্ষ্যন্ত্রনাড়য়ঃ।
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ তয়োস্তুষ্টিঃ পুষ্টিস্তদাশ্রয়ে ॥ ২৯ ॥
নিদিধ্যাসোরাত্মমায়া হৃদয়ং নিরভিদ্যত।
ততো মনশ্চন্দ্র ইতি সংকল্পঃ কাম এব চ ॥ ৩০ ॥
ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধির-মেদোমজ্জাস্থিধাতবঃ।
ভূম্যপ্তেজোময়াঃ সপ্ত প্রাণো ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীধরটীকা।—পূর্ব্যা দেহাৎ পুরো দেহান্তরাণি আসিসৃপ্সোঃ সর্ব্বতো গন্তুমিচ্ছোঃ নাভিদ্বারং নিরভিদ্যতেত্যন্বয়ঃ। অপানতঃ অপগচ্ছতঃ। পৃথক্ত্বং মরণম্। নাভ্যাদীন্যধিষ্ঠানাদীনি। নাভ্যাং হি প্রাণাপানয়োর্বন্ধবিশ্লেষো মৃত্যুরিতি প্রসিদ্ধম্ ॥ ২৮

অন্বয়ঃ।—অন্নপানানাং (ভোজ্যপানীয়ানাং) আদিৎসোঃ (সংগ্রহেচ্ছোঃ পুরুষস্য) কুক্ষ্যন্ত্র-নাড়যঃ (কুক্ষিরধিষ্ঠানং, অন্ত্রাণি অন্নসংগ্রহার্থং, নাড্যস্তু পানসংগ্রহার্থং, ইন্দ্রিয়ং) [আসন্ ততঃ] নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ (অন্নপানাধিষ্ঠিদেবতাঃ) তয়োঃ তদাশ্রয়ে (ইন্দ্রিয়দেবতাধীনে) তুষ্টিঃ (উদরভরণং) পুষ্টিঃ (রসপরিণামতঃ স্থৌল্যঞ্চ) [অসীৎ] ॥ ২৯

মূলানুবাদ।—তিনি ভক্ষ্য ও পানীয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে, কুক্ষি, অন্ত্র ও নাড়ী প্রকাশ হইল, নদী ও সমুদ্র অন্ন ও পানের অধিষ্ঠাতা দেবতা, তদধীন উদর ভরণ এবং তুষ্টি ও পুষ্টির প্রকাশ হইল ॥ ২৯

শ্রীধরটীকা।—অন্নপানানামাদিৎসোঃ সংগ্রহেচ্ছোঃ কুক্ষিশ্চ অন্ত্রাণি চ নাড্যশ্চাসন্। অত্র কুক্ষিরধিষ্ঠানম্; অন্নসংগ্রহে অন্ত্রং করণমিন্দ্রিয়স্থানীয়ম্। নাড্যস্তু পানসংগ্রহে। তয়োর্নাড্যন্ত্রবর্গয়োঃ ক্রমেণ নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চ দেবতে। তুষ্টিরুদরভরণম্, পুষ্টিস্তু রসপরিণামতঃ স্থৌল্যম্; তদাশ্রয়ে তদুভয়-নিমিত্তে। তত্রান্নসংগ্রহেচ্ছোঃ কুক্ষ্যন্ত্রসমুদ্রতুষ্টয় ইতি চতুষ্টয়ম্। পেয়সংগ্রহেচ্ছোঃ কুক্ষিনাড়ীনদীপুষ্টয় ইতি বিবেকঃ ॥ ২৯

অন্বয়ঃ।—আত্মমায়াং (আত্মনো মায়াং মায়িকঞ্চ বস্তু) নিদিধ্যাসোঃ (চিন্তয়িতুমিচ্ছোঃ পুরুষস্য) হৃদয়ং (মনঃ) নিরভিদ্যত (পৃথগভূৎ) ততঃ মনঃ (বহিরিন্দ্রিয়াধ্যক্ষমন্তঃকরণং) চন্দ্রঃ (তদধিষ্ঠাত্রীদেবতা) সংকল্পঃ কামঃ এব চ (অভিলাষশ্চ) [অজায়ত] ॥ ৩০

মূলানুবাদ।—তিনি মায়া ও মায়িক বস্তু চিন্তা করিতে ইচ্ছা করিলে মনঃ প্রকাশ হইল, তদনন্তর তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র, এবং সংকল্প, অভিলাষ প্রভৃতি প্রকাশ হইল ॥ ৩০

শ্রীধরটীকা।—নিদিধ্যাসোর্নিতরাং চিন্তয়িতুমিচ্ছোঃ। কামোঽভিলাষঃ। হৃদয়মনশ্চন্দ্রসঙ্কল্পা অধিষ্ঠানাদয়ঃ ॥ ৩০

অন্বয়ঃ।—ভূম্যপ্‌তেজোময়াঃ (পৃথিবীতেজোজলময়াঃ) ত্বক্‌চর্ম্মমাংসরুধিরমেদোমজ্জাস্থি-

গুণাত্মকানীন্দ্রিয়াণি ভূতাদিপ্রভবা গুণাঃ।
মনঃ সর্ব্ববিকারাত্মা বুদ্ধির্বিজ্ঞানরূপিণী ॥ ৩২ ॥
এতদ্ভগবতো রূপং স্থূলং তে ব্যাহৃতং ময়া।
মহ্যাদিভিশ্চাবরণৈরষ্টভির্বহিরাবৃতম্ ॥ ৩৩ ॥

ধাতবঃ সপ্ত (ত্বগাদিসপ্তধাতবঃ জাতাঃ) ব্যোমাম্বুবায়ুভিঃ (আকাশজলবায়ুভিঃ) প্রাণঃ (জাতঃ)॥ ৩১

মূলানুবাদ।—তদনন্তর পৃথিবী, তেজ ও জলময়, ত্বক্, চর্ম্ম, মাংস, রুধির, মেদ, মজ্জা, ও অস্থি এই সপ্ত ধাতু এবং আকাশ, বায়ু ও জলময় প্রাণ প্রকাশ হইল॥ ৩১

শ্রীধরটীকা।—তদেবমধিদৈবাদিভেদং বিভজ্যোক্ত্বা তদংশভূতানাং ধাত্বাদীনাং স্বরূপমাহ— ত্বগিতি দ্বাভ্যাম্। ত্বক্ স্থূলং, চর্ম্ম তদুপরি স্থিতং সূক্ষ্মম্। ত্বগাদয়োঽস্থ্যন্তাঃ দ্বন্দ্বৈকবদ্ভাবেন নির্দ্দিষ্টাঃ সপ্ত যে ধাতবঃ তে ভূম্যপ্তেজোময়াঃ তেষাং পাঞ্চভৌতিকত্বেঽপি বায়্বাকাশয়োরাহারাদিরূপেণ সংবর্দ্ধকত্বাভাবাদেবমুক্তম্॥ ৩১

অন্বয়ঃ।—ইন্দ্রিয়াণি (চক্ষুরাদীনি) গুণাত্মকানি (বিষয়াভিমুখস্বভাবানি) গুণাঃ (রূপাদি-বিষয়াঃ) ভূতাদিপ্রভবাঃ (অহঙ্কারপ্রভবাঃ) মনঃ (অন্তঃকরণং) সর্ব্ববিকারাত্মা (হর্ষদুঃখাদিস্বভাবঃ) বুদ্ধিঃ (তন্নামকমন্তঃকরণং) বিজ্ঞানরূপিণী (বিবেকশক্তিরূপিণী)॥ ৩২

মূলানুবাদ।—চক্ষুঃ প্রভৃতি স্বভাবতঃ রূপাদি বিষয়াভিমুখ, রূপাদি বিষয় অহঙ্কারজাত এবং মন হর্ষদুঃখাদিস্বভাব ও বুদ্ধি বিবেকশক্তিরূপিণী॥ ৩২

শ্রীধরটীকা।—গুণাত্মকানি গুণেষু শব্দাদিষু আত্মা যেষাম্; বিষয়াভিমুখস্বভাবানীত্যর্থঃ। গুণাঃ শব্দাদয়ঃ, ভূতাদিরহঙ্কারঃ, ততঃ প্রকর্ষেণ ভবন্তীতি তথা; অহঙ্কারকল্পিতশোভনস্বভাবাঃ ন তু বস্তুতস্তথেত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—যতো মনঃ সর্ব্ববিকারাণাম্ আত্মা স্বরূপম্। বুদ্ধিস্তু তথাভূতার্থ-বিজ্ঞানরূপিণী, ন তু পরমার্থগ্রাহিণীতি বৈরাগ্যার্থমুক্তম্। অনেনৈব বুদ্ধিমনসোঃ স্বরূপঞ্চোক্তম্॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—ময়া এতৎ (পূর্ব্বোক্তং) মহ্যাদিভিঃ (প্রকৃতিসহিতৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ) অষ্টভিঃ আবরণৈঃ বহিঃ আবৃতং ভগবতঃ (পুরুষস্য) স্থূলং (প্রাকৃতং) রূপং তে (তুভ্যং) ব্যাহৃতং (অভিহিতম্)॥ ৩৩

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ। এই আমি তোমার নিকট শ্রীভগবানের পৃথিবী প্রভৃতি অষ্টাবরণসংবৃত স্থূল রূপের বিষয় বর্ণনা করিলাম॥ ৩৩

শ্রীধরটীকা।—উপসংহরতি এতদিতি। প্রকৃত্যা সহাষ্টভিঃ॥ ৩৩

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বিরাট্ পুরুষের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় হইতে ব্যষ্টি জীবের অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদি কেমন করিয়া সৃষ্টি হইল? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের প্রথম পুরুষ রূপে প্রকৃতিতে ঈক্ষণ, সূক্ষ্ম ব্রহ্মাণ্ড

অতঃ পরং সূক্ষ্মতমমব্যক্তং নির্বিশেষণম্।
অনাদিমধ্যনিধনং নিত্যং বাঙ্মনসঃ পরম্॥ ৩৪ ॥

প্রকাশ ও তাহাতে নিজাঙ্গ জলে পূর্ণ করিয়া তাহাতে শয়ন ও তদনন্তর ব্যষ্টি জীবের ইন্দ্রিয়গণের মূল-স্বরূপ নিজ ইন্দ্রিয়সমূহ কেমন করিয়া প্রকাশ করিলেন, তাহা এই সমস্ত শ্লোকে বর্ণন করিলেন। মূল শ্লোক হইতেই ভাব গ্রহণ করা অসম্ভব নহে, এই জন্য এই সমস্ত শ্লোকের বিশেষ বিবৃতি করা হইল না। তবে এ প্রবন্ধের বক্তব্য এই যে, প্রলয়ে সমস্ত স্থূল বস্তু সূক্ষ্মে পরিণত হইয়া যায়, তখন জীব-চৈতন্যসংস্কার বদ্ধভাবে শ্রীভগবানে লীন থাকে এবং সমস্ত মায়িক বস্তু মায়ায় পরিণত হয় ও মায়া শক্তিরূপে শ্রীভগবানে লীন হইয়া যায়। শ্রীভগবান্ পুনঃ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিলে ক্রমে ক্রমে তাঁহার ইচ্ছায় আবার যেমন ছিল তেমনই হয়॥ ৩২

অন্বয়ঃ।—অতঃপরং (স্থূলাদতীতং) সূক্ষ্মতমং (অতীন্দ্রিয়ং) অব্যক্তং নির্বিশেষণং (বর্ণাকারাদিশূন্যং) অনাদিমধ্যনিধনং (স্থূলদেহেন সহ জন্মস্থিতিনাশশূন্যং) নিত্যং (স্থূলাপেক্ষয়া স্থিতিশীলং) বাঙ্মনসঃ পরং (সূক্ষ্মত্বাদেব বাঙ্মনসোরগোচরং সমষ্টিলিঙ্গশরীরাত্মকং রূপমস্তীতি শেষঃ)॥ ৩৪

মূলানুবাদ।—পূর্ব্ববর্ণিত স্থূল সমষ্টির অতীত, অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, বর্ণাকারাদিশূন্য, স্থূলদেহের জন্ম-মৃত্যুর সহিত সম্বন্ধশূন্য, স্থূলদেহ অপেক্ষা স্থিতিশীল, বাক্য ও মনের অগোচর শ্রীভগবানের আরও এক রূপ আছে॥ ৩৪

শ্রীধরটীকা।—স্থূলমুক্ত্বা সূক্ষ্মং সমষ্টিলিঙ্গশরীরমাহ। অতঃ পরমন্য কারণভূতং সূক্ষ্মতমমতীন্দ্রিয়ং যতোঽব্যক্তম্। তৎ কুতঃ? যতো নির্ব্বিশেষণম্। তৎ কুতঃ? অনাদিমধ্যনিধনম্, উৎপত্তিস্থিতিলয়শূন্যম্। নিত্যং সদৈকরূপম্, অপক্ষয়াদিশূন্যমিত্যর্থঃ। অতএব বাক্ চ মনশ্চেতি। দ্বন্দ্বৈক্যম্। তস্মাৎ পরম্॥ ৩৪

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিৎ শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম রূপের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করিয়া শ্রীশুকদেবের নিকট যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তদুত্তরে শ্রীশুকদেব শ্রীভগবানের দ্বিবিধ রূপই বর্ণনা করিলেন এবং পরিশেষে বলিলেন, যাঁহারা শুদ্ধভক্তিমান্ তাঁহারা শ্রীভগবানের এই দুই রূপ উপাসনার প্রাপ্যরূপে স্বীকার করেন না। এই দুই রূপের স্বরূপ বিচার করিলে বুঝা যায় যে, মায়িক বস্তু-মাত্রেরই স্থূল ও সূক্ষ্ম এই দ্বিবিধ অবস্থা আছে। স্থূল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য এবং সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়াতীত। পরিদৃশ্যমান্ পৃথিবী, জল প্রভৃতি ও তাহা দ্বারা নির্ম্মিত বস্তুসকল স্থূল; এবং মহতত্ত্ব, অহঙ্কার তত্ত্ব, মনঃ, ইন্দ্রিয়, পঞ্চতন্মাত্র ও তাহা দ্বারা গঠিত বস্তু সূক্ষ্ম। জীবমাত্রেরই দেহ স্থূলভূতদ্বারা গঠিত, সুতরাং তাহাও স্থূল এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, মন, পঞ্চপ্রাণ প্রভৃতি দ্বারা গঠিত আরও একটি দেহ আছে, তাহা সূক্ষ্ম এবং ইন্দ্রিয়াতীত। স্থূলদেহের চক্ষু কর্ণ প্রভৃতির দর্শন শ্রবণ প্রভৃতির শক্তি সূক্ষ্মদেহ হইতেই সঞ্চারিত হয় এবং দর্শন শ্রবণ প্রভৃতির সংস্কার সূক্ষ্মদেহেই থাকে। স্থূলদেহের

অমূনী ভগবদ্রূপে ময়া তে হ্যনুবর্ণিতে।
উভে অপি ন গৃহ্ণন্তি মায়াসৃষ্টে বিপশ্চিতঃ॥ ৩৫॥

নাশ হইলে এই সূক্ষ্ম দেহেই জীব অন্য স্থূলদেহে গমন করে এবং সেই দেহের চক্ষু কর্ণাদি দ্বারা দর্শন শ্রবণাদি করে। "অঙ্গুষ্ঠমাত্রং পুরুষং নিশ্চকর্ষ বলাদ্‌যমঃ" এই মহাভারতীয় শ্লোকে এই সূক্ষ্ম দেহই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ পুরুষ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে এবং যথাযোগ্য কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য যম তাহাকেই লইয়া যাইবার জন্য স্থূল দেহ হইতেই আকর্ষণ করিলেন, ইহা বর্ণিত হইয়াছে। মৃত্যু হইলে জীবের স্থূলদেহের সহিত সম্বন্ধ লোপ হয়, কিন্তু তখনও সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে। শ্রীভগবানের সহিত সম্বন্ধ হইলে সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ লোপ হইয়া যায়। অসংখ্য জীবের অসংখ্য স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ আছে। প্রত্যেক জীবের একটি স্থূলদেহ এবং একটি সূক্ষ্মদেহের সহিত সম্বন্ধ থাকে। এই প্রত্যেকের একটিমাত্র দেহের নাম ব্যষ্টিদেহ। সমস্ত দেহ একত্রিত করিলে তাহার নাম সমষ্টিদেহ। স্থূল ও সূক্ষ্ম ভেদে এই সমষ্টিদেহ দ্বিবিধ। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত স্থূল ও সূক্ষ্মদেহ শ্রীভগবানের শক্তিতেই পরিচালিত হয়। যোগমার্গের প্রথম সাধকগণ প্রথমতঃ সমস্ত স্থূলদেহ দ্বারা শ্রীভগবানের বিরাট্‌মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে চিত্ত ধারণা করেন ও তদনন্তর সমস্ত সূক্ষ্মদেহ দ্বারা বিরাট্‌মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া তাহাতে চিত্ত ধারণা করেন এবং সূক্ষ্মদেহ সমষ্টিরূপ বিরাট্‌চিত্ত স্থির হইলে কেবলমাত্র চিৎসত্তায় চিত্তধারণ করিয়া মুক্ত হইয়া যান। ভক্তিযোগের সাধকগণ কিন্তু প্রথম হইতেই স্থূল ও সূক্ষ্মের অতীত সচ্চিদানন্দঘন শ্রীমূর্ত্তি চিন্তা করেন, তদনন্তর সিদ্ধিদশায় পার্ষদদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠধামে গমনপূর্ব্বক সাক্ষাৎ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের স্থূল কিংবা সূক্ষ্মদেহসমষ্টিরূপ বিরাট্‌মূর্ত্তির সহিত সম্বন্ধ থাকে না। এই জন্যই শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—আমি তোমার প্রশ্নানুসারে স্থূল ও সূক্ষ্মদেহসমষ্টিরূপ বিরাট্ বর্ণনা করিলাম বটে, কিন্তু ভক্তগণ এই মায়িক মূর্ত্তিকে উপাসনার প্রাপ্য বলিয়া স্বীকার করেন না; তাঁহারা সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাম, শ্রীনৃসিংহ প্রভৃতির সেবাধিকার লাভই পরমপুরুষার্থ জ্ঞান করেন ও তাহা প্রাপ্তির জন্যই শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজন করেন॥ ৩৩—৩৪

অন্বয়ঃ।—অমূনী (পূর্ব্বোক্তে) ভগবদ্রূপে (শ্রীভগবতঃ স্থূলসূক্ষ্মবিরাড্‌রূপে) ময়া তে (তুভ্যং) অনুবর্ণিতে (বিবিচ্য দর্শিতে) বিপশ্চিতঃ (শুদ্ধভক্তিমন্তঃ) মায়াসৃষ্টে (মায়িকবস্তুরচিতে) উভে (পূর্ব্বোক্ত দ্বে) অপি (রূপে) ন গৃহ্ণন্তি (উপাসনয়া প্রাপ্যত্বেন ন স্বীকুর্ব্বন্তি)॥ ৩৫

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্মরূপের বিষয় তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। শ্রীভগবানের এই দুই রূপই মায়িক, সেইজন্য শুদ্ধভক্তগণ এই দুই মূর্ত্তিকেই উপাসনার প্রাপ্যরূপে স্বীকার করেন না॥ ৩৫

শ্রীধরটীকা।—উপাসনার্থং ভগবত্যারোপিতং রূপদ্বয়মপবদতি—অমূনি ইতি। ন গৃহ্ণন্তি ন বস্তুতোঽঙ্গীকুর্ব্বন্তি। যতো মায়াসৃষ্টে॥ ৩৫

স বাচ্যবাচকতয়া ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্।
নামরূপক্রিয়া ধত্তে সকর্ম্মাকর্ম্মকঃ পরঃ॥ ৩৬॥
প্রজাপতীন্ মনূন্ দেবানৃষীন্ পিতৃগণান্ পৃথক্।
সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বান্ বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্॥ ৩৭॥
কিন্নরাপ্সরসো নাগান্ সর্পান্ কিম্পুরুষান্ নরান্।
মাতৃরক্ষঃপিশাচাংশ্চ প্রেতভূতবিনায়কান্॥ ৩৮॥
কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি।
মৃগান্ খগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্ নৃপ সরীসৃপান্।
দ্বিবিধাশ্চাতুর্ব্বিধা যেঽন্যে জলস্থলনভৌকসঃ॥ ৩৯॥

অন্বয়ঃ।—পরঃ (পরমেশ্বরঃ) অকর্ম্মকঃ (প্রাকৃতক্রিয়াহীনঃ) সঃ (মহদাদিস্রষ্টা পুরুষঃ) ব্রহ্মরূপধৃক্ (ব্রহ্মরূপং প্রকটয্য) সকর্ম্মা (সক্রিয়ঃ সন্) বাচ্যবাচকতয়া (বাচ্যবাচকভাবেন) নামরূপ-ক্রিয়াঃ (দেবমনুষ্যাদিনামরূপতত্তৎকর্ম্মাণি চ) ধত্তে (সৃজতি)॥ ৩৬

মূলানুবাদ।—প্রাকৃত ক্রিয়াবিহীন সেই ভগবান্ ব্রহ্মারূপে সক্রিয় হইয়া বাচকরূপে দেব-মনুষ্যাদি নাম ও বাচ্যভাবে তাহাদের রূপ ও যথাযোগ্য ক্রিয়া সৃষ্টি করেন॥ ৩৬

শ্রীধরটীকা।—যদ্রূপগুণকর্ম্মক ইতি যদুক্তং ভগবতা ব্রহ্মাণং প্রতি, তৎ প্রপঞ্চয়িতুং ব্রহ্মাদি-রূপাণি তৎকর্ম্মাণি চাহ,—স ইত্যাদিনা, ইত্থংভাবেনেত্যতঃ প্রাক্তনেন গ্রন্থেন। স ভগবান্ ব্রহ্মরূপধৃক্ সন্ বাচ্যবাচকতয়া—বাচকতয়া নামানি, বাচ্যতয়া রূপাণি ক্রিয়াশ্চ ধত্তে সৃজতীত্যর্থঃ। মায়য়া সকর্ম্মা সব্যাপারঃ সন্। বস্তুতস্তু অকর্ম্মকঃ॥ ৩৬

অন্বয়ঃ।—প্রজাপতীন্ (দক্ষাদীন্) মনূন্ (স্বায়ম্ভুবাদীন্) দেবান্ (ইন্দ্রাদীন্) ঋষীন্ (মরীচ্যাদীন্) পিতৃগণান্ (অগ্নিষ্বাত্তাদীন্) সিদ্ধচারণগন্ধর্ব্বান্ (তত্তদাখ্যদেবযোনীন্) বিদ্যাধ্রাসুরগুহ্যকান্ (তত্তদাখ্যজীববিশেষান্) কিন্নরাপ্সরসঃ (কিন্নরনামকোপদেবগণান্ উর্ব্বশীপ্রভৃতীন্ অপ্সরোগণাংশ্চ) নাগান্ সর্পান্ কিংপুরুষান্ নরান্ মাতৃরক্ষঃপিশাচাংশ্চ প্রেতভূতবিনায়কান্ কুষ্মাণ্ডোন্মাদবেতালান্ যাতুধানান্ গ্রহানপি মৃগান্ খগান্ পশূন্ বৃক্ষান্ গিরীন্ সরীসৃপান্ [সৃজতীতি শেষঃ] দ্বিবিধা (তে তু স্থাবরজঙ্গম-রূপেণ দ্বিপ্রকারাঃ) চাতুর্ব্বিধাঃ (জরায়ুজাঃ অণ্ডজাঃ স্বেদজাঃ উদ্ভিজ্জাশ্চেতি চতুর্ব্বিধাঃ) জলস্থলনভৌকসঃ (যথাযোগ্যং জলাদিবাসিনশ্চ ভবন্তি)॥ ৩৭—৩৯

মূলানুবাদ।—তিনি দক্ষাদি প্রজাপতি, স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি মনু, ইন্দ্রাদি দেবতা, মরীচি প্রভৃতি ঋষি, পিতৃগণ, সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, অসুর, গুহ্যক, কিন্নর, অপ্সর, নাগ, সর্প, কিংপুরুষ, নর, মাতৃ, রাক্ষস, পিশাচ, প্রেত, ভূত বিনায়ক, কুষ্মাণ্ড, উন্মাদ, বেতাল, যাতুধান, গ্রহ, মৃগ, খগ, পশু, বৃক্ষ, পর্ব্বত, সরীসৃপ প্রভৃতি সৃষ্টি করেন। হে রাজন্! ব্রহ্মার সৃষ্ট জীবগণ, স্থাবর ও জঙ্গমভেদে এবং

কুশলাকুশলা মিশ্রাঃ কর্ম্মণাং গতয়স্ত্বিমাঃ।
সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ সুরনৃনারকাঃ ॥ ৪০ ॥
তত্রাপ্যেকৈকশো রাজন্ ভিদ্যন্তে গতয়স্ত্রিধা।
যদৈকৈকতরোঽন্যাভ্যাং স্বভাব উপহন্যতে ॥ ৪১ ॥

জরায়ুজ, স্বেদজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জভেদে চতুর্বিধ; তাহারা কেহ বা জলে, কেহ বা স্থলে এবং কেহ বা অন্তরীক্ষে বাস করিয়া থাকে ॥ ৩৭—৩৯

শ্রীধরটীকা।—এতৎ প্রপঞ্চয়তি—প্রজাপতীনিতি সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ। দ্বিতীয়ান্তানাং ধত্তে ইত্যনেনান্বয়ঃ। তত্র প্রজাপত্যাদীনি নামানি, তদ্বাচ্যানি রূপাণি, তৎকর্ম্মাণি চ জ্ঞেয়ানি। পৃথক্ তত্তদবান্তরভেদেন ॥ ৩৭,৩৮

শ্রীধরটীকা।—গিরীনিত্যস্যানন্তরং নৃপেতি সম্বোধনম্। দ্বিবিধাঃ স্থাবরজঙ্গমরূপেণ, চতুর্ব্বিধা জরায়ুজাণ্ডজস্বেদজোদ্ভিজ্জরূপেণ, জলস্থলনভাংসি ওকাংসি যেষাং তানপি ধত্ত ইতি পূর্ব্বেণৈব সম্বন্ধঃ ॥ ৩৯

অন্বয়ঃ।—কর্ম্মণাং (জীবকৃতকর্ম্মণাং) কুশলাকুশলাঃ (উত্তমাঃ অধমাঃ) মিশ্রাঃ (মধ্যমাশ্চ) ইমাঃ (ইতি ত্রিপ্রকারাঃ) গতয়ঃ (ফলানি) সত্ত্বং রজস্তম ইতি তিস্রঃ (সাত্ত্বিকী রাজসিকী তামসিকী চ এতাঃ ত্রিপ্রকারাঃ গতয়ঃ) সুরনৃনারকাঃ (দেবাঃ মনুষ্যাঃ অসুরাশ্চ) [সত্ত্বাদিত্রিবিধগতিভিরেব যথাক্রমং দেবাদিদেহপ্রাপ্তির্ভবতীতি ভাবঃ] ॥ ৪০

মূলানুবাদ।—জীবকৃত কর্ম্মের উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকী, রাজসিকী এবং তামসিকী এই ত্রিবিধ গতি অনুসারে কেহ বা দেবতা, কেহ বা মনুষ্য এবং কেহ বা অসুরযোনিতে জন্মগ্রহণ করে ॥ ৪০

শ্রীধরটীকা।—যচ্চ রাজ্ঞা পৃষ্টং যাবত্যঃ কর্ম্মগতয়ো যাদৃশীর্দ্বিজসত্তমেতি, তস্যাপি প্রসঙ্গাদনেনৈবোত্তরমাহ। কুশলা উত্তমাঃ অকুশলা নীচাঃ। মিশ্রা ইতি পদান্তরম্। মিশ্রাঃ মধ্যমাঃ কর্ম্মণাং পুণ্যাপুণ্যমিশ্রাণাং গতয়ঃ ফলানি ॥ ৪০

অন্বয়ঃ।—রাজন্ (হে পরীক্ষিৎ!) তত্রাপি (কর্ম্মগতিনাং ত্রিবিধভেদেঽপি) গতয়ঃ (তিস্র এব গতয়ঃ) যদা একৈকতরঃ স্বভাবঃ (সত্ত্বাদিগুণঃ) অন্যাভ্যাং (রজ আদিভ্যাং) উপহন্যতে (অনুবিধ্যতে মিশ্রীভূয়তে ইত্যর্থঃ) তদা গতয়ঃ (তিস্রঃ কর্ম্মগতয়ঃ) একৈকশঃ (প্রত্যেকং) ত্রিধা ভিদ্যতে (ত্রিপ্রকারা ভবন্তি) ॥ ৪১

মূলানুবাদ।—হে রাজন্! সত্ত্বাদি ত্রিগুণ রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণের মিশ্রণে সাত্ত্বিকী প্রভৃতি ত্রিবিধগতি প্রত্যেকে তিন প্রকার হইয়া থাকে ॥ ৪১

শ্রীধরটীকা।—সত্ত্বাদিভেদেন কর্ম্মগতিবৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়তি সত্ত্বমিতি সার্দ্ধেন। সত্ত্বাদয়স্তিস্রো গতয়ঃ। সুরাদিশব্দা ঋষ্যাদীনামুপলক্ষণার্থাঃ। অন্যাভ্যাং গুণাভ্যাং স্বভাবো গুণঃ উপহন্যতে অনুবিধ্যতে ॥ ৪১

স এবেদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্ম্মরূপধৃক্।
পুষ্ণাতি স্থাপয়ন্ বিশ্বং তির্য্যঙ্নরসুরাদিভিঃ ॥৪২॥
ততঃ কালাগ্নিরুদ্রাত্মা যৎ সৃষ্টমিদমাত্মনঃ।
সন্নিযচ্ছতি তৎকালে ঘনানীকমিবানিলঃ ॥৪৩॥
ইত্থংভাবেন কথিতো ভগবান্ ভগবত্তমৈঃ।
নেত্থংভাবেন হি পরং দ্রষ্টুমর্হন্তি সূরয়ঃ ॥৪৪॥

অন্বয়ঃ।—স এব ভগবান্ (প্রকৃতীক্ষণকর্ত্তা পুরুষ এব) জগদ্ধাতা (শ্রীবিষ্ণুরূপেণ জগৎপালকঃ সন্) ধর্ম্মরূপধৃক্ (ধর্ম্মস্বরূপরক্ষকো ভূত্বা) তির্য্যঙ্নরসুরাদিভিঃ (মৎস্যাদ্যবতারৈঃ) ইদং বিশ্বং (পরিদৃশ্যমানং জগৎ) স্থাপয়ন্ (পালয়ন্) পুষ্ণাতি (ভোগৈঃ সংবর্দ্ধয়তি)॥ ৪২

মূলানুবাদ।—শ্রীভগবান্ বিষ্ণুরূপে জগৎ পালন এবং ধর্ম্মরক্ষক রূপে মৎস্যাদি অবতার গ্রহণ করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড পোষণ করিয়া থাকেন॥ ৪২

শ্রীধরটীকা।—ব্রহ্মরূপেণ স্রষ্টৃত্বমুক্ত্বা বিষ্ণুরূপেণ পালকত্বমাহ। স এব ভগবান্ তির্য্যগাদ্য-বতারৈরিদং বিশ্বং স্থাপয়ন্ পালয়ন্ ধর্ম্মরূপেণ পুষ্ণাতি ভোগৈঃ সংবর্দ্ধয়তি॥ ৪২

অন্বয়ঃ।—ততঃ (স এব শ্রীভগবান্) অনিলঃ (বায়ুঃ) ঘনানীকং ইব (মেঘসমূহমিব) তৎকালে (প্রলয়কালে) কালাগ্নিরুদ্রাত্মা (কালাগ্নিঃ প্রলয়কালীনসঙ্কর্ষণমুখানলঃ রুদ্রঃ সংহারকর্ত্তা তদ্রূপেণ) আত্মনঃ (স্বস্য সকাশাৎ) যৎ সৃষ্টং ("তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মনঃ আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি শ্রুতি-কথিতরূপেণাবির্ভাবিতং) ইদং (বিশ্বং) সংনিযচ্ছতি (সংহরতি)॥ ৪৩

মূলানুবাদ।—প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘসমূহ দূরীভূত করে, সেইরূপ শ্রীভগবান্ প্রলয়কালে কালাগ্নি এবং রুদ্রমূর্ত্তিতে নিজসৃষ্ট বিশ্ব সংহার করিয়া থাকেন॥ ৪৩

শ্রীধরটীকা।—রুদ্ররূপেণ সংহর্ত্তৃত্বমাহ তত—ইতি। আত্মনঃ সকাশাদ্যদিদং সৃষ্টং তৎ সন্নিযচ্ছতি সংহরতি॥ ৪৩

অন্বয়ঃ।—ভগবত্তমৈঃ (ব্রহ্মনারদব্যাসাদ্যৈঃ) ভগবান্ ইত্থংভাবেন (পূর্ব্বোক্তসৃষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্তৃরূপেণঃ) কথিত (তত্তৎকার্য্যবর্ণনেন পরিচায়িতঃ) সূরয়ঃ (শুদ্ধভক্তাস্তু) পরং (শ্রীভগবন্তং) ইত্থংভাবেন হি (কেবলং সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তৃরূপেণৈব) দ্রষ্টুং ন অর্হন্তি (নহি বিজ্ঞাতুমিচ্ছন্তি) [তে তু শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধামনি সচ্চিদানন্দলীলাময়বিগ্রহরূপেণৈব প্রাপ্তুমিচ্ছন্তীত্যর্থঃ]॥ ৪৪

মূলানুবাদ।—ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসাদি শ্রীভগবদ্ভক্তচূড়ামণিগণ এই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়-কর্ত্তারূপে শ্রীভগবানের পরিচয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে কেবলমাত্র সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্ত্তা-রূপেই জানিতে চাহেন না, তাঁহারা শ্রীবৈকুণ্ঠাদিধামে সচ্চিদানন্দ লীলাময়রূপে পাইতে ইচ্ছা করেন॥ ৪৪

শ্রীধরটীকা।—কর্ত্তৃত্বাদ্যপবাদেন দশমস্য শুদ্ধিমাহ। ইত্থংভাবেন স্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ। তস্মাদ্বা

নাস্য কর্ম্মণি জন্মাদৌ পরস্যানুবিধীযতে ।
কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং মায়যারোপিতং হি তৎ ॥ ৪৫ ॥
অয়ন্তু ব্রহ্মণঃ কল্পঃ সবিকল্প উদাহৃতঃ ।
বিধিঃ সাধারণো যত্র সর্গাঃ প্রাকৃতবৈকৃতাঃ ॥ ৪৬ ॥

এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ, সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েত্যাদিশ্রুত্যা কথিতঃ। সূরয়স্তু পরং কেবলমেবং রূপেণৈব দ্রষ্টুং নার্হন্তি ॥ ৪৪

অন্বয়ঃ।—অস্য (জগতঃ) জন্মাদৌ কর্ম্মণি (সৃষ্ট্যাদিব্যাপারে) পরস্য (শ্রীভগবতঃ) ন (এতাবতা গ্রন্থেন শ্রুত্যা বা কর্ত্তৃত্বং ন প্রতিপাদ্যতে) [কিন্তু] মায়যা (শ্রীভগবতঃ বহিরঙ্গশক্ত্যা) আরোপিতং (কর্ত্তৃত্বরহিতেঽপি শ্রীভগবতি অয়স্কান্তমণেঃ সন্নিধিমাত্রেণ লোহচালনকর্ত্তৃত্ববৎ প্রত্যায়িতং) হি তৎ (কর্ত্তৃত্বং) কর্ত্তৃত্বপ্রতিষেধার্থং (ব্রহ্মণঃ প্রজাপতীনাং মনূনাং জীবানাঞ্চ স্বস্বকর্ত্তৃত্বাভিমান-নিরসনার্থং) অনুবিধিযতে (এতাবতা গ্রন্থেন "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইত্যাদি শ্রুত্যা চ অনুবর্ণ্যতে) ॥ ৪৫

মূলানুবাদ।—পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় কিংবা "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" প্রভৃতি শ্রুতিতে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদন করাই উদ্দেশ্য নহে, অয়স্কান্তমণির নিকটবর্ত্তী হইলেই যেমন লৌহ চালিত হয়, সেইরূপ শ্রীভগবানের ইচ্ছামাত্রেই তাঁহারই বহিরঙ্গা শক্তি মায়া হইতে সৃষ্ট জগতের কর্ত্তৃত্ব শ্রীভগবানে আরোপ করিয়া জীবগণের কর্ত্তৃত্বের অভিমান খণ্ডন করাই পূর্ব্বোক্ত আলোচনা ও শ্রুতি শাস্ত্রের উদ্দেশ্য ॥ ৪৫

শ্রীধরটীকা।—তৎ কিম্? যতঃ অস্য বিশ্বস্য জন্মাদৌ কর্ম্মণি পরমেশ্বরস্য ইত্থংভাবঃ কর্ত্তৃত্ব নাস্তি শ্রুত্যাপি তাৎপর্য্যেণ প্রতিপাদ্যতে, কিন্তু অনুবিধীয়তে অনুবর্ণ্যতে। কিমর্থম্? কর্ত্তৃত্ব-প্রতিষেধার্থম্। হি যতঃ মায়যা তৎ আরোপিতং প্রকাশিতম্। তথাচ শ্রুতিঃ—নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে ইত্যাদ্যা ॥ ৪৫

অন্বয়ঃ।—অয়ং তু [পূর্ব্বোক্তবর্ণনয়া] ব্রহ্মণঃ কল্পঃ (সংবৎসরশতাত্মকব্রহ্মণঃ পরমায়ুরূপঃ মহাকল্পঃ) সবিকল্পঃ (চতুর্যুগসহস্রাত্মকব্রহ্মণো দিনরূপান্তরকল্পসহিতঃ) উদাহৃতঃ (ত্বৎপ্রশ্নানুসারেণ ময়া বর্ণিতঃ)। যত্র (মহাকল্পে অবান্তরকল্পে চ) প্রাকৃতবৈকৃতাঃ (প্রাকৃতাঃ মহত্তত্ত্বাদিরূপাঃ বৈকৃতাঃ ব্রহ্মাণ্ডাদিরূপাঃ) সর্গাঃ (সৃষ্টয়ঃ ভবতি), বিধিঃ সাধারণঃ (সর্ব্বেষ্বেব মহাকল্পে অবান্তরকল্পে চ সমানএব সৃষ্টিপ্রকারঃ) ॥ ৪৬

মূলানুবাদ।—হে মহারাজ! তোমার প্রশ্নানুসারে ব্রহ্মার পরমায়ুরূপ মহাকল্প এবং চারিহাজার চতুর্যুগে ব্রহ্মার একদিন রূপ বিকল্পের বিষয় বর্ণনা করিলাম। মহাকল্পে মহত্তত্ত্বাদি এবং বিকল্পে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতির সৃষ্টি হইয়া থাকে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সকল কল্পেই সমান ॥ ৪৬

শ্রীধরটীকা—উক্তমর্থমুপসংহরতি—অয়ন্তিতি। ব্রহ্মণঃ সম্বন্ধী কল্পো মহাকল্পঃ বিকল্পোঽ-বান্তরস্তৎসহিতঃ, উদাহৃতঃ উদাহরণত্বেন সংক্ষেপত উক্তঃ। কথম্ভূতঃ? যত্র মহাকল্পে প্রাকৃতা

মহাদিসর্গাঃ অবান্তরকল্পে চ বৈকৃতাঃ স্থাবরাদিসর্গা ইত্যেবং বিধিঃ প্রকারঃ অন্যৈর্মহাকল্পাদিভিঃ সাধারণঃ॥ ৪৬

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব, শ্রীভগবানের স্থূল ও সূক্ষ্ম বিরাট্ রূপ ও তাঁহার অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ এবং ইন্দ্রিয় হইতে জাগতিক জীবের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতির সৃষ্টি বর্ণনা করিয়াছেন। সম্প্রতি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড এবং তাহাতে যে সমস্ত জীবদেহ প্রভৃতি আছে, তাহার সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় বর্ণনা করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধে দেখা যায়, "সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণাস্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে। স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চি-হরেতি সংজ্ঞাঃ"—পরপুরুষ অর্থাৎ যিনি সৃষ্টির প্রথমে মায়ায় ঈক্ষণ করিলে মায়ার সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ প্রকাশ হইয়া সেই গুণেরই বিক্ষোভ এবং ন্যূনাধিকভাবে মিশ্রণে মহত্তত্ত্বাদিক্রমে জগৎসৃষ্টি হয়, সেই শ্রীভগবানের প্রথমপুরুষাবতারই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ এই তিন গুণ আশ্রয় করিয়া স্থূল ব্রহ্মাণ্ডে এবং তদ্গত জীবদেহাদির সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় করিবার জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র এই তিন মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করেন। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতে এই তিন মূর্ত্তি শ্রীভগবানের গুণাবতার। অন্যান্য দার্শনিকগণ সচ্চিদানন্দময় শ্রীভগবানের এত রকম বিশেষত্ব সমালোচনা করেন নাই। অদ্বৈত-বাদী বৈদান্তিকগণের মতে নির্বিশেষ চিদ্বস্তু ছাড়া সবই রজ্জুসর্পের ন্যায় মায়াকল্পিত, সুতরাং সে মতে কোনই বিরোধ নাই।

শ্রীশুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ। মহাপ্রলয়ের পর শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা হইলে তাঁহারই মায়াশক্তি হইতে মহত্তত্ত্ব, ও মহত্তত্ত্ব হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয়; তাহার পর মহাপ্রলয়ে শ্রীভগবানে লীন জীবগণের নাম, রূপ ও যথাযোগ্য কর্ম্ম প্রকাশ করিবার জন্য শ্রীভগবান্ স্বয়ং কিংবা কোনও যোগ্য জীবে সৃষ্টিশক্তি সঞ্চার করিয়া জীবগণের বাচক দেবতা, মনুষ্য প্রভৃতি নাম ও তাহার বাচ্য দেবতা, মনুষ্যাদি দেহ এবং জীবগণের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্কারানুযায়ী কর্ম্ম সৃষ্টি করেন। এইরূপে প্রজাপতি, মনু, দেবতা প্রভৃতি হইতে শ্রেষ্ঠজীব ও শ্রেষ্ঠজীব হইতে পশু, পক্ষী কীট, পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট জীব পর্য্যন্ত সৃষ্ট হয়। স্থাবর, জঙ্গম, জরায়ুজ, স্বেদজ অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ প্রভৃতি নানাভাবে এই সমস্ত জীবদেহ সৃষ্ট হয় এবং কেহ জলে কেহ স্থলে কেহবা অন্তরীক্ষে বাস করে। এই সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে কেহ বা শ্রেষ্ঠ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানাবিধ সুখভোগ করিতেছে, কেহ বা কীট পতঙ্গাদি নিকৃষ্ট যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নানারূপ দুঃখভোগ করিতেছে। ইহাতে জগৎস্রষ্টার কোনই পক্ষপাত নাই; কারণ মহাপ্রলয়ে সমস্ত জীব যখন শ্রীভগবানে লীন হয়, তখন তাহারা তাহাদের সূক্ষ্ম কর্ম্মবাসনা লইয়াই যায়। আবার যখন সৃষ্ট হয়, তখন নিজ নিজ কর্ম্ম ও কর্ম্মবাসনা অনুসারে দেহ গ্রহণ করিয়া কর্ম্মফল ভোগ করিতে আরম্ভ করে। সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে জীবের কর্ম্ম ত্রিবিধ হয় এবং এই ত্রিবিধ কর্ম্মফলানুসারে দেবতা, মনুষ্য এবং অসুরাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণ ন্যূনাধিক ভাবে মিশ্রিত হইয়া প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার হয়, সেই সমস্ত মিশ্রিত গুণানুসারী কর্ম্মেও যথাযোগ্য দেহ গ্রহণ করিয়া জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে। শ্রীভগবান্ এইরূপে জগৎ সৃষ্টি করিয়া সৃষ্ট জগৎ পালন করিবার জন্য বিষ্ণুরূপ ধারণ

করেন এবং ধর্ম্মদ্বারা জগৎ পোষণ করিবার জন্য মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতাররূপে জগতে প্রকট হইয়া অসুরমারণ, ভূভারহরণ এবং ধর্ম্মসংস্থাপনাদি করেন; আবার যথাসময়ে যখন রুদ্ররূপে সৃষ্ট জগৎ সংহার করেন, তখন আবার সূক্ষ্ম কর্ম্মবাসনাসহ সমস্ত জীব শ্রীভগবানে লীন হইয়া যায়। অনাদি কর্ম্মসংস্কারবদ্ধ বহির্ম্মুখ জীবগণকে কর্ম্মসংস্কারমুক্ত করিয়া নিজ সেবানন্দ আস্বাদন করাইবার জন্য শ্রীভগবান্ এইভাবে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারলীলা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা, নারদ ও ব্যাসাদি শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই ভাবে শ্রীভগবানের সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার লীলা বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহারা কেবলমাত্র জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও লয়কর্ত্তারূপেই শ্রীভগবৎস্বরূপ আস্বাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে চান না, তাঁহারা সৃষ্টি স্থিতি ও লয় এই মায়াসম্বন্ধযুক্ত লীলার অতীত সচ্চিদানন্দ-লীলাময়রূপে বৈকুণ্ঠাদিধামে তাঁহার চরণারবিন্দসেবনে কৃতার্থ হইতে চান।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি" প্রভৃতি শ্রুতিবাক্যে—যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে, এইরূপ শ্রীভগবানের লীলার পরিচয় পাওয়া যায় এবং "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" এই শ্রুতিতেও পরমৈশ্বর্য্যশালী শ্রীভগবান্ যে মায়াশক্তি আশ্রয় করিয়া নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেন তাহাও বুঝা যায়। ভক্তচূড়ামণিগণ যাঁহা হইতে বিশ্বের সৃষ্টি প্রভৃতি হইয়া থাকে এবং যে পরমৈশ্বর্য্যশালী লীলারূপ তিনি প্রকাশ করেন, তাঁহারই সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করতে চান। জগৎসৃষ্টি করা ও লীলারূপ ধরার সহিত তাঁহারা সম্বন্ধ রাখিতে চান না, তবে "আমার প্রভুর এত শক্তি আছে" ইহা কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন হয়।

শ্রুতি ও পুরাণাদিতে শ্রীভগবানের জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি লীলা বর্ণিত আছে সত্য, কিন্তু সেই লীলা প্রতিপাদন করাই শ্রুতি পুরাণাদির উদ্দেশ্য নহে, কারণ জগৎ সৃষ্টি প্রভৃতি কার্য্যে শ্রীভগবানের কর্ত্তৃত্ব আরোপিত মাত্র। অয়স্কান্তমণি (চুম্বক) লৌহচালন করিতে ইচ্ছা না করিলেও যেমন তাহার নিকটে আসিলেই লৌহ আপনা আপনি চালিত হয়, শ্রীভগবানেরও সেইরূপ কোনও প্রয়োজন না থাকিলেও তাঁহার সন্নিধিমাত্রেই মায়া হইতে আপনা আপনি জগৎ সৃষ্ট হয়। লৌহ চালন দেখিয়া "অয়স্কান্তমণি লৌহ চালাইতেছে" এই কথা বলা এবং জগৎসৃষ্টি দেখিয়া শ্রীভগবান্ জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন এই কথা বলা একই। এই আরোপিত কর্ত্তৃত্ব লইয়াই শ্রুতি প্রভৃতিতে শ্রীভগবান্‌কে জগৎকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত করা আছে; আবার স্থানে স্থানে "নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং" প্রভৃতি বাক্যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব নাই ইহাও বর্ণিত আছে। জীবগণ নানা কার্য্য করিয়া তাহার কর্ত্তৃত্বের বোঝা নিজের স্কন্ধে চাপাইয়া ভারবহনে অক্ষম হইয়া পড়িবে বলিয়া বেদপুরাণাদিতে অয়স্কান্তমণির লৌহচালনের কর্ত্তৃত্বের ন্যায় শ্রীভগবানের জগৎকর্ত্তৃত্ব বর্ণিত আছে। ইহার আলোচনায় জীবের মিথ্যা কর্ত্তৃত্বের অভিমান নষ্ট হইবে।

শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন,—হে মহারাজ। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগ এক হাজার বার পরিবর্ত্তিত হইলে ব্রহ্মার একদিন হয়; এই ব্রহ্মার দিনের নাম বিকল্প, ইহাতে ব্রহ্মাণ্ড ও জীবদেহাদি সৃষ্টি হয়। ব্রহ্মার দিনপরিমাণ মাস বৎসরাদি গণনায় শতবৎসর পরমায়ু।

পরিমাণঞ্চ কালস্য কল্পলক্ষণবিগ্রহম্।
যথা পুরস্তাদ্ব্যাখ্যাস্যে পাদ্মং কল্পমথো শৃণু॥ ৪৭॥

শ্রীশৌনক উবাচ।

যদাহ নো ভবান্ সূত ক্ষত্তা ভাগবতোত্তমঃ।
চচার তীর্থানি ভুবস্ত্যক্ত্বা বন্ধূন্ সুদুস্ত্যজান্॥ ৪৮॥
ক্ষত্তুঃ কৌশারবেস্তস্য সংবাদোঽধ্যাত্মসংশ্রিতঃ।
যদ্বা স ভগবাংস্তস্মৈ পৃষ্টস্তত্ত্বমুবাচ হ॥ ৪৯॥

ব্রহ্মার এই পরমায়ুর নাম মহাকল্প। এই মহাকল্পে মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি সৃষ্ট হয়। প্রতি মহাকল্প এবং বিকল্পেই এইরূপ সৃষ্টি হইয়া থাকে। স্থূল-সূক্ষ্মাদি কালের পরিমাণ এবং মন্বন্তর প্রভৃতি কল্পের অবান্তর কালের বিষয় পরে বর্ণনা করিব, সম্প্রতি পাদ্মনামক কল্পের কথা বলি, শ্রবণ কর॥ ৩৫—৪৬

অন্বয়ঃ।—কালস্য পরিমাণং (স্থূলসূক্ষ্মাদিরূপেণ কালপরিমাণবিবরণং) কল্পলক্ষণবিগ্রহং (মন্বন্তরাদিরূপেণ কল্পস্য অবান্তরবিভাগশ্চ) যথা (যথা ভবতি তথা) পুরস্তাৎ (তৃতীয়স্কন্ধাদৌ) ব্যাখ্যাস্যে (বর্ণয়িষ্যামি) অথো (এতদনন্তরং) পাদ্মং কল্পং (যত্র কল্পে শ্রীভগবতো নাভিপদ্মাৎ ব্রহ্মণ উৎপত্তির্ভবতি তৎকল্পবিবরণং) শৃণু॥ ৪৭

মূলানুবাদ।—কালের স্থূল-সূক্ষ্মাদি পরিমাণ ও মন্বন্তর, যুগ প্রভৃতি কল্পের অবান্তর বিভাগ পরে বর্ণনা করিব। সম্প্রতি যে- কল্পে শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে ব্রহ্মার উৎপত্তি হয়, সেই পাদ্মকল্পের বিষয় বর্ণনা করি, শ্রবণ কর॥ ৪৭

শ্রীধরটীকা।—বক্ষ্যমাণং বিস্তরং প্রতিজানীতে। পরিমাণং স্থূলঃ সূক্ষ্মশ্চ, কল্পস্য লক্ষণম্ ইয়ান্ এবংরূপ ইতি, তদ্বিগ্রহম্ অবান্তরকল্পঃ মন্বন্তরাদিরূপং বিভাগঞ্চ, যথাবৎ বিস্তরেণ পুরস্তাৎ তৃতীয়স্কন্ধে ব্যাখ্যাস্যামি। তত্র চ পাদ্মং কল্পম্ অথো ইতি কার্ৎস্ন্যেন ব্যাখ্যাবসানং শৃণু॥ ৪৭

অন্বয়ঃ।—(শ্রীশৌনক উবাচ।) সূত। (হে লোমহর্ষণনন্দন।) ভবান্ যৎ আহ (তত্র ভবান্ কথয়ামাস) ভাগবতোত্তমঃ (ভক্তচূড়ামণিঃ) ক্ষত্তা (বিদুরঃ) সুদুস্ত্যজান্ (যোগিপ্রভৃতিভিরপি অনায়াসেন ত্যক্তুমশক্যান্) বন্ধূন্ (আত্মীয়বর্গান্) ত্যক্ত্বা (শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দসেবনাবেশতঃ তুচ্ছীকৃত্য) ভুবঃ (পৃথিব্যাঃ) তীর্থানি (মথুরাদীনি) চচার (বিচচার)॥ ৪৮

মূলানুবাদ।—শৌনক বলিলেন, হে সূত। তুমি পূর্ব্বে বলিয়াছিলে যে ভক্তচূড়ামণি বিদুর, যোগিগণেরও দুস্ত্যজ আত্মীয়বর্গকে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ-সেবনাবেশে পরিত্যাগ করিয়া পৃথিবীস্থ যাবতীয় তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছিলেন॥ ৪৮

শ্রীধরটীকা।—যদর্থং সৃষ্ট্যাদিনিরূপণং তদেব সাক্ষাৎ শ্রোতুকামঃ কথান্তরং পৃচ্ছতি যদা হেতি। ক্ষত্তা বিদুরঃ। ভুবঃ সম্বন্ধীনি তীর্থানি, যদ্বা ভুবঃ ক্ষেত্রাণি চেতি॥ ৪৮

অন্বয়ঃ।—কৌশারবেঃ (মৈত্রেয়স্য) তস্য ক্ষত্তুঃ (বিদুরস্য চ) অধ্যাত্মসংশ্রিতঃ (তত্ত্বজ্ঞান-

ব্রূহি নস্তদিদং সৌম্য বিদুরস্য বিচেষ্টিতম্ ।
বন্ধুত্যাগনিমিত্তঞ্চ যথৈবাগতবান্ পুনঃ ॥ ৫০ ॥

শ্রীসূত উবাচ ।

রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টো যদবোচন্মহামুনিঃ ।
তদ্বোঽভিধাস্যে শৃণুত রাজ্ঞঃ প্রশ্নানুসারতঃ ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
দ্বিতীয়স্কন্ধে দশলক্ষণকথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

গর্ভঃ) সংবাদঃ (আলাপঃ) [অভূৎ] সঃ ভগবান্ (সর্ব্বজ্ঞঃ মৈত্রেয়ঃ) পৃষ্টঃ (বিদুরেণ জিজ্ঞাসিতঃ সন্) তস্মৈ (বিদুরায়) যথা (যচ্চ) তত্ত্বং উবাচ হ (কথয়ামাস তৎ কথয়েতি শেষঃ) ॥ ৪৯

মূলানুবাদ।—মৈত্রেয় ঋষির সহিত বিদুরের যে তত্ত্বকথালাপ হইয়াছিল, এবং বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, সর্ব্বজ্ঞ মৈত্রেয় ঋষি তাহার যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ॥৪৯

শ্রীধরটীকা।—কৌশারবের্মৈত্রেয়স্য তস্য ক্ষত্তুশ্চ অধ্যাত্মজ্ঞানসংশ্রিতঃ সংবাদঃ ॥ ৪৯

অন্বয়ঃ।—সৌম্য (হে শান্তমূর্ত্তে । সূত ।) বিদুরস্য বিচেষ্টিতং (ভক্তচূড়ামণেঃ বিদুরস্য কার্য্যজাতং) বন্ধুত্যাগনিমিত্তং চ (আত্মীয়াংস্ত্যক্ত্বা দূরগমনকারণঞ্চ) যথৈব (যেন চ হেতুনা) পুনরাগতবান্ (পুনঃ যুধিষ্ঠিরনিকটে আজগাম) তদিদং (তৎসর্ব্বমেব বৃত্তান্তং) নঃ (অস্মাকং সমীপে) ব্রূহি (কথয়) ॥ ৫০

মূলানুবাদ।—হে শান্তপ্রকৃতে। ভক্তচূড়ামণি বিদুরের কার্য্যকলাপ, তাঁহার আত্মীয়বর্গত্যাগের কারণ, এবং পুনরায় যুধিষ্ঠিরের নিকট তদীয় আগমনবৃত্তান্ত আমাদের নিকট বর্ণন কর ॥ ৫০

শ্রীধরটীকা।—পুনরাগতবান্, তত্র চ নিমিত্তং ব্রূহি ॥ ৫০

অন্বয়ঃ।—(শ্রীসূত উবাচ ।) রাজ্ঞা পরীক্ষিতা পৃষ্টঃ (জিজ্ঞাসিতঃ সন্) মহামুনিঃ (শ্রীশুকদেবঃ) রাজ্ঞঃ পরীক্ষিতঃ প্রশ্নানুসারতঃ (প্রশ্নানুসারেণ) যৎ অবোচৎ (কথয়ামাস) তৎ বঃ (যুষ্মাকং সমীপে) অভিধাস্যে (কথয়িষ্যামি) শৃণুত (আকর্ণয়ত) ॥ ৫১

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতান্বয়ে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

মূলানুবাদ।—শ্রীসূত বলিলে, হে ঋষিগণ। মহারাজ পরীক্ষিৎ প্রশ্ন করিলে তদনুসারে মহামুনি শ্রীশুকদেব যাহা উত্তর দিয়াছিলেন তাহা আমি আপনাদের নিকট বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ৫১

ইতি শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামিকৃতে
শ্রীমদ্ভাগবতমূলানুবাদে দ্বিতীয়স্কন্ধস্য দশমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরটীকা।—রাজ্ঞা পৃষ্ট ইতি অয়মর্থঃ—যদ্যূয়ং পৃচ্ছথ ইদমেব রাজাপি শুকং পৃষ্টবান্‌ শুকোঽপি বিদুরমৈত্রেয়সংবাদং পুরস্কৃত্য যে পূর্ব্বং রাজ্ঞা কৃতাঃ প্রশ্নাস্তদনুসারেণ সর্ব্বং পুরাণার্থমবোচৎ। তদেবাহং যোঽভিধাস্যামি তথৈব শৃণুতেতি॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতভাবার্থদীপিকায়াং দ্বিতীয়স্কন্ধে দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০

শ্রীমদ্ভাগবতং যেন স্বব্রহ্মমুখতোঽমৃতম্। ব্রহ্মনারদযোঃ প্রোক্তং তং বন্দে শুকমীশ্বরম্॥

যৎসূত্রযন্ত্রিতং বিশ্বং নরীনর্ত্তি জগত্রয়ম্। সন্তস্তমেব পৃচ্ছন্তু যদত্র স্খলিতং মম॥

দ্বিতীয়স্কন্ধসম্বন্ধি-পদভাবার্থদীপিকা। উদ্দীপ্যতামিয়ং সদ্ভির্যথা স্যাৎ তত্ত্বদীপিকা॥

(ঈক্ষন্তামিচ্ছয়া সন্তঃ ক্ষমন্তাং মম সাহসম্। ময়া হি স্বীয়বোধায় কৃতমেতন্ন সর্ব্বতঃ॥)

সমাপ্তা চেয়ং দ্বিতীয়স্কন্ধভাবার্থদীপিকেতি॥ ২॥

শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী।—শৌনকাদি নৈমিষারণ্যবাসী ঋষিগণের প্রশ্নানুসারে শ্রীসূত, মহারাজ পরীক্ষিৎ ও শ্রীশুকদেবের প্রশ্নোত্তর অবলম্বন করিয়া নানা কথা বর্ণন করিয়া পাদ্মকল্প বর্ণন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঋষিগণ বিদুর-মৈত্রেয় সংবাদ শুনিবার আগ্রহে তাহা স্থগিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—হে সূত। ইতঃপূর্ব্বে তুমি বলিয়াছ, পরমভাগবত বিদুর আত্মীয়বর্গের মমতা তুচ্ছ করিয়া ভূমণ্ডলস্থ সমস্ত তীর্থ ভ্রমণ করিয়াছেন এবং তাঁহার সহিত মৈত্রেয় ঋষির নানাপ্রকার তত্ত্বকথালাপ হইয়াছিল। হে শান্তপ্রকৃতে। তুমি আমাদের নিকট সেই বিদুর মহাশয়ের কার্য্যকলাপ, তাঁহার গৃহত্যাগের হেতু এবং তিনি আবার কি জন্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, এই সকল বিষয় বর্ণন কর।

ঋষিগণের প্রশ্নে শ্রীসূত মহাশয় বলিলেন—হে ঋষিগণ। আমি পাদ্মকল্প বর্ণনা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, কিন্তু আপনাদের আদেশে তাহা স্থগিত রাখিয়া মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নানুসারে শ্রীশুকদেব যে ভাবে বিদুর-মৈত্রেয়-সংবাদ বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাই আপনাদের নিকট বলিতেছি॥ ৪৭—৫১

দ্বিতীয়াভিনিবিষ্টেন রাধাবিনোদশর্ম্মণা।
অদ্বিতীয়কৃপালেশাৎ দ্বিতীয়োঽয়ং সমাপিতঃ॥
শাকেঽব্ধিবর্ণবহ্নিন্দ্রৌ মকরস্থে দিবাকরে।
রাজধান্যাং সমাপ্তোঽয়ং শুক্লায়াং দশমীতিথৌ॥

ইতি-শ্রীধাম-শান্তিপুর-পুরন্দর-প্রভুবর-শ্রীসীতানাথ-বংশোদ্ভব-শ্রীরাধাবিনোদ-গোস্বামি-
কৃতায়াং শ্রীভাগবতামৃতবর্ষিণী-সমাখ্যায়াং তাৎপর্য্যব্যাখ্যায়াং
দ্বিতীয়স্কন্ধস্য দশমোঽধ্যায়ঃ॥ ১০॥

দ্বিতীয়স্কন্ধঃ সম্পূর্ণঃ।